দৃষ্টফল চিকিৎসা

কলিকাতা আয়ুর্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, নিখিল ভারতীয়
আয়ুর্বেদ বিদ্যাপীঠ, ঝান্সী আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়,
পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট্ ফ্যাকাল্‌টী অব আয়ুর্বেদিক
মেডিসিন এবং দিল্লীস্থ আয়ুর্বেদ ও
টিব্বী কলেজের পরীক্ষক ও
প্রশ্নপত্রকারক

রাজবৈদ্য প্রাণাচার্য্য কবিরাজ
ডক্টর শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়
এম. এ (ক্যাল), ডি এস-সি (জে. এ. ইউ.),
আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি, জ্যোতির্ভূষণ, রসসিদ্ধ
প্রণীত

মূল্য—৪৲ টাকা

প্রকাশক ঃ—

কবিরাজ শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইনষ্টিটিউট্ অব হিন্দু কেমিষ্ট্রী এণ্ড আয়ুর্বেদিক রিসার্চ

৬।১, মূর এভিনিউ, রিজেণ্ট পার্ক।

টেলিফোন : সাউথ ১৪৭৪

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন

১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

টেলিফোন : ৩৪—৪০৩৯

(এই পুস্তকে বর্ণিত যাবতীয় ঔষধ উক্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়)

মুদ্রক ঃ—শ্রীনরেশ চন্দ্র দে

শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১১৮/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

ওঁ তৎসৎ

উৎসর্গ-পত্র

যিনি বংশানুক্রমে আয়ুর্বেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আয়ুর্বেদের
বর্ত্তমান দুর্দশার জন্য যিনি অন্তরে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব
করেন, আয়ুর্বেদকে তাহার পূর্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত
দেখিতে যিনি সর্বদাই অতিশয় আগ্রহশীল, সেই
অশেষ গুণালঙ্কৃত, সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ,
পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সজ্জন-ভূষণ, সৌজন্য-
সুধাসাগর, কলিকাতা হাইকোর্টের
বিচারপতি
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম. এ; এল. এল. বি; ডীন অব দি ফ্যাকাল্‌টী
অব ল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মহোদয়ের
শ্রীচরণাম্বুজে মল্লিখিত "দৃষ্টফল
চিকিৎসা" নামক গ্রন্থ ভক্তি-
পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ
করিয়া কৃতার্থ
হইলাম।

ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সহৃদয় পাঠকগণের অনুকম্পায় "দৃষ্টফল চিকিৎসা"র প্রথম সংস্করণ অতি অল্পকালমধ্যে নিঃশেষ হওয়ার জন্য অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমার কর্মবাহুল্য ও সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন প্রথম সংস্করণের ত্রুটিগুলি দ্বিতীয় সংস্করণেও সংশোধন করিতে পারি নাই। তৃতীয় সংস্করণে সেই ভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমাকে মার্জনা করিবেন।

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
বচো ময়া দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ॥"

ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

মঙ্গলাচরণম্

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা, তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূর্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী॥
বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥"

ওঁ নমো আয়ুর্বেদপ্রণেতৃভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যো ঋষিভ্যঃ পূর্বাচার্যেভ্যশ্চ।

ব্রহ্মা
|
দক্ষপ্রজাপতি
|
অশ্বিনীকুমারদ্বয়
|
ইন্দ্র

আদিম	কশ্যপ	ভরদ্বাজ	ধন্বন্তরি
|	|	|	|
শুক্রাচার্য্য	বশিষ্ঠ	অত্রি পুত্রাদি	কাশীপতি
|	|	|	দিবোদাস, সুশ্রুত
নন্দীরাজ	অত্রি	অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি, হারিত	| ঔপধেনব
|	|	|	|
রাবণ	ভৃগু, বিশ্বামিত্র	চরক বা পতঞ্জলি	ঔরভ্র

ইন্দ্র

- রামচন্দ্র
  - কপালী
  - মত্ত
  - মাণ্ডব্য
  - চন্দ্রসেন
  - ভাস্কর
  - রসেন, রত্নকোষ
  - শম্ভু
  - সাত্ত্বিক
  - নরবাহন
  - ইন্দ্রদ
  - গোমুখ
  - কাম্বলী

- যমদগ্নি
  - পুলহ
  - পুলস্ত্য
  - ক্রতু

- দৃঢ়বল
  - ভট্টার হরিশ্চন্দ্র, মাধব কর, বৃন্দমাধব কুণ্ড, তীসট, চন্দ্রট, বৃদ্ধ বাগ্‌ভট, ভোজদেব, সোঢ়ল, কার্ত্তিক কুণ্ড, গয়দাস, গয়ী, ভানুদত্ত, চক্রদত্ত, ঈশানদেব, ঈশ্বর সেন, গদাধর, বকুল কর, গয়ী সেন, বকুলেশ্বর, বঙ্গসেন, সুকীর বৈদ্য, সুধীর, সুদান্ত সেন, অরুণ দত্ত, কেদার ভট্ট, নিশ্চল কর, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত, শার্ঙ্গধর, উল্লাসাচার্য্য, নারায়ণ ভট্ট, বোপদেব, বাচস্পতি, বিশ্বনাথ, হেমাদ্রি, মদনপাল, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শিবদাস সেন, ভাবমিশ্র, লোলিম্বরাজ, রামমাণিক্য সেন, বংশীধর, ভরত মল্লিক, বিদ্যাপতি, আনন্দ বর্ম্মা, রাজবল্লভ, রাম সেন, কবীন্দ্রমণি, গঙ্গাধর, ধরণীধর, নারায়ণ দাস, ভগবানচন্দ্র সেন

- পৌষ্কলাবত
  - বৈতরণ
  - ভোজ
  - করবীর্য্য
  - গোপুর রক্ষিত
  - ভালুকি
  - কপিল
  - গৌতম
  - বিদেহাধিপ
  - নিমি
  - কাঙ্কায়ণ
  - গর্গ
  - গালব

ইন্দ্র

|

ব্যাড়ি, ব্রহ্মজ্যোতি
|
দণ্ডী
|
সোমদেব
|
নাগার্জ্জুন
|
সুরানন্দ
|
নাগবোধী
|
যশোধর
|
খণ্ড, কাপালিক
|
ব্রহ্ম
|
গোবিন্দ
|
লম্বক
|
হরি, মহানভৈরব, নৃত্যনাথ

গয়ানাথ, গোবিন্দ, শ্রীচরণ, রাজেন্দ্রনাথ, যদুনাথ, যোগীন্দ্র নাথ সেন, দ্বারকানাথ, জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, ত্র্যম্বক, চন্দ্রকিশোর সেন, বিজয়রত্ন সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রাম-চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমানাথ, মহা-নন্দ, গোণ্ডলরাজ ভগবৎসিংহ, গিরীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, উদয়-চন্দ্র, দুর্গাপ্রসন্ন সেন, নিশি-কান্ত সেন, উপেন্দ্রনাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিনোদ-লাল সেন, নগেন্দ্রনাথ সেন, কালীশচন্দ্র সেন, কালী-প্রসন্ন কবিশেখর, যশোদা-নন্দন, অবিনাশচন্দ্র, পরেশ, উমাচরণ, ধর্ম্মদাস, কুঞ্জবিহারী, হরলাল গুপ্ত, নিবারণ সেন, গিরীশচন্দ্র সেন, পীতাম্বর সেন, দুর্গাপ্রসন্ন, কৈলাস, পঞ্চানন, নিশিকান্ত, মদন কবীন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র সেন, ললিত

সাত্যকি
|
সৌনক
|
করাল
|
কাশ, দীর্ঘতপা, ধন্ব
|
ধন্বন্তরি
|
কেতুমান
|
ভীমসেন
|
দিবদাস
|
প্রতর্দ্দন
|
বৎস
|
অলর্ক

ইন্দ্র

বাগ্ভট্ট
|
অনন্তদেব
|
গোপালকৃষ্ণ
|
হরিপ্রপন্ন
|
ভূদেব মুখোপাধ্যায়

হারাণচন্দ্র, গণনাথ, জ্যোতিষচন্দ্র

কবিশেখর, যামিনীভূষণ রায়, মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ, হরিনাথ বিদ্যারত্ন, স্যার আশুতোষ, কেদারনাথ শাস্ত্রী, সত্যচরণ সেন, রমানাথ সেন, সীতানাথ সেন, শ্যামাদাস বাচস্পতি, শিবনাথ সেন, বাগেশ্বর কাব্যতীর্থ, কীর্ত্তিবাস, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সেন, হরিসাধন রায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, নলিনীরঞ্জন সেন, শরচ্চন্দ্র সেন, যামিনীরঞ্জন সেন, জ্যোতির্ময় সেন, ধরণীধর শাস্ত্রী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্যগণের চরণে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া "দুষ্টফল চিকিৎসা" নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছি। ইহা পাঠ করিলে পূর্ব্বাচার্যগণের আশীর্বাদে চিকিৎসাক্ষেত্রে সাফল্যলাভ ঘটিবে।

ইতি গ্রন্থকার

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ভূমিকা

ভগবান বাসুদেবের কৃপায় "দৃষ্টফল চিকিৎসা" প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক প্রকাশ করিতে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছি। সেইজন্য পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার বিজ্ঞাপন ছাপানো হইবার অনেক দিন পরেও এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকে বর্ণিত অনুভূত দৃষ্টফল যোগগুলি ভারত-বিখ্যাত আচার্য্য-গণের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রেস বিভ্রাটেও বহু সময় নষ্ট হইয়াছে। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

এই পুস্তকে বর্ণিত যোগ সকল আমার স্বকপোল-কল্পিত নহে। সমুদ্রসদৃশ বিশাল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের কোনো না কোনো গ্রন্থে ইহাদের দর্শন মিলিবে। শাস্ত্রে একই রোগের চিকিৎসা বিষয়ে বহুবিধ ঔষধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে চিকিৎসকগণকে অনেক সময় "বাঁশ বনে ডোম কানা" হইতে হয়। রোগাধিকারে লিখিত বহুবিধ ঔষধের মধ্যে কোন্‌টি কার্য্যতঃ সর্ব্বাধিক ফলপ্রসূ তাহা অভিজ্ঞ ও অনুভবী চিকিৎসকের দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা-কুশলতার ফলেই লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তৎকৃত

অনুভূত দৃষ্টফল চিকিৎসা-পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর হস্তে বহু যত্নার্জ্জিত পৈত্রিক ধন রক্ষিত হইলেও, অযোগ্য উত্তরাধিকারীর হস্তে পড়িয়া অতি উত্তম পৈত্রিক সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। বহু কৃতী চিকিৎসকের আজীবন আয়ুর্ব্বেদ-গবেষণার ফল তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতি-শীল চিকিৎসা-বিজ্ঞানক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরূপ পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ঐ সকল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের প্রায় প্রত্যেকেই জাতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে স্বকীয় গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসার-কল্পে বিশেষজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যদি তাঁহাদের স্ব-স্ব অভিজ্ঞতালব্ধ অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার উদীয়মান চিকিৎসকগণের জ্ঞানলাভের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন, তবে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার হইবে। এই বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় কৃতী চিকিৎসকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বঙ্গদেশ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পীঠস্থান।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু খ্যাতনামা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা

করতঃ বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বীরভূম জেলার ময়ুরেশ্বর গ্রামনিবাসী চক্রপাণি দত্ত সর্ব্বপ্রধান। চক্রপাণি দত্ত স্বনামে চক্রদত্ত নামক যুগান্তকারী পুস্তক প্রণয়ন ছাড়া দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান ও চরক এবং সুশ্রুতের অতি বিস্তৃত ও অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন। চক্রপাণি লিখিত সম্পূর্ণ টীকা পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদ দর্শনে নিশ্চয়ই পূর্ণরূপে প্রবেশাধিকার লাভ হইয়া থাকে। চক্রপাণির ন্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত ও বিজয় রক্ষিতের নামও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা জগতে চিরস্মরণীয়। স্বনাম-ধন্য মাধবের পঞ্চ-নিদানের উপরে বিজয় রক্ষিতের মধুকোষ টীকা বাঙ্গালীর রোগ বিজ্ঞান-মূলক প্রতিভার চরম নিদর্শন। নিদানকার মাধবও বাঙ্গালী ছিলেন। "নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ", এই প্রবাদ বাক্য দ্বারা বাঙ্গালী মাধবের রোগ বিনিশ্চয়ে অসামান্য প্রতিভার কথা সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভট্টার হরিশ্চন্দ্র, গয়দাস, গদাধর, গয়ী প্রভৃতি বৈদ্যগণের লিখিত গ্রন্থ অধুনালুপ্ত হইলেও চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত, শিবদাস সেন, ডল্বণ ও গঙ্গাধরের টীকায় ঐ সকল মহাত্মগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বহুশঃ উদ্ধৃত রচনাবলী হইতে তাঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। পরবর্ত্তী টীকাকারগণের মধ্যে শিবদাস সেনের স্থান অতি উচ্চে। শিবদাস বহু গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কেবলমাত্র অষ্টাঙ্গ-হৃদয়, চরক ও চক্রদত্তের উপর লিখিত টীকা ছাড়া অন্য টীকা-গুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অধুনা জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী মহাশয়

শিবদাস কৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উত্তরস্থানের টীকা প্রকাশিত করিয়াছেন। শিবদাস যেরূপ সহজ ও সরল ভাষায় আয়ুর্বেদের মূলতত্ত্বগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ-আকাশের অপর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক "চিকিৎসা-সার সংগ্রহ"—এর লেখক বঙ্গ সেন। এই ব্যক্তিকে কেবলমাত্র সংগ্রহকার বলিলে ইঁহার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হইবে। কারণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইঁহার দুইটী দান ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। চরক বা সুশ্রুত, কেহই স্ত্রীরোগের বিশ্ববিখ্যাত ঔষধ "অশোকারিষ্ট" এবং হৃদ্রোগের বিশ্ব-বিখ্যাত ঔষধ "অর্জ্জুনারিষ্ট" সম্বন্ধে কোন কথা লিখিয়া যান নাই। বঙ্গ সেন স্বকীয় প্রতিভাবলে উক্ত দুইটী ভৈষজ্যের অদ্ভুত রোগনাশক গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় "চিকিৎসা-সার সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চরকের টীকাকারগণের মধ্যে ভট্টার হরিশ্চন্দ্র, চক্রপাণি, ঈশান দেব, বাপ্যচন্দ্র, বকুলেশ্বর সেন, আচার্য্য ভীম দত্ত, ঈশ্বর সেন ভিষক্, গুণাকর বৈদ্য, নরসিংহ কবিরাজ, শিবদাস সেন, গঙ্গাধর কবিরাজ, যোগীন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, ইঁহারা সকলেই বঙ্গ-জননীর কৃতী সন্তান। সুশ্রুতের টীকাকারগণের মধ্যে গয়দাস, গয়ী সেন, ভাস্কর, মাধব, ব্রহ্মদেব, চক্রপাণি, কার্ত্তিক কুণ্ড, সুধীর, সুবীর, শিবদাস সেন, হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, ইঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালী

বৈদ্যগণ শল্যতন্ত্রে (Surgery) অনভিজ্ঞ, একথা বলা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মাধব নিদানের অপর বিখ্যাত টীকা "আতঙ্কদর্পণী" প্রণেতা বাচস্পতি বাঙ্গালী ছিলেন। শ্রীকণ্ঠ দত্ত "সিদ্ধযোগ সংগ্রহ"-এর "কুসুমাবলী" নামক একটী টীকা প্রণয়ন করেন।

"সিদ্ধিসার সংহিতা" প্রণেতা রবিগুপ্তও বাঙ্গালী ছিলেন। অতি প্রসিদ্ধ রসতান্ত্রিক গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" নামক সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। "ভৈষজ্য রত্নাবলী" নামক অপূর্ব্ব সংগ্রহগ্রন্থের প্রণেতা গোবিন্দ দাস বাঙ্গালী বৈদ্য ছিলেন।

অনেক সুধীজনের মতে "সিদ্ধযোগ সংগ্রহ"কার বৃন্দমাধব কুণ্ডও বাঙ্গালী ছিলেন। অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরা" নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার মৃগাঙ্কের পুত্র অরুণ দত্তও বাঙ্গালী ছিলেন। বহু আয়ুর্বেদ সংহিতার উৎকৃষ্ট ভাষ্যকার বাচস্পতিও বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী বৈদ্যগণ যে কেবল মানুষের চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলেন তাহা নহে, গরু, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, এমন কি বৃক্ষলতাদির চিকিৎসা সম্বন্ধেও নানা প্রকার গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে অশ্বায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ, গবায়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিখ্যাত বাঙ্গালী চিকিৎসক অশ্বঘোষ, পালকাপ্য ও শালিহোত্র এই সকল গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই মধ্যযুগের লোক ছিলেন। এই সকল মহাপুরুষগণের

তিরোভাবের পর বঙ্গদেশীয় আয়ুর্বেদের ইতিহাসে সহস্র বৎসর ব্যাপী অন্ধকারের যুগ উপস্থিত হয়। মুসলমান রাজগণের রাজত্ব কালে ভারতে হাকিমী চিকিৎসার প্রচলন হয়। মুসলমান চিকিৎসকগণ চরক, সুশ্রুত, মাধব নিদান, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি আকর গ্রন্থগুলি আরবী ও পারশী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলেও ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জলমূলক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাদর্শনের মূলতত্ত্বগুলি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। আয়ুর্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ, রসায়ন-বাজীকরণ এবং রসশাস্ত্রোক্ত ঔষধগুলি গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধগুলির বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সুদীর্ঘ মুসলমান রাজত্বকালে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিশেষ গবেষণা হয় নাই। কেবলমাত্র দ্রব্যগুণের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলেও নাম করিবার মত কোন গবেষণাত্মক গ্রন্থ ইউনানী বৈদ্যগণ প্রণয়ন করেন নাই। হিন্দু রাজত্বের অবসানে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ সর্বপ্রকার রাজানুগ্রহ-ভ্রষ্ট হইয়া আয়ুর্বেদ-বিশ্বাসী স্থানীয় বদান্য ব্যক্তিগণের সহায়তায় কোন প্রকারে গুরু পরম্পরাক্রমে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

এমন সময়ে, যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গীয় আয়ুর্বেদাকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক ক্ষণজন্মা কবিরাজ-শিরোমণি গঙ্গাধরতুল্য গঙ্গাধর আবির্ভূত হইলেন। এই মহাপুরুষ সমগ্র "সংস্কৃত বিদ্যা" আয়ত্ত করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে ৬৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার

সর্ব্বোত্তম রচনা চরক-সংহিতার "জল্পকল্পতরু" নামক সুবিখ্যাত টীকা। তিনি যে কেবল বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন তাহা নহে, সর্বপ্রকার জটিল রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রেও তিনি অতি অসাধারণ ফল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা বহুপ্রকার চমকপ্রদ কথাশিল্পে রঞ্জিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কিংবদন্তীর মত প্রচলিত আছে। এই মহাদেবের জটাজাল হইতে নিঃসৃত আয়ুর্বেদ-মন্দাকিনীর পূতধারা শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে শাশ্বত আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ প্লাবিত করিয়া আয়ুর্বেদ-গবেষণাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব অদ্যাপি অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই মহাত্মার চিকিৎসাজ্ঞান এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; তত্ত্বদর্শন বিচার, অনুভব এবং ঔষধ নির্ব্বাচন এইরূপ নিখুঁত ছিল যে, তৎপ্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কোন ক্ষেত্রেই বিফল মনোরথ হন নাই। তাঁহার শিষ্যগণ কেহ দরিদ্র ছিলেন না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে যে স্থানে আয়ুর্বেদের প্রসার আছে, সেই সেই স্থানের বর্ত্তমান উন্নতিশীল চিকিৎসকগণের উন্নতির কারণানুসন্ধান করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, তাঁহারা সকলেই কোন না কোনরূপে গঙ্গাধরের প্রচলিত ধারার অনুবর্ত্তক। গঙ্গাধরের জটাজাল নিঃসৃত আয়ুর্বেদ-ভাগীরথীর পূত ধারায় স্নান করিয়া পবিত্র শরীরবিশিষ্ট না হইলে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার উপায় নাই।

গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের মধ্যে বীরভূম জেলান্তর্গত পারুলিয়া নিবাসী বৈদ্য মহাত্মা গয়ানাথ সেন বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি গঙ্গাধরের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং বহু দিবস যাবৎ সৈয়দাবাদস্থ গঙ্গাধর নিকেতনে অবস্থান করিয়া স্বহস্তে গঙ্গাধর প্রদত্ত ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেন। নির্ম্মিত ঔষধাদির বিশুদ্ধতা বিষয়ে গঙ্গাধর গয়ানাথের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেই জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে গয়ানাথ শিবানুচর সাক্ষাৎ নন্দীর মত প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। এই মহাত্মার নাড়ীজ্ঞান অসাধারণ ছিল। মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে ইনি মৃত্যুর তারিখ ও সঠিক সময় বলিয়া দিতে পারিতেন। বীরভূমের একটী নগণ্য পল্লীতে বাস করিয়া কোনপ্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া এই ব্যক্তি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াও অতিশয় নির্লোভ ছিলেন। বীরভূমের এই নিভৃত পল্লীনিবাস হইতে তিনি চিকিৎসার জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজা মহারাজার গৃহে আহুত হইতেন। বীরভূমের হেতমপুর রাজবাটীর কোন এক ব্যক্তি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে রাজাবাহাদুর গয়ানাথ সেনকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান। গয়ানাথ রোগী দেখিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া মন্তব্য করেন যে, ২১ দিনের পূর্ব্বে তিনি এই রোগীকে অন্নপথ্য দিতে পারিবেন না। অর্থাৎ এই ব্যাধি আরোগ্য হইতে ২১ দিন সময় লাগিবে। ইহা শুনিয়া রাজাবাহাদুর গয়ানাথকে ২১ দিবস হেতমপুর রাজবাটীতে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি রাজাবাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিয়া রাজবাটিতে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় তত্ত্বাবধানে

রোগীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যায়। রাজবাটীর লোকগণ ব্যস্ত হইয়া কবিরাজী চিকিৎসায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া কলিকাতা হইতে তদানীন্তন বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আর, জি, কর মহোদয়কে রোগী পরীক্ষার জন্য দৈনিক এক সহস্র মুদ্রা দর্শনী দিয়া লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসায় রোগ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে গঙ্গাধরের স্বনামধন্য শিষ্য মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়কে দৈনিক সহস্র মুদ্রা দর্শনী দিয়া কলিকাতা হইতে হেতমপুর লইয়া যাওয়া হয়। তিনি রাজবাটী গিয়া গয়ানাথকে দেখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, "যখন গয়ানাথদাদা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন আবার আমাকে আনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। গয়ানাথদাদা যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই ঠিক এবং ২১ দিন গতে মেয়াদ অন্তে রোগী রোগ-মুক্ত হইবেন। সুতরাং আমার আর এখানে অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন, রোগীর কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ২১ দিন অন্তে ২২ দিনের দিন রোগীকে অন্ন-পথ্য দিয়া গয়ানাথ গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে রাজবাটিতে গয়ানাথকে ২২দিনের জন্য কত টাকা দর্শনী দিতে হইবে তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনার অন্ত নাই। রাজাবাহাদুর বলিলেন, 'গয়ানাথ সকল কাজ ফেলিয়া ২২ দিন ধরিয়া রাজবাটিতে অবস্থান করিয়া রোগীকে আরোগ্য দান করিয়া আমাদের সকলের নিরতিশয় আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং

তাঁহাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দৈনিক দুই সহস্র মুদ্রার কম করিয়া দিলে নিতান্ত অন্যায় করা হইবে। ইহার অপেক্ষা কম দিলে তিনি যদি নারাজ হন, তাহা হইলে বৈদ্যঋণ পরিশোধ করিতে না পারার জন্য আমি পাপভাগী হইব। সুতরাং খাজাঞ্চী মহাশয়, আপনি দৈনিক দুই হাজার টাকা হিসাবে দর্শনী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ যাহা প্রয়োজন হয় কবিরাজ মহাশয়কে দিয়া তাঁহার বিদায়ের ব্যবস্থা করুন।' রাজাবাহাদুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী খাজাঞ্চী মহাশয় গয়ানাথের নিকট উক্ত পরিমাণ টাকা দর্শনী-স্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি অতিশয় ত্রস্ত হইয়া রাজাবাহাদুরের নিকট করজোড়ে নিম্নলিখিতরূপে নিবেদন করেন :—

—"রাজা বাহাদুর! আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমি এত টাকা লইতে পারিব না। আপনার নিকট হইতে এত টাকা পারিশ্রমিক লইলে, আমি আর দরিদ্রের চিকিৎসা মনোযোগের সহিত করিতে পারিব না। প্রত্যহ প্রাতে আমার গৃহে শতাধিক রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে। কেহ এক, কেহ দুই, কেহ বা চারি টাকা দিয়া থাকে। চিকিৎসার জন্য যদি আমাকে কোথায়ও যাইতে হয় তবে, একবেলা সময় লাগিলে আমি দূরত্বানুসারে আট টাকা হইতে ষোল টাকা লইয়া থাকি। যদি চিকিৎসা ব্যপদেশে মফঃস্বলে একদিন কোথায়ও থাকিতে হয়, তবে মাত্র ২৫৲ টাকা দর্শনী লইয়া থাকি। আমি আপনার গৃহে একাদিক্রমে ২২ দিন আছি; সুতরাং আপনি দৈনিক ৫০৲ টাকা হিসাবে দর্শনী

দিয়া আমাকে বিদায় দিন। আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইব এবং আপামরজনসাধারণের চিকিৎসা মনোযোগের সহিত করিতে পারিব।" —রাজাবাহাদুর এই মহানুভব চিকিৎসকের সহৃদয়তা ও লোভশূন্যতার পরিচয় পাইয়া কিয়ৎকাল নির্ব্বাক রহিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"পুত্রে যশাসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণম্," আর্থৎ,—"একজন লোক যে পুণ্যবান্ তাহার লক্ষণ কি? যদি সেই ব্যক্তির যশস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং যদি সেই ব্যক্তি জলাশয় নির্ম্মাণ করেন ও তাহাতে যদি উত্তম জল উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহাকে পুণ্যবান্ বলিয়া গণ্য করা হয়।" এই পুণ্যশ্লোক গয়ানাথের পুত্র সীতানাথ সেন মহাশয় পিতার অপেক্ষাও অধিকতর মেধাবী এবং ধীশক্তিসম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন। রোগীর দর্শনমাত্রে রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগীর মৃত্যুকাল নির্ণয়, অরিষ্ট বিজ্ঞানে অসাধারণ অভিজ্ঞতা যেমন এই চিকিৎসকের দেখিয়াছি, তেমন আর কাহারও দেখি নাই। এই ব্যক্তি কখনও সহরে আসেন নাই। বীরভূম জেলার একটী নগণ্য ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া চিকিৎসা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন (যদি অর্থোপার্জ্জনই চিকিৎসা-নৈপুণ্যের মাপকাঠী হয়)। প্রত্যহ প্রাতে ইঁহার বাড়ীতে রোগীর বাজার বসিত। ইঁহার চিকিৎসায় রোগী আরোগ্য না হইলে, তাহার আর অন্য কোথায়ও ভাল হইত না এবং তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। গয়ানাথের অপর পুত্র রমানাথ সেনও অতি বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়,

দার্শনিক ও নিপুণ চিকিৎসক হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি অকালে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। গয়ানাথের অন্যতম পৌত্র দ্বারকানাথ সেনও কলিকাতার একজন কৃতবিদ্য দার্শনিক এবং গ্রন্থকর্ত্তা কবিরাজ। ইঁহার লেখা ত্রিদোষবিজ্ঞান ও স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় পুস্তক অতি উপাদেয়। দ্বারকানাথের ভ্রাতা বৈদ্যনাথ সেনও একজন কালীসাধক ব্যুৎপন্ন কবিরাজ ছিলেন।

ঋষিকল্প আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী ও তাঁহার শিষ্য ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম, এ; পি-এইচ, ডি, মহোদয়দ্বয়ের নিকট আমি পুণ্যশ্লোক গয়ানাথ সম্বন্ধে লিখিত উক্ত বিষয় অবগত হইয়াছি।

গয়ানাথ প্রসঙ্গে কথিত দ্বারকানাথ সেন মহোদয় গঙ্গাধরের অপর একজন অতি বড় বিখ্যাত সাক্ষাৎ শিষ্য। এই ব্যক্তির বিদ্যাবত্তা, ব্যবহারবোধ ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ সরকারও তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। এই পুণ্যাত্মার পুণ্যবান্ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, কবিরত্ন, মহাশয় "চরকোপস্কার" নামক চরক-সংহিতার একটি টীকা প্রণয়ন করিয়া ভারতবিখ্যাত হইয়াছেন। শিবদাস সেনের পর আর কেহ এত সহজ, সরল ও সুললিত ভাষায় সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন নাই। এই টীকা সর্ব্বভারতীয় খ্যাতিলাভ করিয়াছে। নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনের সভাপতিরূপে কানপুরে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহা প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদসেবীর সবিশেষ প্রণিধানের বিষয়।

গঙ্গাধরের অপর সাক্ষাৎ-শিষ্য, রাজসাহীনিবাসী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ধন্বন্তরী-সদৃশ ধীমান কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইঁহার ন্যায় ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন চিকিৎসক বর্ত্তমানকালেও দুর্লভ। ইনি "সুশ্রুতার্থ সন্দীপন" নামে সুশ্রুত সংহিতার একটী উত্তম টীকা প্রণয়ন করিয়া ভারতব্যাপী খ্যাতিলাভ করতঃ নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বহু প্রকার জটিল রোগে ইঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি বাংলার ঘরে ঘরে কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত আছে। সুশ্রুত প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক ক্ষেত্রে শিরাবেধাদি অস্ত্রোপচার কার্য্য স্বহস্তেই সম্পাদন করিতেন। চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করিয়া অপূর্ব্ব ফল প্রদর্শন করিতেন। উন্মাদ, শ্বাস, বাতব্যাধি, জলোদরাদি জটিল ব্যাধির চিকিৎসায় ইঁহার নৈপুণ্য অদ্যাপি কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত আছে।

বেনারসের ভারতবিখ্যাত পরেশ কবিরাজ, কলিকাতায় রাজেন্দ্রনাথ সেন, পাবনার যদু কবিরাজ, মুর্শিদাবাদের গোবিন্দ কবিরাজ ও শ্রীচরণ রায় প্রমুখ স্বনামধন্য বৈদ্যগণ গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। এই সকল পুণ্যাত্মা বৈদ্যগণের ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র ভারত গগন উদ্ভাসিত হইয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক পরিচয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিলেও এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে স্থানাভাববশতঃ দিতে পারিলাম না। মল্লিখিত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" এর আধুনিক যুগের বৈদ্যক বিবরণে ইঁহাদের পরিচয় বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

ইঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যে এই তিন ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ যথা,—বিজয়রত্ন সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও চন্দ্রকিশোর সেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে এই তিন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাই পরিপূর্ণভাবে আয়ুর্বেদ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন মহাশয় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের দ্বারা অতি অল্পকাল মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি ভারতের বাহিরে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও, স্বনাম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহার অগণিত শিষ্যের মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ও যামিনীভূষণ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুমারটুলীর কবিরাজগণের মধ্যে চিকিৎসা-নৈপুণ্যে, ঔষধ প্রস্তুতি প্রণালীর বিশুদ্ধতায়, অতি সামান্য ঔষধ বিভিন্নপ্রকার উৎকৃষ্ট অনুপানযোগে প্রয়োগ করিয়া অতি চমৎকার ফল প্রদর্শন করিবার অদ্ভুত শক্তিতে, ব্যবহারবোধে, সৌজন্যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অমোঘ কার্য্যকরী শক্তির প্রতি অচলা বিশ্বাসে, গঙ্গাপ্রসাদ সেন শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের মতে তিনি যথার্থই গঙ্গার প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় শিষ্যগণের ভিতরে আয়ুর্বেদের প্রতি অচলা ভক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের "শশী-সুরধুনী-জেতৄন্"এর শশী হইলেন চন্দ্রকিশোর সেন। "আয়ুর্বেদ-সোপান"এর মঙ্গলাচরণে অতি সুললিত শ্লোকে কবিরাজ রামচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "প্রণমু

লবমগাধজ্ঞানতোঽবাপ্য যেষাং শশীসুরধুনীজেতৄন্ ত্রীন্ গুরূন্ তান্ প্রণম্য জনগণহিতকামো গ্রন্থমেতং করোমি"। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় অগাধজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি কর্ণধার হইয়া আয়ুর্বেদের গ্রন্থ প্রকাশ না করিলে প্রচারাভাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্র লুপ্ত হইত। বিলাতি ঔষধ বিক্রেতৃগণের অনুকরণে অধিকমাত্রায় আয়ুর্বেদীয় পেটেণ্ট ঔষধ নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া তিনি বিলাতি-ঔষধ প্রচারের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

উক্ত তিন মনীষীই স্বগৃহে আয়ুর্ব্বেদীয় টোল খুলিয়া বহুসংখ্যক ছাত্রকে আহার-বাসস্থান প্রদানপূর্বক আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়া আয়ুর্বেদশাস্ত্র পঠনপাঠনের প্রাচীন ধারাকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের দেহান্ত হইলে তাঁহার বিখ্যাত প্রশিষ্যগণ বিংশ শতকের প্রারম্ভে আয়ুর্ব্বেদের গৌরবকে ম্লান হইতে দেন নাই। মিথিলা, বারাণসী, তক্ষশীলা, নালন্দা ও নবদ্বীপে যেমন ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত সাহিত্য প্রসূনের মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য ছাত্ররূপী মধুকর সমবেত হইতেন, সেইরূপ বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে, বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ মনীষীর নিকট আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থীরূপে বহু ছাত্র বিভিন্ন দেশ হইতে উপস্থিত হইতেন।

গঙ্গাধরের প্রশিষ্যগণের মধ্যে বঙ্গের বাহিরে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের

মধ্যে পরেশ কবিরাজ, উমাচরণ কবিরাজ, ধর্ম্মদাস কবিরাজ, ধরণীধর শাস্ত্রী, হরিরঞ্জন মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এবং হরিদাস শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গাধরের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিংশ শতকের প্রথম চল্লিশ বৎসর যাবৎ আয়ুর্ব্বেদজগতে বিশেষভাবে দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা,—শ্যামাদাস বাচস্পতি, যামিনীভূষণ রায়, গণনাথ সেন, মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ, হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন সেন।

ইঁহাদের মধ্যে শিষ্যগৌরবে আচার্য্য গঙ্গাধরের ন্যায় শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় গৌরবান্বিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদালাপী, মিষ্টভাষী, সামাজিক, ব্যবহার-বোধ কুশল, শাস্ত্রবিশ্বাসী, পরদুঃখকাতর, স্বধর্ম্মনিরত বৈদ্য বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ। বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় শিষ্য-বৎসল ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ষড়্‌দর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমলাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন প্রমুখ বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-জগতের গৌরবস্বরূপ। বাচস্পতি মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ দরিদ্র নাই। সকলেই তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ ধারাকে বজায় রাখিবার প্রয়াসশীল।

বঙ্গদেশ এইভাবে আয়ুর্ব্বেদকে অনাদিকাল হইতে বাঁচাইয়া

রাখিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও আয়ুর্ব্বেদ পূর্ণ গৌরবে বাঁচিয়াছিল। সংস্কৃত কলেজেও কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য-বেদান্ত, স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদ পড়ানো হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব কর্ম্মচারিগণ এবং বড় বড় অফিসার-গণ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং শতমুখে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের ক্ষুরধার বুদ্ধির এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেন।

এইভাবে আয়ুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন তাহার নিজস্ব ধারায় বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতের টোলে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছিল। ইহার দ্বারা দেশের লোকের চিকিৎসাকার্য্যের কোন ব্যাঘাত হইত না। দেশে রোগের সংখ্যা ও মৃত্যুর হার কম ছিল।

এমন সময়ে ভারতীয় শিক্ষার আকাশে ধূমকেতুর মত লর্ড মেকলের আবির্ভাব হইল। এই ব্যক্তি ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও কলার উপর অতিমাত্রায় বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ইঁহার মতে ভারতীয় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্য বিলাতে যে কোন ভদ্র-লোকের বাড়ীর একটী আলমারীর কোণে যতগুলি বই আছে, তাহারও সমতুল্য নহে। বিধাতার ইচ্ছানুসারে ও ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে এই ব্যক্তিই কিছুদিনের জন্য ভারতবাসীর শিক্ষা-দীক্ষার সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। ইঁহার পরামর্শানুযায়ী তদানীন্তন ভারত সরকার সংস্কৃত কলেজ হইতে আয়ুর্ব্বেদের পাঠন বন্ধ করেন এবং ভারতবাসীর চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে

তদানীন্তন রাজশক্তির সহিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়ুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন একেবারে উঠাইয়া দিবার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং আয়ুর্ব্বেদের অভাব অভিযোগগুলি পূর্ণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অর্থাৎ, আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শল্যতন্ত্র, শিক্ষা দিবার জন্য পাশ্চাত্ত্য ধারায় হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া তৎসঙ্গে স্বতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপন করিবার সুপারিশ করেন। কিন্তু লর্ড মেকলের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তদানীন্তন সরকার আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা উঠাইয়া তৎস্থানে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন এবং তৎকালের শ্রেষ্ঠ সুশ্রুতাধ্যাপক মধুসূদন গুপ্তকে দিয়া মেডিকেল কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। মধুসূদন গুপ্ত শব-ব্যবচ্ছেদ করিলে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম হইতে ৫০টী তোপধ্বনি করা হয়। এই তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুর্ব্বেদের গুরুপরম্পরায় শিক্ষা দিবার সনাতন পদ্ধতির ভিত্তিভূমি ধ্বসিয়া পড়ে। মহাকবি শেক্স্পিয়ার বলিয়াছেন, "তুমি টাকা চুরি করিয়া আমাকে কাবু করিতে পার না। কিন্তু যদি তুমি আমার চরিত্র, আমার কৃষ্টি চুরি কর, তাহা হইলে তুমি আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারিবে"। ভারতের ধনরত্ন বহুবার বহু বিদেশী দস্যুগণের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে রত্নপ্রসূ ভারতের সাময়িক ক্ষতি হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয়

নাই। কিন্তু লর্ড মেকলে ভারতের সনাতন কৃষ্টির উপর নিদারুণ আঘাত হানিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির অগ্রগতি বহু দিনের জন্য পিছাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পণ্ডিত বৈদ্যগণের প্রতিভাবান ও তীক্ষ্ণধী সন্তানগণ দর্শনশাস্ত্র-মূলক পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত না করিয়া পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। মেধাবী ছাত্রের আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন না করার ফলে আয়ুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

ইংরাজ সরকার ইতিপূর্ব্বে ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে যখনই কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই তাঁহারা ভারতীয়-গণকে দিয়া উহা করাইয়া লইয়াছেন এবং ভারতীয়গণকে প্রচার কার্য্যের দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, ঐ কার্য্য ভারতের স্বার্থের পক্ষে হিতকর। একটি বৃহৎ হস্তীযূথকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য চতুর শিকারী সেই যূথের একটি হস্তীকে স্ববশে আনিয়া তাহার দ্বারা সেই বিরাট যূথের সমস্ত হস্তীগুলিকে ফাঁদে ফেলিয়া থাকে। ইংরাজ সরকার চিরকালই এই পন্থা অব-লম্বন করিয়া ভারতীয় সকল কৃষ্টির ধ্বংসের কারণ ঘটাইয়াছেন। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সময় হইতেই ইংরাজ সরকার পৃষ্ঠদেশে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ প্রচার করিয়া ও প্রলোভন দর্শাইয়াও আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানকে পরিপাক করিতে পারেন নাই।

কারণ, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে দেশের যে জন্তু তাহার পক্ষে সেই দেশের চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপযোগী, ইহা নির্জ্জলা সত্য কথা; সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে যাওয়া সহজ নহে। মিথ্যার বেসাতি কিছুদিন লোককে প্রতারিত করিতে পারে। কিন্তু মহাকাল সত্যকে প্রকট করিবেই।

এইরূপে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষীণকায়া শুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ-সরস্বতী কোনপ্রকারে নিজের গৌরব-ধ্বজা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত উড্ডীন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা জগতে পাশ্চাত্ত্য-চিকিৎসা নিষ্ণাত দুইজন আয়ুর্ব্বেদ-মনীষীর আবির্ভাব হইল। উভয়েই স্বনামধন্য আয়ুর্ব্বেদানুরাগী এবং অতিশয় কৃতবিদ্য। ইঁহাদের একজনের নাম পুণ্যশ্লোক আচার্য্য যামিনী-ভূষণ রায় এবং অপর জনের নাম মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতী। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্রমাবনতি দেখিয়া এই দুইব্যক্তি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং ক্ষীণ-কলেবরা আয়ুর্ব্বেদ-সরস্বতীকে পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগামী হওয়ার বাঙ্গালী-সুলভ সঙ্কল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে আয়ুর্ব্বেদ-সরস্বতীর পদপ্রান্তে স্ব-স্ব তনু-মন-প্রাণ ও ধন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, পাশ্চাত্ত্য শল্যতন্ত্র ও নিদান-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই তদানীন্তন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের অধোগতির

প্রধান কারণ। ইংরাজ সরকারও উঁহাদিগকে তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন এবং উঁহাদের মাধ্যমে সমগ্র ভারতের পণ্ডিত-দিগকে সেই কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। "যথা রাজ তথা প্রজা," কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইয়া থাকে। ভারতবাসী বুঝিলও তাহাই। লর্ড মেকলের উদ্দেশ্য সফল হইল। "শারীরে সুশ্রুতঃ শ্রেষ্ঠঃ" স্থলে "শারীরে সুশ্রুতো নষ্টঃ," ইহা প্রতিপাদিত হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্য যামিনীভূষণ পাশ্চাত্য শল্যতন্ত্র ও নিদান-তন্ত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া উহা ভারতবাসীকে উপহার দিবার জন্য এবং আয়ুর্ব্বেদকে "আপ-টু-ডেট্" করিবার জন্য শতকরা ৬৫% ভাগ এলোপ্যাথি ও ৩৫% ভাগ আয়ুর্ব্বেদ পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদোদ্ধারের জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপন করিলেন। এই কলেজ স্থাপনের সময় ইঁহার প্রধান যুক্তি ছিল যে, গুরুপরম্পরায়, (১) পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা হয় না, (২) ইহাতে ছাত্রগণের শব-ব্যবচ্ছেদ মূলক শল্যতন্ত্রের পূর্ণজ্ঞান হয় না, (৩) ইহাতে ছাত্রগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অতি সামান্য কায়চিকিৎসার অংশটুকু শিখিয়া থাকে, (৪) স্ত্রীরোগ, গর্ভিণীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে হাতে-কলমে জ্ঞান হয় না, (৫) হাসপাতালে সমাগত বহুসংখ্যক রোগী দেখিয়া চিকিৎসাসম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তাহারও কিছুই গুরুমহাশয়ের টোলে হইবার সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি। এই সকল কারণগুলির প্রত্যেকটিই সত্য। ইহাদের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। স্বর্গীয় আচার্য্যের ইচ্ছা অতি

মহৎ ছিল এবং তাঁহার আয়ুর্ব্বেদোদ্ধারের এই প্রচেষ্টা যদি সফল হইত তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই পুণ্যাত্মার অকালে অমরধামে প্রয়াণে ফলে তাঁহার কল্পিত কর্ম্মধারা তদীয় অনুচরগণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার স্থাপিত চল্লিশ বৎসরের এই কলেজ হইতে একজনও শ্যামাদাস বা গণনাথ বাহির হন নাই। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে কিন্তু এই কালের মধ্যে অনেকগুলি কৃতবিদ্য ডাক্তার বাহির হইয়াছেন। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক কেবলমাত্র চিকিৎসক হিসাবে সর্ব্বভারতীয় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই গুরুপরম্পরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত টোলের ছাত্র।

এই প্রকার পরিস্থিতির কারণ-স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলি স্থির করিয়াছি। যথা:—

(১) চিকিৎসা-ব্যবসায় ক্ষেত্রে পরিশ্রম ও বিদ্যার উপযুক্ত মর্য্যাদার অপ্রাপ্তি হেতু মেধাবী বিদ্যার্থীর অনুপস্থিতি; (২) শতকরা ৬৫% ভাগ এলোপ্যাথি বিদ্যাগ্রহণ করার পরও এলোপ্যাথগণের সহিত সম-মর্য্যাদার অপ্রাপ্তি; (৩) ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জলমূলক আয়ুর্ব্বেদীয় পঞ্চমহাভূত-বিজ্ঞান ও ত্রিদোষ-বিজ্ঞানবাদে প্রবেশ করিয়া এলোপ্যাথিক শারীরক্রিয়া-বিজ্ঞান এবং বিকৃতি-বিজ্ঞানকে যুগপৎ আয়ত্ত করার ক্ষমতার অভাব; (৪) এলোপ্যাথির আপাততঃ ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন তত্ত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা; (৫) দুই নৌকায় পা দিয়া গঙ্গা

পার হইবার প্রচেষ্টার ফলে মধ্যে উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া ভরা-ডুবি হওয়ার স্থায় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ; (৬) দোষ-ধাতু-মলতত্ত্ব মূলক আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সহিত বীজাণু-বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য হেতু উভয় শাস্ত্রের কোনটাতেই তত্ত্বতঃ প্রবেশ ঘটে না বলিয়া দুইটার কোনটাতেই পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়া।

ছাত্রের যদি নিজের শাস্ত্রে নিজের শ্রদ্ধা বা পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে তবে অন্যের বিশ্বাস অর্থাৎ, রোগীর বিশ্বাস, তাহার উপর কি করিয়া থাকে ? সুতরাং অধিকাংশ স্নাতকই 'ধোবিকা ....ন ঘাটকা ন ঘরকা' হইয়া অসাফল্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া কায়ক্লেশে দরিদ্র জীবন যাপন করিয়া থাকে।

কোন কোন আয়ুর্বেদ বিশারদের মতে, আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীই মিশ্র আয়ুর্বেদের প্রবর্ত্তক। কেননা তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত গুরুকুল কাঙ্গড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মিশ্র আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাঁহার আদর্শকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ঋষিকুল বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ঝান্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে এলোপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদ একত্রই অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে চিকিৎসা-বিদ্যা বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, উক্ত মতবাদ সত্য নহে। ইংরাজ সরকার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে নেটিভ চিকিৎসক-গণকে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন এবং উহাতে ইংরাজী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশী

ও বিদেশী উভয় প্রকার চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানে ইংরাজ ডাক্তার ও দেশীয় বৈদ্যগণ শিক্ষা দিতেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইলে তথায় অন্যান্য সংস্কৃত বিদ্যার সহিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও দেশীয় বৈদ্য ও ইংরেজ ডাক্তার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজ ডাক্তারগণ এনাটমি, সার্জ্জারী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিতেন এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণ চরক, সুশ্রুত, নিদান, দ্রব্যগুণাদি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার টিট্‌লার বাঙ্গালী বৈদ্যগণকে এইখানে সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণাঙ্গ "ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়া" শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই কলেজের ক্লাশে তখন অনেক ছাত্র যোগদান করিত। বিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ মধুসূদন গুপ্ত এই ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বেই তিনি মড়ার হাড় লইয়া তুলনামূলকভাবে সুশ্রুত ও ইউরোপীয় এনাটমি পাঠ করিতেন এবং সেইস্থানে অন্য অনেক ছাত্রও অধ্যয়ন করিত। পণ্ডিত ক্ষুদিরাম বিশারদ, পণ্ডিত নবকুমার গুপ্ত, ডাক্তার টিট্‌লার, ডাঃ ব্রেটন ও ডাঃ জেমিসন মধুসূদন গুপ্তের শিক্ষক ছিলেন। ক্ষুদিরাম বিশারদের কর্ণে পীড়া হইলে মধুসূদন গুপ্ত তৎস্থানে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মধুসূদন যে প্রথমে ডিসেক্‌সন্ করেন, একথা সত্য নহে। তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে ছাগল কাটিয়া ডিসেক্‌সন্ শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে তথায় মধুসূদন অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং

সেখানেও কিছুদিন আয়ুর্বেদ ও এলোপ্যাথি বিভিন্ন বিভাগে পড়ানো হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেকলে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে সকলপ্রকার শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিবার পর মেডিক্যাল কলেজ হইতে আয়ুর্বেদের পঠন-পাঠন বন্ধ হইয়া যায়। ডাঃ টিট্‌লার প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের বিরোধিতা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

কবিরাজ মধুসূদন গুপ্ত বেথুন ও হেয়ার সাহেবের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি হেয়ার সাহেবের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক কতদিন পর্য্যন্ত মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে তাঁহার পুত্র গোপাল ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের প্রথম দশজন পরীক্ষোত্তীর্ণ সাব-এসিস্ট্যাণ্ট সার্জেনের মধ্যে একজন।

সংস্কৃত কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক আয়ুর্বেদ টোলের মধ্যে এতকাল গোপনে আত্মরক্ষা করিতেছিল। ইহার পর পুণ্যশ্লোক যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের শুভ অনুকরণে শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় বহুবার পশ্চাদপদ হইয়া বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ স্থাপন করেন এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তদীয় সুযোগ্য পণ্ডিত শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক মহাশয় কাশীমবাজারের মহারাজার অর্থানুকূল্যে তদীয় মাতৃদেবীর নামে গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার কিছুদিন পরে গণনাথ সেন মহাশয় স্বীয় পিতার নামে বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহা-

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু কিছুদিন কলেজ চলার পর দেখা গেল যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। অর্থাৎ, আয়ুর্বেদ শিক্ষার অগ্রগতি বৃদ্ধি হইল না। বরঞ্চ টোলে যেরূপ ছাত্র সংখ্যা হইত, ঐ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা তাহার অপেক্ষাও কম হইতে লাগিল। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, দেশের লোক কলেজ প্রতিষ্ঠাতৃগণের সুরে সুর মিলাইতে পারেন নাই। অথবা এই সকল বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ স্নাতকগণ যথোপযুক্ত শিক্ষা পান নাই বা শিক্ষা পাইয়া থাকিলেও বাহিরে তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান বা অন্নের সংস্থান হয় নাই অথবা উত্তানপাদ রাজার ঔরসজাত হইলেও দুয়োরাণীর গর্ভজাত বলিয়া রাজার কোলে উঠিবার শক্তি ধ্রুবের মত তাহাদেরও কখনও হইবে না। এই ভাবিয়া দেশের মেধাবী ছাত্রগণও আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করিবার সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে নারাজ হইয়াছে।

রাজশক্তির বিমাতৃসদৃশ ব্যবহারহেতু দেশবাসীর শ্রদ্ধা আয়ুর্ব্বেদের উপর হইতে দিন-দিন কমিয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদসেবিগণের প্রতিও ঘৃণার ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরাজ সরকার ইহাই চাহিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ সরকার যখন প্রথমে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন, তখন যাহাতে দেশের মেধাবী ছাত্রগণ সংখ্যাধিক্যে কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়, তজ্জন্য শব-ব্যবচ্ছেদকারকের সম্মানার্থ ৫০টি তোপ

দাগা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রকে বিশেষ বৃত্তি, পাঠ্য-পুস্তক ও এনাটমি কেস্ প্রভৃতি নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি উপঢৌকন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আর উহার জন্য বিজ্ঞাপনও দিতে হয় না। ভর্ত্তি হইবার নির্দ্দিষ্ট তারিখের অনেক পূর্ব্বে নানা দেশীয় মেধাবী ছাত্রগণ, তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথের মন্দিরে ধর্ণা দিবার মত, মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য ধর্ণা দিয়া থাকে। ইহার কারণ, মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাপ সংগ্রহ করিতে পারিলে জীবনে অনেক সুযোগ-সুবিধা মিলিবার আশা থাকে; অন্নকষ্ট প্রায়ই হয় না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাপ লইলে চিরকাল দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। সুতরাং শিক্ষিত মেধাবী ছাত্র কিসের আশায় আয়ুর্ব্বেদ পড়িবে?

আজ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হউক যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রমাত্রই এম, বি, বি, এস,-এর সমমর্য্যাদাসম্পন্ন হইবে অর্থাৎ তাহারা এম, বি, বি, এস,-এর মত সার্টিফিকেট দিতে পারিবে, এবং চাকুরী করিলে উহাদের মত বেতন ও পেন্‌সন্ প্রভৃতি সুবিধা পাইবে, তাহা হইলে আগামী জুলাই সেসনে দেখিবেন কলেজে আর একটী সিটও খালি থাকিবে না। রাজশক্তির সহায়তা না পাইলে কোন শাস্ত্রই টিকিতে পারে না। গুণ গ্রহণ করিবার লোক না থাকিলে গুণী বাঁচিতে পারে না।

"গুণবানপি সম্পন্নঃ কুম্ভঃ কূপে নিমজ্জতি।
যদি ভারসহো ন স্যাৎ তৎগুণগ্রাহকোঽপরঃ ॥"

পাঠক বলিবেন, 'মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ বেশির ভাগ শিক্ষিত, তাহাদের বিদ্যাবত্তা ও ব্যবহারিক জ্ঞান অনেক বেশী। কবিরাজগণ সেইরূপ শিক্ষিত নহেন বলিয়া সরকার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত।' কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়, ঋষিকুল বিশ্ববিদ্যালয়, ঝান্সী আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ আয়ুর্বেদ কলেজ, ত্রিবাঙ্কুর আয়ুর্বেদ কলেজ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ হইতে উত্তীর্ণ যে কোন উত্তম ছাত্র রোগ চিকিৎসা ক্ষেত্রে অর্থাৎ, কায়চিকিৎসা এবং শল্য-চিকিৎসা, উভয় ক্ষেত্রে, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন এম, বি, বি, এস-এর সমকক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। কারণ, তিনি শাস্ত্রোক্ত লক্ষটী ঔষধের সকলগুলিই নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং কোন ঔষধের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন না। তাঁহাকে ব্যবসায়ীনিযুক্ত কেমিষ্টগণের দ্বারা প্রস্তুতিকৃত ও অজ্ঞাত গুণবিশিষ্ট বিশেষ বিজ্ঞাপিত ঔষধের উপর নির্ভরশীল হইতে হয় না। তাহা ছাড়া উক্ত বিদ্যালয়সমূহে এলোপ্যাথি চিকিৎসার প্রত্যেকটী অঙ্গ পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ঔষধগুলিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধ বৈদ্যশাস্ত্র পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা দিবার জন্য মহাত্মা মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ বিরোধিতা সত্বেও ৪॥০ বৎসরের 'কোর্স্'-যুক্ত একটী শিক্ষা প্রণালী স্থির করিয়া

বোম্বাই সহরে একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কেবলমাত্র সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেওয়া হয়। বীজরূপে বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে এলোপ্যাথির ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দেশাইজীর এই প্রচেষ্টা নিতান্ত প্রশংসনীয়। অবশ্য বঙ্গদেশও এই বিষয়ে পশ্চাদপদ নহে। অন্তরে অন্তরে বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদবাদী বিখ্যাত পিতার বিখ্যাত সন্তান আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় শ্রীযুক্ত দেশাইজীর অনেক পূর্ব্বেই বঙ্গীয় ষ্টেট ফ্যাকাল্টিতে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থে আয়ুর্বেদতীর্থ কোর্স্ প্রবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পূর্ব্বে জনহিতকর কোন বিষয়ের চিন্তা অগ্রে বাঙ্গালীর মনেই উদিত হইত। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী মনীষার এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিকলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার অতি অল্প দূরে অবস্থিত তিনটী প্রদেশে, অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে, গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সমগ্র ব্যয়ে আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল নির্ম্মিত ও পরিচালিত হইলেও অদ্যাপি বঙ্গদেশে ঐ প্রকার প্রচেষ্টার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। ঐ তিন প্রদেশের ব্যক্তিগণকে বাঙ্গালী নানা বিশেষণে বিশেষিত ও অবজ্ঞা করিতে পারেন। কিন্তু জাতীয়-কৃষ্টি রক্ষাকল্পে ঐ তিন প্রদেশের উদ্যম সর্ব্বথা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কলিকাতার তিনটী আয়ুর্বেদ কলেজকে ভাঙ্গিয়া একটী আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে

দলগত স্বার্থের খাতিরে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির বাধা দানের ফলে উক্ত প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছিল। তাহার পর এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহ্রুর প্রচেষ্টাও দলগত স্বার্থের খাতিরে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর বঙ্গদেশে বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে আয়ুর্বেদের হিত কামনায় কোন শুভ প্রচেষ্টা সরকারী তরফ হইতে করা হয় নাই। এই বিষয়ে কোন কথা উঠিলে, সরকার পক্ষ, বিগত ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় মহম্মদ আলি জিন্নার দলের সহিত মিটমাটের অজুহাতের মত মিটমাটের কথা উঠান; এবং তৎসঙ্গে গৃহবিবাদও মিটাইয়া ফেলিতে বলেন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর চিকিৎসা-বিষয়ক স্বাধীনতা লাভের কথা উঠাইলে বাপুজীও জিন্নাদলরূপ এলোপ্যাথির সহিত আপোষের কথা উঠাইতেন এবং বলিতেন, "আহা তোমরা-তো আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদ করিয়া বিরক্ত করিতেছ, কিন্তু কুইনাইনের মত জ্বরনিবারক কোন ঔষধ তোমাদের আছে? কুইনাইন না পাইলে কি প্রকারে ভারতবাসীকে ম্যালেরিয়া হইতে বাঁচাইব?" ইহার উত্তরে আমরা বাপুজীকে লিখি যে, "বাপুজী! আয়ুর্বেদমতে কুইনাইন একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ নহে। কারণ, কুইনাইন অপুনর্ভবরূপে জ্বর ছাড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া কুইনাইনের প্রতিক্রিয়া আছে। যে ঔষধ প্রতিক্রিয়াগুণযুক্ত আয়ুর্বেদমতে তাহা শুদ্ধ ঔষধ নহে। শুদ্ধ ঔষধ একটী রোগ ভাল করিতে অন্য একটী রোগ উৎপন্ন করে না। কুইনাইনের মত প্রতিক্রিয়াশীল নহে অথচ কুইনাইন অপেক্ষা

অধিক উপকারী গুলঞ্চ, করঞ্জবীজ, নাটাবীজ, ছাতিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা, দারুহরিদ্রা ও কট্‌কী, ইহাদের মিলিত বা পৃথক্ পৃথক্ কাথ হইতে প্রস্তুত অবলেহ ম্যালেরিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ছাড়া পঞ্চামৃত লৌহ, চন্দনাদি লৌহ, অমৃতারিষ্ট, লৌহাসব, নাভিশঙ্খ ভস্ম, লোকনাথ রস, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রস, মৃত্যুঞ্জয় রস, ত্রিপুরারি রস, বিষমজ্বরান্তক লৌহ, জ্বরনাগময়ূর চূর্ণ, অভয়ালবণ, জ্বরচূড়ামণি, ত্রৈলোক্য চিন্তা-মণি, জয়মঙ্গল রস ও বৃহৎ কস্তুরীভৈরব রস থাকিতে; বৃহৎ ভার্গ্যাদি, দার্ব্ব্যাদি ও দাশ্যাদি পাচন থাকিতে আমরা কুইনাইনকে খাতির করি না। তবে, আয়ুর্ব্বেদের মানদণ্ডে যদি কুইনাইন ভাল ঔষধ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং ইহা প্রতিক্রিয়ানাশক ঔষধের সহিত যোগ দিয়া ব্যবহার করিলে যদি রোগীর কোন স্থায়ী ক্ষতি না হয়, তবে উহাকে ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে আয়ুর্ব্বেদের কোন আপত্তি নাই।" ইহার উত্তরে বাপুজী লেখেন যে, "আমি ওয়ার্দ্ধাতে তোমাদের ঔষধগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।" তাহার পর বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল! বাপুজী স্বর্গে চলিলেন; আয়ুর্ব্বেদ-মীমাংসা পড়িয়া রহিল।

মাদ্রাজ, মহীশূর, কোকনদ ও হায়দরাবাদে বহুকাল হইতে স্থানীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও হাসপাতাল আছে। উত্তরপ্রদেশের তো কথাই নাই। উত্তরপ্রদেশে কেবলমাত্র আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য

ঝান্সীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। হৃষীকেশে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটী আয়ুর্ব্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। ইহা ছাড়া তিনটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যথা: বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুকুল বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ঋষিকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ব্রিটিশ-আমল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্রভাবে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব-প্রথমে বোর্ড গঠন করেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ত্তমান বৎসরে আমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। ইহাতেও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোবৈদ্যগণের জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার এক শ্রেণীর মানুষ যাঁহারা পঞ্চমহাভূত-বিজ্ঞানমূলক ষড়্দর্শনপূত, ত্রিদোষবিজ্ঞানাত্মক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আলোচনা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই গোবৈদ্যগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব এবং যাহাদিগকে তাঁহারা চিকিৎসা করেন তাহারাও গরু অপেক্ষা অধিকতর কোন নিকৃষ্ট জীববিশেষ। নতুবা বিশ্ব-বিদ্যার সংগ্রহ ও পঠন-পাঠনে নিযুক্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙ্গালার আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড গঠন করিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিতে পারেন যে,

কলিকাতাস্থ আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন কলেজের বিশেষ প্রভাব-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিরুদ্ধতার জন্য পূর্বকালে এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য কি? কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়িয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক দরবারে দেখাইবার মত ভারতের এক-মাত্র বৈজ্ঞানিক বস্তু আয়ুর্ব্বেদের বিষয়ে বোর্ড গঠন না করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সংস্কৃত বিদ্যানুরাগিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মকেন্দ্রিক। তাঁহারা কদাচিত একযোগে কাজ করিয়া থাকেন, এবং প্রায় প্রত্যেকেই বিভিন্ন মতাবলম্বী। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান এবং কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কাজ করিতে চাহেন না। সেইজন্য কলিকাতায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চারিটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে দলাদলি হেতু আয়ুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত না হওয়ার জন্য ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট এবং তৎপরে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত কলেজগুলিকে একত্রিত করিবার যে চেষ্টা করেন, তাহা ফলবতী হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ও আয়ুর্ব্বেদের প্রতি কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিয়াছে। দল-গত স্বার্থপ্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় কর্ত্তব্য-কর্ম্মে উপেক্ষা করা এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উচিত কর্ম্ম হয় নাই। যাঁহারা বাধা প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে দূরে রাখিয়া

অন্য-নিরপেক্ষ লোক দিয়া বোর্ড গঠন করা বিশ্ববিত্তালয়ের কর্ত্তব্য।

কলিকাতার বিভিন্ন আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানগুলি কখনও একসঙ্গে মিলিয়া একটী মহা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে না। যদি বাস্তবিক-পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ উদ্ধারের জন্য কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে কলেজ, গবেষণাগার, হাসপাতাল প্রভৃতি শিক্ষার সামগ্রীগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বা গভর্ণমেণ্টের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে, যেমন উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম প্রদেশে হইয়াছে, সেইরূপে করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট পথপ্রদর্শকরূপে কার্য্য আরম্ভ করিলে জনসাধারণের মধ্য হইতে অনেক রামেশ্বর সিং, রাসবিহারী ঘোষ, টি, পালিত, শ্রীগোপাল মল্লিক, বিড়লা, ডালমিয়া, সূরজমল, বাঙ্গর, কানোরিয়া, রাজগেরিয়া, জয়পুরিয়া প্রভৃতি বদান্য ব্যক্তিগণ আয়ুর্বেদের বৃদ্ধির জন্য টাকার তোড়া লইয়া আসিয়া রাজ্যপালের হাস্তে প্রদান করিবেন। উলুর বনে কেহ মুক্তা ছড়াইতে রাজি নহে। চুণাপুকুরের গোপাল কবিরাজ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকরূপে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া ৫০,০০০ হাজার টাকা জমাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি উক্ত টাকা দরিদ্র রোগীর চিকিৎসার জন্য দান করিবার সময় দলাদলির জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালে না দিয়া গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ক্যাম্পবেল হাস-পাতালে দান করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গভর্ণমেণ্টের অধীন হইলে বহু বদান্য ব্যক্তি উহার জন্য ধন ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয় আয়ুর্ব্বেদের বোর্ড গঠন করিলে

বহু বিদ্বান ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদের রীডারশিপ ও স্কলারশিপের জন্য টাকা দান করিবেন ; যেমন ঋষিকুল, গুরুকুল, ঝান্সি, আমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে হইয়াছে বা হইতেছে।

অতি অল্পকাল পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ হৃষীকেশে সপ্তর্ষি আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে উপস্থিত আয়ুর্বেদসেবিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি জানি যে আপনাদের শাস্ত্র অতি বৃহৎ। কিন্তু আপনাদিগকে রিসার্চ করিয়া উহার মহত্ত্ব জগৎসমক্ষে প্রকট করিতে হইবে ; তবে আপনারা পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাইবেন।" আমরা সর্ব্বমান্য রাষ্ট্রপতিজীর কথা সর্ব্বথা অনুমোদন করি এবং সর্ব্বভারতীয় বৈদ্যবন্ধুগণকে একযোগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাবিষয়ে নিপুণভাবে রিসার্চ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু সেইসঙ্গে রাষ্ট্রপতিকে ইহাও জানাইতেছি যে, দেশীয় রাজশক্তির সক্রিয় সহযোগ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ রিসার্চ কোন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হয় না। কিন্তু সকল বৈদ্যগণ যদি একযোগে অনুসন্ধানশীল ও অনুসন্ধানচিকীর্ষু হইয়া পড়েন, তবে আমরা ভগবানের আসনও টলাইতে পারিব। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

বাল্যকালে বহরমপুর কলেজে পড়িবার সময় খাগড়ার গঙ্গাধর কবিরাজের গৃহের অতি নিকটে খাগড়া রোড ও দৈয়াহাটা রোডের মোড়ে—গোপেন ধরের দোতালা বাড়ীর উপরে দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা ঘরখানিতে আমি থাকিতাম। ঐ ঘরের সম্মুখেই

বিহারী সাহার মুদীর দোকান ছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীর হইতে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি অতি জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে একটী মুটিয়ার মাথা হইতে এক ঝাঁকা বই, খাতা, কাগজপত্র নামাইয়া বিহারী সাহার কর্ম্মচারীকে ওজন করিতে বলিলেন। কর্ম্মচারী ওজন করিয়া বলিল, 'বাবু ইহাতে পচা পুরাতন বই বেশী আছে, কাগজ বেশী নাই, মশলা বাঁধা হইবে না; সুতরাং দাম ২৲ টাকা দিব।" ইহা শুনিয়া সেই জ্বরাক্রান্ত জীর্ণশীর্ণ ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করিয়া আর একটু বেশী লাভের আশায় মালিক বিহারী সাহার দিকে তাকাইল। কিন্তু বিহারী পাকা ঝানু ব্যবসাদার। সে বলিল, "কর্ম্মচারী আপনাকে বেশী দাম বলিয়াছে, উহাতে মাল কিছুই নাই। আমি হইলে আরও কম দাম বলিতাম। যাহা হউক দুই টাকাই পাইবেন।" ইহাতে কৌতূহলবশতঃ আমি বইয়ের ঝাঁকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, উহাতে অনেকগুলি খণ্ডে ছাপানো গঙ্গাধরের সোনার খনি "জল্পকল্পতরু টীকা" সম্বলিত সমগ্র "চরক সংহিতা", "বিধবা বিবাহ নিরোধ", "বহু বিবাহ প্রতিষেধ", কণাদকৃত নাড়ীবিজ্ঞানের গঙ্গাধর ভাষ্য, ধরণীধর কৃত "পথ্য-বিজ্ঞান", গোবিন্দ কবিরাজের হাতের লেখা "বিষ-বিজ্ঞান", ধরণী কবিরাজের হাতের লেখা "গোমূত্র-তত্ত্ব", কতকগুলি ব্যবস্থাপত্র-বহি, হিসাবের খাতা ইত্যাদি। তখন আমি কবিরাজী শিখি নাই, কিন্তু চরকসংহিতার নাম শুনিয়াছিলাম ও গঙ্গাধরের বিষয়ে বহু গল্প জানিতাম।

এইজন্য তৎকৃত পুস্তকগুলি এত অল্পমূল্যে যাইতেছে দেখিয়া আমি দোকানদারকে বলিলাম, "যদি আপনি আমাকে এইগুলি দেন তবে আমি ঐ ভদ্রলোককে কিছু বেশী দাম দিই।" ইহাতে সেই ভদ্রলোক যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। আমি ৪৲ টাকা মূল্য দিয়া সেই সমস্ত বই কাগজপত্র খরিদ করিলাম। সেইদিনই সন্ধ্যার পরেই বৈদ্যবিদ্যায় আমার হাতে-খড়ি হইল। ইহার পূর্ব্বে কোন কবিরাজী গ্রন্থ আমি পড়ি নাই। ইহার পর আরও কয়েকবার সেই জীর্ণশীর্ণ ভদ্রলোকটি আমার নিকট গঙ্গাধরের অমূল্য রত্ন বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকের নাম সকলেই জানেন। ইনি তৎকালে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইনিই মনীষী গঙ্গাধরের পৌত্র ত্র্যম্বক শাস্ত্রী। মুর্শিদাবাদবাসী গঙ্গাধরের পৌত্রকে অন্ন দেন নাই। ইহা শুনিয়া পাঠক বলিতে পারেন যে, মুর্শিদাবাদ মীরজাফরের দেশ, ইহা এত শীঘ্র ভুলিলে চলিবে কেন? কিন্তু মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার এলাকা-ভুক্ত। মুর্শিদাবাদবাসীর ত্রুটি বাঙ্গালীর ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা উচিত। পুণ্যশ্লোক গঙ্গাধরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে মুর্শিদাবাদবাসী অদ্যাপি একটী রাস্তারও নামকরণ করেন নাই। মৃত্যুর অল্পকাল পরে—"জঙ্গীপুর সংবাদ" নামক পত্রিকায় ত্র্যম্বক শাস্ত্রী সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, শাস্ত্রী মহাশয় অতিশয় বিদ্বান ও বিচক্ষণ কবিরাজ ছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদবাসী এত শীঘ্র বঙ্গগৌরব গঙ্গাধরকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার বংশধরের প্রতি কোনপ্রকার কৃপাকটাক্ষ প্রদান করে

নাই। তদানীন্তনকালে দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র ও রাজা আশুতোষ জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই এই ব্যক্তির উপর কৃপা-দৃষ্টি করেন নাই। বাঙ্গালীজাতি গুণীকে জীবিতাবস্থায় সমাদর করে না বলিয়া যে অখ্যাতি আছে, তাহা অদ্যাবধি দূরীভূত হয় নাই। বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সমাদৃত হন নাই। ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বা দুর্যোগের ফল হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্ক তাহাতে দূরীভূত হয় না। বহু দুঃখেই কবি গোবিন্দ দাস বলিয়াছেন, "ও ভাই বঙ্গবাসি, আমি মলে তোমরা আমার চিতার পরে তুলে দিবে মঠ!" বর্ত্তমান সময়েও বহু কৃতবিদ্য আয়ুর্ব্বেদসেবীর বংশধরগণের অবস্থাও অতিশয় খারাপ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি দেশবাসীর উপেক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পান না এইরূপ কবিরাজের সংখ্যা এই কলিকাতা সহরে দুই শতেরও অধিক। অথচ ইঁহারা সকলেই তীর্থ উপাধিধারী এবং বিশেষ-ভাবে কৃতবিদ্য। কোন হাতুরিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে আমি এত বেশী দরিদ্র দেখি নাই। মহাকবি কালিদাস বলিয়া-ছেন, "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্?" যে সকল কৃতবিদ্য চিকিৎসক ভগবানের কৃপায় সম্পন্ন অবস্থায় দিনযাপন করিতেছেন, আমি তাঁহাদের সকলের নিকট এই সকল পণ্ডিত অথচ দুঃস্থ চিকিৎসকগণের আর্থিক দুর্গতি নিবারণের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আয়ুর্ব্বেদের উপরে নিখিল জনগণের আস্থা ফিরাইয়া না আনিলে আয়ুর্ব্বেদসেবিগণের মঙ্গল নাই। আয়ু-

র্বেদ অতি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক সামগ্রী এবং ভারতবাসীর গর্ব্বের বস্তু এবং আয়ুর্বেদ-অনুসারে চিকিৎসা না হইলে দীর্ঘজীবন ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের কোন উপায় নাই—এই ধারণা যাহাতে জনসমাজে প্রচারিত হয় এবং লোকের মনে বদ্ধমূল হয়, তাহার জন্য সমগ্র আয়ুর্বেদ সমাজকে দলাদলি ভুলিয়া নিরন্তর চেষ্টা করিতে হইবে।

অতি অল্পকাল পূর্ব্বে আয়ুর্বেদসেবিগণের সুদিন ছিল। বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সি, কে, সেন এণ্ড কোং-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। আজকাল লোকে যেমন বিড়লা, ডালমিয়া, সুরজমল, কানোরিয়া, বাজোরিয়া, বাঙ্গর, পোদ্দার প্রভৃতিকে ধনী বলে, ৫০ বৎসর পূর্বে সি, কে, সেন এণ্ড কোং ; এন, এন, সেন এণ্ড কোং ; এবং বিনোদলাল সেন এণ্ড কোং-এর মালিকগণকে এবং কুমারটুলীর বৈদ্যগণকে বিখ্যাত ধনী বলিয়া গণ্য করিত এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ধনীও ছিলেন। মহাত্মা চন্দ্রকিশোর সেন ও তদীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ সেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মহাশয়গণের দৃষ্টান্ত অনুসরণে নগেন্দ্রনাথ সেনও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। তিনি "সহজ কবিরাজী শিক্ষা", "দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান", "পাচন সংগ্রহ" এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রেরণায় উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "বৈদ্যক শব্দসিন্ধু" নামক বৈদ্যকাভিধান প্রকাশিত করিয়া আয়ুর্বেদের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। ইঁহাদের সমসাময়িক কবিরাজ বিনোদলাল সেন-মহাশয়ও আয়ুর্বেদ-

বিজ্ঞান, ভৈষজ্য রত্নাবলী ও বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গ-হৃদয় বাহির করিয়া বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ গ্রন্থভাণ্ডারকে পুষ্ট করেন। কবিরাজ হরলাল গুপ্ত ভৈষজ্য রত্নাবলী, পরিভাষা প্রদীপ ও দ্রব্যগুণ-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবিরাজ কালীশচন্দ্র সেন মহাশয় ভাবপ্রকাশ, দ্রব্যগুণ, চক্রদত্ত প্রভৃতি বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়া আয়ুর্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বটতলার বেণীমাধব দে এণ্ড কোং এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় কবিরাজ যশোদানন্দন সরকারের সম্পাদনায় চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি সুলভ মূল্যে প্রকাশিত করেন। কবিরাজ কুঞ্জবিহারী সেন সুশ্রুতের ইংরেজি অনুবাদ এবং অবিনাশচন্দ্র সেন চরকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত করেন। মহাত্মা চন্দ্রকিশোর সেন বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন সংস্করণে বৃহৎত্রয়ী ও ক্ষুদ্রত্রয়ী ছাড়া রসেন্দ্রসার সংগ্রহাদি বিবিধ রসগ্রন্থ প্রভৃতি সকলপ্রকার আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার পূর্বে বটতলাই আয়ুর্বেদশাস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। বটতলার বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন কবিশেখরকে দিয়া আয়ুর্বেদের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শ্বাসারি ঔষধের বিখ্যাত আবিষ্কর্ত্তা বেহালার সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় চরক সংহিতার অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কবিরাজ সত্যচরণ সেন চিরকাল আয়ুর্বেদের সেবা করিয়া অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ ভৈষজ্য-বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ-প্রতিভা এবং কায়চিকিৎসা নামক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ লিখিত আয়ুর্ব্বেদ-সোপান প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বায়ত্ত-চিকিৎসা নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সাভারের বিখ্যাত কবিরাজ রাখালচন্দ্র দত্ত বি, এস-সি, মহাশয়ও ফলিত চিকিৎসা-বিধান নামে এক অতি উত্তম গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় অনুভূত যোগাবলী বাহিরে প্রকাশ করিয়া জনসাধারণ, চিকিৎসক ও ছাত্রবৃন্দের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রথম ও প্রধান। তাহার পর এই বিষয়ে শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস দত্ত মহাশয়ও এই বিষয়ে স্বীয় বহু অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "চিকিৎসা সম্মিলনী" নামক মাসিক পত্র দীর্ঘকাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন এবং উহাতে স্বীয় অনুভূত যোগসকল লিপিবদ্ধ করিয়া আয়ুর্বেদসেবীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। চিকিৎসা সম্মিলনীতে যে সকল বৈদ্য ধারাবাহিক ভাবে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ প্রসন্নকুমার মৈত্রেয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বৈদ্যগণের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব অভিজ্ঞতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তি বহু দিবস যাবৎ

নানা প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া "আয়ুর্ব্বেদ-সম্মিলনী" নামক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় জ্ঞানভাণ্ডার জনসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া চিকিৎসা, বাংলাদেশের গাছপালা, বাঙ্গালীর খাদ্য নামক গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরোগ্যমঞ্জরী প্রণেতা কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেনের নামও উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্রিকাগুলি দীর্ঘজীবী হয় না। অথচ হিন্দী ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রকাশিত ৭০ খানা মাসিক পত্রিকার মধ্যে ৩৬ খানার বয়স ৩০ বৎসরেরও অধিক। বঙ্গদেশের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বড় বড় কারখানা হইতে অনেকগুলি মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের সহায়ক হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বহু দিবস হইতে অনেক বড় বড় কবিরাজী ঔষধ বিক্রয়ের কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সেইগুলির কোন একটী হইতেও একখানি আয়ুর্বেদীয় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। জনসাধারণের ভিতরে আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞান প্রচার না করিলে যে ক্রমশঃ বিপক্ষের অপপ্রচারের ফলস্বরূপ তাঁহাদের মনোভূমি হইতে ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদপ্রীতি লুপ্ত হইবে, ইহা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিক্রয়-লব্ধ অর্থপুষ্ট ব্যক্তিগণ অদ্যাপি উপলব্ধি করেন নাই। বর্ত্তমান যুগ শনিগ্রহ প্রভাবিত বৈজ্ঞানিক-

উপায়ে প্রচারের যুগ। বর্ত্তমান যুগে যে বিষয়ে যত প্রচার হইবে সেই বিষয় তত বৃদ্ধি লাভ করিবে। আয়ুর্বেদের সবই আছে, নাই কেবল প্রচার। বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের রীতিনীতিগুলি পাঠ্যপুস্তক মারফৎ ভারতীয় বালক বালিকাগণের মধ্যে বহুল প্রচারের ফলে আজকাল কবিরাজগণ ছাড়া ৩০ হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে (এবং যাঁহারা এখন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প-কলা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পরিচালন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে) স্বদেশীয় স্বস্থবৃত্ত হইতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একটী প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারিবেন না। জাতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে হিমালয়-সদৃশ অজ্ঞতাই দেশের বর্ত্তমান অতি শিক্ষিত এবং অতি বৈজ্ঞানিকগণের প্রকৃত স্বরূপ। বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া দেশের চৌকিদার হইতে প্রধান মন্ত্রীর চিকিৎসা করিয়া দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সকলের একই প্রকার ধারণার বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইয়া নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার সহিত এই কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। লর্ড মেকলের পরিবর্ত্তিত শিক্ষা-নীতি যে ভারতের মেরুদণ্ড ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিদারুণ ক্ষোভে ও গ্লানিতে প্রত্যহ মন তিক্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রদত্ত অন্নে পুষ্টি লাভ করিয়া স্ফীতোদর হইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে জন-সাধারণের ভিতরে জ্ঞান বিস্তারের নৈতিক দায়িত্ব তাঁহাদের।

কিন্তু এই দায়িত্ব তাঁহারা পালন করেন নাই। দেশীয় বৈদ্যগণও তাঁহাদের যে এই প্রকারের একটা দায়িত্ব আছে, সেই বিষয়ে তাঁহাদিগকে ওয়াকিবহাল করেন নাই।

স্বর্গীয় যামিনীভূষণ রায়, গণনাথ সেন এবং শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের সম্পাদনায় আয়ুর্ব্বেদীয় কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটাই অঁাতুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের অপমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান বলিয়া মনে হয়। যথা—

(১) বিজ্ঞাপনের অভাব, (২) সুলেখকের অভাব, (৩) স্বদলভুক্ত অপটু লেখকের লেখা দিয়া কাগজ ভর্ত্তি করার চেষ্টা, (৪) সারগর্ভ প্রবন্ধের অপ্রাপ্তি, (৫) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের উদাসীনতা, (৬) ভিন্নদলভুক্ত সুলেখকের লেখা না ছাপানো, (৭) সারগর্ভ লেখা না ছাপানোর ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণের পত্রিকা সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট প্রতিকূল মত প্রকাশ, (৮) দলগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া সার্ব্বজনীন স্বার্থের বিনাশ সাধন, (৯) শাস্ত্রকে গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া রাখিবার অন্যায় ও বিফল প্রচেষ্টা, (১০) বৈজ্ঞানিকরূপে প্রচার কুশলতার অভাব, (১১) কুশলতা পূর্ব্বক সর্ব্বভারতীয় তথা পৃথিবীস্থ বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় খবরের কথা পরিবেশণরূপ সম্পাদক-দায়িত্বের অপালন, (১২) আয়ুর্ব্বেদজাত অন্নপুষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তথা বড় বড়

বিদেশী কোম্পানী, যাহারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ভারতের ধন লুণ্ঠন করিয়া অদ্যাপি বিদেশে লইয়া যাইতেছে, তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত দালাল লাগাইয়া বিজ্ঞাপন গ্রহণের অসমর্থতা, এবং সর্ব্বোপরি (১৩) অর্থাভাব, ইত্যাদি।

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আয়ুর্ব্বেদীয় সংবাদপত্র ক্ষয় রোগের বীজাণু-বিমুক্ত হইয়া আরোগ্যোত্তর আবাস-ভূমিতে (After-cure Colony) বর্দ্ধিত হইতে পারে, সুধীগণের বিবেচনার জন্য সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

(১) সম্পাদক মহোদয় যতদূর সম্ভব দলগত ভেদবুদ্ধি-বিমুক্ত এবং পক্ষপাতদোষ-বিবর্জ্জিত হইবেন। "He must be prepared to give even the devil his due." —তাঁহাকে ভিন্ন দলভুক্ত শয়তানকেও সুযোগ দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(২) বিপক্ষ দলভুক্ত যদি কোন ব্যক্তি কাজের লোক হন এবং যদি তাঁহার লেখা আয়ুর্ব্বেদের গৌরববৃদ্ধির কিম্বা দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও কল্যাণ বৃদ্ধির দ্যোতক হয়, তবে তিনি স্বগোষ্ঠীভুক্ত না হইলেও তাঁহার লেখা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করা উচিত হইবে না।

(৩) কৃতবিদ্য ব্যক্তির লেখা ফেরৎ দিলে তিনি বিপক্ষে গিয়া বিরুদ্ধ প্রচার করিলে পত্রিকার ক্ষতি হইতে পারে।

(৪) যে সকল কাগজের পিছনে প্রকৃত সরকারী সাহায্য

নাই, উহাদিগকে দীর্ঘ-জীবন লাভের জন্য বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অভিজ্ঞ দালালকে উপযুক্ত কমিশন দিয়া বড় বড় কোম্পানী হইতে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৫) গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। সেইজন্য নানা উপায়ে প্রচারের দ্বারা এবং কাগজকে তথ্যবহুল ও চিত্তাকর্ষক করিয়া গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৬) বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় বাহির করিলে গ্রাহক সংখ্যা বেশী পাওয়া যাইবে না। আর্থিক দুর্দ্দশায় বাঙ্গালী সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী সমাজে বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদ পাঠক খুব কম। সেইজন্য বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী, এই তিন ভাষায় এবং শাস্ত্রের মৌলিকতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষাকল্পে সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে।

(৭) আয়ুর্ব্বেদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অভিনব বিচিত্র উপায়ে (সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, ক্রিকেট, ফুটবল, নদের নিমাই প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক অভিনয়ের দ্বারা চাঁদা উঠান প্রভৃতি) অর্থ সংগ্রহ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের প্রচারে নিযুক্ত করিতে হইবে।

(৮) বিগত শত বৎসরের বৈজ্ঞানিক বিরুদ্ধ-প্রচারের ফলে ভারতীয় জনগণ আয়ুর্ব্বেদকে ভুলিয়াছে। পুনরায়

counter propaganda করিয়া জনসমাজকে ও উদীয়মান ছাত্রগণকে আয়ুর্বেদিক স্বরাজ লাভে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

(৯) আয়ুর্বেদীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, উদীয়মান লেখক-গণকে পুরস্কার প্রদান এবং এক একটি বিষয় লইয়া পৃথক ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ প্রভৃতি উৎসাহ ও প্রেরণামূলক প্রচার কার্য্য করিতে হইবে।

১০। বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকাল্‌টীর গত নির্ব্বাচনে দেখিয়াছি যে, বাংলাদেশে চিকিৎসারত রেজিষ্টার্ড কবিরাজগণ অপেক্ষা আন্-রেজিষ্টার্ড কবিরাজের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী। আয়ুর্ব্বেদ বৃদ্ধির জন্য আন্‌রেজিষ্টার্ডগণকেও গ্রাহক করিয়া স্বপক্ষে টানিতে হইবে।

১১। পূর্ব্বকালে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল যে "ন রত্নমন্বি-ষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"—রত্ন কাহাকেও খোঁজে না, রত্নকেই লোকে খুঁজিয়া বাহির করে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞাপনের যুগে রত্নব্যবসায়ীকেও বিজ্ঞাপন দিতে হয়। সকলেই একযোগে আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের প্রচার করুন। গণদেবতাকে আয়ুর্ব্বেদের কার্য্যকারিতা ও চমৎকারিতা প্রত্যক্ষ করান্। তাহা হইলে গণনারায়ণ সুদর্শন চক্র লইয়া আপনাদের সহায়ার্থে দর্শন দিবেন। "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ"—অর্থাৎ, পরিশ্রম করিতে করিতে শ্রান্ত না হইয়া পড়িলে দেবতার সাহায্য পাওয়া যায় না।

বিংশ শতকের প্রথম ভাগে যে দুই মহাত্মা আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে নবযুগ প্রবর্ত্তনকারী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অমর হইয়াছেন তাঁহাদের

একজনের নাম গণনাথ সেন সরস্বতী এবং অপর একজনের নাম ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। প্রথম ব্যক্তি প্রণীত "প্রত্যক্ষ শারীরম্" ও "সিদ্ধান্ত নিদানম্" নামক পুস্তক দুইখানি প্রাচীন, বিশুদ্ধ, সুললিত ও সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। উক্ত দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে সংস্কৃতাভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি উচ্চাঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারিবেন। সংস্কৃত রচনার এইরূপ অভিনব পরিপাটী কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ দুইখানি সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ সেন মহোদয় তিন-তিন বার নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলের সভাপতি-রূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুমও অতি দয়ালু, সদাশয় ও বিদ্বান্ চিকিৎসক ছিলেন। অপর যুগ-প্রবর্ত্তনকারী গ্রন্থকার রসাচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় রসচিকিৎসা সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক "রসজলনিধি" রচনা করিয়া বঙ্গদেশে রস-চিকিৎসার নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করেন। সুদূর আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে এই পুস্তক বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইয়াছে। আমেরিকাবাসী ইংরাজী ও সংস্কৃতে লিখিত এই পুস্তক পাঠ করিয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কবিরাজ মহাশয়কে আমেরিকায় হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিনি মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু পারদ, গন্ধক, হরিতাল সম্বন্ধে ইঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য কেমিষ্টগণ গন্ধক নির্ম্মিত নানাপ্রকার ঔষধের বিচিত্র সমাবেশ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বাজার

ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইতঃপূর্বে অন্য কোন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার জন্য আমেরিকায় আহূত হন নাই। হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসপ্রণেতা স্বনামধন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বিলাত গমনের পূর্ব পর্য্যন্ত ইউরোপীয় কেমিষ্টগণ পারদের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া যে কজ্জলী প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। সেই ইউরোপীয় কেমিষ্টগণ এক্ষণে গন্ধক লইয়া কি খেলা খেলিতেছেন তাহা চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-জগতের অপর একখান নবযুগ প্রবর্ত্তনকারী পুস্তক কুচবিহারের রাজবৈদ্য বিরজাচরণ গুপ্ত প্রণীত "বনৌষধি দর্পণ"। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকের উপোদ্ঘাত প্রকরণ অতীব চিত্তাকর্ষক। বিষয়বস্তুর বর্ণনা এইরূপ মনোহর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, পুস্তক পাঠ করা মাত্র গ্রন্থকারের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় মনপ্রাণ ভরিয়া উঠে। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকখানি বর্ত্তমানে আর ছাপানো হইতেছে না। এই পুস্তকখানি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সর্বদা সহচর ছিল।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-জগতে নবযুগ প্রবর্ত্তনকারী অপর দুইখানি মৌলিক গবেষণাপ্রসূত ভারত-বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "যক্ষ্মা চিকিৎসা" ও "ক্যান্সার চিকিৎসা"। এই পুস্তক দুইখানি সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছে। "যক্ষ্মা চিকিৎসা"

দুই ভাষায় এবং "ক্যানসার চিকিৎসা" পাঁচটী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইতঃপূর্বে ভারতের কোন ভাষায় ক্যানসার রোগের নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি সংবলিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক তথ্যপূর্ণ এইরূপ কোন পুস্তক লিখিত হয় নাই। উক্ত দুই বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ তথ্যবহুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক ইহার পূর্বে লিখিত হয় নাই।

কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত "আয়ুর্বেদ শিক্ষা" নামক পুস্তকখানিও আয়ুর্বেদের আর একখানি অতি উচ্চ শ্রেণীর সংগ্রহ গ্রন্থ। এই পুস্তকে বিভিন্ন শ্রেণীর কবিরাজগণের প্রচলিত ধারা তাঁহার লেখনিমুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। কবিরাজ রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় "ভাবপ্রকাশ", "নাড়ীবিজ্ঞান" ও "নিদান প্রকাশ" করিয়াছিলেন। ইনি "মাধবনিদান"-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বিদেশে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় সাময়িক পত্রাদিতে এবং অন্যান্য পত্রিকায় সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ; যথা—কবিরাজ মণীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায়, কবিরাজ রাখাল দাস সেন, কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের মধ্যে কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ত্রিদোষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় অতি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ত্রিদোষ-বিজ্ঞান ছাড়া তিনি আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ

এবং রোগ ও পথ্য সম্বন্ধে আরও ছুইখানি উপাদেয় পুস্তক লিখিয়াছেন। মণীন্দ্রকুমার কোন পুস্তক লেখেন নাই, কিন্তু বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনে যে সকল অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন সেইগুলি, বিশেষতঃ মাদ্রাজে বংশানুক্রমিক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের সম্মেলনে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় "কর্ম্মযোগী মণীন্দ্রকুমার" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া মণীন্দ্রকুমারের গুণাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। মণীন্দ্রকুমার বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদোদ্ধারের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া পুরস্কারস্বরূপ তিন বার নিখিল-ভারত আয়ুর্বেদ-মহাসম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় "রসরহস্য বিজ্ঞানম্", "ম্যালেরিয়া চিকিৎসা", "পথ্যবিজ্ঞান", "বনৌষধি বিজ্ঞান" ও "আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক পুস্তকগুলি লিখিয়া আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। কবিরাজ রাখালদাস সেন মহাশয়, রসশাস্ত্রম্, পঞ্চনিদানের বাঙ্গালা অনুবাদ ও "প্রসূতিতন্ত্র" "বিষয়ক গ্রন্থ" রচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্রগণের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। শুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদের একনিষ্ঠ সেবক বাগেশ্বর কবিরাজ রসশাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় একখানি উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত রাবণকৃত 'অর্কপ্রকাশ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। কবিরাজ হরলাল গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ ভাষাভিধান, গোবিন্দদাস সেন-কৃত "পরিভাষাপ্রদীপ", "পাচনসংগ্রহ", "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা", "সিদ্ধ

মুষ্টিযোগ” ও “ভৈষজ্যরত্নাবলী” নামক গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া বটতলার যুগে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। “প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী” কবিরাজ প্রাণকৃষ্ণ গুপ্তের একখানি উত্তম সংগ্রহ পুস্তক; ইহা বটতলার ছাপানো; বর্ত্তমানে আর মুদ্রিত হয় নাই। চাণক নিবাসী বৈদ্য নারায়ণ রায় “আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ” এবং রাণাঘাটের গিরিজা কবিরাজ “ম্যালেরিয়া চিকিৎসা”, “বসন্ত চিকিৎসা”, “মুষ্টিযোগ চিকিৎসা” প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্বেদসেবীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কবিরাজ ভূবনেশ্বর গুপ্ত শর্ম্মা “রোগ নির্ণয় সংগ্রহঃ”, “দ্রব্যগুণদর্পণ” এবং “বৈদ্যপুরাবৃত্ত” গ্রন্থ লিখিয়া বৈদ্যসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিশেষতঃ বৈদ্যপুরাবৃত্ত নামক গ্রন্থে তিনি বিদ্বান বৈদ্যের দ্বিজত্ব প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানাপ্রকার শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-যুগের পর তান্ত্রিক যুগে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ তিনি বৈদ্যপুরাবৃত্ত গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই বিবাদ চলিয়া আসিতে-ছিল। এই বিবাদের সূত্র যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হয় তাহার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উক্ত বৈদ্যপুরাবৃত্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সুচেষ্টার ফলে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ কোন ভেদ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় না। এই বিবাদের সূত্র যত সত্বর দূরীভূত হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। কারণ, কবিরাজগণের মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি থাকিলে, তাহা সমগ্র কবিরাজ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংসই করিবে। কবিরাজ গিরিজাকুমার সান্যাল মহাশয়

"বেদগবেষণা" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমাদিগের উপকার সাধন করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষায় রসচিকিৎসা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সংগ্রহ গ্রন্থ শ্রীমদ্ গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" বটতলার প্রেসে ছাপানো হয়। তাহার পর "রসেন্দ্র চিন্তামণি", "রসরত্নাকর" ছাপানো হয়। ইহার কিছুকাল পরে উপেন্দ্রনাথ সেন ও দেবেন্দ্রনাথ সেন কৃত "রসরত্ন সমুচ্চয়" প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুস্তকগুলির মধ্যে কোনটিতেই ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষ প্রভৃতির শোধন, জারণ, মারণ, সত্ত্বপাতন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে আময়িক প্রয়োগ, রসরত্নাদির উৎপত্তি স্থান পরিচয় জ্ঞাপক বর্ণনা, শোধন জারণ, মারণাদির জন্য যন্ত্রাদির পরিচয়, রসশাস্ত্রীয় স্বতন্ত্র পরিভাষার পরিচয়, কূপীপক রস নির্ম্মাণ বিজ্ঞানাদির স্বতন্ত্র পরিচয় মকরধ্বজ নির্ম্মাণে স্বর্ণগ্রাসনের বিশেষ বিবরণ, পারদের অষ্টাদশ সংস্কার, পারদের বুভুক্ষা সম্পাদন, পারদের বিভিন্ন ধাতুভোজন পারদের বিভিন্ন প্রকার মূর্চ্ছা, ধাতুভস্মাদির অভিনব সহজ প্রক্রিয়া, রস-ভস্ম যোগে ধাতুভস্মের সহজ প্রক্রিয়া, পারদ ভস্ম, হরিতাল ভস্ম, অভ্র ভস্ম, বঙ্গভস্ম লৌহভস্ম ও তাম্রভস্ম নির্ম্মাণের অভিনব সহজ প্রণালী, লৌহশাস্ত্রের বিশেষ বিজ্ঞান, লৌহ নির্ম্মাণ প্রণালী, বিষ-তন্ত্রের বিশেষ বিজ্ঞান বিধি, স্থাবর জঙ্গম বিষাদির বিশেষ বিজ্ঞান এবং উহাদের আময়িক প্রয়োগের মূল সূত্রগুলির যথাযথ বর্ণনা উক্ত পুস্তকগুলিতে পর্য্যায়ক্রমে করা হয় নাই। এই অভাবগুলির

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় 'রস-চিকিৎসা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ঐগুলির যেরূপ সুললিত বর্ণনা আছে, তাহা বঙ্গভাষায় লিখিত অন্য কোন গ্রন্থে নাই। এই গ্রন্থের অপর দুই খণ্ডে কেবলমাত্র রসৌষধি দ্বারা হেমাদ্রির পর্য্যায় অনুযায়ী ও মাধবের রোগবিনিশ্চয় বর্ণিত প্রত্যেক রোগের দোষানুগ চিকিৎসা-বিধি লিখিত হইয়াছে। রসবিদ্যা বিষয়ে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুবৃহৎ পুস্তক বঙ্গভাষায় মাত্র এই একখানিই আছে। "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ"-এর সংগৃহীত ঔষধগুলি উত্তম, কিন্তু ইহার জারণ-মারণ-সত্ত্ব-পাতনাদির প্রক্রিয়াগুলি হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তাহা ছাড়া ইহাতে রস-পরিভাষা নাই। কিন্তু রসচিকিৎসা তিন খণ্ডে উক্ত সকল বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা হিন্দি ও ওড়িয়া ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া যে সকল বাঙ্গালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বনামধন্য আচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আচার্য্য রায় চিকিৎসক ছিলেন না, সেইজন্য প্রতি পদে চিকিৎসা-বিজ্ঞানসাপেক্ষ হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণনায় তাঁহার অনেক ত্রুটি হইয়াছে। দোষ-ধাতু-মল তত্ত্বে অনধিকারহেতু হিন্দু দর্শনশাস্ত্রমূলক চিকিৎসা-তত্ত্ব সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশকালে অনেক প্রমাদ ঘটিলেও, প্রথম মার্গপ্রদর্শক হিসাবে এই গ্রন্থ অতীব উপাদেয় ও সর্ব্বতোভাবে চিত্তাকর্ষক এবং গ্রন্থকারের অধ্যবসায়,

জ্ঞানানুসন্ধান ও ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি অতীব প্রীতিপ্রদ। পৃথিবীর সভ্যজাতিগণের মধ্যে হিন্দু জাতি যে সর্বপ্রথমে রসায়ন বিজ্ঞানের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং হিন্দুগণের নিকট হইতে গ্রীস, রোম, আরব, পারশ্যদেশীয়গণ রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন. এবং তৎপরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে উহা প্রচারিত হইয়াছিল. এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও রসায়ন বিজ্ঞানের বহু বিষয়ে হিন্দু রসাচার্য্যগণ যে সমগ্র জগৎবাসীর উত্তমর্ণ, তাহা তিনি জগৎবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নব্য রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যতম জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন এবং নব্য রসায়নের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়নশাস্ত্রের বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তীকালীন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের মত তিনি হিন্দু রসায়নশাস্ত্রকে জগৎসমক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। পরন্তু তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতি যখন অজ্ঞতার ঘনান্ধকারে লিপ্ত ছিল সেই সময়ে ভারতীয় হিন্দুগণ পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মাক্ষিক, শিলাজতু, বৎসনাভ কুলীলু, ভল্লাতকাদি রসোপরস, ধাতূপধাতু, বিষোপবিষ ও রত্নোপরত্নাদির জারণ, মারণ, সত্ত্বপাতনাদি বিষয়ে, বিশেষতঃ ক্ষার নির্ম্মাণে সিদ্ধিলাভ করিয়া সিদ্ধ বৈদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। (মল্লিখিত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" নামক পুস্তকে এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।)

ভারত-গৌরব, সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় প্রফুল্লচন্দ্রকৃত হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জল-মূলক আয়ুর্বেদীয় রসায়নশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব বর্ণনায় এই ভূমিকা এরূপ তথ্যবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল যে, ইহা পড়িয়া একজন ফরাসী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন যে, বিষয়বস্তুর গভীরতায়, প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব কুশলতায় এবং তুলনামূলক বিচারের অদ্ভুত নৈপুণ্যে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা ভূমিকাটি অধিকতর উপাদেয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু রসায়নশাস্ত্র ছাপানো শেষ হইয়াছে; তিনি ভূমিকার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতিদিনই আচার্য্য শীলের রেজিষ্টার্ড-পত্রের আশায় দিন গুনিতেছেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ তখন বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ। প্রফুল্লচন্দ্র বহরমপুরে চলিলেন এবং ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, আগামী কল্যই তিনি ভূমিকা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ সেইদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া রাত্রি ৭টার সময় ভূমিকা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া খাইবার কথা বলিলে তিনি ভৃত্যকে খাবার টেবিলের উপর ঢাকিয়া রাখিয়া ঘর বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতে লাগিলেন। সারারাত্রি কাটিয়া গেল। তারপর দিন বেলা ৯টার সময় পুনরায়

কলেজ যাইবার জন্য স্নান-আহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার সময়ে ভৃত্য গিয়া দরজার খড়খড়ি খুলিতেই ভূমিকা লেখায় নিমগ্ন যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। সেই সঙ্গে, ১৪ঘণ্টা সময় অতীত হওয়ার সঙ্গেই ভূমিকা লেখা সম্পূর্ণ হইল। প্রফুল্ল-চন্দ্র মহানন্দে ভূমিকা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আমি এই বিবরণ বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ, ইংরেজি-সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত, অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নকারী, আচার্য্য রায় এবং আচার্য্য শীলের অতিশয় স্নেহভাজন স্বর্গীয় আচার্য্য যতীশচন্দ্র সেন মহোদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। যতীশবাবু ইহাও বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গব্যাঘ্র প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষের ইচ্ছানুসারে এই ভূমিকার কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত-রূপে ব্রজেন্দ্রনাথের ডক্টরেটের থিসিসরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আণবিক যুগে আয়ুর্বেদীয় পরমাণু সম্বন্ধে লিখিত পূর্ণ ভূমিকাটি পৃথক্‌ভাবে পুনর্মুদ্রিত করিয়া আয়ুর্বেদ-দর্শনের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ভূমিকার সম্পূর্ণ অংশ ডাঃ রায় তদীয় পুস্তকে সন্নিবেশিত না করার জন্য ডাঃ শীল দুঃখিত হইয়াছিলেন। একদিন সৌভাগ্যক্রমে কথাপ্রসঙ্গে আচার্য্য রায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তদানীন্তন কালে পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যে তিন ব্যক্তি সর্বশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একব্যক্তি স্যার আশুতোষ, অপর ব্যক্তি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ এবং তৃতীয় ব্যক্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড একটন্। এই তিন মনস্বী যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে

জ্ঞানরাজ্যের যে কোন বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সর্ব্ব-প্রকার তথ্যবহুল সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই তিন ব্যক্তিই অপরের রচিত জ্ঞানোদ্যান হইতে প্রভূত পুষ্পচয়ন করিয়া স্বকীয় জ্ঞানপুষ্পাধার পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশাবলীর আঘ্রাণের জন্য স্বয়ং কোন পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়া রাখিয়া যান নাই। ("These three intellectnal giants of the world kept themselves busy in culling flowers from other people's, orchards but they did not make any orchards themselves")।

আচার্য্য রায়ের পর আয়ুর্বেদের উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী ঐতি-হাসিক রূপে স্বর্গীয় ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, এম-বি, এম-ডি, মহোদয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তি অতি সহজ সরল এবং ওজস্বিনী ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় ভৈষজ্য শাস্ত্রের ইতিহাস এবং হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রের শল্যতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-পাতির বিবরণ (History of Indian medicines in three vols and Surgical Instruments of the Hindus) নামক দুইখানি অতি উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সর্বভারতীয় আয়ুর্বেদসেবিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গশার্দ্দূল স্যার আশুতোষ প্রথমোক্ত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, এবং উল্লিখিত সমস্ত পুস্তকগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়া ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ অনন্য-সাধারণ আয়ুর্ব্বেদ-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি

এলোপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও আয়ুর্ব্বেদের মূল-তত্ত্বগুলির গভীরতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় শ্রদ্ধার সহিত প্রাচীন-সংহিতা বর্ণিত বিষয়বস্তুগুলি অধ্যয়ন করিয়া বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে সেইগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য স্বদেশী এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মত তিনি আয়ুর্বেদকে জগৎসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। পরন্তু আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক বিষয়বস্তুর বর্ণনাকালে তিনি আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি সত্য বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

আয়ুর্ব্বেদসেবী হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল বৈদ্য অবিভক্ত বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গৈলার মদনকৃষ্ণ কবীন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সুযোগ্য শিষ্য ললিত কবিশেখর গৈলায় কবীন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বরিশালে তখন বহু আয়ুর্বেদীয় টোল ছিল। কবীন্দ্র কলেজ ও এই সকল টোল হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু বিচক্ষণ ছাত্র তদানীন্তন-কালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাংলার বিখ্যাত কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন মহাশয় গৈলার কবীন্দ্র-বিদ্যালয় হইতে আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। গৈলার ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত স্বয়ং কবিরাজ না হইলেও আয়ুর্ব্বেদের মূল-তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ হিন্দু-দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে আয়ুর্ব্বেদ-দর্শন বিষয়ে অতি

সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গঙ্গাধরের অপর একজন সাক্ষাৎ শিষ্য চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিরাজ দুর্গাদাস নন্দীর সমসাময়িক শ্যামাচরণ সেন মহাশয় অতি বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। ইনি দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্পাদিত "বৈদ্যপ্রতিভা" নামক একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। কবিরাজ দুর্গাদাস ভট্ট এম-এ, চট্টলের একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। কবিরাজ হরিরঞ্জন মজুমদার মহাশয় ও জয়ন্ত দাসগুপ্ত চট্টল নিবাসী। নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ-মহাসভার বঙ্গীয় শাখার প্রধান মন্ত্রী কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন দাস কাব্যতীর্থ মহাশয়ও চট্টল নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ। ঢাকার শ্রীশচন্দ্র সেন ও পূর্ণ কবিরাজ, মৈমনসিংএর নিবারণ কবিরাজ, সাভারের গুরুচরণ কবিরাজ এবং মত্তের অমৃত কবিরাজ পূর্ব্ববঙ্গে চিকিৎসক হিসাবে বিপুল নাম, যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমগ্র বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। মত্তের অমৃত কবিরাজ ব্যবস্থা করিলে এবং তদনুযায়ী গুরুচরণ কবিরাজ ঔষধ দিলে, সেই রোগীর নিকট যম ঘেঁসিতে পারে না বলিয়া একটি প্রবাদ বাক্য পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। নাটোরের ঈশ্বর সেন, প্রমথনাথ রায়, যোগীন্দ্রনাথ রায়, ইঁহারাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, এম-বি, মহাশয় সিংহলে

আয়ুর্ব্বেদ-নিয়ন্ত্রণকল্পে যে কমিটি হয় তাহার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ভারতের বাহিরে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তল্লিখিত পুস্তিকাখানি বিশেষ তথ্যবহুল।

ভারতবর্ষে সংস্কৃত বিদ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে সর্ব্বপ্রথমে লর্ড মিণ্টো সুপারিশ করেন। ইঁহার সময়ে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় নেটিভ্ মেডিক্যাল কলেজ ছিল। ডাঃ টিট্লার এই কলেজের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ হইতে কলেজে আয়ুর্ব্বেদ পড়ানো আরম্ভ হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ টিট্লার সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিয়া পাশ্চাত্ত্য শারীর-ও শল্যতন্ত্রাদি ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময়েই বিখ্যাত মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইহার পর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বাংলার চিকিৎসা-বিদ্যা নিয়ন্ত্রণ কল্পে একটি কমিটি গঠন করেন। লর্ড মেকলে ইহার সভাপতি ছিলেন। ডাঃ গ্রাণ্ট ও রেঃ ডাঃ ডাফ ইহার সভ্য ছিলেন। ইঁহাদের পরামর্শানুসারে নেটিভ মেডিক্যাল কলেজ উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে বর্ত্তমান কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ১৮৩৫ খ্রীঃ স্থাপিত হয় এবং সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্ব্বেদ পড়ানোও বন্ধ হয়। ডাঃ টিট্লার সাহেবের চেষ্টায় কিছুদিন আয়ুর্বেদের পঠন-পাঠন বর্ত্তমান মেডিক্যাল কলেজেই হইয়াছিল। তাহার পর ডাঃ ডাফের চেষ্টায় উহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত মধুসূদনের চাকুরী যায় নাই। ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন মধুসূদন মহামতি বেথুন ও হেয়ার সাহেবের নিকট ইংরেজি

শিখিয়া তাঁহাদের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং অল্পায়াসে ইংরেজি চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া মেডিক্যাল কলেজে শল্য-তন্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই ব্রিটিশ রাজশক্তির সহিত আয়ুর্ব্বেদসেবিগণের বিরোধের যুগ আরম্ভ হয়। অবশ্য বাংলার বৈদ্যগণ মেষশাবকসদৃশ অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারা দুর্জ্জয় ব্রিটিশ-সিংহের সহিত সংগ্রাম করিবার কল্পনাকেও কখনও মনে স্থান দেন নাই। তাহা ছাড়া তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তির, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এর মতে, "সব লাল হো জায়েগা"-এর যুগ! ক্রমশঃ সব লাল হইয়া গেল। বিখ্যাত উপন্যাস "আনন্দমঠ"-এর উপসংহার-কালে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন: "ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুপণ্ডিত। অন্তর্মুখীন-জ্ঞানবিশিষ্ট ভারতবাসীর ব্রিটিশের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইল।" ব্রিটিশ রাজশক্তি কিন্তু বরাবরই লর্ড মেকলে প্রবর্ত্তিত সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান উৎখাত করিয়া তৎস্থলে ইউরোপীয় রীতিনীতি প্রবর্ত্তনের নীতি ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। ১৮২২ খ্রীঃ হইতে ১৯২২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সকলপ্রকার রাজ্য সাহায্য-বর্জ্জিত হইয়া পুণ্যসলিলা খরস্রোতা আয়ুর্ব্বেদ-মন্দাকিনীর পূতধারা ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছিল; এই সময়ের মধ্যাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদ-নদীতে গঙ্গাধর ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্তৃক যে সাময়িক বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির কূট-কৌশলসংবলিত বিরুদ্ধ প্রচার ও

বিলাতি ঔষধবিক্রেতা কোম্পানীগুলির ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার স্বপক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় শত বৎসরের ওকালতির ফলে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। গঙ্গাধরের পৌত্র অন্নাভাবে অনাহারে দুর্জ্জয় জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়া সৈয়দাবাদে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পুনরায় মরা গাঙ্গে বান আসিল। ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস, ব্যবহারশাস্ত্র ও রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়া আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী-জাতি পুনরায় লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া পাইল। তখন লর্ড কার্জ্জন, লর্ড লীটন, লর্ড রোণাল্ডসে প্রমুখ রাজনীতিবিদগণ বুঝিতে পারিলেন যে, লর্ড মেকলে প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি পরিপূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। বাঙ্গালী পুনরায় অধিকতর শ্রদ্ধার সহিত তাহার জাতীয় কৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"ওমা পরের ঘরে কিন্‌ব না আর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি"।

কান্তকবি রজনীকান্ত গাহিলেন—

"আমরা পরের জিনিস কিনব না আর
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই'।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় "Seer of Barrackpore" আখ্যা দিয়া লিখিত প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিলেন, "We have to unlearn what we have learnt from our

British Masters"—অর্থাৎ, আমরা আমাদের ব্রিটিশ প্রভু-গণের নিকট হইতে যে সকল বিষয় শিখিয়াছি সেইগুলি ভুলিয়া যাইতে হইবে। ইহার পর মহাত্মা কর্ত্তৃক অসহযোগ ও বিলাতি-দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলনের ফলস্বরূপ কলিকাতায় জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য তিনটী আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আয়ুর্বেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গরম গরম বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশন আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়গুলিকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য ভূমি এবং বার্ষিক সাহায্য দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রিটিশরাজ আয়ুর্ব্বেদের জন্য অন্ততঃ লোক দেখানো কিছু করা দরকার বিবেচনায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল চোপড়াকে দিয়া বঙ্গীয় চারিশত বিশিষ্ট কবিরাজের নিকট আয়ুর্বেদের নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্গঠন সম্পর্কে ১৭টী প্রশ্ন করিয়া উত্তর চাহিয়া পাঠাইলেন। মাত্র ৬০ জন কবিরাজ উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বরাবরই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও বৈদ্যগণের রাজশক্তিকে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৌদ্ধ রাজগণের সময় হইতে ক্রমাগত রাজরোষে পড়িয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বহু দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছেন। কেবলমাত্র সত্যের পূজারী বলিয়া আধুনিককাল পর্য্যন্ত তাঁহারা কোনরূপে কায়ক্লেশে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে কয়েকজন কবিরাজ এবং ডাক্তারকে উক্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত-

ভাবে প্রশ্ন করিবার জন্য ডাকা হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ওজস্বিনী-ভাষায় আয়ুর্বেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আয়ুর্বেদের মূল-তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করেন, এবং গভর্ণমেণ্টের খরচে অবিলম্বে একটি সেন্ট্রাল কলেজ, একটি হাসপাতাল, একটি রিসার্চ্ ল্যাবরেটরী ও একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। যে ভাষায় তিনি সেই সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং সে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা বিচক্ষণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রীর পক্ষেও নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয়। কলিকাতা ট্রপিক্যাল্ স্কুলের সেদিন-কার সভাতে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের বিভিন্ন কৃতবিদ্য ডাক্তারগণ বিভিন্ন প্রশ্নবাণে তাঁহাকে জর্জরিত করিয়াও আয়ুর্বেদের বিপক্ষে একটি কথাও বলাইতে পারেন নাই। আয়ুর্বেদের পক্ষভুক্ত একজন ডাক্তার-কবিরাজ কর্ণেল চোপড়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া গিরীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা করিলে গিরীন্দ্রনাথের যুক্তিবাণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া বলেন যে: "গভর্ণমেণ্ট এখন বিব্রত (অসহযোগ আন্দোলন এবং কংগ্রেস দমনে তখন বহু টাকা ব্যয় হইতেছিল), সুতরাং আয়ুর্বেদের জন্য আলাদা করিয়া কলেজ স্থাপন করা ও স্বতন্ত্রভাবে তাহার ব্যয়ভার বহন করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন। তবে, গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কলিকাতায় পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া আদর্শ কলেজরূপে পরিণত করিতে পারেন।" 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—এই চাণক্য-বচনানুসারে

গিরীন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টকে সেইরূপ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন গভর্ণমেণ্টের আয়ুর্ব্বেদোদ্ধারের কোন প্রকৃত ইচ্ছা ছিল না। এইভাবে সভা-সমিতি করিয়া লোক ডাকিয়া আয়ুর্ব্বেদের ভিতরের শক্তি কতটুকু এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উহাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিপাক করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই ১৯২৩ সালে এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ইহাতে কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। ইহার পর কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ৪টি কলেজকে একটী মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া পরিপূর্ণভাবে আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা পরিচালনের চেষ্টা করেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধতায় তাহা বিফল হইয়া যায়। তাহার পর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-সাহিত্যে এম্-এ ক্লাশের বিভিন্ন বিভাগের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় কায়-চিকিৎসার একটী বিভাগ খুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ষ্টেট্ ফ্যাকাল্‌টি গঠনে উদ্যোগী গণনাথ সেনের চেষ্টায় তাহা বাতিল হইয়া যায়। ইহার পর টোলের কবিরাজগণের বহু বাধা সত্ত্বেও ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদ নিয়ন্ত্রণকল্পে "ষ্টেট্ ফ্যাকাল্‌টি অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন" আখ্যা দিয়া একটী বোর্ড্ গঠন করেন। কবিরাজ গণনাথ সেন ও আচার্য্য ডাঃ যদুনাথ সরকার,—এই দুই ব্যক্তিই প্রথমে ইহার গঠন প্রণালী রচনা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার গঠিত এই ফ্যাকাল্‌টির ব্যয়ভার দেশীয় কবিরাজগণকেই বহন করিতে হইয়াছিল।

পূরণমল্ল গোস্বামী নামে একজন বদান্য কবিরাজ ইহার জন্য এককালীন দশ হাজার টাকা দান করেন। এই দানবীরের তৈল-চিত্র অদ্যাপি ফ্যাকাল্‌টি সভাগৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে এই ফ্যাকাল্‌টির সভ্যগণ বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণাদি সর্ববিধ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই তদানীন্তন "ছায়া-গভর্ণমেণ্ট" আয়ুর্বেদ নিয়ন্ত্রণকল্পে লেঃ কঃ ডাঃ স্যার রামনাথ চোপড়ার সভাপতিত্বে চোপড়া কমিশন গঠন করেন। ব্রিটিশ আমলের মত এইবারও স্যার চোপড়া অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া বিভিন্ন আয়ুর্বেদসেবী ও আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠানের নিকট উত্তরের জন্য পাঠাইয়া দেন। তাহার পর চোপড়া কমিশন ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া বৈদ্যগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু এই কমিশনও পূর্ব-পূর্ব বারের ন্যায় পর্বতের মূষিক প্রসববৎ নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ ভারত গভর্ণমেণ্ট চোপড়া কমিশনের সুপারিশমত কোন কাজ করেন নাই। তাহার পর পণ্ডিত কমিটি বসে। তাহাও নিষ্ফল হয়। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নাকি পুনরায় একটা কমিশন গঠন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। পূর্ব-পূর্ব কমিটিগুলির কোনটিতেই কিন্তু প্রকৃত বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদসেবী, শাস্ত্রবেত্তা, বিচক্ষণ কোন একজন কবিরাজকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। "বাঙ্গালীর বাড়িতে যজ্ঞের আয়োজন হয় অথচ পূজা ও রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ

আসেন বিলাত হইতে। ইহাতে যজ্ঞ যে কতদূর গড়ায়, তাহা যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই জানেন।"

পণ্ডিত গিরীন্দ্রনাথের চোপড়া কমিটিতে আয়ুর্বেদের পক্ষ-সমর্থন উপলক্ষ করিয়া এত কথা বলিতে হইয়াছে। "পর-দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।" বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদের কোন উন্নতি হয় নাই। বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ-কর্ণধারগণের এই বিষয়ে কর্ণপাত করিবার সময় বা সুযোগ নাই। দেশের মালিকগণেরও দেশের একমাত্র বৈজ্ঞানিক সামগ্রীর পতিত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা বা অবকাশ নাই। ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের বিপক্ষে কার্য্য করিতেছে। প্রকৃত গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া উচিত কিনা, তাহা চিন্তা করিতে দেশের চিন্তাশীল অধিনায়কগণকে আহ্বান করিতেছি।

ডাঃ গিরীন্দ্রনাথের আয়ুর্বেদের ইতিহাস লেখার পর আয়ুর্বেদের ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা উৎকৃষ্ট স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ বাহির হয় নাই। অন্য পুস্তকের ভূমিকারূপে আংশিক আয়ুর্বেদের ইতিহাস লেখার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বনৌষধি দর্পণকার বিরজাচরণ, প্রত্যক্ষ শারীরকার গণনাথ, কাশ্যপ সংহিতাকার নেপাল রাজগুরু হেমরাজ শর্ম্মা, অষ্টাঙ্গ হৃদয় সুশ্রুত ও চরকের ভূমিকায় যাদবজী ত্রিকমজী, রসযোগসাগরকার হরিপ্রপন্নজী, আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়নকার ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, রসজলনিধি ও হিন্দু সভ্যতার

আদিকথা-লেখক কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চরক-সংহিতা লেখক জামনগর গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডাক্তার প্রাণজীবন মেটা, শারীর-বিনিশ্চয়কার জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, রসেন্দ্রসার সংগ্রহকার আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি ডাক্তার ঘনানন্দ পন্ত এবং "আয়ুর্ব্বেদ পুস্তক"-এর লেখক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইংরেজি ভাষায় অপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আয়ুর্বেদের ইতিহাস গুলের মহারাজ ভগবৎ সিংজী প্রণীত "A short History of Aryan Medical Science" অতি উত্তম পুস্তক। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ-দর্শন ও মূল-সংহিতাগুলির বিবরণ অতি সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিলাতি-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি উপাধিপ্রাপ্ত অতি বিচক্ষণ ডাক্তার হইলেও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইঁহার গৃহবৈদ্য শ্রীজীবরাম কালীদাস শাস্ত্রী আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সংস্কৃত ও গুজরাতী ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ডাঃ হর্ণেল, ডাক্তার চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ জোলি, ডাঃ ইউ, সি, দত্ত, ডাঃ সিমর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আয়ুর্বেদের ইতিহাস-বিষয়ে প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ সুরেন্দ্রমোহন, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, কবিরাজ সুরমচন্দ্র, কবিরাজ অত্রিদেব বিদ্যালঙ্কার ও কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদ-ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য

মহাশয় ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত হৃদয়মর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন, একমাত্র ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ ছাড়া অপর যে সকল ডাক্তার আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরক্রিয়া ও বিকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই ভুল করিয়াছেন। কেবলমাত্র অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মনীষী ডাক্তার কর্ণেল রামনাথ চোপড়া ব্যতীত অন্য কেহ ডাক্তারগণের এই অক্ষমতার বিষয় স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই। তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন যে : এলোপ্যাথিক শারীরতত্ত্ব ও বিকৃতি-বিজ্ঞানে লব্ধ-প্রবেশ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জল সংবলিত পঞ্চমহাভূতাত্মক ত্রিদোষ-বিজ্ঞানমূলক আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বে প্রবেশ করা সুদূর পরাহত। এই দুইটি বিজ্ঞানের পৃথক্ আলোচনা হওয়ার দরকার। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য তিনি হৃদয়কে মস্তিষ্কের সহিত মিলাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিলেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন : "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" দর্শন-শাস্ত্রমূলক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র হৃদয়কেই কেন্দ্র বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সুশ্রুতোক্ত প্রধান ত্রিমর্ম্মের মধ্যে মস্তিষ্ককে একটী প্রধান মর্ম্ম মাত্র মনে করি। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ত্রিদোষ-মালিকা

ও আয়ুর্ব্বেদ-শারীর নামক পুস্তকগুলি এবং বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্রে তল্লিখিত প্রবন্ধগুলি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি। তিনি আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের রস গ্রহণ করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে সেই রস পরিবেশনের চেষ্টা জীবনের শেষ দশ বৎসর ধরিয়া করিয়াছিলেন। All India Institute of Hygiene and Public Health-গৃহে চোপরা-কমিশনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে Indian Medical Council এর সভ্যগণ কর্ত্তৃক আয়ুর্বেদের পক্ষ টানিয়া কথা বলার জন্য একযোগে আক্রান্ত হইলে তিনি আয়ুর্বেদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অতিশয় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া স্ব-পক্ষীয় দলকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। All India Medical Council এর সভ্যগণ একযোগে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পঠন-পাঠন স্বাধীন ভারত হইতে আইন করিয়া উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কলিকাতার বহু বিখ্যাত বৈদ্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু স্যার রামনাথের নির্দ্দেশ-অনুসারে তাঁহাদের প্রতিবাদের অধিকার ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন ও কবিরাজ রাখালদাস সেন মহাশয়দ্বয় স্যার রামনাথের নির্দে´শ অগ্রাহ্য করিয়া ডাক্তার মহাশয়গণের কথার পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ প্রকৃত জ্ঞানী এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন আয়ুর্বেদীয় জ্ঞান ডাক্তারগণকে আস্বাদন করাইতে চাহিয়া-ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি কবিরাজগণকেও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-

বিজ্ঞানসম্ভূত জ্ঞান আস্বাদন করাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া আয়ুর্বেদ-সূত্রগুলিকে তিনি এলোপ্যাথির সূত্রের সহিত একসুরে মিলাইতে চাহিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে তন্মূলক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। হৃদয়কে মস্তিষ্কের সহিত মিলাইবার অপচেষ্টা এই উদ্দেশ্যেরই বিষময় ফল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সূত্রমিলন বিষয়ে, "The East is East and the West is West, Twain shall never meet" প্রসিদ্ধ ইংরেজ-কবি Rudyard Kippling-লিখিত এই রসাত্মক বাক্য সমীচীন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিত "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"—এই রসাত্মক বাক্যেরও সার্থকতা আছে বলিয়া আমার ধারণা। কিন্তু যাহা লইব তাহা আমাদের ছাঁচে ঢালিয়া লইব। ইংরেজ-কন্যাকে পুত্রবধূরূপে ভারতীয়ের বাড়ি আসিয়া গাউনের পরিবর্ত্তে তাঁতের শাড়ি পড়িতে হইবে। তবে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে বর্ত্তমান আয়ুর্বেদ-মাতৃকার যে বীভৎস ও ভয়াবহ চিত্র আঁকিয়াছিলেন, আমরা সেই চিত্রকে আয়ুর্বেদ-মাতৃকার প্রকৃত চিত্র বলিয়া মনে করি না। আমরা আয়ুর্বেদ-মাতৃকাকে উত্তানপাদ রাজার প্রথমা-পত্নী দুয়োরাণীর সহিত তুলনা করিয়াছি, এবং আয়ুর্বেদসেবিগণকে উত্তানপাদ রাজার পুত্ররূপে দেখিতে চাহি। তাঁহারা যেন পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির কৃপায় এইরূপ স্থান প্রাপ্ত হন, যাহা ধ্রুবের ভাষায় "যং ন প্রাপ পিতা মম"

অর্থাৎ—যাহা আমার পিতা উত্তানপাদ কখনও লাভ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে বিলাতি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাত্র ১২০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোটি কোটি ভারতবাসীর চিকিৎসার দায়িত্ব আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের উপর ন্যস্ত ছিল। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণের প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় বৈদ্যগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব অতি সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈদ্যগণের অক্ষমতার জন্যই যে এলোপ্যাথিকে ভারতবাসীর উপর চাপান হইয়াছিল, ইহা বলা সমীচীন মনে করি না। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অসারতার জন্য যে এলোপ্যাথি ভারতবর্ষীয় জনগণের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিল, তাহা নহে। কারণ, বিখ্যাত বিলাতি-চিকিৎসকগণ চরকসংহিতার অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়া বলিয়াছেন যে, "যদি পৃথিবীস্থ জনগণ চরক কথিত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হন, তবে পৃথিবী হইতে শববাহকের সংখ্যা কম হইয়া যাইবে।" সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, একটি অসহায় ও আত্মবিস্মৃত জাতির একমাত্র প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সনাতন-কৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে ধনপ্রাণ বিবর্দ্ধনের পরিপন্থী একটি বিদেশী কৃষ্টিকে তাহার উপর গায়ের জোরে চাপানো হইয়াছে। বিদেশী শাসন যেরূপ ভারতীয় জনগণের প্রকৃত কল্যাণপ্রদ হয় নাই, সেই-

রূপ বিদেশী চিকিৎসা প্রণালী এবং বিদেশ হইতে আমদানী করা ঔষধগুলিও ভারতবাসীর প্রকৃত কল্যাণকারী হয় নাই। এলোপ্যাথি রাজশক্তিপুষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞান। এলোপ্যাথির সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। এই বিজ্ঞানপ্রদত্ত যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের মানদণ্ডে যাচাই করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানগণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া তৎস্থলে ইউরোপীয়গণকে বসানোর মত আয়ুর্বেদকে ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে এলোপ্যাথির আসন দৃঢ় করা হইলে, আমরা আমৃত্যু উহার প্রতিবাদ করিব।

জগৎমাতা সতী শিরোমণি সীতার, (তাঁহার সতীত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সর্ববিষয়ে বিশুদ্ধতার নিঃসংশয় প্রমাণ থাকা সত্বেও অবোধ প্রজাগণের অযথা কলঙ্ক আরোপহেতু), তাঁহার উপর প্রদত্ত রাজা রামের নির্বাসন-দণ্ডের চরম ফলস্বরূপ, সীতার পাতাল-প্রবেশের ন্যায়, আয়ুর্বেদের মত একটি প্রকৃত বিজ্ঞানের, তাহার সার্জারি নাই, তাহার রিসার্চ্ নাই ইত্যাদি নানা মিথ্যা-কলঙ্ক আরোপ হেতু, পাতাল প্রবেশ অনিবার্য্য। অন্নাভাবে আয়ুর্বেদ-সেবিগণ মরিতে বসিয়াছে। রাজকীয় হস্তাবলম্বন ও দেশবাসীর প্রোৎসাহ না পাইলে অচিরাৎ এক-একটি করিয়া কবিরাজী ঔষধালয়গুলি উঠিয়া যাইবে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় ষ্টেট্ ফ্যাকাল্‌টীর রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেনগুপ্ত বি,এ কাব্যতীর্থ, বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয়ের সৌজন্যে শ্রীযুক্ত

গুরুপদ হালদার মহাশয় প্রণীত "বৈদ্যক বৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি যে ভাবে উপকৃত হইয়াছি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ-শতকের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত বৈদ্যক গ্রন্থের এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর বিবরণ অন্য কোথায়ও দেখি নাই। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে যেরূপ অসামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা, বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ শক্তি এবং বিষয়বস্তুর গুণগ্রহণে যে পরিমাণ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পূর্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের ভিতর সচরাচর দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকার চিকিৎসক নহেন, তথাপি অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ্‌বিদের ন্যায় গ্রন্থের বিষয়বস্তু গুলির বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিককালে এই এলোপ্যাথিক চিকিৎসার যুগে একজন অবৈদ্য ব্রাহ্মণের এইরূপ বৈদ্যক-প্রীতি বিশিষ্ট বৈদ্যগণের মধ্যেও দুর্লভ। পূর্ব-পূর্ব বৈদ্যক ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে কেহ এত অধিক সংখ্যক বৈদ্যক গ্রন্থের নাম করিতে পারেন নাই। অন্তরে অশেষ বৈদ্যক-প্রীতি না থাকিলে সর্বদা অবহেলিত বৈদ্যগণের বিষয় লইয়া এত পরিশ্রম, এত অর্থ ব্যয়, এত প্রীতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বচন-বিন্যাস কোথা হইতে আসিত? হালদার মহাশয় সর্বজনমান্য, সুপণ্ডিত, হিন্দুর সর্ববিধ কৃষ্টি রক্ষায় যত্নশীল। তিনি সম্পন্ন ব্যক্তি; তিনি একসঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী—উভয় দেবীর কৃপা সমভাবেই লাভ করিয়াছেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অধঃপতিত বৈদ্যক-শাস্ত্রের যে বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা বহুকাল ধরিয়া বহু ঐতিহাসিক-

গবেষকের মার্গপ্রদর্শক হইবে। জগদম্বা কালিকা সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি এই মহানুভবকে অধিকতর দীর্ঘজীবন ও শান্তি-প্রদান করিয়া বৈদ্যকশাস্ত্রের অধিকতর উন্নতি-বিধানের প্রেরণা-দান করেন। বিগত সহস্র বৎসরের আয়ুর্বেদের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হালদার মহাশয়ের মত মহাপুরুষগণই আয়ুর্ব্বেদ-ধারণ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার রাজ-সাহায্য বঞ্চিত হইয়াও আয়ুর্ব্বেদ যে বাঁচিয়াছিল তাহা এবম্বিধ গুণীজনগণের গুণগ্রাহিতার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। বৈদ্যক-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। সেইটি বৈদ্যক গ্রন্থের কাল নির্ণয়াত্মক বিষয়। হালদার মহাশয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-গণের নির্দ্ধারিত সময় অনুসারে আয়ুর্বেদের সময় নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের বহু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক-গণ তাঁহার ন্যায় একই ভুল করিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন। কেবলমাত্র উইলহেল্‌ন ক্লোগেল্ ও ফ্রেডেরিক শ্লেগেল্, শোপেন-হাউয়ের ও হামবোল্ট ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-গণ যথা মেকলে, স্যার উইলিয়ম জোন্স, মনিয়ার উইলিয়াম, মাক্সম্যুলর, জেকোলিয়ট, বেবর, গোল্ডস্টুকর, রুডলফ্ হুরনেল্ রিচার্ড গার্বে, ভিন্‌ট্যর্‌নিট্‌জ্ ও জে, থিব, কীথ, কানিংহাম, জোলি, ফারগুসন প্রভৃতি সকলেই এক উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিয়াছেন। হিন্দু সভ্যতার বিষয়বস্তুগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎখাত করিয়া তৎস্থলে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

ধ্যান-ধারণাগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কাজটি তাঁহারা এইরূপ সুকৌশলে করিয়াছেন যে, একমাত্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাদের এই প্রকার দ্বি-স্বভাবের বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই বা পারিলেও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-গণের দ্বারা পুঞ্জীভূত মিথ্যার হিমালয়-পর্বতে মাথা ঠুকিয়া মাথা ফাটাইতে রাজি হন নাই। তাহা ছাড়া সমগ্র বিশ্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রচারিত (কোন একটি নির্জলা মিথ্যাকে বারংবার সত্য বলিয়া ছাপা কাগজে প্রচার করিলে লোকে সেই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া থাকে, এবং সেই মিথ্যা ধারণাই লোকের মনে সত্য বলিয়া বদ্ধমূল হইয়া থাকে। নাজি নেতা হের হিটলারের প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবেল্‌স্‌ এই তথ্যকে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন আখ্যা প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের দ্বারা প্রকৃত পণ্ডিতগণের বিবেকবুদ্ধিকেও পর্যন্ত ছিন্ন করিতে পারা যায়।) মতবাদের বিরুদ্ধে যাইতে হইলে প্রচণ্ড ধৈর্য্য ও সাহসের দরকার। হালদার মহাশয়ের সেইরূপ সাহস ও ধৈর্য্য আছে। তিনি হিন্দু-গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া তৎস্থলে পাশ্চাত্ত্য-গৌরব প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধ-পরিকর ব্যক্তিগণের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া মহর্ষি দয়ানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক ও পণ্ডিত ভগবৎ দত্ত, বরাহমিহির, সত্যব্রত সামশ্রমী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রদত্ত হিন্দু সভ্যতার কাল,

নির্ণয়াত্মক তথ্যগুলি সন্নিবেশিত করিয়া এবং তদনুসারে বৈদ্যক গ্রন্থগুলির কাল নির্ণয় করিয়া এবংবিধ ব্যাপারে নিযুক্ত পণ্ডিতগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পারিতেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে দিক্‌-দর্শন করাইবার পরেও দেশীয় ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে একটি কথাও বলেন নাই। অবশ্য ব্রিটিশ রাজত্বে বাস করিয়া অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, বন ও বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণের মতবাদের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করা নিরতিশয় ধৃষ্টতা ও অবিবেচনার কার্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের বিষয়ে ততটা ভয় না থাকিলেও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের উৎপত্তি ও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। পরের মুখে ঝাল খাইবার প্রবৃত্তি এখনও আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের যায় নাই। সুতরাং কাল-নির্ণয় বিষয়ে বৈদ্যক গবেসক মহামতি বাগ্‌ভট্টের মতানুযায়ী "মাধ্যস্থ-মবলম্ব্যতাম্‌" মতের অনুসরণ করিয়া হালদার মহাশয় বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছেন। ভীমরুলের চাকে ঢিল মারিলে দংশনের ভয় থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু বৈদ্যক গ্রন্থে প্রতিষেধক ঔষধের অভাব নাই। সুতরাং হালদার মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, যেন তিনি বৈদ্যক বৃত্তান্তের পরবর্ত্তী সংস্করণে স্বাধীন ভারতে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার স্বার্থলেশশূন্য হইয়া হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাল নির্ণয়াত্মক আধুনিক-মতবাদগুলি সযুক্তিক গ্রহণ করিয়া আধুনিক উদীয়মান ঐতিহাসিক-

গণকে স্বাধীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নে সহায়তা করেন। কূশাগ্রবুদ্ধি মন্ত্রীপ্রবর চার্চ্চিল পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পশ্চাৎভাগকে আমরা যত অধিকতর পশ্চাতে টানিয়া লইতে সমর্থ হইব, আমাদের পরবর্ত্তীযুগের ইতিহাসও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশাবলীর নিকট তত অধিকতর ঔজ্জ্বল্যের সহিত প্রতিভাত হইবে। শ্বেতদ্বীপের প্রধান মন্ত্রীর বাণী প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিকগণের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। ব্রিটিশ জাতি যে যে স্থানেই উপনিবেশ বা রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন সেই সেই স্থানেই প্রথম ইংরেজী ঔষধ ও ইংরেজী বাইবেল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কায়েমী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে কোন প্রকার কার্য্য করিতে বা করাইয়া লইতে তাঁহারা কোন প্রকার দ্বিধা করেন নাই। ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্ত্তমান ভারতে বিদ্যমান আছে। বিখ্যাত রাসায়নিক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তৎকৃত রাসায়নিকের অভিজ্ঞতা নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার অনেকগুলি হেতুর মধ্যে একটী ভারতীয় রাজা-মহারাজা, জমিদার ও সম্পন্ন ব্যক্তিগণের, বিলাতি প্রচারের প্রভাবহেতু দেশীয় কৃষ্টির প্রতি প্রীতির ক্রমাবনতি। পূর্ব্বে দেশের রাজা, মহারাজা ও ধনী লোকের গৃহে এক একজন গৃহবৈদ্য থাকিতেন। সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে মূল্যবান ঔষধ নির্ম্মাণ করাইয়া দরিদ্র রোগীদিগকে বিতরণ করিতেন। প্রত্যেক নেটিভ, ষ্টেটে

একাধিক উত্তম রাজবৈদ্য থাকিতেন। তাঁহারা রাজপরিবারের লোক ছাড়া রাজার প্রজাবর্গের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের বৈদ্যগণের সে সুখ চলিয়া গিয়াছে। ইংরেজি রেসিডেণ্ট সাহেবের অনুমতিক্রমে দেশীয় বৈদ্যগণের স্থলে ইংরেজি বৈদ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেশীয় ধাত্রীগণ আর রাজকুমার-কুমারীগণকে পালন করেন না। দেশীয় ধারায় শিক্ষাও তাঁহারা বহুদিন যাবৎ পান নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া যে একটী দ্রব্য ভারতবর্ষে আছে, তাহা তাঁহাদের জানিবার সুযোগ হয় না। সেইজন্য দেশীয় রাজগণের গৃহে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের প্রবেশ রুদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্চকর্ম্ম চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ। বৈদিক-যুগে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ঔষধের ব্যবহার কদাচিৎ দৃষ্ট হইত। রোগ হইলে তদানীন্তনকালের ভিষকগণ কফে বমন, পিত্তে বিরেচন, বাতে বস্তি, ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে নস্য ও শিরোবিরেচন এবং আম-বাতাদিতে স্বেদাদিপ্রয়োগ দ্বারা বড় বড় রোগ আরোগ্য করিতেন। এই চিকিৎসা অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বর্ত্তমান ছিল। কলিকাতা বাগবাজারের গোপালচন্দ্র সেন শর্ম্মা এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ পঞ্চকর্ম্ম-চিকিৎসা করিয়া সকল-প্রকার ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত বহু রোগ আরোগ্য করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী তাঁহার একজন শিষ্য কবিরাজ "পঞ্চকর্ম্ম-চিকিৎসা" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অল্পকাল পূর্ব্বেও বটতলায় এই পুস্তক পাওয়া যাইত। কলিকাতাস্থ শ্যামবাজারের

কেদার কবিরাজ মহাশয় বিখ্যাত পঞ্চকার্ম্মিক কবিরাজ ছিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী মহাশয় পঞ্চকর্ম্ম-চিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ মহাসম্মিলনী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ কদাচিৎ পঞ্চকর্ম্ম চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রূপান্তরিতভাবে সমগ্ররূপে আয়ুর্বেদের এই বিভাগ পরিচালন করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের নূতন গবেষণা শব্দে আমরা আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত রত্নগুলির পুনরুদ্ধার বুঝি। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ যদি পঞ্চকর্ম্ম চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তবে আয়ু-র্ব্বেদোদ্ধার কল্পে একটী প্রকৃত কাজ করা হয়।

যে সকল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক নাড়ী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গাধরের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি পতঞ্জলি, কণাদ, মার্কণ্ডেয়, শার্ঙ্গধর, পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি-প্রণীত নাড়ী-বিজ্ঞান বিষয়ক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি একত্রিত করিয়া এবং রাবণকৃত নাড়ী-পরীক্ষা নামক গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া স্বরচিত টীকার সহিত একখানি নাড়ী-বিজ্ঞান প্রকাশ করেন। নাড়ী-বিজ্ঞানের ভিত্তি যে বৈদিক ত্রিদোষ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা তিনি স্বকীয় দার্শনিক যুক্তিজাল প্রদর্শনের দ্বারা প্রমাণিত করেন। নাড়ী-বিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করা যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে যশোলাভ বিষয়ে অপরিহার্য্য, তাহা তিনি সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর ব্যাপী চিকিৎসক জীবনে প্রকটিত

করেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ সকলেই যথা, দ্বারকানাথ, গঙ্গাপ্রসাদ, বিজয়রত্ন, কৈলাস, পঞ্চানন, গোপালচন্দ্র, যোগীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনারায়ণ, নিশিকান্ত, শ্যামাদাস, হারাণচন্দ্র; জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতি সকলেই রোগ নির্ণয়াদি বিষয়ে নাড়ী-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। বৃদ্ধত্রয়ীতে অর্থাৎ চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে নাড়ী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না থাকায় গণনাথ সেন ও যামিনীভূষণ রায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে নাড়ী-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় ষ্টেট ফ্যাকাল্‌টীর M.A.S.F. কোর্সের জন্য নির্ম্মিত প্রথম পাঠ্য-তালিকায় তাঁহারা নাড়ী-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়াছিলেন। গণনাথ সেনের অধ্যক্ষতায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের জন্য যে পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত হয় তাহাতেও তিনি নাড়ী-বিজ্ঞানকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন নাই। এলোপ্যাথিতে কিন্তু নাড়ী-বিজ্ঞান শিখিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইউরোপীয় কয়েকজন বিচক্ষণ চিকিৎসক নাড়ী-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকও লিখিয়াছেন। ডাক্তার ব্রডবেণ্টের নাম এই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাড়ী-বিজ্ঞান বৃদ্ধত্রয়ীতে না থাকিলে এবং বৌদ্ধযুগের রসতান্ত্রিকগণের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান হইলেও, সর্ব্বপ্রকার রোগ চিকিৎসায় যদি রসৌষধির বাহুল্যভাবে প্রয়োগ দোষের না হইয়া থাকে, তবে রোগ নির্ণয়ে তান্ত্রিকগণের আবিষ্কৃত পদ্ধতি

স্বীকার করা দোষের হইতে পারে না। বৃদ্ধত্রয়ী অনুমোদিত ত্রিদোষবিজ্ঞানের ভিত্তিতে রসবীর্য্যবিপাক অনুযায়ী উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ ঔষধের ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রথা একাদশ শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বৃদ্ধ-ত্রয়ীর উপাসকগণের ও রসতান্ত্রিকগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু একাদশ শতকে বৈদ্যকুলতিলক চক্রপাণি স্বকীয় স্বনামধন্য গ্রন্থে "রসপর্পটী" ও "তাম্রপ্রয়োগ" সংযুক্ত করিয়া রসবৈদ্যগণের সহিত আপোষ মীমাংসা করেন। ইহার পূর্ব্বে বৃদ্ধত্রয়ীর উপাসক-গণ রসবৈদ্যগণের ত্রিদোষ-বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ চিকিৎসা পদ্ধতির বহুশঃ নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু রসচিকিৎসার মধ্যে সত্য ছিল। সুতরাং সত্যের জয় হইল। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শাশ্বত সত্যের পূজারী হিসাবে চক্রপাণি রসতান্ত্রিকগণকে স্বদলে টানিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। এইজন্য ১১ শতক ও চক্রপাণির আবির্ভাবকাল আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে একটী অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রোগবিনিশ্চয়াত্মক কোন গ্রন্থ চক্রপাণি প্রণয়ন করেন নাই। সেইজন্য নাড়ীবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি রোগ নির্দ্ধারণ ও দোষের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য যে রোগীর নাড়ী দেখিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীহট্টের রাজা পীড়িত হইলে চক্রপাণিকে চিকিৎসার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। তিনি রোগীর নাড়ী দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যখন হাল ঠিক আছে, এ নৌকা ডুবিবে না"—অর্থাৎ, রাজা বাহাদুর আরোগ্যলাভ

করিবেন। শ্রীহট্টের রাজার অনুরোধে তিনি তাঁহার দুই পুত্রকে শ্রীহট্টে রাখেন। এই পুত্রদ্বয় বিদ্বান ও কবিরাজ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ কবিরাজী ত্যাগ করিয়া জমিদার হন।

গঙ্গাধর ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে পাঞ্জাবের ভিবানীর বিখ্যাত বৈদ্য শ্রীসত্যদেব বশিষ্ঠ, ভিষক্‌শিরোমণি মহোদয় "নাড়ীতত্ত্ব দর্শনম্" নামক একখানি অতি বৃহৎ এবং নাড়ীবিজ্ঞান বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণাত্মক ও অভূতপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া নাড়ীবিজ্ঞানের বৈদিকত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর কোন পণ্ডিত ব্যক্তির আর বৈদিক ত্রিদোষবিজ্ঞান ও পঞ্চমহাভূতবিজ্ঞানমূলক নাড়ীবিজ্ঞানকে অনার্ষ এবং তান্ত্রিক বলিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত নয়। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্বেদ কলেজ, ত্রিবাঙ্কুর কলেজ, কোচিন আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়, ঝান্সী আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় নাড়ীবিজ্ঞানকে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। বঙ্গীয় ষ্টেট আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকাল্‌টি প্রবর্ত্তিত আয়ুর্বেদতীর্থ কোর্সে নাড়ীবিজ্ঞানকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়া গুরুপরম্পরায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ধারাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় "Indian Science of Pulse" বা "ভারতীয় নাড়ী বিজ্ঞানম্" নামক একখানি, ইংরাজী ভাষায়

"Science of Pulse" নামক একখানি এবং বাংলা ও হিন্দী ভাষায় "নাড়ীবিজ্ঞান শিক্ষা" নামক একখানি নাড়ীবিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তক লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বে গুরুপরম্পরাক্রমে সকল বৈদ্যই নাড়ীজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। নাড়ীবিজ্ঞান দোষানুগ চিকিৎসার অনুবর্ত্তক, সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে বৃদ্ধত্রয়ীর অনুবর্ত্তিগণের অনুযোগের কিছুই নাই। নাড়ীবিজ্ঞানের বহু প্রাচীন পুঁথী এবং নাড়ীবিজ্ঞানের বহু শ্লোক আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী, বেনারস সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী, তাঞ্জোর লাইব্রেরী, নেপাল লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিয়া ১০০০ সহস্র পৃষ্ঠার এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ভগবান ধন্বন্তরীর কৃপা ব্যতীত উহা মুদ্রিত হইবার কোনই আশা দেখিতেছি না।

রসতান্ত্রিকগণ নাড়ীবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া বৃদ্ধত্রয়ী প্রচলিত দোষধাতুমলমূলক চিকিৎসা বিধির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া রক্ষণশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ রসতন্ত্র ও নাড়ীবিজ্ঞানকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অতি সত্বরই তাঁহাদের মনে—

"অল্পমাত্রোপযোজ্যত্বাদরুচেরপ্রসঙ্গতঃ।
ক্ষিপ্রমারোগ্যদায়িত্বাদৌষধিভ্যোঽধিকো রসঃ॥"

রসৌষধির উল্লিখিত গুণগুলি অবগাঢ়মূল হইল। যেমন এখনকার এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগীর অবস্থা, রোগের অবস্থা, দেশ, কাল, পাত্র, কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এন্টি-

বায়োটিক্স্ ঔষধগুলি (অর্থাৎ মাইসিন গ্রুপের ঔষধগুলি) অবাধে ব্যবহার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের মুণ্ডপাত করিতেছেন ; সেইরূপ বৃদ্ধত্রয়ীর উপাসকগণও ভিতরে ভিতরে রসৌষধিগুলি ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু বাহিরে রসবৈদ্যগণকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিতেন। কিন্তু রসবৈদ্যগণ সাধক রাম-প্রসাদের মত "তারা আপন জোরে লব শ্রীচরণ"বৎ রসৌষধির অন্তর্নিহিত শক্তিবলেই বৃদ্ধত্রয়ীর উপাসকগণের অন্তরে শ্রদ্ধার আসন পাতিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাড়ীবিজ্ঞানও ঠিক সেইরূপ-ভাবেই সর্ব্বশ্রেণীর চিকিৎসকগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন বিছাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।

আমি বহুবার বহু পুস্তকের ভূমিকা মারফৎ বলিয়াছি যে বর্ত্তমান সময়ের ভারতীয়গণ ভারতীয় স্বাস্থ্যবিদ্যার সাধারণ বিষয়-গুলি সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাল্যকালে স্কুল কলেজে আর্য্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের স্বস্থবৃত্তগুলি অবশ্য-পাঠ্যরূপে গ্রহণ না করার ফলেই এই প্রকার অঘটন সংঘটিত হইয়াছে। বিলাত হইতে আমদানি করা স্বস্থবৃত্তগুলি ভারতীয়গণ অবাধে গলাধঃকরণ করুণ, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে দেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চিন্তাধারাগুলির সহিত পরিচিত হইতে দোষ কি? যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্ত্তন উৎসবে প্রদত্ত ডাঃ পানিকরের বক্তৃতায় কথিত "বিদেশ হইতে আমদানি করা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির দ্বারা স্বদেশের স্থায়ী উপকার হয় না" রূপ সারগর্ভ কথা না হয় নাই তুলিলাম। আমরা

যতই চেষ্টা করি না কেন বঙ্গভূমির লাউএর মাচায় সুমিষ্ট কাশ্মিরী আপেল ফলাইতে পারিব না। বঙ্গদেশে রোপিত আপেল বৃক্ষে টক আপেলই ফলে। প্রত্যেক দেশের স্বস্থবৃত্তের কতকগুলি নিজস্ব ধারা আছে। দেশের উদীয়মান জনসমুদ্রকে তাহার সহিত পরিচিত করাইতে হইবে। ইহার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই-গুলি প্রকাশিত হইয়া স্কুল কলেজে অবশ্য-পাঠ্যরূপে পরিগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষায় আয়ুর্বেদীয় স্বস্থবৃত্ত সম্বন্ধীয় "আর্য্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থ ছাড়া আর কোন গ্রন্থ নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় স্বাস্থ্যবিদ্যার নিয়মগুলি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

একটী স্বতন্ত্র রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ও তৎসংক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শ্রীঅতুলবিহারী দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা সম্বন্ধে সভা সমিতি করিয়া যাঁহারা চিকিৎসক-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ বগলাকুমার মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। বসন্ত রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন ও গঠনমূলক কার্য্যাদি নিয়ন্ত্রণকল্পে গঠিত "আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল" ও "আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠ" এর স্বতন্ত্র বিস্তৃত ইতিহাস আছে। বঙ্গদেশের শতকরা

৯৫ জন কবিরাজ ও ৯৯ জন শিক্ষিত জনসাধারণ ইহার গঠন-প্রণালী ও অবদান সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল নহেন। অথচ এই সংস্থাদ্বয়ের বৃদ্ধিকল্পে বাঙ্গালীর দান উপেক্ষণীয় নহে। কবিরাজ গণনাথ সেন, কবিরাজ মণীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও কবিরাজ জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী মহাশয়ত্রয় বহুদিন ধরিয়া এই সংস্থাদ্বয়ের কর্ণধার ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন দুইবার ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতিও ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় অভিভাষণ প্রদান করেন নাই। মল্লিখিত "আধুনিক রোগের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় "বাঙ্গালার বাহিরে আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার" শীর্ষক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বাঙ্গালার বাহিরের অসংখ্য কৃতী বৈদ্যগণ প্রণীত গ্রন্থাবলী এবং উল্লিখিত সংস্থাদ্বয়ের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাববশতঃ সেইগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

অধঃপতিত আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এত কথা বলিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে আয়ুর্ব্বেদোদ্ধার হইবে, সেই সম্বন্ধে কোন কথা না বলা নিতান্ত অশোভন দেখায়; সেইজন্য নিম্নে আয়ুর্ব্বেদোদ্ধার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিতেছি।

(১) প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ তথা সংস্কৃত বিদ্যানুরাগীগণ হয় বিভিন্ন দলে বিভক্ত, না হয়

স্ব-স্ব প্রধান। কেহ কাহারও আনুগত্য বা প্রধানের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগকে একদলভুক্ত হইতে হইবে। একদলভুক্ত হইয়া একযোগে আস্তীন গুটাইয়া আয়ুর্বেদ-চার্চ্চিলের পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইবে। "সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে।"

(২) দেশীয় সরকার যখন আয়ুর্ব্বেদের জন্য বিশেষ কিছু করিতে নারাজ, তখন আয়ুর্ব্বেদসেবিগণকে চেষ্টা করিয়া স্ব-স্ব স্বল্প শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে বঙ্গদেশে একটী পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ হইবে তাহা আমি "Post-War Reconstruction of Ayurveda" নামক পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। দেশের সকল বৈদ্যের সহানুভূতি যদি পিছনে থাকে, তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়ুর্ব্বেদকে গ্রহণ না করিলেও স্বতন্ত্রভাবে আদর্শ আয়ুর্ব্বেদীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে দেখাইতে হইবে যে বাঙ্গলা সেই বাঙ্গলাই আছে। এখনও দশ হাজার বাঙ্গালী বৈদ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। বাঙ্গলার আয়ুর্বেদীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যদি তাঁহারা মাত্র এক এক মাসের উপার্জ্জন দান করেন, তবে দশলক্ষ টাকার উপর সংগৃহীত হইবে। উহাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে।

(৩) লোক-সমাজে আয়ুর্বেদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি না হইলে লোকে আয়ুর্ব্বেদসেবিগণের শরণাপন্ন হইবে না।

(৪) বাঙ্গলার বৈদ্যগণকে আয়ুর্বেদিক স্বরাজ লাভের জন্য বৈদ্যগণের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদিক হের হিটলার, আয়ুর্বেদিক গান্ধী ও আয়ুর্ব্বেদিক সুভাষ, আয়ুর্বেদিক দয়ানন্দ ও আয়ুর্বেদিক বিবেকানন্দ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক বৈদ্য মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার আপন আপন এলাকায় সভা-সমিতি করিয়া এলাকাস্থ জনগণের মধ্যে আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য, উপকারিতা ও প্রভাব এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় লইয়া আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে তাহার পূর্ব গৌরব কাহিনীর বিষয় অবগত করাইবেন।

(৬) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণকে সভা-সমিতি করিয়া বুঝাইতে হইবে যে তাঁহারা পৃথিবীর যে কোন চিকিৎসকের অপেক্ষা হীন নহেন, বরঞ্চ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা। যাঁহার এই বিজ্ঞান পূর্ণরূপে আয়ত্ত আছে, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং কোন অংশে কাহারও অপেক্ষা হীন তো নহেনই, বরঞ্চ বহুক্ষেত্রে বহুজন অপেক্ষা অধিকতর গুণী এবং জ্ঞানী।

(৭) আয়ুর্বেদের সবই আছে, নাই কেবল সঙ্ঘবদ্ধতা ও বৈজ্ঞানিক প্রচার। "বৈদ্যঃ কথং দাস্যতি যাচমানো যো মর্ত্তু-কামাদপি হর্ত্তুকামঃ" বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা সদ্বৈদ্য-গণের সম্বন্ধে কথিত হয় নাই।

(৮) হে ভারতের বৈদ্য বন্ধুগণ! আপনাদের উপর আমা-দের জাতীয় সরকার অতিশয় গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

তাঁহারা বলিয়াছেন, বৈদ্যগণকে অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাঁহাদের শাস্ত্রে যে জিনিষ আছে তাহার উপযোগিতা বর্ত্তমান ভারতে অপরিহার্য্য। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন যে, আপনারা সমষ্টিগতভাবে যদি তাহা না করিতে পারেন তাহা হইলে বর্ত্তমান রাষ্ট্রে আপনারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাইবেন না এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবেন।

(৯) দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্য সকলপ্রকার জাতীয় কৃষ্টি আপন-আপন প্রয়োজনানুরূপে বিবর্দ্ধনের নিমিত্ত, রাষ্ট্রিয় হস্তাবলম্ব পাইতেছে, কিন্তু আয়ুর্বেদসেবিগণ স্বীয় কর্ম্ম-বিপাক অনুসারে রাষ্ট্রের প্রসাদ লাভ করেন নাই। সুতরাং অপাংক্তেয় বৈদ্যগণের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী।

(১০) আমাদের দেশ-পিতা গান্ধীজি মাত্র ১৭জন অনুগামী লইয়া প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ শার্দ্দূলের বিরুদ্ধে বোম্বাই সহরে লবণের গোলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার পর শত শত লোক তাঁহার দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

(১১) আপনাদের মধ্যে জাতিগত বা দলগত যে বিবাদ বা হীনমন্যতা আছে, তাহা সত্বর মন হইতে মুছিয়া ফেলিবেন এবং আয়ুর্বেদের অভ্যুদয়ার্থ যাঁহার যতটা ক্ষমতা আছে, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন। যিনি অর্থ দিতে পারিবেন, তিনি অর্থ দিবেন; যিনি কায়িক পরিশ্রম করিতে পারিবেন, তিনি শ্রম দিবেন এবং যিনি বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনি আয়ুর্বেদ

সম্বন্ধীয় বক্তব্য বিষয়গুলি জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

আয়ুর্বেদের বৃদ্ধি ও প্রসার কল্পে যে সকল বিষয় বলিবার আছে, আমি আমার বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ১২ খানি পুস্তকের ভূমিকার মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছি। এই সকল বিষয়গুলি পাঠ করিলে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি জানিতে পারিবেন এবং আয়ুর্বেদ বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে কেহ আপনাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান ভারতের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি সুযোগ অভাবে আয়ুর্বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। আপনাদের প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ যেদিন এই উদীয়মান শিক্ষিত সম্প্রদায় আয়ুর্বেদের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে চেতনা লাভ করিবেন, সেইদিন আয়ুর্বেদের অভ্যুদয় আরম্ভ হইবে। আমি মনশ্চক্ষে সেই নবারুণের আশার আলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। হে বৈদ্য বন্ধুগণ! হে ধন্বন্তরির বংশ-ধরগণ! হে ত্রিজগণ! আসুন আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া আয়ুর্বেদ-ধন্বন্তরির পতাকা তলে একযোগে সমবেত হইয়া আয়ুর্বেদের জয়গান দেশ দেশান্তরে ঘোষণা করি। আয়ুর্বেদের মধ্যে সত্য আছে। সত্য মরে না, কিছুদিন ইহাকে স্বার্থের খাতিরে চাপিয়া রাখা যায় কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া নহে। যাঁহারা সত্যের পূজারী, যথার্থ বিশ্বাসের পূজারী, তাঁহারা একদিন যাঁহাকে বিরুদ্ধ প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া "চ্যাংমুড়ী কাণি" বলিয়াছেন: তাঁহারাই আবার তাঁহাকে "জয় ব্রহ্মাণী" বলিয়া পূজা করিবেন।

আয়ুর্বেদ যে সোণার খনি এবং ইহাতে যে বহু রত্ন লুক্কাইত আছে, তাহা ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ না জানিলেও বিদেশের ধনী ও বণিক সম্প্রদায় এবং বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। কিন্তু ব্যক্তি ও দেশগত স্বার্থের খাতিরে তাঁহারা এ কথা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন না। কিন্তু কালক্রমে ক্রমশঃই তাঁহারা সনাতন সত্যে পরিপূর্ণ আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানকে বাহিরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আজ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মেলন হইয়া থাকে। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বৈজ্ঞানিকগণ এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়া থাকেন। কিন্তু পৃথিবীর সকল চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আয়ুর্বেদবিজ্ঞানের কোন প্রতিনিধি তথায় প্রবেশাধিকার পান না। অথচ সেই স্থানে গোবৈদ্যগণের প্রতিনিধি থাকেন। কালক্রমে যখন বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক আয়ুর্বেদীয় বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি উপলব্ধি করিয়া সমগ্র বিশ্বের চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আয়ুর্বেদবিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিবেন, তখনই আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দের চক্ষু উন্মীলিত হইবে। হে বন্ধুগণ! যতদিন পর্য্যন্ত না বিদেশীয়গণ ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর অবহেলার জন্য দেশীয় নেতৃবৃন্দকে দায়ী করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান উপেক্ষিত থাকিবে। তবে বিদেশীয়গণ সত্বরই আয়ুর্বেদবিজ্ঞানের গুণগান করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং আমাদের বাঁচিবার আশা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। যে বিদেশীয়গণের অপচেষ্টায়

ফলে আয়ুর্ব্বেদ একদিন ডুবিয়াছিল, আবার তাহাদেরই গুণগানের ফলে উহা ভাসিয়া উঠিবে। ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

পাঠক বলিতে পারেন "দৃষ্টফল চিকিৎসার" ভূমিকা লিখিবার সময়ে 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাহিবার' মত এত অবান্তর কথা বলিবার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন যথেষ্টই আছে। দেশের উদীয়মান চিকিৎসকগণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় গোড়ার কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। কবিরাজগণ আপনাদিগকে অতিশয় ক্ষুদ্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। স্বকীয় বিরাট ঐতিহ্যের বিষয়ে অন্ততঃ সামান্যরূপে জ্ঞান না থাকিলে আপনাদিগকে ক্ষুদ্র মনে করা স্বাভাবিক। আয়ুর্ব্বেদসেবিগণ সতত মনে রাখিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদের ঋষি বলিয়াছেন "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎকুত্রচিৎ"—চিকিৎসা বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদে যাহা নাই তাহা অন্যত্র কোথাও নাই। যিনি ডল্বণ, চক্রপাণি, গঙ্গাধর ও শিবদাসের টীকার সহিত সমগ্র চরক ও সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া বৈদ্যবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি এই পৃথিবীর কোন চিকিৎসকের অপেক্ষা হীন তো নহেনই, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে অনেক উচ্চ। সুতরাং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম সভাক্ষেত্রে তিনি ভিষক্-শিরোমণিরূপে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভের অধিকারী এবং তদ্বিদ্যসম্ভাষা ক্ষেত্রে তিনি অবলীলাক্রমে সকলের সমক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ হইবেন। তিনি যে বিষয় লইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করেন তাহার প্রতি তাঁহার ধারণা উচ্চ না হইলে ও শ্রদ্ধা অবিচলিত

না হইলে সেই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য এই ভূমিকার মাধ্যমে আমি উদীয়মান কবিরাজগণকে কেবলমাত্র বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রদান করিলাম। বঙ্গের বাহিরেও প্রত্যেক প্রদেশে বহু ধন্বন্তরি সদৃশ বৈদ্য ছিলেন বা এখনও আছেন এবং তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের অভ্যুদয়ের জন্য বহু সৎকার্য্য করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও করিতেছেন। সেই সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা আমি অন্য এক প্রবন্ধে করিয়াছি বলিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি এই ভূমিকার মাধ্যমে যদি সর্ব্বদা গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণকে ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র আনন্দদান করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকের যাবতীয় পাণ্ডুলিপি ইনষ্টিটিউট অব হিন্দু কেমিষ্ট্রী এণ্ড আয়ুর্ব্বেদিক্ রিসার্চ্চ নামক গবেষণাগারের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ছাত্র কবিরাজ শ্রীমান অনিলকুমার কুণ্ড বৈদ্যশিরোমণি; এম, এ, এস, এফ, প্রস্তুত করিয়াছে। আমার অপর কৃতী ছাত্র শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, আমার মধ্যমপুত্র শ্রীমান নির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কবিরাজ শ্রীবাদল মজুমদার এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইজন্য আমি ইহাদের সকলকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

এই পুস্তকে প্রত্যেক রোগ-চিকিৎসার প্রারম্ভে "আয়ুর্ব্বেদ দর্শন" নামক গ্রন্থ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় সার সিদ্ধান্তমূলক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। এইগুলি আয়ত্ত করিয়া রাখিলে প্রত্যেক চিকিৎসকই আয়ুর্ব্বেদীয় সিদ্ধান্তগুলির সহিত সুপরিচিত হইবেন। এই পুস্তকের ভূমিকা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কটুও হইল। আশা করি উদার-স্বভাব বৈদ্যগণ তাঁহাদেব স্নেহমধু দিয়া আমার কটুভাষণকে মাড়িয়া লইবেন। যদি এই কটুভাষণের দ্বারা আয়ুর্বেদ-জগতের জড়তা কিঞ্চিৎমাত্রও অপনোদিত হয়, তবে পবিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বঙ্গদেশ আয়ুর্ব্বেদচর্চার লীলাভূমি। বহু কৃতবিদ্য চিকিৎসক অনাদিকাল হইতে এই বঙ্গভূমিতে লীলা করিয়াছেন। শাস্ত্রে লেখা আছে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংশঃ"—অর্থাৎ, দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ। বৈদ্য সংস্কারপ্রাপ্তি হেতু ইঁহারা ত্রিজ। সুতরাং বৈদ্যগণ সর্বথা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লইবার অধিকারী। কিন্তু বিপক্ষগণের বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রভাবের উপর মিথ্যার হিমালয় পর্বত চাপিযা রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদসেবিগণ আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া "অপাংক্তেয় অগ্রদানী"রূপে বাস করিতেছেন। হে বৈদ্য বন্ধুগণ! আসুন আমরা সকলে মিলিয়া একযোগে কাজ করিয়া এই মিথ্যার পর্বত ভাঙ্গিয়া ফেলি। ইহা এক ব্যক্তির কার্য্য নহে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণের ন্যায় পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে

নিশ্চিহ্ন হইব। আপনি নিজে সম্পন্ন হইলেও আপনার প্রতিবেশী বৈদ্যগণের নিরন্নতা ও নগ্নতার বিষয় চিন্তা করিবেন ও নীরবে ধন্বন্তরী সমীপে এক ফোঁটা সহানুভূতির অশ্রুবর্ষণ করিবেন। আপনাদের সর্ব্বথা গৌরবময় অতীতের কথা ভাবিয়া সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের কথা চিন্তা করিবেন।

এই পুস্তকে বৈদ্যক বিবরণ অতি দ্রুতভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গের অনেক কৃতবিদ্য বৈদ্যের নাম আমার অজ্ঞতা ও অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়িয়াছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন্ধুগণ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। এই বিষয়ে এবং অন্য সকল বিষয়ে ত্রুটির জন্য আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমি সেইগুলি সংশোধন করিয়া কৃতার্থ হইব। এতাদৃশ পুস্তক প্রথম সংস্করণে মাদৃশ কার্য্যভারাক্রান্ত অসর্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ত্রুটিশূন্য করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

"গচ্ছতঃ স্খলনং ক্বাপি ভবত্যেব প্রমাদতঃ।
হসন্তি দুর্জনাস্তত্র সমাদধতি সজ্জনাঃ॥"

পূর্বাচার্য্য ও পণ্ডিতগণের সেবক—

শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ৯ই পৌষ, শুক্লা প্রতিপদ,
১৩৬১ সাল।
ইংরেজি ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ সাল।
১২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত **ক্যানসার চিকিৎসা** সম্বন্ধে বিভিন্ন মনস্বীর ও বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত—

(১) আয়ুর্ব্বেদ মার্ত্তণ্ড যাদবজী ত্রিকমজীর অভিমত—

—আপনার গ্রন্থ বৈদ্যগণের ক্যানসার-বিষয়ক জ্ঞানপ্রাপ্তি বিষয়ে পরম উপযোগী হইয়াছে। ভূমিকায় আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন উহা যথার্থ এবং উপাদেয় হইয়াছে।

ডাঃ বিগাস ষ্ট্রীট, বোম্বে—২ | আপনার দর্শনাভিলাষী
১৪ ১২।৫৩ | শ্রীযাদব আচার্য্য

(২) ভিষক্‌কেশরী ডাঃ গোবর্দ্ধন শর্ম্মা ছাঙ্গাণী

আয়ুর্ব্বেদ বৃহস্পতি,

অধ্যক্ষ, আয়ুর্ব্বেদ-ইউনানী চিকিৎসক বোর্ড, মধ্যপ্রদেশ-শাসন, মহোদয়ের আশীর্ব্বাদপূর্ণ অভিমত—

—আপনার বঙ্গভাষায় লিখিত ক্যানসার চিকিৎসা বিষয়ক অতি উপাদেয় পুস্তক পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইহার জন্য আপনি এই অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের আন্তরিক বহু আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। এই পুস্তক হিন্দি ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক উপকৃত হইবে। ইতি,

সীতাবর্ডী, নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, | শ্রীমতাং সেবকঃ
তাং ১।১।৫৪ | শ্রীগোবর্দ্ধন শর্ম্মা ছাঙ্গাণী

(৩) বৈদ্যরত্ন ডাঃ প্রতাপ সিংহ ডি, এস্, সি,-(আয়ুর্ব্বেদ),

ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর আয়ুর্ব্বেদ বিভাগ, রাজস্থান গভর্ণমেণ্ট, বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, রাজকুমার সিংহ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, ইন্দোর, মহাশয়ের অভিমত :—

—আপনার ক্যানসার চিকিৎসা বঙ্গভাষায় লিখিত অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব সম্পদ। ক্যানসার শব্দের যে আয়ুর্ব্বেদীয় সংজ্ঞা আপনি প্রদান করিয়াছেন তাহা আয়ুর্ব্বেদ-

শাস্ত্রানুযায়ী নিরূপিত হইয়াছে। আমার মতে পুস্তক ভারতের সকল আয়ুর্বেদ কলেজে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় অনূদিত হইলে সর্ব্বভারতীয় সুধীজনের দ্বারা সমাদৃত হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনে করি যে, ইহার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজের একটি বহুদিনের অভাব পূর্ণ হইবে।

এই প্রকারের একটি অতি উৎকৃষ্ট, দৃষ্টান্ত-পরিপূর্ণ সুললিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ইতি—

ইন্দোর — ভবদীয় বিশ্বস্ত
১।১।৫৪ — কবিরাজ শ্রীপ্রতাপ সিংহ

(৪) গোণ্ডল রসশালা ঔষধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক রাজবৈদ্য **শ্রীজীবরাম কালাদাস শাস্ত্রী** চরণতীর্থ মহারাজজীর আশীর্ব্বাদ পত্র—

—ক্যানসার চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক, আপনার চিন্তাধারা এবং কার্য্যাবলী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে। ইতি—

গোণ্ডল, সৌরাষ্ট্র — আশীর্ব্বাদক
২৮।১।৫৪ — শ্রীচরণতীর্থ জীবরাম কালীদাস

(৫) **কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ,**
সঞ্জীবন ঔষধালয়,
১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, মহোদয়ের অভিমত—

—কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় M. A., D. Sc. মহাশয়ের লিখিত 'ক্যানসার' রোগের চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক পড়িলাম। অতি সুন্দর গ্রন্থ। কবিরাজীতে রোগ বিশেষকে অবলম্বন করিয়া বিশদ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রতিকারপন্থার নির্দ্দেশ বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুর্লভ। কবিরাজ মহাশয় সেই দুর্লভ কার্য্যকে সুলভ করিয়া দিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এজন্য তিনি প্রাচীন মহর্ষিগণেরও আশীর্ব্বাদভাজন। দেশের ও দশের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার নিরাময় দীর্ঘজীবন আমার কাম্য। ইতি—শ্রীদুর্গা সপ্তমী ১৩৬০।

শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ

লেখকগণ সচরাচর করিয়া থাকেন। পুস্তক অতি উত্তম এবং উপাদেয়। এই বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদজগতে এইরূপ বিশদ ব্যাখ্যা ইহাই প্রথম। ইহা বৈদ্য এবং বিদ্যার্থীগণের জন্য অতি উপাদেয় হইয়াছে।

লেখক যদি এই পুস্তক সংস্কৃতে লিখিতেন, তাহা হইলে সমগ্র ভারত ইহার দ্বারা লাভবান হইত। বৈদ্য ডাঃ ঘনানন্দ পন্ত (আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি)

(১০) আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান, বোম্বাই :—

— " ... ...গ্রন্থ অতি উপাদেয় এবং উপযোগী হইয়াছে।"

(১১) স্বাস্থ্য-সন্দেশ, বিহার :—

—কবিরাজ মহাশয় পূর্ণরূপে এই ভয়ঙ্কর রোগের নিদান ও চিকিৎসার বিধি লিখিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে রোগীর চিত্র দিয়া গ্রন্থের উপাদেয়তা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থকারের নিকট এই পুস্তকের হিন্দি সংস্করণ প্রার্থনা করিতেছি।

(১২) স্বাস্থ্য, আজমীর, রাজস্থান :—

—চিকিৎসক ও বিদ্যার্থিগণের ক্যানসার রোগের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তক উপযোগী হইয়াছে। ইহার জন্য গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ।

(১৩) আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা, কলিকাতা, বলেন :—

বাঙ্গালা ভাষায় ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের ইহাই প্রথম পুস্তক। * * * * * * আয়ুর্ব্বেদ মতে ক্যান্সার রোগের যে সুন্দর চিকিৎসা প্রণালী আছে তাহা এই পুস্তক পাঠে বিশেষভাবে জানিতে পারা যাইবে। * * * * এই পুস্তকের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ কল্যাণ হইবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দৃষ্টফল চিকিৎসা

জ্বর চিকিৎসা

"দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্বরোগাগ্রজোবলী।
জ্বরঃ প্রধানং রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা॥"—চরক।

অর্থাৎ,—পূর্বে ভগবান্ কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, জ্বর দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপজনক, সর্বরোগের অগ্রজ, সর্বরোগ অপেক্ষা বলবান্ এবং রোগ সকলের প্রধান।"

"জ্বরস্তু খলু মহেশ্বরকোপপ্রভবঃ সর্বপ্রাণিনাং প্রাণহরো দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপকর প্রজ্ঞাবলবর্ণহর্ষোৎসাহসাদনাতিশ্রমক্লমমোহাহারোপরোধসঞ্জননো, জ্বরয়তি শরীরাণি ইতি জ্বরঃ।

নান্যে ব্যাধয়ঃ তথা দারুণা বহূপদ্রবা দুশ্চিকিৎস্যা যথায়মিতি।
সর্বরোগাধিপতিজ্বরো নানাতির্যগ্‌যোনিষু বহুবিধৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে।
সর্বপ্রাণভৃতশ্চ সজ্বরা এব জায়ন্তে সজ্বরা এব ম্রিয়ন্তে।

স মহামোহস্তেনাভিভূতাঃ প্রাগ্দৈহিকং দেহিনঃ কর্ম কিঞ্চ ন স্মরন্তি সর্ব-প্রাণিভ্যশ্চ জ্বর এব অন্তে প্রাণানাদত্তে।"—চরক।

অর্থাৎ,—"জ্বর মহেশ্বরের কোপ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহা সমুদয় প্রাণীর প্রাণহর এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপজনক। ইহা প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ, হর্ষ, উৎসাহ, অবসন্নতা, বেদনা, শ্রম, ক্লম, মোহ এবং আহারের উপরোধ জন্মাইয়া থাকে। শরীরকে শীর্ণ করে বলিয়া ইহার নাম জ্বর।

জ্বর যেমন দারুণ, বহুপদ্রববিশিষ্ট ও দুশ্চিকিৎস্য এমন কোন রোগই নয়। জ্বর সকল রোগের রাজা। ইহা নানা তির্যক্ যোনিতে বহুবিধ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদয় প্রাণধারিগণ জ্বরের সহিত জন্মগ্রহণ করে এবং জ্বরাভিভূত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জ্বরই প্রাণিদিগের মহামোহস্বরূপ। জ্বরাভিভূত হইয়া জন্মগ্রহণ করাতে দেহিগণের পূর্বদেহকৃত কোন কর্ম স্মরণ থাকে না। মৃত্যুকালে জ্বরই সমুদয় প্রাণীর প্রাণহরণ করিয়া থাকে।"

"উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরো নাস্ত্যুষ্মণা বিনা।
তস্মাৎ পিত্তবিরুদ্ধানি ত্যজেৎ পিত্তাধিকেঽধিকম্ ॥"—বাগ্‌ভট।

অর্থাৎ—"পিত্ত বিনা উষ্মা হয় না এবং উষ্মা ব্যতিরেকেও জ্বর হয় না। অতএব সকল জ্বরেই বিশেষতঃ পিত্তোল্বণ জ্বরে, পিত্তবিরোধী সর্বপ্রকার আহার বিহার পরিত্যাগ করিবে।"

"স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
বিকারা যুগপদ্ যস্মিন্ জ্বরঃ স পরিকীর্তিতঃ ॥"—সুশ্রুত।

অর্থাৎ,—"ঘর্ম না হওয়া এবং সর্বাঙ্গব্যাপী উত্তাপ এই দুইটি জ্বরের প্রধান লক্ষণ।"

নবজ্বর চিকিৎসা

নবজ্বর—বহুদিন জ্বর না হইবার পর হঠাৎ যে জ্বর হয় তাহাকে নবজ্বর বলে। নবজ্বর দুই প্রকার—স্বয়ংকৃত নবজ্বর এবং আগন্তু নবজ্বর। অপকারী আহার ও বিহার দ্বারা যে নবজ্বরের উৎপত্তি হয় তাহাকে স্বয়ংকৃত নবজ্বর এবং আগন্তুক কারণের জন্য যে নবজ্বর হয় তাহাকে আগন্তু নবজ্বর বলে।

বাতজ্বর চিকিৎসা

(১) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস—১ বড়ি করিয়া দিবসে তিন বার। আদার রস ও মধুসহ ব্যবহার করিয়া অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

(২) বাতগজাঙ্কুশ রস—মাত্রা ১ বড়ি—এরণ্ড মূলের রস ও মধু অথবা আদার রস ও মধু সহ। দিবসে তিন বার। (শ্রীচরণ কবিরাজ)।

(৩) জ্বরাঙ্কুশ রস—মাত্রা ১ বড়ি—আদার রস ও সৈন্ধব লবণ সহ। দিবসে তিন বার।

(৪) লক্ষ্মীবিলাস রস—মাত্রা ১ বড়ি—আদার রস ও মধু সহ অথবা গরম জল সহ। দিবসে তিন বার। (পাবনার বহু কবিরাজ)।

উপর্যুক্ত ঔষধগুলির যে কোন একটি দিবসে তিনবার বা প্রত্যেকটি দিবসে একবার করিয়া তিন ঘণ্টা পর পর প্রয়োগ করিয়া বাতজ নবজ্বরে সুফল পাওয়া যায়।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভটাদি চিকিৎসকগণ নবজ্বরে ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রসচিকিৎসায় জ্বর হইবামাত্রই রসৌষধ নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাদি—সর্বপ্রকার জ্বরে প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন সুপথ্য। উপবাসের দ্বারা দোষের সম্যক্ পরিপাক হয় এবং শীঘ্রই জ্বর ছাড়িয়া যায়। দুর্বল, শিশুর ও গর্ভিণীর পক্ষে সম্পূর্ণ উপবাস বিধেয় নহে।

টাট্কা খৈ, আদার কুচি, জল বার্লি বা সাগু, ভেঁটুর খৈ, সৈন্ধব লবণ, মসুরীর যুষ, লেবুর রস বাতজ নবজ্বরে প্রধান পথ্য।

পিত্তজ্বর—নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোন একটি প্রযোজ্য।

(১) হিঙ্গুলেশ্বর রস—মাত্রা ১ বড়ি; দিবসে তিন বার। অনুপান—চিনি ও মধু অথবা পলতার রস ও মধু। (শীতল কবিরাজ)।

(২) ত্রিপুরারি রস—মাত্রা ১ বড়ি; চিনির সরবৎ ও মধু সহ। দিবসে তিনবার। (ভূদেব কবিরাজ আশ্চর্য ফল পাইতেন)।

(৩) নবজ্বরেভাঙ্কুশ—চিনির সরবৎ ও মধু সহ। মাত্রা ১ বড়ি; দিবসে মাত্র ১ বার। ইহা ব্যবহারে যদি মাথা ঘোরা, দাহ বা বমি উপসর্গ উপস্থিত

হয় তবে ডাব, সরবৎ বা ঘোল সেব্য। শিশু, গর্ভিণী ও দুর্বলের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নহে।

পথ্যাদি—খৈ মণ্ড, কিস্‌মিস্ বাটা, বার্লি, চিনি, কাঁচা মুগের যুষ, ছোলা সিদ্ধ জল।

কফজ্বর—নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোন একটি প্রযোজ্য।

(১) মহালক্ষ্মীবিলাস রস—মাত্রা ১ বড়ি; দিবসে তিন বার। অনুপান প্রাতে আদার রস ও মধু, মধ্যাহ্নে পানের রস ও মধু এবং বৈকালে তুলসী পাতার রস ও মধু। (গয়ানাথ কবিরাজ)।

(২) কফকেতু রস—মাত্রা ১ বড়ি; দিবসে তিন বার। অনুপান—আদার রস ও মধু।

(৩) স্বচ্ছন্দভৈরব রস—মাত্রা ১ বড়ি; দিবসে তিনবার আদার রস ও মধু সহ।

(৪) কফচিন্তামণি রস—মাত্রা ১ বড়ি; দিবসে তিনবার আদার রস ও মধু সহ।

পথ্যাদি—খৈ, আদার কুচি, সৈন্ধব লবণ ও মসুরীর যূষ।

বাতপৈত্তিক জ্বর—(১) বাতপিত্তান্তক রস—মাত্রা ১ বড়ি; দিবসে তিন বার চিনি ও মধু সহ। (২) জ্বরমুরারি—চিনির জল ও মধু সহ। দিবসে মাত্র ১ বড়ি।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর—নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোনোটি দিবসে তিনবার ব্যবহার করান উচিত।

(১) কস্তুরীভৈরব রস—আদার রস ও মধু সহ; মাত্রা ১ বড়ি।

(২) কস্তুরীভূষণ রস—মাত্রা ১ বড়ি; আদার রস ও মধু সহ।

(৩) মহালক্ষ্মীবিলাস রস—মাত্রা ১ বড়ি; আদার রস, পানের রস ও মধু সহ।

পথ্যাদি—মসুরীর যুষ, আদা, সৈন্ধব লবণ, টাটকা খৈ, খেজুর।

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর—নিম্নবর্ণিত ঔষধগুলির যে কোনটি দিবসে তিনবার প্রযোজ্য।

(১) চন্দ্রশেখররস—আদার রস ও মধু সহ খাইয়া শীতল জল পান, মাত্রা ১ বড়ি।

(২) রত্নগিরিরস—পিপুলচূর্ণ /০ আনা ও মধু সহ। মাত্রা ১ বড়ি।

(৩) প্রতাপমার্তণ্ডরস—চিনির জল ও মধু সহ (তেদ বেশি হইলে ডাবের জল সহ)। মাত্রা ১ বড়ি।

পথ্যাদি—কিস্‌মিস্ বাটা, খৈ মণ্ড, ছোলাসিদ্ধ জল, কালো মুগ যূষ, আদা, টাটকা খৈ, খেজুর, দ্রাক্ষা।

সন্নিপাত জ্বর।

"সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোহভ্যুদ্ধরতি মানবম্।
কস্তেন ন কৃতো ধর্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন সোঽর্হতি॥
মৃত্যুনা সহ যোদ্ধব্যং সন্নিপাতং চিকিৎসতা।
যস্ত তত্র ভবেজ্জেতা স জেতাময়সংকুলে॥"

"সন্নিপাতরূপ সমুদ্রনিমগ্ন মানবকে যে চিকিৎসক উদ্ধার করেন, তাঁহার কোন্ ধর্ম না হয় এবং তিনি কোন্ পূজাই বা না পাইতে পারেন? সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা করিয়া সফলতা লাভ করা অতি কঠিন। সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসককে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যিনি সন্নিপাত জ্বরে জয়লাভ করেন, তিনি রোগসঙ্কুলে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন।"

ত্রিদোষজ জ্বরে অগ্রে শ্লেষ্মার প্রশমন করণীয়। দ্বিদোষজ জ্বরে যে দোষ অধিকতর বলবান্ অগ্রে তাহাই চিকিৎস্য। সন্নিপাত জ্বরে অবশিষ্ট দুইটি দোষের অবিরোধে চিকিৎসা করিতে হইবে। যেস্থলে বাতাদি দোষসকলের অংশাংশ বিবেচনা করিতে পারা না যাইবে, অর্থাৎ বাতাদি দোষত্রয়ের কোন্ দোষ রুক্ষতাদি কোন্ কোন ধর্মে কি পরিমাণে প্রকুপিত হইয়াছে স্থির না হইবে, সেস্থলে

সাধারণ ক্রিয়া করা উচিত, অর্থাৎ ত্রিদোষজ জ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্ত, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত।

সন্নিপাতে তিন দিন বা পাঁচ দিন বা দশ দিন বা আরোগ্যদর্শন না হওয়া পর্যন্ত লঙ্ঘন দেওয়া যায়। অর্থাৎ দোষের তারতম্য অনুসারে লঙ্ঘনের (উপবাস) ব্যবস্থা করা উচিত। সন্নিপাতে লঙ্ঘনকালে দুগ্ধ ও অন্নাদি না দিয়া মুগ ও মসুরের যূষ, দাড়িমের রস ইত্যাদি লঘুপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। দোষের প্রাবল্য যতদিন থাকে ততদিন রোগী লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। দোষদিগের ক্ষয় হইবার পর রোগী লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না।

"সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেঽপি বা।
পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তি বা॥"
"পিত্তকফানিলবৃদ্ধ্যা দশদিবসদ্বাদশাহসপ্তাহাৎ।
হন্তি বিমুঞ্চত্যথবা ত্রিদোষজো ধাতুমলপাকাৎ॥"

সপ্তম দিবসে, দশম দিবসে বা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাত জ্বর পুনর্বারে স্বভাবতঃ ঘোরতর হইয়া প্রশমিত হয় বা রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত করে। পিত্ত, কফ ও বায়ুর উল্বণত্ব দ্বারা যথাক্রমে দশম দিনে, দ্বাদশ দিনে বা সপ্তম দিনে ধাতুমল পাক হেতু ত্রিদোষজ জ্বর রোগীকে হনন করে অথবা ত্যাগ করে। ধাতুপাকহেতু রোগীকে বিনাশ করে এবং মলপাকহেতু রোগীকে ত্যাগ করে।

ধাতুপাকের লক্ষণ—নিদ্রানাশ, হৃদয়ের স্তব্ধতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, গাত্রের গুরুতা, অরুচি, চিত্তের অস্থিরতা ও বলহানি এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ। জ্বরার্ত ব্যক্তি যদি হৃদয়প্রদেশে, নাভিদেশে বা অন্য অঙ্গে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে, এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলেও অসহ্য ব্যথা অনুভব করে, এবং গাত্রপ্রদেশে ক্ষত হয়, তাহা হইলে রোগীর ধাতুপাক হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। নাভির ঊর্ধ্ব হইতে হৃদপিণ্ডের অধঃপ্রদেশ পর্যন্ত যে কোন স্থানে টিপিলে যদি ব্যথা লাগে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ধাতুপাক হইতেছে, আর যদি উক্ত স্থানে কোন ব্যথা না লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মলপাক হইতেছে।

মলপাকের লক্ষণ—বাতাদি দোষের যে প্রকৃতি অর্থাৎ দাহ, তন্দ্রা, গৌরবাদি, সেই প্রকৃতির বৈপরীত্য হইলে অর্থাৎ দাহ, তন্দ্রা, গৌরবাদি না হইলে, জ্বর ও দেহের লঘুতা হইলে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিমলতা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মলের অর্থাৎ বাতাদি দোষের পরিপাক হইতেছে। নিরন্তর পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পটুতা, অগ্নির বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ তৃষ্ণাদি উপসর্গের প্রশমন ও জ্বরের মৃদুতা এই সকল বাতাদি দোষ পাকের লক্ষণ, আর হৃদয়ের অধঃ ও নাভির উর্দ্ধস্থানে অতি বেদনা, অতিসার, জ্বরের তীব্রতা ও তৃষ্ণা, মত্ততা, শ্বাসাধিক্য, অরুচি ও চিত্তের অস্থিরতা এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ—

"সপ্তমী দ্বিগুণা যাবন্নবম্যেকাদশী তথা।
এষা ত্রিদোষমর্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ॥"

"সপ্তম বা চতুর্দশ, নবম বা একাদশ এই দিনগুলি সন্নিপাত রোগীর রোগ-মুক্তির বা মৃত্যুর চরম সীমা অর্থাৎ ঐ ঐ দিবসে জ্বর ঘোরতর হইয়া, হয় রোগীকে ছাড়িয়া যায়, না হয়, তাহাকে বিনাশ করে।" তৃষ্ণা হইলে রোগীকে শৃতশীতল জল পান করিতে দেওয়া উচিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সন্নিপাত জ্বরে রোগীকে কখনও শীতল বা কাঁচা জল পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। জলকে অর্ধপরিমাণ পর্যন্ত সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দেওয়া কর্তব্য। সন্নিপাত জ্বরে রোগী তৃষ্ণার্ত হইলে এবং তাহার পার্শ্ববেদনা ও তালুশোষ থাকিলে যে চিকিৎসক তাহাকে শীতল জল পান করিতে দিবেন, তাঁহাকে মনুষ্যরূপধারী যম বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সন্নিপাত জ্বরে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টফল ঔষধ

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব—ইহা প্রথম অবস্থায় প্রয়োগে আমবাতের প্রকোপ নাশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে সর্বদোষের ক্ষয় করিয়া থাকে এবং রোগী যথাসম্ভব অল্প দিনই রোগভোগ করিয়া থাকে। ইহা আদার রস ও মধু সহ দিবকে ১ বড়ি দেওয়া উচিত। দিনে তিনবার ইহা দেওয়া চলে।

যদি বিকার উপস্থিত হয় বা মস্তিষ্কবিকৃতি হয় তবে—

(১) চতুর্ভুজ রস—তাল ডাঁটার রস ও মধু বা ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধুসহ প্রযোজ্য। (বুঝিয়া দিনে একবার বা দুইবার দেওয়া চলে)। কিংবা

(২) বৃঃ বাতচিন্তামণি—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু সহ প্রয়োগ করা উচিত।

যদি রোগীর বিকারে কথা বন্ধ হইয়া যায় এবং ঔষধ খাইবার শক্তি লোপ হয়, তাহা হইলে 'ব্রহ্মরন্ধ্র রস'—ব্রহ্মতালুর শিরা ভেদ করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। (৺যোগীন্দ্রনাথ সেন)

যদি ইহাতেও উপকার না হইয়া ক্রমান্বয়ে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হইতে থাকে তাহা হইলে, 'বৃহৎ সূচিকাভরণ রস'—ডাবের জলের সহিত খাইতে দেওয়া বা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

যদি পেট ভাঙ্গে তাহা হইলে, 'স্বর্ণপর্পটী'—২ রতি মাত্রায় দিবসে মাত্র একবার প্রয়োগ করা উচিত এবং ইহা প্রয়োগকালে নিয়ম অনুযায়ী জল ও লবণ খাওয়া বন্ধ রাখিয়া রোগীকে পথ্যহিসাবে দুধ খাইতে দিতে হইবে। অতিশয় তৃষ্ণা হইলে ডাবের জল দিতে পারা যায়।

পেটভাঙ্গা অবস্থায়, সকালে (১) স্বর্ণপর্পটী ২ রতি মাত্রায়—হিং, জীরা বাটা ২ রতি ও মধু এবং বৈকালে (২) বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ইহা এই অবস্থায় একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। (গয়ানাথ কবিরাজ)

অতিসারযুক্ত প্রবল বিকারে, সংজ্ঞাহীনতা ও নাড়ীলোপে—"মৃগমদাসব" বা "অহিফেনাসব" এক ড্রাম করিয়া মাঝে মাঝে দেওয়া উচিত।

যদি পেটভাঙ্গা না হইয়া পেটফাঁপা থাকে তবে,—

(১) মকরধ্বজ ½ রতি ও শ্বেতচূর্ণ ৴০ আনা মিশ্রিত করিয়া শীতল জলসহ অথবা (২) মকরধ্বজ ½ রতি ও বজ্রক্ষার ৴০ আনা মিশ্রিত করিয়া শীতল জলসহ অথবা (৩) শুধু বজ্রক্ষার ৴০ আনা, শীতল জলসহ প্রযোজ্য।

যদি বমি ও হিক্কা থাকে তাহা হইলে "প্রবালভস্ম" ৴০ আনা শীতল জল ও

মধুসহ প্রযোজ্য। ইহাতে বমি, হিক্কা, উদ্গারাধ্মান প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গের উপশম হইবে। ইহা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। (অমৃত কবিরাজ)

বিঃ দ্রঃ—পূর্বে বলিয়াছি সন্নিপাত জ্বরে কাঁচা জল ব্যবহার করিতে নাই। সকল অবস্থাতেই জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। সুতরাং যেস্থলে শীতল জলের অনুপান উল্লেখ করা আছে সেই স্থলে সিদ্ধ করা জল শীতল করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে,—"বৃহৎ কস্তুরীভৈরব"ই একমাত্র দৃষ্টফল মহৌষধ।

দ্রষ্টব্য—ত্রিদোষবিকৃতি, বিশেষতঃ শ্লেষ্মা বিকৃতিতে—"ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি" আদার রস ও মধু সহ বা "ত্রিদোষদাবানলকালমেঘ" অথবা ত্রিদোষনীহার-সূর্যরস, শীতারি রস, ত্রিনেত্র রস, মহালক্ষ্মীবিলাস রস ইত্যাদি যুক্তিপূর্বক আদার রস, তুলসীপাতার রস, পানের রস, বংশলোচনচূর্ণ ও রুদ্রাক্ষ বাটা এবং মধু ইত্যাদি অনুপানযোগে প্রযোজ্য। (৺হরিনাথ কবিরাজ)

স্বেদ—সন্নিপাত জ্বরে ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে, আকন্দ পাতায় পুরাতন ঘি মাখাইয়া তদ্দ্বারা বালুকায় স্বেদ প্রয়োগ করিয়া উপকার পাওয়া যায়। যখন কোন ঔষধে কাজ হয় না, তখন শুষ্ক বালুকার স্বেদ প্রয়োগ করিয়া বহুক্ষেত্রে রোগী আরোগ্য করা যায়।

হিমাঙ্গ অবস্থায় বালুকার স্বেদ এবং গরম ঘি মিশ্রিত শুঁঠচূর্ণ সর্বাঙ্গে মাখান কর্তব্য। এই অবস্থায় সর্বাঙ্গে আবির মাখাইলেও উপকার পাওয়া যায়।

যে সন্নিপাত জ্বরে ফুস্‌ফুসে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় (নিউমোনিয়া), সেইক্ষেত্রে আদার রস ও মধু সহ "বসন্ততিলক রস" ১ বটী করিয়া দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়। (গুরুচরণ কবিরাজ)

প্রস্রাব কম হইলে বা যদি প্রস্রাবে ধাতুর মত সাদা দ্রব্য দেখা যায়, তাহা হইলে "মকরধ্বজ" ও "চন্দ্রক্ষার" মিশ্রিত করিয়া শীতল জল বা গোক্ষুর ভিজান জল বা গোক্ষুরের কাথ সহ প্রয়োগ কর্তব্য।

কর্ণমূল শোথ—সন্নিপাত জ্বরে কর্ণমূল শোথ একটী অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া আয়ুর্বেদে কথিত হইয়াছে। ইহা কদাচিৎ আরোগ্য হয়। নিম্নের দুইটি প্রলেপ ও একটি পাচন প্রয়োগ করিয়া আমি সুফল পাইয়াছি।

(১) গেরিমাটি, খড়িমাটি, শুঁঠ, কটুফল ও সোন্দাল সমভাগে লইয়া এবং কাঁজিতে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমূল শোথে প্রলেপ দিলে উক্ত শোথ পাকিয়া উঠে। পাকিবার পর উহা অস্ত্রোপচার করিয়া ব্রণের চিকিৎসা করিলে কর্ণমূল শোথ আরোগ্য হয় (এইরূপ প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-এর কন্যার কর্ণমূল শোথ আরোগ্য করা হইয়াছে)।

(২) সজিনা ছাল ও শ্বেত সর্ষপ বাটিয়া কর্ণমূল শোথে প্রয়োগ করিতে হয়।

(৩) কুলথকলায়, কটুফল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা সমভাগে লইয়া বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া বারংবার প্রলেপ দিতে হইবে।

(৪) বামুনহাটী, জয়া, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, ত্রিকটু, বচ, মুতা, শুলফ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌কী ও রাস্না ইহাদের ক্বাথ সেবন করাইয়াও কর্ণমূল শোথে উপকার পাওয়া যায়।

পথ্যাদি—পূর্বে উক্ত হইযাছে সন্নিপাতে লঙ্ঘনই শ্রেষ্ঠ পথ্য। দোষের পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত রোগী লঙ্ঘন সহ্য কবিতে পাবে। দোষের পরিপাক হইলে রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সেই সময় খৈ মণ্ড, মুগ ও মসুরীর যূষ, জল বার্লি, গরম জল, ডাব ইত্যাদি দিতে হইবে। তৎপরে দুধ, দুধ বার্লি, মাছের ঝোল ও ভাত দেওয়া কর্তব্য।

সন্নিপাতজ্বরে বিষ প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি

বিষমেকং বিষং হন্যাৎ বিষমন্তৎ তথাগুণম্।
অতো ভিষগ্‌ভিরুদ্দিষ্টং বিষস্য বিষমৌষধম্॥
সন্নিপাতে জ্বরে ঘোরে স্বয়মুৎপদ্যতে বিষম্।

তদ্বিষস্ত বিনাশায় কৃষ্ণসর্পবিষং হিতম্ ॥
সিংহেন হন্যতে হস্তী হরিণেন কদাপি ন।

অর্থাৎ,—তুল্যগুণবিশিষ্ট একটা বিষ অন্য বিষকে নষ্ট করে। সেইজন্য বিষই বিষের ঔষধ বলিয়া আয়ুর্বেদাচার্যগণ বলিয়াছেন। সন্নিপাতজ্বরে দোষপ্রভাবে রোগীর শরীরে বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই বিষ নষ্ট করিবার জন্য কৃষ্ণসর্প-বিষ প্রয়োগ করা কর্তব্য। হস্তী সিংহ কর্তৃকই নিহত হয়, হরিণের দ্বারা নহে।

নিম্নলিখিত বিষঘটিত ঔষধগুলি সন্নিপাত জ্বরের সঙ্কট অবস্থায় বিশেষ কার্যকরী।

বেতাল রস, ব্রহ্মরন্ধ্র রস, মৃতোত্থাপন রস, সন্নিপাতভৈরব রস, সূচিকাভরণ রস, বৃহৎ সূচিকাভরণ রস, মৃতসঞ্জীবনী রস, স্বেদশৈত্যারি রস, ত্রিদোষনীহার-সূর্য রস, ঘোরনৃসিংহ রস।

নিম্নলিখিত নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগগুলি সন্নিপাতজ্বরে প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

(১) পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া রসোনের রসে মর্দন করিতে হইবে অন্ততঃ এক প্রহর কাল। পরে ইহা রসোনের রসের সহিত নস্য প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত রোগীর চৈতন্য দান করে এবং মরিচ সহ প্রয়োগ করিলে প্রলাপ ও তন্দ্রা নাশ করে।

(২) রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগার খৈ এবং ত্রিকটু ও খর্পর একসঙ্গে আকন্দের রসে একদিন উত্তমরূপে মর্দন করিয়া আকন্দের আঠা সহ নস্য প্রয়োগ করিলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

(৩) পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিয়া ধুতুরা ফলের রসে একদিন মর্দন করিয়া পরে কজ্জলীর সমান ত্রিকটু চূর্ণ মিশাইয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

(৪) পারদ, গন্ধক, লৌহ, পিপুল প্রত্যেকে সমভাগে এবং এই সকল

মিলিত দ্রব্যের তিনগুণ জয়পাল একত্রে লইয়া জামীরের রসে মর্দন করিয়া চোখে অঞ্জন দিলে উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

(৫) রসসিন্দুর, সীসক, তাম্র, মনঃশীলা ও তুঁতে প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া রাখাল শশার রসে একদিন মর্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। পরে জলে ঘর্ষণ করিয়া ইহার নস্য বা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয়।

সন্নিপাতজ্বরের আরোগ্যকালে প্রযোজ্য ঔষধ—

লৌহাসব, দ্রাক্ষারিষ্ট, অশ্বগন্ধারিষ্ট, বিশুদ্ধ মকরধ্বজ, উৎকৃষ্ট চ্যবনপ্রাশ, শ্রীমদনানন্দ মোদক, বৃঃ পূর্ণচন্দ্ররস, এইগুলি সম্পূর্ণ বলবান্ না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত ক্ষেত্রানুযায়ী।

লৌহাসব—যে কোন কারণে পেট খারাপ হইয়া যে সন্নিপাত হয় (টাইফয়েড) তাহার আরোগ্যকালে প্রযোজ্য।

দ্রাক্ষারিষ্ট ও চ্যবনপ্রাশ—বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের আরোগ্যকালে প্রযোজ্য।

মকরধ্বজ ও অশ্বগন্ধারিষ্ট—যে সন্নিপাতজ্বরে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তাহার আরোগ্যকালে "অশ্বগন্ধারিষ্ট" দুইবেলা আহারান্তে এবং "মকরধ্বজ" প্রাতে প্রযোজ্য।

শ্রীমদনানন্দ মোদক—অতিসারযুক্ত সন্নিপাত জ্বরের আরোগ্যকালে ইহা ছাগীদুগ্ধ সহ প্রযোজ্য।

বৃঃ পূর্ণচন্দ্ররস—যে সন্নিপাতে প্রমেহ দোষ থাকে তাহার আরোগ্যকালে ইহার ১ বড়ি সকালে, হরিদ্রা ও মধুসহ এবং ১ বড়ি বৈকালে, দুধ ও মধু সহ প্রযোজ্য। এইরূপ সন্নিপাত আরোগ্যকালে কপোত বা ছাগ বা কুক্কুট মাংসের ঝোল এবং আঙ্গুর, আপেল, ন্যাসপাতি, খেজুর, কিস্‌মিস, ডালিম প্রভৃতি ফল যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া কর্তব্য।

রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ, এই রোগের পুনরাক্রমণ অতি ভয়াবহ।

সন্নিপাতজ্বর আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে কতকগুলি দোষ উপস্থিত হয়। যথা,—দৃষ্টিশক্তিহীনতা, বাক্‌শক্তিহীনতা, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অঙ্গহানি প্রভৃতি। সেইজন্য তত্তৎ রোগের চিকিৎসাও তখন করা কর্তব্য। যদি যথাসময়ে উহাদের চিকিৎসা না করা হয়, তবে সেই সকল দোষ চিরজীবন থাকিয়া যায়।

দৃষ্টিশক্তিহীনতায়—তারতম্যানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করা উচিত। (১) ত্রিফলার জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করা।

(২) নেত্রাশনিরস—ত্রিফলার জল ও মধু সহ দিবসে দুইবার খাইতে দেওয়া উচিত।

(৩) সারিবাদ্যাসব—দুইবেলা আহারান্তে সমপরিমাণ শীতল জল সহ এক এক মাত্রা।

(৪) মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত—সন্ধ্যায় দুগ্ধ সহ প্রযোজ্য।

(৫) মহাদশমূল তৈল—মাথায় মালিশ করিতে দেওয়া এবং

(৬) ষড়্‌বিন্দু তৈল—নস্য লওয়া হিতকর।

স্মৃতিশক্তিলোপে—নিম্নের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

(১) আদিত্যাদি রস—প্রাতে—নাগকেশর ফুলের রেণু ও বেণামূল বাটা ও মধু সহ। (ডাঃ শ্যামে, মধ্যপ্রদেশ)

(২) লব্ধানন্দ রস—বেলা ১০টায়—ডালিমের রস ও মধু সহ।

(৩) অশ্বগন্ধারিষ্ট—৪ ড্রাম মাত্রায়, দুই বেলা আহারান্তে সমপরিমাণ শীতলজল সহ।

(৪) মূর্চ্ছান্তক রস—বৈকালে ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু সহ। এই সঙ্গে অবস্থানুযায়ী চতুর্ভুজরস, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, ব্রাহ্মীঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শ্রবণশক্তিলোপে—নিম্ন ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ দেওয়া কর্তব্য।

(১) মহালক্ষ্মীবিলাস রস—প্রাতে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও মধু সহ।

(২) মহাদশমূলারিষ্ট—৪ ড্রাম মাত্রায়, দুইবেলা আহারান্তে সমপরিমাণ ঠাণ্ডা জল সহ।

(৩) বাতারি রস—বৈকালে—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও মধু সহ।

(৪) বৃঃ বাতচিন্তামণি—সন্ধ্যায়—ত্রিফলার জল ও মধু সহ।

(৫) মহাদশমূলতৈল বা বৃহৎ বিষ্ণুতৈল—কাণে ও মস্তকে প্রযোজ্য।

হাত পা ছোট বা কৃশ হইলে—নিম্ন ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ প্রযোজ্য।

(১) বৃঃ বাতগজাঙ্কুশ—প্রাতে—এরণ্ডমূলের রস ও মধু সহ।

(২) সারিবাদ্যাসব—৪ ড্রাম মাত্রায়, দুইবেলা আহারান্তে সমপরিমাণ শীতলজল সহ।

(৩) বাতারিরস—বৈকালে—শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের পাচন সহ।

(৪) মহামাষ তৈল বা কুব্জপ্রসারণী তৈল—মালিশ করিতে হইবে।

বিঃ দ্রষ্টব্য—সন্নিপাতজ্বর আরোগ্য হইলে রোগীকে কিছুকাল স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিলে শীঘ্রই রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

বিষমজ্বর চিকিৎসা।

"মণীনামৌষধীনাঞ্চ মঙ্গল্যানাং বিষস্ত চ।
ধারণাদগদানাঞ্চ সেবনান্ন ভবেজ্জ্বরঃ॥
সোমং সানুচরঃ দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্।
স্তবন্ নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্বানপোহতি॥
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং হুতভক্ষং হিমাচলম্।
গঙ্গাং মরুদ্গণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জয়তি জ্বরান্॥

ভক্ত্যা মাতাপিতৄণাঞ্চ গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্যেন তপসা সত্যেন নিয়মেন চ॥
জপহোমপ্রদানেন বেদানাং শ্রবণেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধূনাং দর্শনেন চ॥"—ইতি চরক।

অর্থাৎ,—"মণি, ঔষধি, মাঙ্গল্য দ্রব্য, মিঠা বিষ এবং অগদসমূহ ধারণ ও সেবন করিলে বিষমজ্বরের শান্তি হয়। রুদ্রভাববিহীন ও অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত এবং মাতৃকাগণে পরিবৃত মহাদেবকে প্রযতভাবে পূজা করিলে, বিষমজ্বরের শান্তি হয়। সর্বশক্তিমান্ চরাচর সহস্রমূর্দ্ধা বিষ্ণুর সহস্রনাম উচ্চারণপূর্বক স্তব করিলে সর্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়। ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, অগ্নি, হিমাচল, গঙ্গা, বায়ুগণ এবং অন্যান্য ইষ্টদেবতাদিগের পূজা করিলে জ্বরসকল নিবৃত্ত হয়। ভক্তিপূর্বক মাতাপিতা ও গুরুদিগের পূজা, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, সত্য, নিয়ম, জপ, হোম, দান, বেদশ্রবণ এবং সাধুদিগের দর্শন করিলে জ্বর হইতে শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায়।

সর্বপ্রকার বিষমজ্বর সন্নিপাতজ। সুতরাং যে বিষমজ্বরে যে দোষের প্রাবল্য থাকে তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য।

বলাডুমুর, কট্‌কী, শ্যামালতা ও অনন্তমূল ইহাদের কাথ বা পলতা, মুতা, বৃহদ্দন্তী, কটকী ও অনন্তমূল; ইহাদের কাথ সন্ততজ্বরে বাতাদি দোষের প্রশমনার্থ দেওয়া কর্তব্য। বৃহদ্দন্তী অভাবে দন্তী গ্রহণ করা যাইতে পারে। সন্তত বিষমজ্বরে ইহা দৃষ্টফল।

পলতা, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, হরীতকী, নিমছাল, গুলঞ্চ ও বালা, ইহাদের কাথ পান করিলে সতত বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। ইহা দৃষ্টফল।

নিম্নের পাঁচটি পাচন পাঁচপ্রকার বিষমজ্বরে সুফল প্রদান করে।

ইন্দ্রযব, পলতা ও কট্‌কী, ইহাদের কষায় সন্ততজ্বরে; পলতা, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদি ও কটকী, ইহাদের কষায় সততজ্বরে; নিমছাল, পলতা, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, মুতা ও কুড়চী, ইহাদের কষায় অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন

ও শুঁঠ, ইহাদের কষায় তৃতীয়কজ্বরে এবং গুলঞ্চ, আমলকী ও মুতা, ইহাদের কষায় চতুর্থক জ্বরে পান করিতে দিলে ঐ ঐ বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

মহাবলামূল, পীতবেড়েলার মূল ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ দুই তিন দিন পান করিলে শীত, কম্প, দাহসমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মুতা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। (৺রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ)

নিম্নের কয়েকটি ব্যবস্থা বিষমজ্বরে বিশেষ কার্যকরী।

সন্ততজ্বরে—(ক) রসপাক জন্য—

(১) সৌভাগ্যবটী—প্রাতে—আদার রস ও মধু সহ

(২) স্বচ্ছন্দভৈরব—দুপুরে—আদার রস ও মধু সহ

(৩) ত্রিপুরারি রস—বৈকালে—আদার রস ও মধু সহ

এই ব্যবস্থামত ঔষধ কয়েকদিন সেবন করিলে সন্ততজ্বরে মলপাক হইয়া জ্বর বিরাম হয়।

(খ) মৃত্যুঞ্জয়রস ৪ বড়ি ও মকরধ্বজ ৪ রতি মিশ্রিত করিয়া তিনভাগ করিয়া দিবসে তিনবার, আদার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য। (৺বিনোদলাল সেন)

সততজ্বরে—(১) সর্বজ্বরারি—প্রাতে আদার রস ও মধু সহ।

(২) জয়কালকেতুরস—সন্ধ্যায়—মধু সহ।

সর্বজ্বরারি প্রস্তুতি বিধি—পারদ ও গন্ধক সমভাবে লইয়া কজ্জলী করিতে হইবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়পালের ছাল, কুল, চিরতা ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ পারদের সমানভাগে লইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা পাতা ও আদার রসে ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই বটী সেবনের পর রোগীর গাত্র উষ্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা উচিত।

তৃতীয়ক জ্বরে—(১) ত্র্যাহিকারি রস—প্রাতে ১ বড়ি—কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও মধু সহ প্রযোজ্য।

চতুর্থক জ্বরে—(১) চাতুর্থকারি রস—প্রাতে—প্রথমে তক্র পান করাইয়া তাহার পর ইহা আদার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

বিষমজ্বরে আরও কতকগুলি দৃষ্টফল ব্যবস্থাপত্র

(ক) সাধারণ বিষম জ্বরে—

(১) ত্রিপুরারিরস—প্রাতে আদার রস ও মধু সহ।

(২) মহ জ্বরাঙ্কুশরস—বেলা ১০টায়—পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ।

(৩) অমৃতারিষ্ট—দুইবেলা আহারের পর, ৪ ড্রাম মাত্রায় সম-পরিমাণ শীতল জল সহ।

(৪) বৃঃ বিষমজ্বরান্তকলৌহ—বেলা ৪টায়—আদার রস ও মধু সহ।

(৫) শ্রীজয়মঙ্গলরস—রাত্রি ৭টায়—শেফালী পাতার রস ও মধুসহ।

(খ) পেটভাঙ্গার সহিত বিষম জ্বরে—

(১) পুটপাক বিষমজ্বরান্তকলৌহ—প্রাতে—জীরাভাজা চূর্ণ ✓০ আনা ও মধু সহ।

(২) লৌহাসব—দুইবেলা আহারান্তে ৪ ড্রাম মাত্রায় সমপরিমাণ শীতল জল সহ।

(৩) শ্রীজয়মঙ্গল রস—সন্ধ্যায়—পিপুলচূর্ণ ✓০ আনা ও মধু সহ। (গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ)

(গ) বিরামহীন বিষমজ্বরে—

(১) চন্দনাদিলৌহ—প্রাতে—মধু সহ খাইয়া পরে দার্ব্বাদি পাচন সেব্য।

(২) বৃহৎজ্বরান্তক রস—বেলা ১০টায়—শেফালী পাতার রস ও মধু সহ।

(৩) অমৃতারিষ্ট—দুইবেলা আহারান্তে ৪ ড্রাম করিয়া, সমপরিমাণ শীতল জল সহ।

(৬) মহাজ্বর চূর্ণ—বেলা ৪টায়—কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু সহ। পরে পুনরাবর্ত্তক পাচন সেব্য। (শ্যামাদাস কবিরাজ)

(ঘ) যকৃৎপ্লীহাসংযুক্ত বিষমজ্বরে—

(১) বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—প্রাতে—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু সহ খাইয়া পরে দাস্ত্যাদি পাচন সেব্য।

(২) বৃঃ লোকনাথ রস—বেলা ১০টায়—আদার রস ও মধু সহ।

(হারাণ কবিরাজ)

(৩) রোহিতকারিষ্ট—দুইবেলা আহারান্তে ৪ ড্রাম করিয়া সমপরিমাণ শীতল জল সহ।

(৪) নাভিশঙ্খ ভস্ম (।০ আনা মাত্রা)—বেলা ৪টায়—গোঁড়া জামীরের রস ও মধু সহ। (ভূদেব কবিরাজ)

(৫) শ্রীজয়মঙ্গল রস—সন্ধ্যায়—চিরতার কাথ ও মধু সহ।

(গঙ্গাধর কবিরাজ)

উপরি-উক্ত কোনপ্রকার ব্যবস্থায় যদি বিষম জ্বর আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ তিনটীর যে কোন একটী প্রয়োগ করা উচিত।

(১) রসপর্পটী ২ রতি মাত্রায়—প্রাতে—শোধিত হিং ১ রতি, জীরাবাটা ২ রতি ও মধু সহ প্রযোজ্য এবং পর্পটী সেবনকালীন নিয়ম অনুসারে পথ্যাদি পালনীয়।

গঙ্গানাথ সেন ও সীতানাথ সেন, হারাণ চক্রবর্ত্তী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ইহা ব্যবহার করিতেন।

(২) দগ্ধ হরিতাল ২ রতি মাত্রা—প্রাতে মধু সহ।

(৩) গন্ধক-কজ্জলী ১ রতি মাত্রায়—প্রাতে—শেফালী পাতার রস ও মধু সহ খাইয়া পরে দার্ব্বাদি পাচন সেব্য।

বিষমজ্বরে বায়ুবৃদ্ধি বেশী থাকিলে এবং শরীরের ক্ষয় থাকিলে, উপর্যুক্ত নিয়মে পর্পটী ব্যবহার করা উচিত।

বিরামবিহীন বিষম জ্বর ছাড়াইবার জন্য—

(১) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস ১ রতি ও মকরধ্বজ ১ রতি—দিবসে তিনবার- কৃষ্ণজীরা চূর্ণ বা আদার রস ও মধু সহ।

বিষমজ্বরে পথ্যাদি—টাট্‌কা খৈ, মুগ যুষ, মসুরের যুষ, সুজীর রুটী, খৈ মণ্ড, বেদানা, ডালিম, খেজুর, কিস্‌মিস্।

জ্বর বিরাম হইলে—ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, ডুমুর, মোচার তরকারী, পটোল, কচি বেগুন, সুজীর রুটী; দিনে ভাত, রাত্রে সুজীর রুটী। কচি মাংসের ঝোলও দেওয়া চলে।

পারদঘটিত ঔষধ সেবনকালে কলা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্য সময় কাঁচাকলা একটী পুষ্টিকর খাদ্য।

আরোগ্যের পর কিছুদিন "সংপুটিত লৌহ" ২ রতি মাত্রায়, আদার রস ও মধু বা ঘৃত মধু বা উষ্ণ দুগ্ধ ও মধু সহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

জীর্ণজ্বর চিকিৎসা।

"জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ হন্তি মানবম্॥"

অর্থাৎ,—"জীর্ণজ্বরে কফ ক্ষীণ হইলে, দুগ্ধ পান অমৃতের ন্যায় কাজ করে কিন্তু তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান বিষবৎ।"

"যথা প্রজ্বলিতং বেশ্ম পরিষিঞ্চন্তি বারিণা।
নরাঃ শান্তিমভিপ্রেত্য তথা জীর্ণজ্বরে ঘৃতম্॥
স্নেহাদ্বাতং শময়তি শৈত্যাৎ পিত্তং নিযচ্ছতি।
ঘৃতং তুল্যগুণং দোষং সংস্কারাত্তু জয়েৎ কফং॥
নান্যঃ স্নেহস্তথা কশ্চিৎ সংস্কারমনুবর্ত্ততে।
যথা সর্পিরতঃ সর্পিঃ সর্ব্বস্নেহোত্তমং মতম্॥"

অর্থাৎ,—"মানবগণ প্রজ্বলিত গৃহকে যেমন জলসেচন দ্বারা রক্ষা করে, তদ্রূপ

জীর্ণজ্বরে ঘৃত ব্যবস্থা করতঃ তাহার উপশম করিয়া থাকে। ঘৃতে স্নেহ আছে বলিয়া উহার দ্বারা বায়ুনাশ হয়, ঘৃতের শৈত্যগুণপ্রযুক্ত উহা দ্বারা পিত্ত নিবারিত হয় এবং তুল্যগুণসম্পন্ন হইলেও দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগবশতঃ উহা দ্বারা কফ-নাশ হইয়া থাকে। ঘৃতের ন্যায় অপর কোন স্নেহ সংস্কারের অনুবর্তী হয় না অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের সংযোগে গুণবিশিষ্ট হয় না; এ কারণ ঘৃতকে সমুদয় স্নেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।"

প্লীহাযকৃৎসংযুক্ত জীর্ণজ্বরে কয়েকটী ফলপ্রদ ব্যবস্থাপত্র

(১)

(১) সুদর্শনচূর্ণ (বিবেচনামত মাত্রা ৴০ আনা হইতে ৷৹ আধ তোলা)—প্রাতে—শেফালী পাতার রস ও মধু সহ।

(২) অভয়া-লবণ (মাত্রা ৴০ আনা হইতে ৷৹ তোলা)—বেলা ১০টায়—দধিমস্তু বা লেবুর রস বা গরম জল সহ।

(৩) রোহিতকারিষ্ট—দুই বেলা আহারান্তে ৪ ড্রাম মাত্রায় সমপরিমাণ শীতল জল সহ।

(৪) অবিপত্তিকরচূর্ণ (মাত্রা ৴০ আনা হইতে ৷৹ তোলা)—বৈকালে—লেবুর রস ও মধু সহ।

(৫) সিদ্ধ মকরধ্বজ (মাত্রা সিকি রত্তি)—সন্ধ্যায়—কালমেঘের রস ও মধু সহ সেব্য।

(২)

(১) অয়নাগমণ্ডুরচূর্ণ (মাত্রা ৴০ আনা হইতে ৷৹ তোলা)—প্রাতে—শেফালী পাতার রস ও মধু সহ।

(২) বৃঃ লোকনাথ রস—বেলা ১০টায়—আদার রস ও মধু সহ (মাত্রা ২ রত্তি)।

(৩) লৌহাসব—দুই বেলা আহারান্তে ৪ ড্রাম করিয়া সমপরিমাণ শীতল জল সহ।

(৪) ভূঙ্গপাক বটিকা—বেলা ৩টায়- লেবুর রস ও মধু সহ।

(৫) জীবানন্দাভ্র—সন্ধ্যায়—কৃষ্ণ জীরাচূর্ণ ও মধু সহ।

(৩)

(১) মৃত্যুঞ্জয়রস—প্রাতে—রসোনের রস ও মধু সহ। পরে দার্ব্বাদি পাচন সেব্য।

(২) অমৃতারিষ্ট—দুই বেলা আহারান্তে সমপরিমাণ শীতল জল সহ ৪ ড্রাম মাত্রায়।

(৩) শ্রীজয়মঙ্গল রস—সন্ধ্যায়—কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও মধু সহ।

(৪)

(১) জীর্ণজ্বরকুঠার—প্রাতে—পুরাতন গুড়, জীরাচূর্ণ ৵৹ আনা ও মধু সহ। পরে দাক্ষাদি পাচন সেব্য।

(২) ভাস্কর লবণ—বেলা ১টায়—লেবুর রস সহ।

(৩) ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস—বেলা ৪টায়—পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ।

জীর্ণজ্বরে "পঞ্চামৃত পর্পটী" বা "স্বর্ণ পর্পটী" উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহাযকৃৎসংযুক্ত জীর্ণজ্বরের পর্পটী সেবনের নিয়ম অনুসারে পর্পটী প্রয়োগ করিতে হয়।

জীর্ণজ্বরে যদি গাত্রচর্ম্ম রুক্ষতা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, "জ্বরভৈরব তৈল" সমস্ত গাত্রে মাখাইতে হইবে।

জীর্ণজ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতায়—অভ্রভস্ম ১ রতি ও লৌহভস্ম ১ রতি, আদার রস ও মধু সহ খাইয়া গুলঞ্চ ও কট্‌কীর পাচন খাওয়া উচিত।

জীর্ণজ্বরে বলহীনতায় যদি রোগী খুব ক্ষীণ হইয়া যায় তাহা হইলে, "স্বর্ণ-পর্পটী" বা "রসপর্পটী" প্রয়োগ করা উচিত।

জ্বরের উপসর্গাদির চিকিৎসা।

বমি—জ্বরের বমি উপসর্গে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিবেচনামত প্রয়োগ করা উচিত :—

(১) গুলঞ্চের শীতকষায় মধু ও চিনি সহ প্রযোজ্য।

(২) অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত অশ্বত্থছাল ডাবের জল বা শীতল জল সহ প্রযোজ্য।

(৩) রসসিন্দুর—মধু সহ মর্দ্দন করিয়া ধনেমৌরী ভিজান জল বা ক্ষেৎপাপড়া ভিজান জল বা ত্রিফলা ভিজান জল বা বড় এলাচ চূর্ণ ও কমলা লেবুর খোসা চূর্ণ সহ প্রযোজ্য।

(৪) প্রবাল ভস্ম—২ রতি মাত্রায়, মধু ও ডাবের জল বা দুগ্ধ সহ প্রযোজ্য।

(৫) বজ্রক্ষার ও শ্বেতচূর্ণ ।৵০ আনা মাত্রায় লইয়া, লেবুর রস বা ধনে মৌরী ভিজান জল সহ প্রযোজ্য।

অত্যধিক ঘর্ম্ম—ইহাতে আবীর সর্ব্বাঙ্গে মাখানো কর্ত্তব্য এবং ডাবের জল ও শীতল দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত।

হিমাঙ্গ অবস্থায়—নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য :—

(১) শুঁঠচূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশাইয়া ও গরম করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিয়া পরে বালুকার স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

(২) কস্তুরীভৈরব রস ১ বটী—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

(৩) "সিদ্ধ মকরধ্বজ" বা "ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ" এর সহিত উৎকৃষ্ট মৃগনাভি সিকি রতি মিশ্রিত করিয়া, আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

হিক্কা (১) সরিষার তৈল মাখাইয়া নোনতা মুড়ি ভিজান জল প্রযোজ্য।

(২) সৈন্ধবলবণযুক্ত আদার কুচি প্রয়োগ করিলে অতি উগ্র হিক্কা নিবারিত হয়।

(৩) কৃষ্ণচতুর্মুখ রস—বহেড়াচূর্ণ /০ আনা ও মধু সহ।

(৪) প্রবালভস্ম ৪ রতি—ডাবের জল ও মধু বা দুগ্ধ ও মধু সহ প্রযোজ্য।

(৫) রসসিন্দূর—মধু এবং খেজুর গাছের মাথির রস বা তালের মাথির রস সহ প্রযোজ্য।

শ্বাসকষ্টে—(১) শ্বাসকুঠার রস—কুড়চূর্ণ /০ আনা ও মধু সহ।

(২) কনকাসব—কিছু খাইবার পর ৪ ড্রাম মাত্রায় সমপরিমাণ ঠাণ্ডা জল সহ।

(৩) ভার্গী গুড় বা ভার্গী শর্করা—ঈষদুষ্ণ দুধ বা জল সহ প্রযোজ্য।

প্রবল শ্বাসকষ্টে নিম্নবর্ণিত পাচন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত

দুরালভা, বহেড়া, বচ, কুড়, আকরকরা হরীতকী, বামুনহাটী, বাসক, কণ্টকারী, পিপুল, তুলসীমঞ্জরী, শটি, কৃষ্ণধুস্তুর মূল, এইগুলি প্রত্যেকটী ৵১০ আনা ওজনে লইয়া একসঙ্গে /॥০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিতে করিতে /৵০ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই /৵০ পোয়া পাচন প্রয়োগ করিতে হইবে। এই পাচন প্রয়োগ করিলে প্রবল শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণা সত্বর লাঘব হয়। এই পাচনের সহিত ।০ আনা সৈন্ধব লবণ এবং এক রতি ঘৃতভর্জ্জিত হিং মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

শ্বাসকষ্ট উগ্র না হইলে উক্ত পাচন কৃষ্ণধুস্তুরমূল বাদ দিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য এবং দুর্ব্বল রোগীকে /৵০ পোয়া না দিয়া মাত্র //০ এক ছটাক খাইতে দেওয়া উচিত।

শ্বাসকষ্টে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বুকে পুরাতন ঘৃতের মালিশ উপকারী।

উগ্রশ্বাসে—তাম্রপর্পটী বা লৌহপর্পটী, ১ রতি বা ২ রতি মাত্রায়, আদার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

কাসে—(১) কণ্টকারী ও বাসকছালের কাথে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রযোজ্য।

(২) ব্যাঘ্রীঘৃত বা কংসহরীতকী বা ভৃগুহরীতকী—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ প্রযোজ্য

অত্যধিক শ্লেষ্মানির্গমে—মধু সহ শৃঙ্গাদি চূর্ণ বা কট্‌ফলাদি চূর্ণ বা তালিশাদি চূর্ণ বা শীতোপলাদি চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত।

ঘর্ঘর শব্দসহ কাসি হয় অথচ শ্লেষ্মা নির্গত হয় না এমতাবস্থায়—মহাকালেশ্বর রস—আদার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

শ্বাসযুক্ত কাসে—কাসসংহারভৈরব—মধু সহ প্রযোজ্য। এই ঔষধের পর শুঁঠ, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, মুতা, বামুনহাটী, শটী, কুড়, ইহাদের কাথ খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রতিশ্যায়, অরুচি, শিরঃপীড়া, অঙ্গমর্দ্দ, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা, আধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিসার, রক্তাতিসার, রক্তভেদ ও বমি, রক্তপ্রস্রাব, রক্তহীনতা, পিপাসা ও দাহযুক্ত যে কাসি, তাহা যদি উপরি-উক্ত ঔষধে উপশম না হয় তাহা হইলে বসন্ততিলকরস—আদার রস ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বংশলোচন চূর্ণ /০ আনা ও মধু সহ প্রয়োগ করা উচিত।

স্বরভঙ্গে—বিচারপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা উচিত।

(১) রসসিন্দুর ১ রতি—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু সহ।

(২) ত্র্যম্বকাভ্ররস—শুঁঠচূর্ণ /০ আনা ও চিনি সহ।

(৩) সারস্বতারিষ্ট—৪ ড্রাম মাত্রায় দুই বেলা আহারের পর সমপরিমাণ শীতল জল সহ।

(৪) কল্যাণাবলেহ—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ

(৫) শোধিতগন্ধক /০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায়- গব্যঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দুর্নিবার স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

(৬) ব্রাহ্মীঘৃত ½ তোলা মাত্রায়—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ।

(৭) গোলমরিচ, তেজপাতা, লবঙ্গ ও মিছরীর কাথ পান।

(৮) মৃগনাভি ½ রতি, বংশলোচনচূর্ণ ২ রতি, ছোটএলাচচূর্ণ ২ রতি, লবঙ্গচূর্ণ ২ রতি এবং মকরধ্বজ ½ রতি একত্রে মধুসহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে দুর্নিবার স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

(৯) উষ্ণ গব্যঘৃত পান করিয়া উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

প্রতিশ্যায়—মহালক্ষ্মীবিলাস রস—আদার রস ও মধু সহ খাইয়া পরে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষিপ্ত দশমূল পাচন পান করিলে, প্রতিশ্যায় নিবারিত হয়।

শিরঃপীড়া—এই উপসর্গে প্রথমে জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য (যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে)। জোলাপের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস" বা "ইচ্ছাভেদী রস" চিনির জল ও মধু সহ দেওয়া যাইতে পারে।

বমনের জন্য—বমনকারক "শোধিত তাম্রভস্ম" ২ রতি মাত্রায় মধুসহ প্রযোজ্য। ইহাতে বমন ও বাহ্য উভয়ই হইবে।

(১) নস্য—ষড়বিন্দু তৈল তিন ফোঁটা করিয়া প্রতি নাকে নস্য লইলে দুর্দ্দান্ত শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

(২) সমপরিমাণে যষ্টিমধু ও মিঠাবিষ লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া উহার একবটী মাত্র দিনে একবার প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে উৎকট শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। ইহা বেশী মাত্রায় বা বেশী বার খাওয়ান উচিত নহে। তাহা হইলে, রক্তপাত হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। (অমৃত কবিরাজ)

(৩) আকন্দের আঠা, কর্পূর, শুদ্ধ ঘৃত বা পুরাতন ঘৃত ও মধু ইহাদের নস্য খুব অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিলে শির.পীড়া আরোগ্য হয়।

(৪) মস্তকে দশমূল তৈল বা মধ্যমনারায়ণ তৈল বা বিষ্ণু তৈল মালিশ এবং ইহাদের নস্য লইলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

(৫) পিত্তাধিক্যজনিত শিরঃপীড়ায়—মস্তক মুণ্ডন করিয়া "পঞ্চতিক্ত ঘৃত" মস্তকে মালিশ করিতে হয়। (শ্যামাদাস কবিরাজ)

(৬) পাদদ্বয় উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখিলেও শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

শাস্ত্রীয় মুষ্টিফল ঔষধ যথা,—

(১) বৃঃ বাতচিন্তামণি—জটামাংসী ভিজান জল ও মধু সহ।

(২) রসরাজরস—দুধ, চিনি ও মধু বা শীতল জল ও মধু সহ।

(৩) যোগেন্দ্ররস—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু বা শতমূলীর রস ও মধু সহ।

(৪) মহালক্ষ্মীবিলাসরস—আদার রস ও মধু সহ।

শিরোঘূর্ণন—তলপেটে, মস্তকে ও হৃদয়প্রদেশে মধ্যমনারায়ণ তৈলের মালিশ এবং ষড়বিন্দুতৈলের নস্য গ্রহণ হিতকর।

খাওয়াইবার ঔষধ যথা,—

(১) মূর্চ্ছান্তকরস—শতমূলীর রস ও মধু সহ।

(২) কৃষ্ণচতুর্মুখ—ত্রিফলাভিজান জল ও মধু সহ।

(৩) রসসিন্দুর (২ রতি) চাউলধোয়া জল ও মধু সহ।

মূর্চ্ছা—(১) গোলমরিচ বা লবঙ্গ পোড়াইয়া তাহার ধূম বা ঘৃতভর্জ্জিত হিং নাকের নিকট ধরিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

(২) অষ্টাঙ্গধূপ ঘরে জ্বালাইয়া রাখিলে মূর্চ্ছায় উপকার হয়।

(৩) মূর্চ্ছান্তকরস—শতমূলীর রস, দুধ, চিনি ও মধু সহ সেব্য।

(৪) চতুর্ভুজ রস—ব্রাহ্মীশাকের রস, কুড়চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য।

আধ্মান—(১) মকরধ্বজ, বজ্রক্ষার ও হিং, একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জল ও মধু সহ সেব্য।

(২) মকরধ্বজ, শঙ্খচূর্ণ ও ঘৃতভর্জ্জিত হিং—শীতল জল সহ।

যদি আধ্মানসহ পেটে বেদনা থাকে তাহা হইলে,

(১) শঙ্খভস্ম ও হিং—লেবুর রস সহ সেব্য।

(২) হিঙ্গাষ্টকচূর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ বা শঙ্খাদিচূর্ণ—গরম জল সহ সেব্য।

(৩) এরণ্ডতৈল পেটে মালিশ করিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা—(১) সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস—চিনির জল ও মধু সহ।

(২) ইচ্ছাভেদীরস—চিনির জল ও মধু সহ প্রযোজ্য।

ভেদ বেশী হইলে ডাবের জল বা ঘোল পান করিলে, ভেদ বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৩) হরীতকী ১ তোলা, সোনাপাতা ।৹ আধ তোলা এবং কিস্মিস্ ।৹ তোলা, ইহাদের কাথ কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী।

অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে,—হরীতকী, মনক্কা, বহেড়া, সোনাপাতা, তেউড়ী, দন্তী, কটুকী, শুঁঠ, সোঁদাল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথ সেব্য। ইহাতে উদরশূল, কোষ্ঠবদ্ধতা ও আধ্মানএর শান্তি হইয়া থাকে।

অতিসারে—(১) সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস—জীরাচূর্ণ /৹ আনা ও মধু সহ।
(২) মহাগন্ধক—জীরাচূর্ণ /৹ আনা ও মধু সহ।

রক্তাতিসারে—(১) কর্পূররস—১ বড়ী করিয়া দিবস দুইবার—ডালিম, কুকুরশোঁকা পাতা, মুথা, কচি বাবলা পাতা, এরণ্ডমূল, ইহাদের যে কোনটার রস ও মধু সহ সেব্য।

(২) গন্ধক-কজ্জলী—ছাগদুগ্ধ ও মধু সহ দিবসে একবার—মাত্রা অবস্থানুসারে সিকি রতি হইতে ১ রতি।

(৩) রসপর্পটী বা স্বর্ণপর্পটী ২ রতি মাত্রায়—জীরাচূর্ণ ও মধু সহ। অথবা ছাগদুগ্ধ বা মুথা বা আমলকীর রস ও মধু সহ। এইগুলি ছাড়াও গঙ্গাধর রস, জাতিফল বটী, প্রবাহকপাট এবং বৃঃ কর্পূর রস এই ঔষধগুলি উপকারী।

রক্তাতিসারে আয়াপানের রস, ডালিমের রস কুকুরশোঁকা পাতার রস, ছাগীদুগ্ধ, বেলশুঁঠ যবা রক্তচন্দন, যষ্টিমধু বা শ্বেতধুনাচূর্ণ প্রভৃতি অনুপান হিতকর।

রক্তাতিসারে নিম্নের পাচন দুইটী উপকারী—

(১) কুড়চি ও কচি ডালিমের কাথ।

(২) কুড়চি, ডালিম, মুথা আকনাদি আতইচ, ইন্দ্রযব মোচরস ধাইফুল, বেলশুঁঠ, লোধ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের কাথ।

অহিফেনাসব—৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় শীতল জল সহ খাওয়াইলে অতি দুর্জ্জয় রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

রক্তভেদে—কর্পূররস, কেদারেশ্বর রস, মহাগন্ধক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, এই

জারিনী ঔষধ আয়াপান, কুকুরশোঁকা পাতা, দূর্ব্বা, ডালিম এবং বাবলাপাতার রস, ইহাদের যে কোন অনুপানযোগে হিতকর।

রক্তবমিতে—নিম্নের পাচনগুলি রক্তবমিতে বিশেষ উপকারী।

(১) রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর কাথ।

(২) বাসকছাল, মনক্কা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও এই উপসর্গে হিতকর।

(১) এলাদিগুড়িকা (২) রক্তপিত্তান্তক রস (৩) শোণিতার্গল (রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ) (৪) প্রবালপঞ্চক (যামিনীভূষণ) (৫) বৃঃ চিন্তামণি (গঙ্গাপ্রসাদ) (৬) পঞ্চামৃতলৌহ (রমানাথ) এবং (৭) মহারস (ভূদেব)।

নিম্নলিখিত অনুপানযোগে উপরি-উক্ত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ রক্তবমন নিবারিত হয়।

(১) থোড়ের রস (গঙ্গাধর কবিরাজ) (২) আয়াপানের রস (শ্রীচরণ কবিরাজ) (৩) গাঁদাপাতার রস (রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ) ৪) কুকুরশোঁকা পাতার রস (৫) ডালিমের রস (৬) কুড়্চির রস (৭) কচি বাব্লাপাতার রস ও (৮) পলতার রস।

"শোধিত ভিজুন" ২ রতি মাত্রায়, পলতার রস, চিনি ও মধু সহ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার রক্তবমন নিবারিত হয়।

রক্তপ্রস্রাব—(১) বৃঃ চিন্তামণি রস-তৃণপঞ্চমূলের কাথ সহ সেবন করাইলে রক্তপ্রস্রাব বন্ধ হয়।

(২) বঙ্গভস্ম+স্বল্প পূর্ণচন্দ্ররস (শ্যামাদাস কবিরাজ)—এই যোগ শ্বেতচন্দন ঘষা, গোক্ষুর ভিজান জল, থোড়ের রস, কেঁদুরীমূলের রস (গোপীনাথ কবিরাজ), কৃষ্ণতিল ভিজান জল, ইহাদের যে কোনটী ও মধু যোগে সেবন করাইলে রক্তপ্রস্রাব নিবারিত হয়।

(৩) আমলকী ও সোরা সমভাগে লইয়া বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে রক্তপ্রস্রাব বন্ধ হয়।

(৪) রক্তচতুর্ম্মুখ রস—শতমূলীর রস, দুগ্ধ, চিনি ও মধু সহ সেবন করাইলে রক্তপ্রস্রাব বন্ধ হয়। ইহা ভূমিকুষ্মাণ্ড রস সহও দিতে পারা যায়।

সংজ্ঞাহীনতায়—(১) রোগীর গৃহে অষ্টাঙ্গ ধূপ পোড়াইলে রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে।

(২) "কুন্দবধূ নস্য" প্রয়োগে রোগীর অচিরাৎ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে।

(৩) "বৃঃ কস্তুরীভৈরব রস" বা "চতুর্ভুজ রস"—মধু সহ সেবন করাইলে রোগীর সংজ্ঞাহীনতা দূরীভূত হয়।

সংজ্ঞাহীনতায় রোগীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে হইলে—বৃঃ সূচিকাভরণ রস" মধু সহ প্রয়োগ করা উচিত। তাহার পর নিয়মানুযায়ী শীতল প্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য

পিপাসায়—পেটে সঞ্চিত অম্ল ও পিত্ত থাকিলে পিপাসা হয়। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি পিপাসার শান্তি করে।

(১) ষড়ঙ্গপানীয় পিপাসা শান্তির পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(২) সুধানিধি রস—ধনেমৌরী ভিজান জল ও মধু সহ সেবন করাইলে পিপাসার শান্তি হয়।

(৩) রসসিন্দূর ২ রতি মাত্রায়,—মধু সহ সেবন করাইয়া পরে রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেণামূল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও ক্ষেতপাপড়া (অভাবে পদ্মরেণু), ইহাদের কাথ পান করাইলে পিপাসার শান্তি হয়।

দাহে—দাহের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিকিৎসা বমন ও বিরেচন।

(১) সুধানিধিরস—ক্ষেতপাপড়া ভিজান জল ও মধু সহ সেবন করাইয়া পরে চন্দনাদি কষায় পান করাইলে দাহ নিবারিত হয়।

(২) তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায়,—আদার রস ও মধু সহ সেবন করাইলে দাহ নিবারিত হয়।

যদি কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে তবে;—

(১) ইচ্ছাভেদীরস—চিনির জল সহ সেবন করাইলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া দাহ নিবারিত হয়।

অরুচি—(১) সৈন্ধব লবণ সহ আদার রসের কুলকুচি করিলে অরুচি নষ্ট হয়।

(২) আদার কুচি, সৈন্ধব লবণ ও লেবুর রস সহ চিবাইয়া খাইলে অরুচি নষ্ট হয়।

(৩) পুরাতন তেঁতুল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া দাঁত মাজিলে অরুচি নষ্ট হয়।

(৪) কলহংস, যমানীষাড়ব, ভাস্করলবণ, আম্রামকাঞ্জিক, শার্দ্দূলকাঞ্জিক, ক্ষুদ্রপাক বটী, ক্ষুধাবতী বটী, অবিপত্তিকরচূর্ণ, এই সকল ঔষধ আদার রস, লেবুর রস, ঘোল, শুঁঠচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, ডালিমের রস ও দধি, এই সকল অনুপান সংযোগে প্রয়োগ করিলে দুর্জ্জয় অরুচি নষ্ট নয়।

(৫) সৈন্ধবলবণ, গোলমরিচচূর্ণ ও চিনি সহ বাতাবিলেবুর কেশর বা রস অরুচি নাশ করে।

নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি পথ্য হিসাবে গ্রহণ করিলে অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

কাগজীলেবু বা পাতিলেবুর আচার, আমের আচার, আমসত্ত্ব, ডাঁসা আমের আমচুর, কৈ মাছের চচ্চড়ি মাগুর মাছের ঝোল বা অম্বল, জীরাভাজাচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, লেবুর রস, চিনিমিশ্রিত ঘোল বা তক্র, পটোল ও পেঁপের তরকারী, পোনামাছ ভাজা, আলু ও উচ্ছের একত্র সিদ্ধ, আলু, উচ্ছে ও পটোলের তরকারী, ওলসিদ্ধ, পুরাতন তেঁতুল সরিষাবাটা সহ, গাওয়া ঘি সহ পাঁঠার মেটুলী ও আলুর ঝোল বা তরকারী—এই সকল পথ্য অরুচিনাশক। মশুরী ডালের সহিত সাগুর খিচুড়ি, মশুরী ও মুগের খিচুড়ি, বেগুন, আলু, পটোল ইত্যাদি সহ পোনামাছের ঝাল এবং কমলালেবুর রস, এইগুলিও রুচিকর পথ্য।

জ্বরবিচ্ছেদে দোষের সম্পূর্ণ পরিপাক হইয়া গেলে উক্ত খাদ্যসকলে কোনরূপ বিপরীত ফল হইবে না।

অঙ্গমর্দ্দ—বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। বালি ভাজিয়া রুক্ষ স্বেদ দিলেও অঙ্গমর্দ্দে উপকার হয়।

"রামবাণরস"—আদার রস ও মধু সহ অঙ্গমর্দ্দের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

"মহালক্ষ্মীবিলাস রস" ও "বাতগজাঙ্কুশ"—এরণ্ডমূলের রস ও মধু সহ সেবন করাইলে অর্দ্ধার্দ্ধ দূরীভূত হয়।

"কস্তূরীভৈরব রস"—আদার রস ও মধু সহ ইহাতে উপকারী।

কটিবাত—(১) আমবাতারি বটিকা—এরণ্ডতৈল ও গরম জল সহ বা শুঁঠচূর্ণ ও গরম জল সহ সেবনে কটিবাত আরোগ্য হয়।

(২) উষ্ণজলের বোতল দ্বারা স্বেদ দিলেও কটিবাত নিবারিত হয়।

জ্বরচিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ অনুসারে প্রথমে জোলাপ দিয়া চিকিৎসা করা হয় না। জ্বর আক্রমণের পর এক সপ্তাহকাল কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা অধিককাল গত হইলে পর জোলাপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের আমাবস্থায় জোলাপ দিলে রোগ আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। কিছুদিন পরে রোগের পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে। জ্বরের আমাবস্থা কমিয়া যাওয়ার পর জোলাপ দিয়া রোগ সারাইবার ব্যবস্থা করিলে আমাদি দোষের সম্পূর্ণ পরিপাক হেতু জ্বরের পুনরাক্রমণ হয় না।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা।

"ন চৈকান্তে ন নির্দ্দিষ্টে তত্রাভিনিবিশেদ্বুধঃ।
স্বয়মপ্যত্র বৈদ্যেন তর্ক্যং বুদ্ধিমতা ভবেৎ॥
উৎপদ্যেত হি সাবস্থা দেশকালবলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম কার্য্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
ছর্দ্দিহৃদ্রোগগুল্মার্ত্তে বমনং স্বে চিকিৎসিতে।
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দ্দিষ্টাং কুষ্ঠিণাং বস্তিকর্ম্ম চ॥
তস্মাৎ সত্যপি নির্দ্দিষ্টে কুর্য্যাদূহং স্বয়ং ধিয়া।
বিনা তর্কেণ যা সিদ্ধির্যদৃচ্ছাসিদ্ধিরেব সা॥" ইতি—বৃন্দ-সিদ্ধিযোগ

অর্থাৎ,—"যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল চিকিৎসক সেই সমস্ত নিয়মের প্রতি

একান্ত নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধিও চালনা করিবেন এবং কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তনযোগ্য বিবেচনা করিলে পরিবর্ত্তন করিবেন। দেশ কাল ও বল সম্বন্ধে কখনও কখনও এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয়, যে অবস্থায় অকর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য হয় এবং কর্ত্তব্যও অকর্ত্তব্য হইয়া থাকে। বমিরোগ, হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগে বমন নিষিদ্ধ হইলেও উহাদের চিকিৎসায় অবস্থানুসারে বমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুষ্ঠরোগে বস্তিকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থাবিশেষে তাহাও বিধেয় বলা হইয়াছে। অতএব নিয়মসকল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও নিজের বুদ্ধির চালনা করিয়া নূতন উদ্ভাবন করিতে হইবে। তর্ক না করিয়া যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়, তাহা যদৃচ্ছালব্ধ কৃতকার্য্যতা।"

জ্বরাতিসারে প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। ২।১ দিনের লঙ্ঘনের পর উপসর্গসকল অনেক কমিয়া যায়। জ্বরাতিসারের প্রথম অবস্থায় "মৃতসঞ্জীবনী বটী" শীতল জল সহ প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। "সিদ্ধপ্রাণেশ্বর"ই জ্বরাতিসারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দ্দিকাসিসংযুক্ত জ্বরাতিসারে "আনন্দভৈরব" দেওয়া উচিত। অতি প্রবল জ্বরাতিসারে—বৃহৎ কনকসুন্দর রস এবং হ্রীবেরাদি পাচন ও নাগরাদি পাচন দেওয়া কর্ত্তব্য।

গুলঞ্চ, ধনে, বেণামূল, শুঁঠ, বালা, ক্ষেৎপাপড়া, বেলছাল, আতইচ, আকনাদি, রক্তচন্দন, কুড়চি, চিরতা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করাইলে জ্বরাতিসারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

জ্বরাতিসারের পথ্য—মুতাসিদ্ধ ছাগীদুগ্ধ, শটী ও ছাগীদুগ্ধ, ডালিম, ছানার জল, ডাব, বার্লি, শিঙ্গী ও মাগুর মাছের ঝোল, পোড়ের ভাত ও ঝোল।

অতিসার চিকিৎসা

"চণ্ডঃ সাহসিকো ভীরুঃ কৃতঘ্নো ব্যগ্র এব চ।
সবৈদ্যনৃপতিদ্বেষ্টা তদ্দিষ্টঃ শোকপীড়িতঃ॥
য দৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী বৈদ্যাভিমানী চ শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ॥

ক্রিয়ামবিধেয়শ্চ নোপক্রম্যা ভিষগ্বিদা।
এতানুপচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥" ইতি চরকে।

"ক্রোধী, দুশ্চেষ্টাকারী, ভীরু, কৃতঘ্ন, ব্যগ্র, সদ্বৈদ্য ও নৃপতির বিদ্বেষ্টা ও বিদ্বিষ্ট, শোকপীড়িত, যথেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, উপকরণবিহীন, বৈরী, বৈদ্যাভিমানী, শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত ও বৈদ্যবিধির অপালনকারী ব্যক্তি চিকিৎসার যোগ্য নহে। এইসকল লোককে চিকিৎসা করিলে বৈদ্যের বহুদোষ ঘটিয়া থাকে।"

অতিসারে আমের পক্কাপক্ক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

আমের অপক্ক অবস্থায় উপবাসই শ্রেষ্ঠ; এবং উপবাসের পর আমপাচক ঔষধ ও লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতিসারের প্রথমে কখনও ধারক ঔষধ দিতে নাই। কারণ, অকস্মাৎ ধারক ঔষধ প্রয়োগে মলবিবদ্ধতা আনয়ন করিতে পারে এবং মলবিবদ্ধতায় বহু রোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

রোগী দুর্ব্বল, শিশু অথবা বৃদ্ধ হইলে তাহাকে, অতিসারের বেগ বন্ধ করে এবং দোষ ও আমের পরিপাক করে এইরূপ ধারক ঔষধ প্রথমে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ রোগী উপবাস বেশী সহ্য করিতে পারে না।

বাব্‌লা পাতার রস বা কুড়্‌চি ছালের রস ১ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় মধু সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয়।

আমপাতা, জামপাতা ও আমলকী পাতার রস মধু, ঘৃত ও ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রবল রক্তাতিসারও আরোগ্য হয়।

পুটপাক রস—সদ্যগৃহীত কুড়্‌চির ছাল চালধোয়া জলে পেষণ করিয়া এক পল মাত্রায় গ্রহণ করিয়া পরে উহা জামপাতায় বেষ্টনপূর্ব্বক ময়দার লেপ দিতে হইবে। পরে উক্ত ময়দার প্রলেপের উপর পুনরায় মাটীর লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইতে হইবে। মাটি যখন লালবর্ণ ধারণ করিবে তখন উহা বাহির করিয়া লইতে হইবে। এই পুটপক্ক কুড়্‌চির ছাল মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার আরোগ্য হয়।

একটী গোটা পাকা ডালিম পুটপাক করিয়া মধু সহ সেবন করিলেও সর্ব্ব-প্রকার অতিসার আরোগ্য হয়।

অতিসারে পাচন—(১) ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, আতইচ, বেলশুঁঠ, মুতা ও বালা, ইহাদের ক্বাথ সেবনে আমরক্ত সংযুক্ত শূল ও অতিসার আরোগ্য হয়।

(২) কুড়্চিছাল, আতইচ, মুতা, বালা, লোধ, আকনাদি, ধাইফুল ও ডালিম, ইহাদের ক্বাথ মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার আরোগ্য হয়।

(৩) ধাইফুল, বেলশুঁঠ, লোধ, বালা, গজপিপুল, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করাইলে শিশুর সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয়।

(৪) কাঁচা কুড়্চি ১ তোলা ও কচি ডালিমের খোসা ১ তোলা, ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার অতিসারের একটী উৎকৃষ্ট পাচন। (গঙ্গাধর)।

অতিসারে চূর্ণ—(১) হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, বচ ও হিং, এইগুলি সমপরিমাণে মোট আধতোলা লইয়া উষ্ণজল সহ সেবন করিলে আমাতিসার আরোগ্য হয়।

(২) মুতা, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, লোধ, মোচরস ও ধাইফুল, ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে মোট অর্দ্ধতোলা লইয়া তক্র ও গুড়ের সহিত সেবন করিলে অতিসার ও প্রবাহিকা আরোগ্য হয়।

(৩) মুতা, শোণাছাল, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্চি, আমআঁটীর শাঁস, আতইচ ও লজ্জালু, এইগুলির চূর্ণ সমপরিমাণে মোট আধতোলা লইয়া মধু ও উষ্ণজল সহ সেবন করিলে প্রবাহিকা, সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী সত্বর প্রশমিত হয়। অতি প্রবল অতিসারও ইহাতে বন্ধ হয়। অতিসারে "কুটজাবলেহ" অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (রমানাথ)।

কুটজারিষ্ট বা বব্বুলারিষ্ট দুইবেলা আহারের পর সমপরিমাণ শীতল জল সহ এক কাঁচ্চা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতিসারে ভাল ফল পাওয়া যায়।

অনেক সময় অতিসার রোগীর গুহ্যপ্রদেশে ঘা হয়। ঐ ঘা ছাগদুগ্ধ ও চিনি সহ বা গুলঞ্চ ও যষ্টিমধুসিদ্ধ জলসহ ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

একমাস হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুদের অতিসারে মহাগন্ধক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস অধিকতর ফলপ্রদ ঔষধ; এবং ঐগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষেও বিশেষ কার্য্যকরী। অনুপান জীরাচূর্ণ ও মধু। (গঙ্গাপ্রসাদ)।

লোকনাথ রস অতিসারে একটী দৃষ্টফল মহৌষধ। ইহার অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনান্তে শুঁঠ, আতইচ্, দেবদারু, মুতা ও চৈ, এইগুলির পাচন সেব্য।

উপরি-উক্ত কোনপ্রকার ঔষধে অতিসার নিবারিত না হইলে,— কর্পূররস" —শীতল জলসহ বা "অহিফেনবটিকা" ঘোল বা শীতল জলসহ বা "জাতিফলাদিচূর্ণ" মুতার রস সহ প্রযোজ্য। ইহাতেও না কমিলে "অহিফেনাসব" প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অহিফেনাসব প্রত্যেকবারে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় দেওয়া উচিত এবং ইহা সেবনের পর শীতল জল সেবন করা কর্ত্তব্য।

এই অবস্থায় "বৃহৎ গগনসুন্দর রস"—বেলশুঁঠ ঘষা ও মধু সহ খাইয়া পরে আমছালের ক্বাথ বা ক্ষীরপাক পান করিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। আমজনিত অতিসারে দুর্ব্বার পেটবেদনা হইলে নাভির চতুর্দ্দিকে আমলকীবাটার আল দিয়া তন্মধ্যে আদার রস রাখিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

মুতা, মৌরী, যোয়ান ও ফট্‌কিরি চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া পেটে প্রলেপ দিলে অতিসারে পেটবেদনা দূরীভূত হয়। উপরি-উক্ত কোন ব্যবস্থায় অতিসার আরোগ্য না হইলে "রসপর্পটী" প্রয়োগ করা উচিত। তাহাও বিফল হইলে স্বর্ণপর্পটীতে অবশ্যই আরোগ্য হইবে।

পথ্য :—যব বার্লি, শটী, বেলপোড়া ও চিনি, মুতাসিদ্ধ ছাগীদুগ্ধ। মাঠে-চরা ছাগীর দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্য। বেলশুঁঠ সিদ্ধ গোদুগ্ধ, ঘুঁটের আগুনে প্রস্তুত শালি ধান্যের চাউলের ভাত, ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্যের ঝোল।

নিষিদ্ধ :—স্নান, ব্যায়াম, অগ্নিসন্তাপ, বিরুদ্ধভোজন ও অতিভোজন।

গ্রহণীরোগ চিকিৎসা।

"আয়ুর্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ॥
শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
রোগী স্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥
যদন্নং দেহধাত্বোজোবলবর্ণাদিপোষকম্।
তত্রাগ্নির্হেতুরাহারান্ন হ্যপক্বাদ্রসাদয়ঃ॥
অন্নমাদানকর্ম্মা তু প্রাণঃ কোষ্ঠং প্রকর্ষতি।
তদ্দ্রবৈর্ভিন্নসংঘাতং স্নেহেন মৃদুতাং গতম্॥
সমানেনাবধূতোঽগ্নিরুদর্য্যঃ পবনেন তু।
কালে ভুক্তং সমং সম্যক্ পচত্যায়ুর্বিবৃদ্ধয়ে॥
এবং রসমলায়ান্নমাশয়স্থমধঃস্থিতঃ।
পচত্যগ্নির্যথা স্থাল্যামোদনায়াম্বু তণ্ডুলম্॥
অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য ষড়্রসস্য প্রপাকতঃ।
মধুরাৎ প্রাক্ কফোদ্ভাবাৎ ফেনভূত উদীর্য্যতে॥
পরন্তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ।
আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছমুদীর্য্যতে॥
পক্বাশয়ন্তু প্রাপ্তস্য শোষ্যমাণস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিতপক্বস্য বায়ুঃ স্যাৎ কটুভাবতঃ॥
অন্নমিষ্টং হ্যপক্বমিষ্টৈর্গন্ধাদিভিঃ পৃথক।
দেহে প্রীণাতি গন্ধাদীন্ ঘ্রাণাদীনিন্দ্রিয়াণি চ॥
ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদান্ পচন্তি হি॥

যথাস্বং স্বঞ্চ পুষ্ণন্তি দেহদ্রব্যগুণাঃ পৃথক্।
পার্থিবাঃ পার্থিবানেব শেষাঃ শেষাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥
সপ্তভির্দেহধাতারো দ্বিবিধাশ্চ পুনঃপুনঃ।
যথাস্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্টপ্রসাদবৎ॥
রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্গর্ভঃ প্রজায়তে॥
রসাৎ স্তন্যং ততো রক্তমসৃজঃ কণ্ডরাঃ শিরাঃ।
মাংসাদ্বসাত্বচঃ ষট্ চ মেদসঃ স্নায়ুসম্ভবঃ॥" ইতি চরকে।

অর্থাৎ,—"আয়ুঃ, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, পুষ্টি, প্রভা, ওজঃ, তেজঃ, ক্ষুধা ও প্রাণ ইহারা সকলেই অগ্নিমূলক অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে মৃত্যু হয় এবং অগ্নি অক্ষুণ্ণ থাকিলে মানুষ নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবী হয়। অগ্নি বিকৃত হইলে মানুষ রোগী হয়। এইজন্য অগ্নিকেই মূল করিয়া থাকে। যে অন্ন দেহ, ধাতু, ওজঃ ও বলবর্ণাদির পোষক, অগ্নিই তাহার সেইরূপ হইবার হেতু। কেননা অগ্নি দ্বারা আহারের পাক না হইলে রসাদি ধাতুর আর উৎপত্তি হয় না। প্রাণবায়ুর প্রধান কর্ম্ম অন্ন গ্রহণ করা, প্রাণবায়ুই অন্নকে আমাশয়ে প্রবেশিত করে, অন্ন আমাশয়ে উপস্থিত হইলে ক্লেদন শ্লেষ্মাদ্বারা দ্রবীভূত ও ক্লেদন শ্লেষ্মার স্নেহাংশ দ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সমানবায়ুদ্বারা পাচকাগ্নি কম্পিত ও জ্বালিত হইয়া সেই অন্ন কে সময় পরিপাক করে। তাহাতেই আয়ুর বৃদ্ধি হয়। যেমন অধঃস্থিত অগ্নি স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুলকে অন্নরূপে পাক করে, সেইরূপ পাচকাগ্নি আমাশয়স্থ অন্নকে রস ও মলরূপ পরিণত করে। ভোজনমাত্র ছয়রসবিশিষ্ট অন্নের প্রথম পরিপাকেই মধুর রস হইতে ফেনভূত কফ উদ্গত হয়। পরে পচ্যমান অন্ন অম্লভাবে বিদগ্ধ হইয়া আমাশয় হইতে ক্ষরিত হইলে তাহা হইতে স্বচ্ছ পিত্ত উদ্গত হয়। তাহার পর অন্ন অগ্নি দ্বারা শুষ্ক হইয়া পক্কাশয়ে উপস্থিত এবং পরিপিণ্ডিত ও মলরূপে পরিণত হইলে তাহার কটুরস হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। মনঃপ্রিয় গন্ধাদির সহিত সুসম্পন্ন উৎকৃষ্ট অন্ন দেহে গন্ধাদির

উৎকর্ষ সাধন ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধন করে। পাঞ্চভৌতিক অন্নের পঞ্চপ্রকার উপাদান হইতে ভৌম্য, জলীয়, আগ্নেয়, বায়বীয় ও নাভস এই পাঁচপ্রকার পাচক উষ্মা উত্থিত হইয়া আহারের পঞ্চপ্রকার পার্থিবাদি গুণ পাক করিয়া থাকে, অর্থাৎ, আহারের ভৌম্য উষ্মা আহারের ভৌম্য অংশ পরিপাক করে ইত্যাদি। আবার আহারের ঐ সকল গুণ পরিপক্ক হইয়া পঞ্চভূতাত্মক শরীরের ঐ সকল গুণকে পরিপুষ্ট করে, অর্থাৎ, আহারের পার্থিব গুণ—গুরু, খর, কঠিন, মন্দ, স্থির, বিশদ, সান্দ্র ইত্যাদি—শরীরের ঐ ঐ পার্থিব গুণের বৃদ্ধি করে। এইরূপ আহারের জলীয় গুণ শরীরস্থ জলীয় গুণদিগকে পরিপুষ্ট করে ইত্যাদি। রসাদি সাতপ্রকার ধাতুও স্ব স্ব অগ্নিদ্বারা পাকপ্রাপ্ত হইয়া মল ও প্রসাদ ধাতুরূপে পরিণত হয়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। আবার রস হইতে স্তন্য, স্তন্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে কণ্ডরা ও শিরা, মাংস হইতে বসা ও সাতপ্রকার ত্বক্ ও মেদ হইতে স্নায়ুসকল উৎপন্ন হয়।"

গ্রহণীরোগ মহাব্যাধির মধ্যে পরিগণিত এবং দুশ্চিকিৎস্য। বাহ্যের পর অল্প অল্প আম যায় যাহাতে সেই আমকোষ্ঠনামক রোগও গ্রহণীর একটী প্রকার-ভেদ। এই আমকোষ্ঠও দুর্নিবার ব্যাধি।

শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ আমকোষ্ঠে বিশেষ কার্য্যকরী।

রসোন, শুঁঠ ও নিসিন্দামূলের কাথও আমকোষ্ঠ গ্রহণীতে উপকারী।

বাতজ গ্রহণীতে—শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে এবং শুঁঠ, ইহাদের কাথ সেবন করাইলে সুফল পাওয়া যায়।

পিত্তজ গ্রহণীতে—কটুকী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়চিছাল ও আতইচ, ইহাদের কাথ সেবন করাইলে প্রবল পিত্তজ গ্রহণীরোগ এবং তৎসহ গুহ্যশূল নিবারিত হয়।

কফজ গ্রহণীতে—গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতা, ইহাদের কাথ সেবন

করাইলে কফজ গ্রহণী প্রশমিত হয় এবং ইহা তরল মলের কাঠিন্যকারক, অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

গ্রহণী, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্যে "বার্ত্তাকুগুড়িকা" একটী দৃষ্টফল মহৌষধ।

"কামচারমণ্ডুর" নামক ঔষধ আমবাতজ গ্রহণী, শূল ও বাতের মহৌষধ।

মহাগঙ্গাধরচূর্ণ, বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ, বৃহৎলবঙ্গাদিচূর্ণ, গ্রহণীশার্দ্দূলচূর্ণ, জীরকাদি মোদক, কল্যাণগুড়, কামেশ্বর মোদক, অগ্নিকুমার মোদক, আয়ামকাঞ্জিক, তক্রারিষ্ট, পিপ্পল্যাদ্যাসব প্রভৃতি ঔষধ গ্রহণীরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

"চিত্রকাদিবটী"—গ্রহণীরোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা অগ্নির দীপ্তিকারক এবং আমের পাচক।

বাতজ গ্রহণীতে—গ্রহণীকপাটরস; পিত্তজ গ্রহণীতে—সংগ্রহণীকপাট, গ্রহণী-শার্দ্দূলরস, পীযূষবল্লীরস; কফজ গ্রহণীতে—বিজয়াবটিকা; এবং ত্রিদোষজ গ্রহণীতে—তাম্রযোগ, দুগ্ধবটী, দধিবটী, রসপর্প্পটী, স্বর্ণপর্পটী, বিজয়পর্প্পটী, রাজবল্লভরস, মহারাজনৃপতিবল্লভ ও মহারাজনৃপবল্লভ প্রধান ঔষধ।

তাম্রযোগ প্রয়োগবিধি—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্রে কজ্জলী করিয়া ও লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার উপর ৩ ভাগ নৈপাল তাম্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে সপ্তাহমধ্যে তাম্র দ্রবীভূত হইবে। তাহার পর উহাকে পুনরায় লেবুর রসে মাড়িয়া ওলের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে উক্ত দ্রব্য পূর্ণ করিয়া ওলের উপর চারি অঙ্গুলী প্রমাণ মাটীর লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। এইরূপে যে তাম্রভস্ম পাওয়া যাইবে সেই তাম্রভস্ম ১ রতি, ত্রিফলাচূর্ণ ১ রতি, বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি ও ত্রিকটুচূর্ণ ১ রতি মাত্রায় লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত রোগীকে খাইতে দিতে হইবে। ইহা দুঃসাধ্য গ্রহণীরোগনাশক। প্রয়োজন বোধ করিলে বিড়ঙ্গ ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মাত্রা প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা উচিত। তাহার পর আরোগ্য দর্শন হইলে পুনরায় মাত্রা কমাইয়া আনিয়া ঔষধ শেষ করিতে হইবে।

গ্রহণীরোগীর ক্ষয় আরম্ভ হইলে, বিজয় পর্পটী ও হিরণ্যগর্ভপোট্টলী রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্রহণীরোগের যতপ্রকার ঔষধ আছে তন্মধ্যে পর্পটী প্রয়োগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে, পর্পটী প্রয়োগ ব্যতীত অন্য ঔষধে উহা ভাল হয় না।

পর্পটী ব্যবহারকালে প্রথমে আমলাসার গন্ধক যোগে প্রস্তুত "রসপর্পটী" ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। সীতানাথ সেন।

যদি বায়ু অতিশয় বর্দ্ধিত হয় তবে "স্বর্ণপর্পটী" ব্যবহার করা উচিত। কারণ, স্বর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বায়ুনাশক।

যদি রোগীর ঔদরিক ক্ষয় উপস্থিত হয় এবং জ্বর ও কাস দেখা যায় তবে "বিজয় পর্পটী" প্রয়োগ করা উচিত।

বিশেষতঃ গ্রহণীরোগে পর্পটী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি রোগীর আয়ু থাকে তবে পর্পটীদ্বারা নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবে। পর্পটী পাকের উপরই তাহার গুণাগুণ নির্ভর করে। মৃদুপাকের পর্পটী সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। মধ্যপাক কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে কিন্তু খরপাক পর্পটী বিষতুল্য বর্জ্জনীয়। শুচি ও শুদ্ধচিত্ত না হইয়া পর্পটী পাক করিলে উৎকৃষ্ট পর্পটী প্রস্তুত হয় না। শোধিত গন্ধক উত্তমরূপে শুষ্ক না হইলে বা কজ্জলী ভিজা থাকিলে পর্পটী ভাল হয় না। পারদ ও গন্ধক সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত না হইলে পর্পটী ভাল হয় না। কড়াপাকের গব্যঘৃত না হইলে পর্পটী ভাল হয় না। ভেজাল ঘি বা বনস্পতি ঘি দ্বারা প্রস্তুত পর্পটী নিষ্ফল হয়। পর্পটীতে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় চন্দ্রিকা দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে পর্পটী সুন্দর হইয়াছে। যে পর্পটী নিঃশব্দে ভাঙ্গিয়া যায় তাহাই উৎকৃষ্ট পর্পটী এবং যাহা ভাঙ্গিতে শব্দ হয় বুঝিতে হইবে তাহা খরপাক হইয়াছে। খরপাক পর্পটী চিকিৎসাক্ষেত্রে অনুপযুক্ত সুতরাং তাহা বিষতুল্য পরিত্যাজ্য।

পর্পটী প্রয়োগবিধি—দুই রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় পর্পটী ব্যবহার করিয়া প্রকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। প্রথম দিন ২ রতি,

দ্বিতীয় দিন ৩ রতি এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১০ রতি পর্যন্ত বাড়াইতে হয়। ১০ রতি মাত্রায় কতদিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ইহা বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। যে পর্য্যন্ত আরোগ্যদর্শন না হয় সেই পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আরোগ্য-দর্শনের পর ক্রমশঃ মাত্রা কমাইয়া ২ রতি মাত্রায় কিছুদিন ব্যবহার করাইয়া ঔষধ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি রোগী দুর্ব্বল হয় অথচ পর্পটী ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় এইরূপ স্থলে ২ রতি মাত্রাই প্রত্যহ প্রয়োগ করা উচিত এবং প্রত্যেক ৭ দিন পরে ১ রতি করিয়া বাড়াইয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত (পূর্ণমাত্রা) প্রয়োগ করিয়া পুনরায় সপ্তাহে ১ রতি করিয়া কমান উচিত। এইরূপ চিকিৎসায় ১৭ সপ্তাহ লাগে

পর্পটীসেবীর পথ্য ও নিয়ম—নির্জ্জল এক বল্কা গব্য দুগ্ধ, মিছরী (চিনি নহে। কারণ পাকবশতঃ মিছরী লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহাই প্রযোজ্য), পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, এইগুলি পথ্য। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পথ্য চলিবে না।

জল ও লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ। তৃষ্ণায় দুগ্ধই খাইবেন। তবে অত্যন্ত তৃষ্ণায় সামান্য সামান্য ডাবের বা নারিকেলের জল দেওয়া চলিতে পারে। স্নান ও তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ। আবশ্যক হইলে তিন চারিবার মাথা ধোয়াইতে পারা যায়। শৌচকর্ম্ম মুখপ্রক্ষালন এবং দন্তধাবন কার্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে জল ব্যবহার করা চলিবে না। শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য গামছা ভিজাইয়া ও উত্তমরূপে নিঙড়াইয়া তাহা দিয়া গা মুছাইয়া দিতে পারা যায়

পর্পটী সেবনকালে অনেকে বেলপাতাসিদ্ধ জল ও কেশুর্ত্তপাতার রসসহ ভর্জ্জিত সৈন্ধব লবণ ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। দুগ্ধবটী তক্রবটী দধিবটী-জাতীয় ঔষধ সেবনকালে উক্তপ্রকার লবণ ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু লৌহ, অভ্র, তাম্র ও স্বর্ণমিশ্রিত পর্পটী সেবনকালে উক্তপ্রকার লবণ ও জল ব্যবহার করা কিছুতেই হইতে পারে না। কুটীপ্রবেশ করিয়া এই পর্পটী সেবন করা উচিত। বিশেষতঃ কোনপ্রকার পরিশ্রম করা, শরীরে শীতল বা জলীয় বাতাস

স্নানাহার পর্পটী সেবনকালে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, রোগীকে সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া থাকিতে হইবে।

কুটীপ্রবেশ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা হইলেও রোগীকে এমন গৃহে থাকিতে হইবে যাহাতে অধিক হাওয়া যাতায়াত না করে। তাহা ছাড়া রৌদ্র-সেবন এবং মানসিক চিন্তা বা পরিশ্রমও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পর্পটী চিকিৎসায় ১০ রতি মাত্রায় চলিবার সময় সাধারণতঃ রোগীকে এক-যোগেই ১০ রতি খাওয়ান হয়, কিন্তু যাদবজী ত্রিকমজীপ্রমুখ বৃদ্ধবৈদ্যগণ উক্ত ১০ রতি একযোগে না দিয়া ৪ রতি করিয়া সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায়, এই তিনবারে দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল রোগীদের পক্ষে ঐরূপ তিন-বারে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ, ঐরূপ রোগী একযোগে পূর্ণমাত্রা সহ্য করিতে পারে না।

পর্পটী ব্যবহারকালে আনুষঙ্গিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, পর্পটী রসায়ন ঔষধ। সুতরাং রসায়ন বা রসের পরিপন্থী কোন ঔষধ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আসব, অরিষ্ট, অতিশয় অম্লরসবিশিষ্ট এবং তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্য বা ঔষধ এবং রসমারক দ্রব্য ও ককারাদিবর্গ প্রভৃতি পর্পটী সেবনকালে প্রয়োগ করা উচিত নহে।

গ্রহণীতে রোগী অতিশয় শুষ্ক হইয়া গেলে গুহ্যদ্বার দিয়া পূঁয বা রক্ত পড়িতে থাকে ও অনিদ্রা হয়। এই অবস্থায় "সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরী ঘৃত"—ঈষদুষ্ণ ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করাইলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। উক্ত ঔষধ ত্রিদোষজ অতিসার, রক্তস্রাব, গুদভ্রংশ, গ্রহণী প্রভৃতি জটিল উদর রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

—(চন্দ্রশেখর)

গ্রহণীর পূঁযরক্তস্রাব অবস্থায় রোগীর পেটে বিষ্ণুতৈল, গ্রহণীমিহিরতৈল মালিশ করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় দাড়িমাদ্যতৈলও বিশেষ ফলপ্রদ।

অর্শ চিকিৎসা।

"প্রাতরাশে ত্বজীর্ণেঽপি সায়মাশো ন দুষ্যতি।
দিবা প্রবুধ্যতেঽর্কেন হৃদয়ং পুণ্ডরীকবৎ ॥
তস্মিন্ বিবুদ্ধে স্রোতাংসি স্ফুটত্বং যান্তি সর্ব্বশঃ।
ব্যায়ামাচ্চ বিচরাচ্চ বিক্ষিপ্তত্বাচ্চ চেতসঃ ॥
উৎক্লেদমপগচ্ছন্তি দিবা তেনাস্য ধাতবঃ।
অক্লিন্নেষন্নমাসিক্তমন্যৎ তেষু ন দুষ্যতি।
অবিদগ্ধ ইব ক্ষীরে ক্ষীরমন্যাদ্ধমিশ্রণম্ ॥
রাত্রৌ তু হৃদয়ে ম্লানে সংবৃতেষয়নেষু চ ॥
যান্তি কোষ্ঠে চ বিক্লেদং সংবৃতে দেহধাতবঃ।
ক্লিন্নেষন্নদপক্কেষু তত্রাসিক্তং প্রদুষ্যতি।
বিদগ্ধেষু পয়ঃস্বন্যৎ পয়স্তপ্তেষিবার্পিতম্ ॥
নৈশেষ্বাহারজাতেষু নাবিপক্কেষু বুদ্ধিমান্।
তস্মাদন্যৎ সমশ্নীয়াৎ পালয়িষ্যন্ বলায়ুষী ॥" ইতি চরকে।

অর্থাৎ,—"প্রাতঃকালের আহার জীর্ণ না হইলেও রাত্রে আহার করা দোষাবহ হয় না। কারণ, দিবাভাগে মানুষের হৃদয় সূর্য্য কর্তৃক পদ্মের ন্যায় প্রবোধিত হয়। আবার হৃদয় বিকশিত হইলে স্রোতঃসমূহও সর্ব্বপ্রকারে বিমুক্ত হয়। আরও দিবসে পরিশ্রম, বিচরণ ও ইতস্ততঃ চিত্তসঞ্চালন হেতু ধাতুসকল ক্লেদ পরিহার করে। ধাতুসকল অক্লিন্ন হইলে আহারজ রস, অবিদগ্ধ দুগ্ধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত দুগ্ধের ন্যায় অবিকৃত থাকে। রাত্রিতে হৃদয় সূর্য্যাভাবে পদ্মের ন্যায় সংবৃত হওয়াতে স্রোতঃসকলও সংবৃত হইয়া থাকে। তখন কোষ্ঠও সংবৃত হয় এবং ধাতুসকল ক্লেদ প্রাপ্ত হয়। যেমন বিদগ্ধ দুগ্ধে দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত হইলে দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্লিন্ন ধাতুর সহিত আহারজ রস মিশ্রিত হইলেও দূষিত হইয়া থাকে। অতএব রাত্রির আহার জীর্ণ না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন-

প্রকার আহার করিবেন না। এই নিয়ম পালন করিলে বল ও আয়ুর ধর্ম্ম পালন করা হয়।"

দন্ত্যারিষ্ট, কুটজাবলেহ, প্রাণদাগুড়িকা, চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, শ্রীবাহশাল গুড় ও বৃহচ্ছুরণ মোদক, এইগুলি অর্শের উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ঔষধ। উদ্ভিদোৎপন্ন ঔষধের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্শের ঔষধ "অমৃতভল্লাতক ঘৃত"।

বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল অর্শের বলীতে বা অর্শজনিত ক্ষতে লাগাইলে বলি পড়িয়া যায় এবং ক্ষত শুকাইয়া যায়। অবস্থাবিশেষে ক্ষারসূত্র প্রযোজ্য।

রক্তার্শের পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র :—

(১) অর্শহর—প্রাতে—ঘি ১০ ফোঁটা ও মধু ২০ ফোঁটা সহ।

(২) পঞ্চানন বটী—বেলা ১০ টায়—কুকুরশোঁকা পাতার রস ও মধু সহ।

(৩) দন্ত্যারিষ্ট—দুইবেলা আহারান্তে শীতলজল সহ।

(৪) অমৃতভল্লাতক ঘৃত—বেলা ৪ টায়—চিনির সরবৎ সহ।

(৫) কুটজলেহ—সন্ধ্যায়—ছাগীদুগ্ধ বা শীতলজল সহ।

উল্লিখিত ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিলে দারুণ রক্তস্রাব, পেট কামড়ানি, বলির বৃদ্ধি সহ গুহ্যের দপ্‌দপানি, যন্ত্রণা, রক্তহীনতা, জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গযুক্ত অর্শ আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি রোগী দুর্ব্বল হয় ও রক্তস্রাব না থাকে তাহা হইলে 'পঞ্চানন বটী" ও কুটজলেহ' বাদ দিয়া অপর তিনটী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

"অর্শহর" প্রস্তুত প্রণালী : পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্রে কজ্জলী করিয়া তৎপরে তাহার সহিত ৩ ভাগ তাম্রভস্ম (অমৃতীকৃত) মিশ্রিত করতঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ডপত্রের মধ্যে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তিন দিন রাশি ধান্যের মধ্যে রাখিয়া চতুর্থ দিবসে উহা তথা হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর উহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় ঘি ১০ ফোঁটা ও মধু ২০ ফোঁটা সহ

প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিশেষতঃ রক্তার্শ অল্পদিনেই আরোগ্য হইবে। অর্শের রক্তপড়া বন্ধ করিতে ইহার ন্যায় দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। ইহা দৃষ্টফল মহৌষধ। (ভূদেব)।

দ্বিতীয় পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র :—

(১) শূরণ মোদক (মাত্রা ½ তোলা)—প্রাতে—ত্রিফলা ভিজান জল ও মধু সহ।

(২) চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা—বেলা ১০ টায়—ঘোল সহ।

(৩) দন্ত্যাবিষ্ট—দুইবেলা আহারান্তে শীতলজল সহ।

(৪) সোমনাথ তাম্র—বেলা ৪ টায়—ঘি ১০ ফোঁটা ও মধু ২০ ফোটা সহ।

(৫) অমৃতভল্লাতক ঘৃত বা ভল্লাতক লৌহ বা ভল্লাতক গুড় বা মহাভল্লাতক } সন্ধ্যায়—চিনির সরবৎ সহ। মাত্রা সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা।

বক্তব্য :—অর্শ চিকিৎসায় অমৃতভল্লাতক ঘৃত" শ্রেষ্ঠ। এই ঔষধ রমানাথ কবিরাজ মহাশয় বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। রসৌষধির মধ্যে রসগন্ধক যোগে তাম্রভস্ম শ্রেষ্ঠ।

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদর ও ভগন্দর মহাব্যাধির ন্যায় অর্শও একটি মহাব্যাধি। ইহা প্রায়শঃই কর্ম্মজ এবং মানবশরীরে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার যাপ্যব্যাধি।

অর্শরোগীর পক্ষে অশ্বারোহণ, হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ কিংবা সাইকেলে ভ্রমণ বিশেষ অনিষ্টজনক।

অর্শ দুইপ্রকার—রক্তার্শ ও শুষ্কার্শ। চিকিৎসা চারিপ্রকার—ঔষধপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ, অস্ত্র প্রয়োগ এবং অগ্নিপ্রয়োগ।

যে সকল ঔষধ ও পথ্য বায়ুর অনুলোমক সেই সকল ঔষধ ও পথ্য অর্শরোগীর ব্যবহার্য্য।

রক্তার্শে অধোগ রক্তপিত্তের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহার রক্ত হঠাৎ বন্ধ করা উচিত নহে। শুষ্কার্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপাদি প্রয়োগ করা উচিত।

তীক্ষ্ণ প্রলেপ, যথা,—আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিক্ত লাউএর কচি পাতা, ডহর করঞ্জের ছাল, এইগুলি ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

অর্শরোগে যদি তরল মলভেদ হয় তবে বাতাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। মল কঠিন হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধতায় বিটলবণ ও যোয়ানচূর্ণদ্বারা ঘোল সেবন করান কর্ত্তব্য।

তক্রের ন্যায় অর্শরোগের আর দ্বিতীয় সুপথ্য নাই। তক্রপানে যে অর্শ ভাল হয় তাহার আর পুনরাক্রমণ হয় না। বাতশ্লেষ্মজ অর্শের প্রধান ঔষধ ঘোল।

রক্তার্শের স্রাব বন্ধ করিবার জন্য কুটজলেহ, কুটজরস ও কুটজাদ্যঘৃত, এই তিনটী বিশেষ কার্য্যকরী। এইগুলি সদ্যজাত রক্তার্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন অর্শের রক্তপাতে "সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরী ঘৃত" দুগ্ধসহ সেবনে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

ক্ষারপ্রয়োগ।

যথাশাস্ত্র ক্ষার প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে অর্শের বলি নিশ্চয়ই পড়িয়া যায়। ক্ষারপ্রয়োগে ঘণ্টাপারুলের ক্ষারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষারপ্রয়োগ রোগীর পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য। কষ্ট স্বীকার করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করাইতে পারিলে, বলি পড়িয়া রোগী নিশ্চিতভাবে আরোগ্যলাভ করে।

ক্ষারসূত্র—মনসার আটা ও হরিদ্রাচূর্ণদ্বারা কার্পাস সূত্র লিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা বলি বাঁধিয়া রাখিলে বলি ছিন্ন হইয়া পতিত হয়। বলি ছিন্ন হইবার পর ক্ষতস্থানের জন্য যষ্টিমধুচূর্ণ ও ঘৃত বা "কাসীসাদ্যতৈল" ব্যবহার করিলে বলিচ্ছেদজনিত ক্ষত আরোগ্য হয়। (শ্রীচরণ কবিরাজ)।

স্বেদক্রিয়া—গম সিদ্ধ করিয়া নেকড়ায় পোট্টলীবদ্ধ করিয়া অর্শের বলিতে স্বেদ দিলে অর্শের বেদনা কমিয়া যায়।

শম্বুকমাংস বা ইন্দুরের মাংসের স্বেদ দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

এই ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে পথ্যাপথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিষিদ্ধ—সর্ব্বপ্রকার ঝালদ্রব্য, অতিশয় অম্ল ও অতিশয় তিক্ত দ্রব্য, আহারের সময়ের ব্যতিক্রম, মলমূত্রের বেগধারণ, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার আহার করা, অধিক মশলাযুক্ত আহার, অভ্যস্ত দ্রব্যের অভাব, চা, দোক্তা, ডিম, মদ্য, গুরুপাক মাংস, সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ভোজন।

পথ্য—সাদাসিদে লঘুপাক ঝোল, তরকারী এবং অম্ল, ঘোল, গুল, ত্রিফলাচূর্ণ, বিশেষভাবে হরীতকীচূর্ণ সর্ব্বদা পথ্য।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা।

"গুরূণামর্দ্ধমাদেয়ং লঘুনাং তৃপ্তিরিষ্যতে।
মাত্রামপেক্ষ্যতে দ্রব্যং মাত্রা চাগ্নিমপেক্ষ্যতে॥
বলমারোগ্যমায়ুশ্চ প্রাণাশ্চাগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নপানেন্ধনৈশ্চাগ্নির্দীপ্যতে শাম্যতেঽন্যথা॥
গুরুলাঘবনির্দ্দেশঃ প্রায়েণাল্পবলান্ প্রতি।
মন্দক্রিয়াননারোগ্যান্ সুকুমারান্ সুখোচিতান্॥
দীপ্তাগ্নয়ঃ খরাহারাঃ কর্ম্মনিত্যা মহোদরাঃ।
যে নরাঃ প্রতি তাংশ্চিন্ত্যং নাবশ্যং গুরুলাঘবম্॥
হিতাভির্জুহুয়ান্নিত্যমন্তরাগ্নিং সমাহিতঃ।
অন্নপানসমিদ্ভির্না মাত্রাকালৌ বিচারয়ন্॥
আহিতাগ্নেঃ সদা পথ্যান্যন্তরাগ্নৌ জুহোতি যঃ।
দিবসে দিবসে ব্রহ্ম জপত্যথ দদাতি চ।

নরং নিঃশ্রেয়সে যুক্তং সাত্ম্যজ্ঞং পানভোজনে।
ভজন্তে নাময়াঃ কেচিদ্ভাবিনোপ্যন্তরাদৃতে ॥
ষড়্ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীণাং হিতভোজনঃ।
জীবত্যনাতুরো জন্তুর্জিতাত্মা সম্মতঃ সতামিতি ॥" অগ্নিবেশ সংহিতা

অর্থাৎ—"গুরুবস্তুর অল্পই গ্রহণ করিবে এবং লঘুপাক বস্তুসকল তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিবে। যেহেতু দ্রব্যসকল মাত্রাকে এবং মাত্রা অগ্নিকে অপেক্ষা করে। বল, আরোগ্য, আয়ু এবং প্রাণ, সকলই অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত। অনুপানরূপ ইন্ধন অনুসারে অগ্নির দীপ্তি বা সমতা উভয়ই হইতে পারে। দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্ণয় প্রায়ই অল্পবলশালী, অলস, রোগী, সুকুমার এবং সুখাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেই করিতে হয়। নতুবা যে সকল ব্যক্তি দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট, সর্ব্বদা গুরুবস্তু আহার করে, পরিশ্রমী এবং মহোদর, তাহাদিগের নিমিত্ত গুরুলঘু বিবেচনা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। প্রতিদিন সমাহিতভাবে মাত্রা এবং কাল বিচার করিয়া হিতবস্তু-অনুপানরূপ সমিধ দ্বারা অন্তরাগ্নিকে আহুতি প্রদান করিবে। যে অগ্নিহোত্রী প্রতিদিন অন্তরাগ্নিকে পথ্যদ্রব্যসমূহের দ্বারা আহুতি প্রদান করেন, দিবসে দিবসে তাঁহার ব্রহ্মজপ বা দান করা হয়, যে আত্মজ্ঞ পুরুষ পানভোজনরূপ নিঃশ্রেয়স কার্য্যে সম্যক্‌ভাবে যুক্ত থাকেন তাঁহার ইহজন্মে কখনও কোন রোগ হয় না; এমনকি কোন কারণ ব্যতীত ভবিষ্যৎ জন্মেও তাঁহাকে রুগ্ন হইতে হয় না। তিনি হিতভোজন দ্বারা ছত্রিশ হাজার রাত্রি যাবৎ অর্থাৎ শতবৎসর অনাতুর থাকিয়া সাধুসম্মত জীবনলাভে অধিকারী হয়েন।"

অগ্নিমান্দ্যই সমস্ত রোগের প্রধান কারণ। চিকিৎসায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অগ্নিমান্দ্য দূর করা কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় হারাণ কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে মন্দাগ্নি দূর করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যবস্থাপত্রে একটা অগ্নি-মান্দ্যের ঔষধ দিতেনই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে অগ্নিমান্দ্য সর্ব্বরোগের মূল কারণ বলিয়া কথিত আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই উক্তির যথার্থতা বিশেষরূপে প্রমাণিত

হইতেছে। বর্ত্তমানকালে অগ্নিমান্দ্যের কারণ বহুলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে দেশে খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন বিষয়ে জ্ঞানাভাব এবং অমিতাচার ও অসংযমের জন্য শুক্রদৌর্ব্বল্যজনিত রোগের বৃদ্ধিহেতু প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই অগ্নিমান্দ্য রোগগ্রস্ত হইয়াছে।

এই সকল ব্যক্তির যেকোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্নিমান্দ্যের একটী ঔষধ দুইবেলা আহারের পর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমার চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইবার প্রারম্ভে স্বনামধন্য কবিরাজ হারাণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উক্তরূপ উপদেশ পাইয়া চিকিৎসাক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি। আমি চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রত্যেককেই উক্ত উপদেশ পালন করিতে অনুরোধ করি। কারণ, এই সঙ্কেত দৃষ্টফল।

আমাজীর্ণ।

ইহাতে কফনাশক ক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত।

(১) রামবানরস—সকালে, আদার রস ও মধু সহ

এবং (২) অগ্নিতুণ্ডীরস—সন্ধ্যায়, হরীতকী চূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ ও গুড় সহ প্রযোজ্য।

এই দুইটীই আমাজীর্ণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত অগ্নিকুমার রস, হুতাশন রস, ভাস্কর রস, শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী আমাজীর্ণে হিতকর।

চিত্রকগুড়িকা, ভাস্করলবণ ও লবণচতুঃসম, গরমজল ও শুঁঠচূর্ণ বা শুধু গরম জল সহ প্রয়োগ করিলে আমাজীর্ণে সুফল পাওয়া যায়।

এক তোলা সৈন্ধব লবণ ও এক তোলা বচচূর্ণ এক সের গরম জলের সহিত পান করাইলে বমি হইয়া আমদোষের শান্তি হয়। ধনে ও শুঁঠের কাথ পান করাইলে অগ্নির দীপ্তি ও বস্তির শুদ্ধি হইয়া আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণ।

ইহাতে বায়ুনাশক ক্রিয়া অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

"হিঙ্গাষ্টকচূর্ণ' বিষ্টব্ধাজীর্ণের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ অথবা কেবল শুঁঠচূর্ণ ঘৃতসহ লেহন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করা কর্ত্তব্য।

হিং ও সচল লবণ সহ অম্লমণ্ড পান করিলে বিষমাগ্নি ও মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

উদরস্তব্ধ হইয়া পেট ফুলিলে—বিষ্টব্ধতা নষ্টের জন্য লবণজল পান করানো উচিত। উহাতে সাধারণতঃ বমি হইয়া উপসর্গের শান্তি হয়।

বজ্রক্ষার অথবা ভাস্কর লবণ গরম জলের সহিত পান করিলে বিষ্টব্ধাজীর্ণের বিশেষ উপকার হয়। "অগ্নিমুখচূর্ণ" শার্দ্দুলকাঞ্জিকসহ পান করিলে সুফল পাওয়া যায়। বৃঃ অগ্নিরস এবং ক্ষুধাবতী গুড়িকাও এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিদগ্ধাজীর্ণ।

হরীতকী, কিস্‌মিস্‌ ও চিনি একত্রে বাটিয়া মধু সহ লেহন করিলে বিদগ্ধাজীর্ণ প্রশমিত হয়।

হরীতকী ও পিপুল কাঞ্জিতে সিদ্ধ করিয়া হিং এবং সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে বিদগ্ধাজীর্ণ প্রশমিত হয়।

অবিপত্তিকরচূর্ণ, পথ্যাত্রিক্‌ ও ভুবনেশ্বর রস এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিদগ্ধাজীর্ণে পিত্তনাশক ক্রিয়া অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পথ্যাত্রিক্‌—হরীতকী, পিপুল ও সচল লবণ, ইহাদের প্রত্যেকটী সমপরিমাণে লইতে হয়। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান উষ্ণ বা শীতল জল। ইহা সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণের উৎকৃষ্ট ঔষধ

রসশেষাজীর্ণ।

আহারের পূর্ব্বে হরীতকী ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে উপকার হয়। এই অবস্থায় দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাত স্থানে বাস হিতকর।

ক্রব্যাদরস, বৃঃ অগ্নিকুমার রস, বৃঃ অগ্নিমুখচূর্ণ, বাড়বামুখচূর্ণ এবং ক্ষারগুড় প্রচণ্ড অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ। এই ঔষধগুলি রসশেষাজীর্ণে বিশেষ উপকারী।

তীক্ষ্ণাগ্নি চিকিৎসা—যজ্ঞডুমুরের ছাল ২ তোলা স্তনদুগ্ধে বাটিয়া সেবন করিলে তীক্ষ্ণাগ্নি প্রশমিত হয়। মহিষীদুগ্ধ পান করিলে তীক্ষ্ণাগ্নি প্রশমিত হয়। তীক্ষ্ণাগ্নিতে মধ্যাহ্ন আহারের পর নিদ্রা আবশ্যক এবং গুরুপাক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। চাল্‌তার অম্বল, দধি, মাংস, আলু ও গুরুপাক দ্রব্য নিত্য আহার্য্যরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ভোজন করা উচিত। এই রোগে খালি পেটে থাকা উচিত নহে এবং আকণ্ঠ ভোজন করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকা চিকিৎসা।

এই পীড়া অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। অগ্নিমান্দ্যবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া গাত্রে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে বিসূচিকা বলা হয়। Asiatic Cholera বিসূচিকা হইতে ভিন্ন ব্যাধি।

বিসূচিকায় অতিরিক্ত ভেদ হইতে থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা উচিত।

(১) কর্পূর রস—কর্পূর ভিজান জল ও মধু সহ

(২) অভয়নৃসিংহরস—জীরা ভাজার গুঁড়া, কর্পূর ভিজান জল ও মধু সহ।

বমনপ্রধান বিসূচিকায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হিতকর।

(১) বমনামৃত যোগ—ডাবের জল, যষ্টিমধুচূর্ণ, কমলালেবুর খোসা অথবা শসার বীজ বাটা সহ। (প্রস্তুতিবিধি মল্লিখিত রসচিকিৎসা ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

(২) বৃষধ্বজরস—শালপানির রস ও মধু সহ

রক্তভেদ ও বমনযুক্ত বিসূচিকায়—

( ) রসেন্দ্রযোগ—ইহা দূর্ব্বার রস অনুপানে প্রয়োগ করিলে রক্তভেদ ও বমনযুক্ত বিসূচিকায় অতি সুফল প্রদান করিয়া থাকে। (প্রস্তুতিবিধি মল্লিখিত রসচিকিৎসা ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।)

(২) মকরধ্বজ ½ রতি, ডালিমের রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে এই অবস্থায় উপকার পাওয়া যায়।

(৩) কর্পূররস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, মহাগন্ধক, পীযূষবল্লী, এই ঔষধগুলি কুড়চি ও ডালিম ফলের ত্বক্‌এর কাথ সহ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

(৪) বৃষধ্বজ রস ও বমনামৃত যোগ, ডাবের জল বা কর্পূর ভিজান জল বা মুতার রস বা ডালিমের রস বা রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর কাথ সহ প্রয়োগ করিলে এই অবস্থায় উপকার পাওয়া যায়।

(৫) মহাশঙ্খবটী, অগ্নিতুণ্ডীরস—কমলালেবুর খোসা বাটা, জাতিফল বাটা, শসার বীজ বাটা, স্তনদুগ্ধ, শালপাণির রস (অভাবে কাথ), কুড়চির কাথ, ডালিমের রস বা ত্বকের কাথ, কর্পূর ভিজান জল প্রভৃতির যে কোন অনুপান সহ প্রয়োগ করিয়া এই অবস্থায় সুফল পাওয়া যায়।

জ্বরসংযুক্ত বিসূচিকায়—

(১) বৃঃ কস্তুরীভৈরব রস—আদার রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(২) বৃঃ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ—পানের রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে জ্বরসংযুক্ত বিসূচিকায় প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। তবে এই ঔষধ বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করা উচিত।

ভেদ ও বমন উভয় প্রকার উপসর্গযুক্ত বিসূচিকায়—

(১) অগ্নিতুণ্ডী রস—কর্পূর ভিজান জল অথবা ডাবের জলের সহিত প্রয়োগ করিলে বমন ও ভেদযুক্ত বিসূচিকা আরোগ্য হয়।

(২) মহোদধিরস -ডাবের জল বা শীতল জল সহ প্রযোজ্য। এই ঔষধ দুইটী পরপর এক ঘণ্টা বা অৰ্দ্ধ ঘণ্ট, অন্তর অন্তর প্রয়োগ করিলে ভেদ ও বমনযুক্ত বিসূচিকা অচিরে আরোগ্য হয়, বিসূচিকায় আক্ষেপ নিবারণ করিবার জন্য চতুর্ভুজ রস (মল্লিখিত রসচিকিৎসা ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য) কুড়চুর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভেদ ও বমন বিহীন বিসূচিকায়—

এই জাতীয় বিসূচিকা অতিশয় সাংঘাতিক। সুতরাং ইহা প্রকাশ হইবামাত্র সুচিকিৎসা করা প্রয়োজন। এই রোগ প্রকাশ হইবামাত্রই মল্লিখিত রস-চিকিৎসার ১ম খণ্ডে তাম্রপ্রসঙ্গে কথিত তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় আদার রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

এই রোগে হঠাৎ হিমাঙ্গতা বাক্‌রোধ প্রভৃতি উৎকট উপসর্গ উপস্থিত হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ সূচিকাভরণরস প্রভৃতি সন্নিপাত জ্বর রোগাধিকারোক্ত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পক্ষাঘাত সংযুক্ত বিসূচিকায় তালকেশ্বর রস আদার রস ও মধু সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত তাম্রভস্মও ইহাতে প্রয়োগ করিয়া উপকার পাওয়া যায়।

বিসূচিকার উপসর্গ চিকিৎসা।

(১) বমনে—"বমনামৃত রস" বা "বৃষধ্বজ রস", ডাবের জল, শশার বীজ বাটা, ডালিমের রস, আমলকীর রস, গুলঞ্চের রস, মুতার রস, বড় এলাচ বাটা, আমপাতা ও জামপাতা সিদ্ধ জল প্রভৃতি যে কোন একটি সহ প্রয়োগ করিলে বমন নিবারিত হয়।

(২) হিক্কায়—"পিপল্যাদিলৌহ" পিপুলচূর্ণ, উষ্ণজল, তুলসীপাতার কাথ, বাসকপাতার কাথ, টাবালেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ, যষ্টিমধুচূর্ণ প্রভৃতি যে কোন অনুপান যোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত রোগীর হিক্কা দূরীভূত হয়।

(৩) শ্বাসে—শ্বাসকুঠার রস, কুড়চূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করিয়া অতি সুফল পাওয়া যায়।

(৪) সংজ্ঞালোপে—এই অবস্থায় বৃঃ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। একেবারে শেষ অবস্থায় বৃঃ সূচিকাভরণ রস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সূচিকাভরণ এর ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পর শীতক্রিয়া করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

(৫) হিমাঙ্গে – এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব রস, আদার রস ও মধু সহ বা বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, সিদ্ধ মকরধ্বজ, চতুর্ভুজ রস প্রভৃতি ঔষধ মৃতসঞ্জীবনী সুরা বা মৃগমদাসব অনুপান যোগে প্রয়োগ করিলে রোগী আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

(৬) পিপাসায়—এই উপসর্গে "মহোদধি রস" বা "কুমুদেশ্বর রস" প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। অনুপান আমছাল ও জামছালের কাথ, পিপুলচূর্ণ ও মধু বা ষড়ঙ্গপানীয়।

(৭) মূত্ররোধ—বজ্রক্ষার বা শ্বেতচূর্ণ নামক ঔষধ পাথরকুচি পাতার রস ও মধু অথবা স্থলপদ্মের রস ও চিনির সহিত প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে প্রস্রাব না হইলে বরুণছাল ও গোক্ষুরের কাথ সহ পাষাণভেদী রস" প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য দারুণ মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। বেন্দুরী গাছের মূলের রসে ও তৃণপঞ্চমূলের কাথে এক আনা সোরা ও ২ রতি ঘৃতভর্জ্জিত হিং নিক্ষেপ করিয়া সেবন করাইলে মূত্ররোধ ও উদরাধ্মান নিবারিত হয়। কাঁকুড় বীজ বাটা ও চিনি অনুপানে ১ রতি মাত্রায় "রসসিন্দূর" প্রয়োগ করিলে অতি দারুণ মূত্ররোধ আরোগ্য হয়।

(৮) শূলবেদনায়— ক) মকরধ্বজ ১ রতি, শোধিত কুঁচিলা ১ আনা ও গোলমরিচচূর্ণ ২ রতি, একত্রে মর্দ্দন করিয়া গরম জল সহ প্রয়োগ করিলে অতি দারুণ শূলবেদনা প্রশমিত হয়।

(খ) ঘৃতভর্জ্জিত হিং ২ রতি, বিট্লবণ ১ আনা, গরম জল সহ প্রয়োগ করিলে বিসূচিকার শূলবেদনা আরোগ্য হয়।

(গ) তাম্রভস্ম ২ রতি, ঘৃত ও মধু সহ অথবা আদার রস ও মধু সহ অথবা গরম জল বা লেবুর রসের সহিত প্রয়োগ করিলে বিসূচিকার দারুণ শূলবেদনা আরোগ্য হয়।

(৯) ঘর্ম্মে—প্রবালভস্ম ২ রতি যষ্টিমধুচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করাইয়া আবীর ও শুঁঠচূর্ণ শরীরে মাখাইলে রোগী নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হইবে।

(১০) নাড়ীলোপে—বৃঃ কস্তুরীভৈরব রস, চতুর্ভুজ রস, বৃঃ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, সিদ্ধমকরধ্বজ এবং সর্ব্বশেষে বৃঃ সূচিকাভরণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(১১) খল্লীরোগে—এই অবস্থায় বৃঃ বাতচিন্তামণি কুচূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। রসরাজ রস বাতনাশিনী, মহালক্ষ্মীবিলাস রস, প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। বাতব্যাধি অধিকারের কয়েকটী তৈল বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়।

শ্বেতচূর্ণ -সোরা ৪ তোলা, ফিট্‌কারী ২ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, ইহাদের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।

বজ্রক্ষার—সোরা ৪ তোলা, ফিট্‌কারী ১ তোলা, নিশাদল ½ তোলা উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিতে হইবে। পরে লৌহকটাহে রাখিয়া অগ্নিতাপে গলাইতে হইবে। শিক্তহস্তে উপরের মাৎ ফেলিয়া দিয়া কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া অন্য কাঁসার পাত্র দ্বারা চাপিয়া রাখিতে হইবে।

অলসক ও বিলম্বিকা চিকিৎসা—এই উভয় রোগের একই প্রকার চিকিৎসা। আমাশয়গত রোগ বলিয়া এ রোগে লঙ্ঘন ও বমন অতীব হিতকর।

যবচূর্ণ তক্রে আপ্লুত করিয়া এবং তাহাতে যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করতঃ পেটের উপরে তাহার প্রলেপ দিতে হয়।

বোতল করিয়া গরম জলের স্বেদ পেটের উপর প্রয়োগ করিয়াও উপকার পাওয়া যায়।

দেবদারু শতাচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব, এইগুলি কাঁজিতে পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে অলসক, বিলম্বিকা এবং উদরাধ্মান নিবারিত হয়।

ক্রিমি চিকিৎসা।

"শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগ্‌ভির্য্যায়াম্। জ্ঞাত্বা হি শরীরতত্ত্বং শরীরোপকারকরেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ। তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকারসমুদয়াত্মকম্।"

"চিকিৎসাশাস্ত্রে শারীরবিজ্ঞান শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। শারীরিক তত্ত্বসকল জানা থাকিলে শরীরের উপকারী বিষয়সকলের জ্ঞান লাভ করা যায়। এই কারণ কুশল মহাত্মগণ শরীরবিচয় বা শারীর বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। পঞ্চভূত বিকার সমুদয়াত্মক ও চেতনা ধাতুর অধিষ্ঠানভূত স্থানকে শরীর বলে।"

ক্রিমিনাশক দ্রব্যের মধ্যে বিড়ঙ্গই সর্ব্বপ্রধান, ইহা যত পুরাতন হয় ততই ভাল।

সুরসাদিগণের ক্বাথ বা কল্ক সেবন করাইলে ক্রিমি দূরীভূত হয়।

সুরসাদিগণ- শ্বেতুলসী কৃষ্ণতুলসী, ক্ষুদ্রপত্রতুলসী, বৃক্ষার্জ্জক (ক্ষুদ্র পত্র কাল তুলসী), ইন্দুরকাণি, কট্‌ফল, কালকাসুন্দা, অপামার্গ, সবসী, অতিমুক্তক লতা, কাকমাচি, কুকশিমা, নিম্বমুষ্টি (কাঁকরোল, কাহারও মতে মহানিম্ব), ভূতৃণ ও ভূতকেশী, এইগুলি সুরসাদিগণ।

সাহারের কবিরাজগণ শিশুদের ক্রিমি রোগে যোয়ান ভিজান জল সহ ফিট্‌কারী প্রয়োগ করিয়া ভাল ফল পাইতেন।

এক হইতে দশ বৎসর বয়স্ক শিশুদের ক্রিমিরোগে "ক্রিমিধূলীজলপ্লব রস" অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্রিমিধূলীজলপ্লব রস—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, শঙ্খভস্ম প্রত্যেকের এক ভাগ, হরীতকীচূর্ণ ৪ ভাগ, এই সকল একত্র পটোলের রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া কার্পাস বীজসদৃশ বটিকা করিতে হইবে।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ, ক্রিমিমুদ্গর রস, ক্রিমিকালানল রস, এইগুলি ক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাচন—ত্রিফলাদি কাথ,—ত্রিফলা, দেবদারু, মুতা ইন্দুরকাণি, সজিনাছাল, ইহাদের কাথে এক মাষা করিয়া পিপুলচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হয়। ইহাদ্বারা ক্রিমি ও তজ্জনিত উপসর্গ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তেউড়ী, পলাশবীজ, খোরাসানি যমানি, কমলাগুঁড়ি বিড়ঙ্গ ও গুড়—ইহাদের বস্ত্র ঘোলের সহিত সেবন করাইলে ক্রিমি দূরীভূত হয়।

ত্রিফলাদিঘৃত ও বিড়ঙ্গাদিঘৃত সর্ব্বপ্রকার ক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগ্নিমান্দ্যবশতঃ কোষ্ঠপরিষ্কার না হইয়া মল পেটে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং তজ্জন্য ক্রিমি জন্মিয়া থাকে। চিকিৎসার প্রথমে জোলাপ দ্বারা পেট পরিষ্কার হইলে তৎপরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে আভ্যন্তরীণ কফোৎপন্ন ও পুরীষোৎপন্ন ক্রিমি বিনষ্ট হয় এবং পুনঃ ক্রিমি জন্মাইতে পারে না।

ডালিমের শিকড়, বিড়ঙ্গ, মুতা, হরীতকী, কটকী, পলাশবীজ, সোমরাজী, চিরতা, খোরাসানি যোয়ান ও ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের /।।০ অর্দ্ধ সের এবং গুড় /৯।৵০ সের, জল ৩২ সের সহ আসব প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধ আউন্স করিয়া মাত্রায় দুই বেলা আহারের পর পান করাইলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

কীটমর্দ্দ রস, ক্রিমিবিনাশ রস এবং ক্রিমি কালানল রস নামক ঔষধগুলি বিড়ঙ্গচূর্ণ, চূণের জল, আনারস পাতার রস, আটূশাখার রস, সোমরাজী বীজচূর্ণ, তেউড়ীচূর্ণ, পলাশবীজচূর্ণ, খেজুর পাতার রস, কটুকীচূর্ণ ও তক্র, ইহাদের যে কোন অনুপানে প্রয়োগ করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

শিশুদের ক্রিমি চিকিৎসায় "ক্রিমিধূলীজলপ্লব রস" অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহা ব্যবহারে শিশুদের ক্রিমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

মস্তকের উকুনের চিকিৎসা।

(১) বিড়ঙ্গাদি তৈল মস্তকে ১ দিন মর্দ্দন করিলে ১ দিনেই উকুন নষ্ট হয়।

(২) ধুস্তুর পাতা ও পানের রসে পারদ মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে সমস্ত উকুন নষ্ট হয়।

রক্তজ ক্রিমির চিকিৎসা কুষ্ঠ চিকিৎসার ন্যায় করা কর্ত্তব্য।

(১) হরিতাল ভস্ম ½ রতি মাত্রায়, গব্যঘৃত সহ প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার রক্তজ ক্রিমি আরোগ্য হয়।

(২) তাম্রভস্ম ½ রতি মাত্রায়, আদার রস ও মধু বা গব্যঘৃত ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে রক্তজ ক্রিমি নষ্ট হয়।

(৩) পারদভস্ম গব্যঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার রক্তজ ক্রিমি নষ্ট হয়।

(৪) মাণিক্যরস ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করাইলে রক্তজ ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক চিকিৎসা।

"শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ॥
বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজো তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা।
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা॥
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ।
নাভিধ্যায়েন্ন চাক্রোশেদহিতং ন সমাচরেৎ॥
প্রাণাচার্য্যং বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরম্॥
চিকিৎসিতস্তু সংশ্রুত্বা যো বা স শ্রুত্বা মানবঃ॥
নোপাকরোতি বৈদ্যায় নাস্তি তস্যেহ নিষ্কৃতিঃ।
ভিষগপ্যাতুরান্ সর্ব্বান্ স্বসুতানিব যত্নবান্।
আবাধেভ্যো হি সংরক্ষেদিচ্ছন্ ধর্ম্মমনুত্তমম্॥"

অর্থাৎ,—"শীলবান্, মতিমান্, যুক্তিজ্ঞ দ্বিজাতি ও শাস্ত্রপারগ প্রাণাচার্য্য, প্রাণীদিগের নিকট গুরুবৎ পূজনীয়। ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি, কিন্তু কৃতবিদ্য বৈদ্য

দ্বিজাতি বলিয়া উল্লিখিত হন। বৈদ্য পূর্ব্বজন্ম দ্বারা বৈদ্যনাম প্রাপ্ত হন না। উপবীত ধারণের পর ব্রাহ্মণের দ্বিজাতি নাম হয়; পরে বিদ্যাসমাপ্তি হইলে যখন তাঁহাকে চিকিৎসা-জ্ঞান প্রভাবে ব্রাহ্ম বা আর্য্যসত্ত্ব অসংশয়িতরূপে আশ্লিষ্ট হয়, তখন তাঁহার ত্রিজ নাম ঘটিয়া থাকে। যিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি চিকিৎসকের অকুশল চিন্তা বা তিরস্কার বা অহিত আচরণ করিবেন না। উপকার করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে করা থাকুক আর নাই থাকুক, যিনি চিকিৎসিত হইবার পর বৈদ্যের উপকার না করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। আবার বৈদ্যও যদি অনুত্তম ধর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার রোগীদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে ব্যাধি হইতে রক্ষা করা উচিত।"

পাণ্ডু চিকিৎসা।

ত্রিফলাদি কাথ যথা,—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, কট্কী, চিরতা ও নিমছাল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে তিক্ত প্রয়োগ ও শীতল ক্রিয়া, কফজ পাণ্ডুরোগে কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, পাণ্ডুরোগে পিত্তের প্রাধান্য থাকায় রোগীকে প্রথমে পঞ্চগব্যঘৃত বা মহাতিক্তঘৃত পান করাইয়া তৎপরে বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া চিকিৎসা করা উচিত।

লৌহ, মণ্ডুর এবং শিলাজতু পাণ্ডুরোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

নবায়সলৌহ বা নবায়স মণ্ডুর পাণ্ডুরোগে অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। এই ঔষধ ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ এক এক রতি করিয়া বাড়াইয়া ৯ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া তৎপর প্রত্যহ এক এক রতি করিয়া কমাইয়া এক রতিতে শেষ করা কর্ত্তব্য। অনুপান ঘৃত ও মধু অথবা পলতার রস বা গুলঞ্চের রস। যদি শোথ থাকে তাহা হইলে রোগীর লবণ ও জল

খাওয়া বন্ধ করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রত্যহই ২ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

শোথযুক্ত পাণ্ডুরোগে পুনর্নবাদি মণ্ডুর নামক ঔষধটীও সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

'যোগরাজ' পাণ্ডুরোগের অপর একটী কার্য্যকরী ঔষধ। এই ঔষধ প্রয়োগ করা কালে রোগীকে ককারাদিবর্গ বর্জ্জন করাইতে হয়। যে সকল দ্রব্যের প্রথমে 'ক' থাকে সেই সকল দ্রব্য যেমন, কলা, কচু, ইত্যাদি বর্জ্জন করা উচিত।

ধাত্রীলৌহ ধাত্র্যরিষ্ট, পুনর্নবামৃত লৌহমণ্ডুর, হরিদ্রাদ্যঘৃত, দ্রাক্ষাঘৃত ও পাণ্ডুপঞ্চানন রস, এই শাস্ত্রীয় ঔষধসকল পাণ্ডুরোগে বিশেষ কার্য্যকরী।

পাণ্ডুশোথে "পাণ্ডুপঞ্চানন রস" প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহা পাণ্ডুশোথে অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে যোষাদ্যঘৃত হিতকর।

কামলা চিকিৎসা।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা বা নিম, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

লৌহভস্ম, হরীতকীচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

আমলকীচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ, মধু ও ঘৃত সহ লৌহভস্ম সেবন করিলে কামলা আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চের রস বা পলতার রস অথবা আমলকী ও হরীতকীর রস বা চূর্ণ, ত্রিফলার কাথ, ঘৃত ও মধু, কুলেখাড়ার রস, শ্বেতপুনর্ণবার রস, দারুহরিদ্রা অথবা, বাসকপাতার রস, নিমপাতার রস, তেউড়ীচূর্ণ, কটুকীচূর্ণ, যষ্টিমধু, চিরতা

ও খদিরকাষ্ঠের কাথ, এই সকল অনুপান সহযোগে দোষ বিবেচনা করিয়া, লৌহমণ্ডুর ও শিলাজতু সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার কামলারোগ আরোগ্য হয়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ, ধাত্রীরিষ্ট, দ্রাক্ষাদিঘৃত এবং অমৃতলতাদিঘৃত কামলা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বহেড়া কাঠের কয়লায় মণ্ডুর ভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে কুম্ভ কামলা বিনষ্ট হয়।

ঘৃতকুমারীর নস্য লইলে কামলা ও কুম্ভকামলা বিনষ্ট হয়।

গোমূত্রের সহিত শিলাজতু ভস্ম ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে কুম্ভ কামলা বিনষ্ট হয়।

বলঘসিয়ার অঞ্জন লইলে কামলা ও কুম্ভ কামলায় উপকার পাওয়া যায়।

কুম্ভকামলার চিকিৎসা কামলা চিকিৎসার স্থায় করা বিধেয়।

হলীমক।

ইহার চিকিৎসাও পাণ্ডুকামলার চিকিৎসার স্থায়।

খদির কাষ্ঠের কাথ ও মুতাচূর্ণ সহ লৌহভস্ম সেবন করিলে হলীমক আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, চিরতা ও নিম, ইহাদের কাথ হলীমকের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অমৃতলতাদিঘৃত, ক্ষারণাদিমণ্ডুর বটিকা ও অষ্টাদশাঙ্গলৌহ হলীমকের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা, ও হলীমকের একটী সুফল ব্যবস্থাপত্র—

(১) লৌহভস্ম ২ রতি মাত্রায়—প্রাতে ৭টায়—ঘৃত ও মধু সহ সেব্য।
(ত্রিফলার কাথ ও গোমূত্রে বহুবার মর্দ্দিত ও পুটিত)

(১ক) বেলা ৭।০টায়—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরতা, বাসক ও কট্‌কী ইহাদের কাথ মধু যোগে সেব্য।

(২) বেলা ১০টায়—শিলাজতু ভস্ম ৪ রতি হইতে ৴০ আনা মাত্রায়—শ্বেতপুনর্ণবার রস ও মধু সহ সেব্য।

(৩) দুই বেলা আহারান্তে—ধাত্র্যরিষ্ট, ৪ ড্রাম মাত্রায় সমপরিমাণ শীতল জল সহ।

(৪) বেলা ৪ টায়—অমৃতলতাদি ঘৃত বা দ্রাক্ষাদিঘৃত ৵০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায়,—গরম দুগ্ধ সহ সেব্য।

(৫) সন্ধ্যা ৭টায়—ত্র্যূষণাদি মণ্ডূর বটিকা, বাসকপাতার রস ও মধু সহ সেব্য।

৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় লৌহভস্ম ত্রিফলাযোগে ও গোমূত্র অনুপানে প্রয়োগ করিয়া বহু কামলা রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

৺সীতানাথ কবিরাজ মহাশয় রসোন বাটা সহ গোমূত্র সেবনের উপদেশ দিতেন।

৺গয়ানাথ কবিরাজ মহাশয় নবায়সলৌহ কুলেখাড়ার রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডু কামলা আরোগ্য করিতেন।

৺রাজেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় প্রাণবল্লভ রস তেঁতুল ভিজান জল সহ সেবন করাইয়া বহু কামলা রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

পাণ্ডু কামলা রোগীর পথ্য—যব, গোধূম, শালিধান্যের অন্ন, জাঙ্গলমাংস রস, মুগ, মসুর ও অড়হড়ের যূষ, তিক্তদ্রব্য, পটোল, ডুমুর, কচিবেগুন, বেতাগ্র প্রভৃতি সুপথ্য।

নিষিদ্ধ—শাক, দধি, নবান্ন, মৎস্য, লবণ ও অম্লদ্রব্য।

রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

"নার্থার্থং নাপি কামার্থমথ ভূতদয়াং প্রতি॥
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে।

কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥
দারুণৈঃ কৃষ্যমাণানাং গদৈর্বৈবস্বতঃ ক্ষয়ম্।
ছিত্বা বৈবস্বতান্ পাশান্ জীবিতঞ্চ প্রযচ্ছতি॥
ধর্ম্মার্থসদৃশস্তস্য দাতা নেহোপলভ্যতে।
ন হি জীবিতদানাদ্ধি দানমন্যদ্বিশিষ্যতে॥
পরো ভূতদয়াধর্ম্ম ইতি মত্বা চিকিৎসয়া।
বর্ত্ততে যঃ স সিদ্ধার্থঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ,—মহর্ষিগণ নিজেদের স্বার্থ বা কাম চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন নাই। তাঁহাদের স্বার্থ ভূতগণের প্রতি দয়া। অতএব যিনি চিকিৎসাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বোপরিবর্ত্ত বমান থাকিতে হইবে। যাঁহারা বৃত্তির জন্য চিকিৎসারূপ পণ্য বিক্রয় করেন, তাঁহারা কাঞ্চনরাশি পরিহার করিয়া পাংশুরাশির উপাসনা করেন। জীবগণ দারুণরোগে যমালয় প্রতি আকৃষ্যমান হইলে, যিনি তাহাদিগকে যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়া জীবনদান করেন, ইহলোকে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মার্থপরায়ণ ও দাতা আর নাই। জীবনদানের ন্যায় এইরূপ উৎকৃষ্ট দান আর নাই। প্রাণীদিগের প্রতি দয়াই পরমধর্ম্ম, এই মনে করিয়া যিনি চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন্, তিনিই সফলপ্রযত্ন হইয়া পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন।"

রোগী যদি বলবান হয় এবং ভাল আহার করিতে পারে, তাহা হইলে রক্তপিত্তের রক্তস্রাব বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ দুষ্ট রক্ত দেহে আবদ্ধ থাকিয়া পাণ্ডু, হৃদ্‌রোগ, গ্রহণী, প্লীহা, জ্বর প্রভৃতি রোগ আনয়ন করে।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যদি রোগীর বলমাংস ক্ষীণ না হয়, তবে প্রথমে উপবাসাদি কর্ত্তব্য কিম্বা প্রথমে তৃপ্তিজনক আহার প্রদান করিয়া পরে বিরেচন করান উচিত। অধোগ রক্তপিত্তে রোগীকে প্রথমে পেয়া পান করাইয়া পরে তাহার বল বিবেচনা করিয়া বমন করান কর্ত্তব্য। কৃশ, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ ও বর্ষাযুক্ত

রক্তপিত্ত রোগীকে বমন ও বিরেচন দেওয়া উচিত নহে। ঐরূপ রোগীকে শমনদ্বারা চিকিৎসা করা উচিত, এবং রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া পরে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের রক্তবন্ধ করিবার উপায়।

(১) পুটপক্ক বাসকপাতার রস চিনি ও মধু সহ সেবনে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(২) পুটপক্ক বাসকপাতার রসে প্রিয়ঙ্গু সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, রসাঞ্জন ও লোধ, ইহাদের চূর্ণ মিলিত ২ তোলা ও মধু সহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্তের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৩) বাসকপাতার রস, তালিশপত্রচূর্ণ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

(৪) বাসকছাল, হরীতকী ও কিস্মিস্, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৫) ডুমুরের রস মধুসহ পান করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৬) কাষ্ঠমল্লিকার মূলের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৭) বাসকমূলের ছালের কাথ ২ তোলা চিনি ও মধু সহ সেবনে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

(৮) বাবলাপাতার রস চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্তের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৯) কচি দুর্ব্বাঘাসের রস চিনি ও মধু সহ পান করিলে এবং আম্রপাতার রস ২ তোলা চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(১০) পাকা যজ্ঞডুমুরের রস মধু সহ বা পাকা গাম্ভারী ফলের কাথ মধু সহ সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(১১) হরীতকীচূর্ণ ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা মাত্রায়, চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(১২) খর্জ্জুরের কাথ মধু সহ সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(১৩) আঙ্গুরের বা মনক্কার কাথ মধু সহ সেবন করিলে দারুণ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

(১৪) সদ্য ছাগরক্ত চিনি ও মধু সহ সেবনে রক্তস্রাব নষ্ট হয়।

(১৫) ছাগের যকৃৎ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

(১৬) ছাগমাংসের রস মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

(১৭) থোড়ের রস চিনি ও মধু সহ খাইলে রক্তস্রাব নষ্ট হয়।

(১৮) রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর কাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে রক্তস্রাব দূরীভূত হয়।

(১৯) ধনে, আমলকী, বাসক, দ্রাক্ষা ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের হিম কষায় সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তের মহৌষধ।

(২০) বালা, উৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, শুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি মাত্রায়, পলতার রস, চিনি ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে রক্তপিত্তে অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

জ্বরযুক্ত সর্ব্ববিধ রক্তপিত্তে উপরিউক্ত প্রকারের হিঙ্গুল ২ রতি সেবনান্তে ক্ষেতপাপড়ার কাথ, চিনি ও মধু সহ সেব্য।

আমছাল, জামছাল ও অর্জ্জুনছাল, ইহাদের চূর্ণ বা হিমকষায় রক্তপিত্ত নাশ করে (ভূদেব কবিরাজ)

কেবল মাত্র শুলঞ্চের হিমকষায়ও রক্তপিত্ত নাশ করে।

অধোগ রক্তপিত্ত।

গোক্ষুর, শতমূলী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি ও কিস্‌মিস্, ইহাদের যে কোন একটীর সঙ্গে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মূত্রমার্গ হইতে রক্তপাত নিবারিত হয়।

কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, ইহাদের চূর্ণ বাসকের রস ও চিনি মধু সহ সেবন করিলে গুহ্য, যোনি ও মেঢ্রাদি হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

অশোকারিষ্ট সেবনে যোনিমার্গগামী রক্তস্রাব নষ্ট হয়।

বব্বুলারিষ্ট ও কুটজারিষ্ট গুহ্যদ্বারগত রক্তস্রাবে উপকারী।

দূর্ব্বাদ্যঘৃত পান করিলে উর্দ্ধগ অধোগ সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণ হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং চক্ষুতে প্রদান করিলে চক্ষু হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া ও কাঞ্জিতে বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। দাড়িম ফুলের রসের নস্য, দুর্ব্বার রসের নস্য, আমআঁটীর শাঁসের রসের নস্য লইলে নাসিকার রক্তস্রাব বন্ধ হয়। চিনির জলের বা দুগ্ধের নস্য লইলেও নাসাস্রাব বন্ধ হয়। আঙ্গুরের রস বা ইক্ষুরস চিনি সহ নস্য লইলে নাসারক্ত বন্ধ হয়।

পঞ্চতৃণমূল ২ তোলা, জল /১ এক সের এবং দুগ্ধ /।০ এক পোয়া, একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া, সেই দুগ্ধ পান করিলে প্রস্রাব দ্বার হইতে রক্তপাত নিবারিত হয়।

শতাবরী ঘৃত, কামদেব ঘৃত, সপ্তপ্রস্থঘৃত এবং খণ্ডকাদ্যলৌহ রক্তপিত্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুষ্মাণ্ডখণ্ড ও খণ্ডকুষ্মাণ্ড রক্তমোক্ষণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান বাসকপাতার রস ও মধু বা ছাগদুগ্ধ ও মধু।

বন্ধায় রস প্রয়োগ করিবার পর কফ ও পিত্ত পরিপাক হইলেও যদি রক্তস্রাব

বন্ধ না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বায়ুর অনুবন্ধ বশতঃ স্রাব বন্ধ হইতেছে না। এইরূপ স্থলে ছাগ বা গোদুগ্ধ ৫ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করান কর্ত্তব্য। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বল্প পঞ্চমূলের পাচনও হিতকর।

রক্তপিত্তান্তক রস, সুধানিধি রস, কপর্দ্দক রস, রক্তপিত্তাঙ্কুশ রস (মৎপ্রণীত রসচিকিৎসা ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং চন্দ্রকলা রস রক্তপিত্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

৺শীতল প্রসাদ কবিরাজ মহাশয় এলাদিগুড়িকা ব্যবহার করিয়া রক্তপিত্তে প্রভূত উপকার পাইতেন।

৺সীতানাথ কবিরাজ মহাশয় বলিতেন উশীরাসব ও কুষ্মাণ্ডখণ্ডে সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

যজ্ঞডুমুরের পত্রের রসে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া ছাগীদুগ্ধ ও চিনি সহ সেবন করাইলে ঊর্দ্ধগ ও অধোগ সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। (শ্রীচরণ কবিরাজ)

বাসা দ্রাক্ষারিষ্ট (শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের) এবং অষ্টকষাদি কষায় (হারাণ কবিরাজ মহাশয়ের) নামক ঔষধ দুইটী রক্তপিত্তের কার্য্যকরী ঔষধ।

আমি স্বর্ণসিন্দূর ১ রতি মাত্রায়, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর কাথ সহ প্রয়োগ করিয়া রক্তপিত্তে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি।

মৎপ্রণীত যক্ষ্মাচিকিৎসা ২য় খণ্ডে রক্তপিত্ত চিকিৎসা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা

"সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বৌষধবিশেষবিৎ।
ভিষক্ সর্ব্বাময়ান্ হন্তি ন চ মোহং নিযচ্ছতি।
প্রয়োগঃ শময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ
নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ॥"

—চরকে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ—"সর্ব্বরোগ বিশেষজ্ঞ ও সর্ব্বৌষধবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কখনও মুগ্ধ হইতে হয় না। যে চিকিৎসা এক ব্যাধিকে শান্ত করিয়া অপর ব্যাধিকে প্রকুপিত করে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তাহাই শুদ্ধ, যাহা শান্ত করে কিন্তু প্রকুপিত করে না।"

যক্ষ্মাচিকিৎসা সম্পর্কে স্বতন্ত্র দুইখণ্ড পুস্তকে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। যক্ষ্মাচিকিৎসা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মল্লিখিত উক্ত যক্ষ্মাচিকিৎসা নামক দুই খণ্ড পুস্তক প্রত্যেক চিকিৎসক এবং ছাত্রের পাঠ করা কর্ত্তব্য। নিম্নে যক্ষ্মাচিকিৎসার কতিপয় সঙ্কেত মাত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অতি স্থূলভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে প্রতীতি হয় যে, যক্ষ্মা সাধারণতঃ মোটামুটী দুই প্রকারের হইয়া থাকে যথা, অনুলোম ক্ষয়জাত যক্ষ্মা এবং বিলোম ক্ষয়জাত যক্ষ্মা। স্রোতের বিবদ্ধতাহেতু অনুলোম ক্ষয় হইয়া থাকে।

অনুলোম ক্ষয়ে দৃষ্টফল ঔষধ।

শিলাজত্বাদিলৌহ, যক্ষ্মারিলৌহ, যক্ষ্মান্তকলৌহ, বিন্ধ্যবাসীলৌহ, রাজমৃগাঙ্ক-রস, মহামৃগাঙ্ক রস, রত্নগর্ভপোট্টলী রস, হেমগর্ভপোট্টলী রস, বৃহৎকাঞ্চনাভ্র রস, কাঞ্চনাভ্ররস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, কুমুদেশ্বর রস, মহামৃগাঙ্ক, বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা, চূড়ামণি রস, রসেন্দ্রগুড়িকা, মহাভ্রবটী, কনকসুন্দর রস, এই সকল ঔষধ আদার রস, পিপুলচূর্ণ, বংশলোচনচূর্ণ, অশ্বগন্ধাচূর্ণ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ, লাক্ষাচূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, যষ্টিমধু ও গোরক্ষচাকুলের কাথ, যষ্টিমধু ও লাক্ষার কাথ; যষ্টিমধু, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছালের কাথ; থানকুণির রস, বাবলাপাতার রস প্রভৃতি অনুপান যোগে যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে অনুলোম ক্ষয়ে উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে।

বংশপত্র হরিতালভস্ম ½ রতি হইতে ¼ রতি মাত্রায় গরম গব্যঘৃত অনুপানে ব্যবহার করিয়া হরিতাল ভক্ষণোপযোগী ঘৃতপক্ক অন্নপানাদি পথ্য করিলে অনুলোম ক্ষয় আরোগ্য হয়।

সোহাগাযোগে ভস্মীকৃত অভ্র, কান্তলৌহ ভস্ম, খাঁটী মুক্তাভস্ম, ১৪ পুটে পাক করা স্বর্ণভস্ম, খাঁটী বঙ্গভস্ম, এইগুলি গব্যঘৃত, গব্যদুগ্ধ, মাখন, মধু, নবনীত ও মধু, মাংসরস ও মধু প্রভৃতি অনুপানে সেবন করিলে অনুলোম ক্ষয় আরোগ্য হয়।

পঞ্চামৃতপর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, বিজয়পর্পটী, বজ্রপর্পটী প্রভৃতি পর্পটীগুলি পর্পটী সেবনের বিধি অনুসারে সেবন করিলে অনুলোম ক্ষয় আরোগ্য হয়।

শরীরস্থ ধাতুক্ষয় হইতে, বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় হইতে, বিলোম ক্ষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বিলোম ক্ষয়ে জীবন্ত্যাদ্যঘৃত, বলাগর্ভঘৃত, বৃহৎ যক্ষ্মেশ্বর, অমৃতপ্রাশঘৃত, দ্রাক্ষারিষ্ট, চ্যবনপ্রাশ, শ্রীমদনানন্দ মোদক, বসন্তকুসুমাকর রস, বসন্তমালতী রস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, ষড়্‌গুণবলীজারিত ও সিদ্ধ মকরধ্বজ, চতুর্মুখ রস প্রভৃতি ঔষধ ছাগমাংসের রস, ছাগদুগ্ধ, চিনি, মধু ও নবনীত, ঘৃতমধু, গোরক্ষচাকুলে ও যষ্টিমধুর কাথ, লাক্ষা ও যষ্টিমধুর কাথ প্রভৃতি অনুপানে প্রয়োগ করিলে বিলোম ক্ষয় আরোগ্য হয়।

সর্ব্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের একটী সুলভ দৃষ্টফল মহৌষধ—বিলাতি চিল মার্কা খাঁটী ইস্পাতের সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া গোমূত্র, ত্রিফলার কাথ, কলার মূলের রস, কাঁজি, তিলতৈল, ঘোল ও কুলত্থ কলায়ের কাথে ভাবনা দিয়া এবং তৎপরে পোড়াইয়া লইয়া কাপড়ের ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহার একভাগ, পারদ একভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ লইয়া একসঙ্গে তিনদিন পর্য্যন্ত ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপর উহা এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত ধান্যরাশির মধ্যে রাখিতে হইবে। তিনদিন পর ধান্যরাশি হইতে বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণ ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ১০ ফোঁটা ও মধু ২০ ফোঁটা সহ সেবন করিলে একাদশ প্রকার উপসর্গযুক্ত যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হয়।

উক্ত প্রণালী অনুসারে স্বর্ণভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিলে একাদশ প্রকার উপসর্গযুক্ত যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হয়। ইহা দৃষ্টফল মহৌষধ।

কৃষ্ণাভ্রের কুলাভ্র প্রস্তুত করিয়া (মল্লিখিত রসচিকিৎসা ১ম খণ্ডে অভ্রপ্রকরণ দ্রষ্টব্য। "অথবা বদরীক্বাথে ধ্মাতমভ্রং বিনিক্ষিপেৎ মর্দ্দিতং পাণিনা শুষ্কং ধান্যাভ্রাদ্ভতিরুচ্যতে"। অর্থাৎ, কৃষ্ণাভ্রকে উত্তপ্ত করিয়া কুলের কাথে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ও চূর্ণ করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।) সেই চূর্ণীকৃত কুলাভ্রের সহিত সমপরিমাণ সোহাগাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তাহার পর আকন্দপাতার রসে ঐ পুটপক অভ্রকে মর্দ্দন করিয়া পুনরায় পাঁচটি পুট প্রদান করিবে। প্রত্যেকবারে পুট দিবার পূর্ব্বে আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। এইরূপভাবে উহাকে পুনরায় এরণ্ডপত্রের রসে পাঁচবার মর্দ্দন ও পুটপাক করিতে হইবে। তৎপর বাসকপাতার রসে ৫ বার মর্দ্দন ও পুট দিতে হইবে। তাহার পর গোমূত্রে একবার ও সর্ব্বশেষে ত্রিফলার কাথে একবার মর্দ্দন ও পুট দিতে হইবে। এইরূপভাবে পুটিত অভ্রের রঙ্ কাল হইবে। ভস্মীকরণ কালে অভ্রের রঙ কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহার অমৃতীকরণ করিবার প্রয়োজন হয়।

মৃতাভ্রের অমৃতীকরণ পদ্ধতি :—মৃতাভ্রের সহিত উহার সমপরিমিত ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে মৃতাভ্রের অমৃতীকরণ সম্পাদিত হয়। কোন কোন রসসিদ্ধের মতে, কেবলমাত্র সমপরিমিত গব্যঘৃতের সহিত পুটপাক করিয়া লইলে মৃত কৃষ্ণাভ্রের অমৃতীকরণ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এবম্বিধ মৃতাভ্র ২ রতি মাত্রায়, নাগবলা ও যষ্টিমধুর কাথ অথবা যষ্টিমধু ও লাক্ষার কাথ সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

উল্লিখিত তিনটী সিদ্ধযোগ একাদিক্রমে তিন মাস সেবন করিতে হইবে। এইগুলি সেবনকালে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ, মাংসরস ও টাট্কা ফলমূল সেবন এবং উন্মুক্ত আলোহাওয়াযুক্ত খট্‌খটে শুক্‌নো জায়গায় বাস করিতে হইবে।

উভয়প্রকার যক্ষ্মারোগের বিভিন্নপ্রকার উপসর্গের দৃষ্টফল চিকিৎসা :—

(১) **জ্বরে :—**প্রবালপঞ্চক,— প্রবাল, শুক্তি, শঙ্খ, মুক্তা ও কড়ি, সমভাগে গ্রহণ করিয়া ৫ দিন অম্লদধিতে ভাবনা দিয়া ও ৬ রতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে মধু ও দুগ্ধ সহ সেবন করিলে যক্ষ্মারোগের জ্বর অতি সহজে আরোগ্য হয়। (যামিনীভূষণ সেন)।

বৃহৎ লোকনাথ রস—শাঙ্গ´ধরোক্ত বৃহৎ লোকনাথ রস সেবনে যক্ষ্মার জ্বর আরোগ্য হয়।

লেবুর রস সহ নাভিশঙ্খ পুটপাক করিয়া উক্ত শঙ্খভস্ম আধতোলা পরিমাণে গোঁড়ালেবুর রস সহ সেবন করিলে ক্ষয় রোগীর জ্বর আরোগ্য হয়।

নিমপাতা ও লেবুর রসে শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

"কনকসুন্দর রস"—প্রাতে আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে জ্বর আরোগ্য হয়।

হরিতালভস্ম ½ রতি মাত্রায়, গব্যঘৃত সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়জ জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা সেবনকালে গব্যঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিতে হইবে।

বসরাই মুক্তাভস্ম ৪ রতি, স্বর্ণভস্ম ১ রতি ও মৃগনাভি ½ রতি, একত্রে আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে যক্ষ্মার জ্বর আরোগ্য হয়।

অভ্রদ্যুতি ১ রতি, বঙ্গভস্ম ১ রতি, স্বর্ণভস্ম ১ রতি, মুক্তাভস্ম ১ রতি, শিলাজতু ১ রতি ও সীসকভস্ম ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ও ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে জ্বর বন্ধ হইয়া উগ্র রাজযক্ষ্মা নিবারিত হয়।

(২) **কাস উপসর্গে :—**বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস আরোগ্য হয়।

সর্ব্বতোভদ্র রস—আদার রস ও মধু বা মাংসরস ও মধু বা পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে কাস আরোগ্য হয়।

কাসসংহারভৈরব ও মহাকালেশ্বর রস, এই দুইটী কাসির উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর বল থাকিলে ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে "মহাকালেশ্বর রস" প্রয়োগ করিয়া অতি সত্বর কাস আরোগ্য করা যায়।

সিতোপলাদি চূর্ণ, শৃঙ্গাদি চূর্ণ, তালিশাদি চূর্ণ, কাসলক্ষ্মীবিলাস, এইগুলি কাসির উত্তম ফলদায়ক ঔষধ।

বৃহৎ বাসাবলেহ কাসি উপসর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পূঁযের মত তরল এবং অত্যধিক কফ নির্গত হইতে থাকিলে মরিচাদ্যচূর্ণ এবং বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

বার্দ্ধক্যজণিত ক্ষয়জ কাসে দ্রাক্ষারিষ্ট, চ্যবনপ্রাশ এবং কাসলক্ষ্মীবিলাস একযোগে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল প্রদান করে।

ব্যাঘ্রীহরীতকী, অগস্ত্যহরীতকী, দ্রাক্ষাদিঘৃত, এইগুলি ক্ষয়জ কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(৩) **রক্তপিত্ত উপসর্গে :**—যক্ষ্মায় রক্তপিত্তের মূল কারণ স্রোতের বিবদ্ধতা। সুতরাং স্রোতের বিবদ্ধতানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে যক্ষ্মার রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড রক্তপিত্তের একটী সহজ এবং উপাদেয় ঔষধ। কুষ্মাণ্ডখণ্ডের সহিত বাসকের ক্বাথ যোগ করিয়া যে "বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড" প্রস্তুত হয় তাহাও রক্তপিত্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উশীরাসবও রক্তপিত্তের একটী সহজ ও ভাল ঔষধ।

এলাদিগুড়িকা ছোট ঔষধ হইলেও রক্তপিত্তের একটী উত্তম ফলদায়ক ঔষধ। শীতল কবিরাজ মহাশয় ইহা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন।

দূর্ব্বাদ্যঘৃত, বাসাবলেহ, বাসাঘৃত সপ্তপ্রস্থ ঘৃত, খণ্ডকাদ্যলৌহ, সুধানিধি রস, এইগুলি রক্তপিত্তের বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

বিশদ চিকিৎসার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত রক্তপিত্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪) **স্বরভঙ্গে :**—স্রোতের বিবদ্ধতাহেতু স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে। এই বিবদ্ধতা নষ্ট হইলে স্বরভঙ্গ দূরীভূত হয়।

শোধিত আমলাসা গন্ধক ঘি সহ মর্দ্দন করিয়া ½ তোলা হইতে ½ তো মাত্রায়, গরম দুধ সহ সেবন করিলে স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়।

ত্র্যম্বকাভ্র, শুঁঠচূর্ণ ও চিনি অনুপানে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তাম্রভস্ম ২ রতি, আদার রস ও মধু অনুপানে স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্রাহ্মীঘৃত, সারস্বতারিষ্ট, দ্রাক্ষারিষ্ট, এইগুলি স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু রোগীর পেটভাঙ্গা থাকিলে এইগুলি প্রযোজ্য নহে।

পেটভাঙ্গা সহ স্বরভঙ্গ থাকিলে, বিজয়পর্পটী এবং গগনপর্পটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পেটভাঙ্গা না থাকিলে ভৈরবরস স্বরভঙ্গের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্বাসনালীতে ক্ষত হইয়া স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হইলে মুক্তাভস্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

(৫) শ্বাসে—হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা খারাপ না হইলে শ্বাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ হরিতাল ভস্ম। ইহা আদার রস ও গরম গব্যঘৃত সহ প্রাতঃকালে সেব্য।

সাধারণ ঔষধের মধ্যে কনকাসব শ্বাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্বাস উপসর্গে পেটভাঙ্গা না থাকিলে, ভার্গীগুড় উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

পেটভাঙ্গা থাকিলে লৌহপর্পটী কিম্বা তাম্রপর্পটী শ্বাস উপসর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ডামরানন্দাভ্র ও বিজয়বটী শ্বাস উপসর্গে উৎকৃষ্ট কাজ করে।

ভার্গীগুড় সহ্য না হইলে ভার্গীশর্করা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং ইহা অধিকতর ফল প্রদান করে।

মহাশ্বাসারিলৌহ, শ্বাসচিন্তামণি ও সূর্য্যাবর্ত্তরস শ্বাসের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(৬) অরুচি উপসর্গে—দাড়িম্বাদিচূর্ণ—অম্লদাড়িম ২ পল, ক্ষারগুড় ৮ পল, ত্রিকটু ৩ পল, ত্রিসুগন্ধী (দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা) ১ পল, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিবলানুযায়ী মাত্রা করিয়া সেবন করিলে অরুচি নষ্ট হয়।

যমানীষাড়ব অরুচির আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কলহংসও এই উপসর্গের একটী ভাল ঔষধ।

রসালা, সুলোচনাভ্র ও সুধানিধিরস এই উপসর্গের অপর তিনটী দুষ্টফল মহৌষধ।

রসালা প্রস্তুতিবিধি—অম্লদধি ৵৮ সের, চিনি ৵২ সের, ঘৃত ৵৴৹ পোয়া, মধু ৵৴৹ পোয়া, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা এবং দারচিনি, তেজপাতা, এলাচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেকের ১ তোলা। এই সমুদয় একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।

সুলোচনাভ্র প্রস্তুতিবিধি—অভ্রভস্ম ৮ তোলা, কান্তলৌহভস্ম ৮ তোলা এবং চৈ, কুলের শাঁস, বেণামূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল ও ছোলঙ্গ লেবু, ইহাদের প্রত্যেকের ৵১৷৹ সের। একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।

সুধানিধিরস প্রস্তুতিবিধি—কজ্জলী ১ ভাগ লইয়া দন্তীকাথে, জামীর লেবুর রসে, আদার রসে, ছোলঙ্গ লেবুর রসে ও ছোলঙ্গ মজ্জার রসে ক্রমান্বয়ে এক একবার ভাবনা দিতে হইবে। তৎপর তাহার সহিত ১ ভাগ সোহাগার খৈ, ২½ ভাগ লবঙ্গচূর্ণ ও ½ ভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে উহা ৴৹ আনা করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। ইহার অনুপান শুঁঠচূর্ণ বা ইক্ষুগুড়।

(৭) পেটভাঙ্গা উপসর্গে—এই উপসর্গ অতি মারাত্মক। পেটভাঙ্গার জন্য রোগী খুব দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং অতি সত্বর রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং পেটভাঙ্গা দেখা দিলে সর্ব্বাগ্রে এবং অনতিবিলম্বে ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত পাচনটী পেটভাঙ্গা উপসর্গ নিবারণে অতি উৎকৃষ্ট।

কুড়চি, ডালিম, মুতা, বেলশুঁঠ, আকনাদি, আতইচ, ইন্দ্রযব, মোচরস, ধাইফুল, লোধ ও কাঁচড়াদাম, ইহাদের প্রত্যেকটী ৴৹ আনা ওজনে লইয়া ৵৷৹ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৴৹ পোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে বন্যার পেটভাঙ্গা উপসর্গ দূরীভূত হয়। ইহাদের সমস্তগুলি না

পাইলে, যাহা যাহা পাওয়া যায় তাহাদের প্রত্যেকটী সমানভাগে ও মিলিত ২ তোলা লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।

বব্বূলারিষ্ট, কুটজারিষ্ট, মুস্তকারিষ্ট ও জীরকাস্থরিষ্ট (স্ত্রীরোগীতে) প্রয়োগে পেটভাঙ্গায় অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

শ্রীমদনানন্দমোদক, জীরকাদিমোদক ও সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক ইহার দৃষ্টফল মহৌষধ।

বাহ্যের সঙ্গে রক্তস্রাব থাকিলে, কুটজাবলেহ প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

কর্পূররস, জাতিফলবটী, প্রবাহকপাট, মহারাজনৃপতিবল্লভ, এইগুলিও পেট-ভাঙ্গায় দৃষ্টফল মহৌষধ।

রসপর্প্পটী, বিজয়পর্প্পটী এবং স্বর্ণপর্প্পটী প্রয়োগে পেটভাঙ্গা উপসর্গে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে লৌহপর্প্পটী ও গগনপর্প্পটী প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

ছাগলের দুধ, শটী, কচি বেলপোড়া, থৈমণ্ড, অন্নমণ্ড, মাগুর ও সিঙ্গী মাছের ঝোল পথ্য হিসাবে ব্যবহার্য্য।

(৮) **উৎকাসি উপসর্গে**—পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ দশমূল পাচন; বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস, যষ্টিমধুচূর্ণ ও বচচূর্ণ সহ; বসন্ততিলক রস, আদার রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে উৎকাসি আরোগ্য হয়।

(৯) **অংস এবং পার্শ্বসঙ্কোচে**—প্রাতে বংশপত্র হরিতালভস্ম ½ রতি মাত্রায় গরম গব্যঘৃত ও আদার রস সহ প্রয়োগ করিলে পার্শ্বসঙ্কোচ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবনকালে মাংসরস, ঘি, দুধ পথ্য করিতে হইবে।

মর্দ্দনার্থ বৃহৎ সারচন্দনাদি তৈল, বৃহৎ চন্দনাদি তৈল, প্রসারণীতৈল ও পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(১০) **শূলে**—অমৃতীকৃত অতি বিশুদ্ধ "তাম্রভস্ম" ২ রতি মাত্রায়, আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে অতি সত্বর শূল নিবারিত হয়। ইহার সহিত

শুভ্রমণ্ডূর, তারামণ্ডূর, শর্করালৌহ, তাম্রাষ্টক, শঙ্খাদিচূর্ণ, প্রবালপঞ্চক প্রভৃতি ঔষধ এই উপসর্গে সেব্য।

(১১) **শিরঃ পরিপূর্ণতায়**—নারদীয় মহালক্ষীবিলাস রস দশমূল পাচন সহ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। জ্বরাধিকারের মহালক্ষীবিলাস রসও আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

বিঃ দ্রঃ—খাঁটী মুক্তাভস্ম দৈনিক এক মাষা মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া তৎপরে উষ্ণ ছাগদুগ্ধ, তদভাবে গোদুগ্ধ, সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে দুর্জ্জয় রাজযক্ষ্মা আরোগ্য হয়।

ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসা

"সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাম্॥"—চরক।

অর্থাৎ, "অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে শরীর রক্ষা করিবে, যেহেতু শরীর রক্ষিত না হইলে সমস্ত নষ্ট হয় এবং শরীর থাকিলেই সমস্ত থাকে।"

ক্ষতক্ষীণ রোগে নাগবলামূল সিকিতোলা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ সিকি তোলা করিয়া বাড়াইয়া সর্ব্বোচ্চ দুই তোলা মাত্রা পর্য্যন্ত সেবন করাইতে হইবে। কিছুদিন উক্ত দুই তোলা মাত্রায় ব্যবহার করাইয়া তৎপর প্রত্যহ সিকিতোলা করিয়া কমাইয়া সর্ব্বনিম্ন মাত্রা সিকিতোলায় কিছুদিন সেবন করাইতে হইবে। এইরূপভাবে নাগবলামূল ব্যবহারে ক্ষতক্ষীণ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এইভাবে যষ্টিমধুচূর্ণ সেবনেও ক্ষতক্ষীণরোগে সুফল পাওয়া যায়।

সর্পিগুড় ক্ষতক্ষীণরোগের দৃষ্টফল ঔষধ। জীবন্তীঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত, অমৃতপ্রাশ অবলেহ, শিলাজত্বাদিঘৃত, যক্ষ্মারিলৌহ ও বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কাস চিকিৎসা।

"সুখসাধ্যঃ সুখোপায়ঃ কালেনাল্পেন সাধ্যতে।
সাধ্যতে কৃচ্ছ্রসাধ্যস্তু যত্নেন মহতা চিরাৎ॥
যাতি নাশেষতাং ব্যাধিরসাধ্যো যাপ্যসংজ্ঞিতঃ।
পরোঽসাধ্যঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রত্যাখ্যেয়োঽতিবর্ত্ততে॥
নাসাধ্যঃ সাধ্যতাং যাতি সাধ্যো যাতি ত্বসাধ্যতাম্।
পাদাবচারাদ্দৈবাদ্বা যান্তি ভাবান্তরং গদাঃ॥
বৃদ্ধিস্থানক্ষয়াবস্থাং দোষাণামুপলক্ষয়েৎ।
সুসূক্ষ্মামপি চ প্রাজ্ঞো দেহাগ্নিবলচেতসাম্॥
ব্যাধ্যবস্থাবিশেষান্ হি জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তত্তৎ শ্রেয়ঃ প্রপদ্যতে॥
প্রায়স্তির্য্যগ্‌গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্।
তেষু ন ত্বরয়া কুর্য্যাদ্ দেহাগ্নিবলবিৎ ক্রিয়াম্॥
প্রয়োগৈঃ ক্ষপয়েত্তা তান্ সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ।
জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংস্তান্ যথাস্বং তং হরেদ্বুধঃ॥"

—চরকে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ, "সুখসাধ্য রোগ অল্প উপায়ে অল্পকালেই সাধ্য হয়। আবার কষ্টসাধ্য রোগ অতি যত্নে ও অধিক সময়ে সাধ্য হয়। অসাধ্য ব্যাধি কখনই নিঃশেষ হয় না। কোন কোন ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে। আবার কোন কোন অসাধ্য ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাকে পরাস্ত করিয়া প্রত্যাখ্যেয় হইয়া থাকে। অসাধ্য ব্যাধি সাধ্য হয় না বটে,—কিন্তু সাধ্য ব্যাধিও অসাধ্য হইতে পারে। রোগসকল অসাবধানতা বা দৈববশতঃ ভাবান্তরপ্রাপ্ত হয়। দোষাদির বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিশেষরূপে উপলক্ষ্য করিবে। প্রাজ্ঞ বৈদ্য দেহ, অগ্নিবল ও চিত্তবৃত্তির

সুস্পষ্টরূপে পরীক্ষা করিবেন। ব্যাধির অবস্থা বিশেষরূপে জানিয়া শুনিয়া বিচক্ষণ বৈদ্য সেই সেই অবস্থাতে সেই সেই শ্রেয়স্কর ক্রিয়া করিবেন। দোষসকল বিমার্গগামী হওয়াতেই প্রায় রোগীদিগকে বহুদিন ধরিয়া ক্লেশ দেয়। অতএব সেই সকল স্থলে ত্বরাপূর্ব্বক ক্রিয়া না করিয়া দেহাগ্নিবল রক্ষা করিতে থাকিবে অথবা সেই সকল দোষকে ঔষধদ্বারা ক্ষীণ করিবে অথবা অল্পে অল্পে কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। আর দোষসকল কোষ্ঠে আগমন করিলে স্ব স্ব পথে তাহাদিগকে নিষ্ক্রান্ত করিবে।"

বাতজ কাসে—বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ ⁄০ আনা বা ⁄০ আনা ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।

অপরাজিতালেহ বাতজ কাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেতোশাক, কাকমাচিশাক, সুষুণিশাক, অম্ল ও মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য, গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক মাংসরসের সহিত বা মাষকলাই ও আলকুশীবীজের যূষের সহিত শালি এবং ষষ্টিক ধান্যের চাউলের অন্ন বাতজ-কাসে হিতকর। দধি, কাঁজী, অম্লফল এবং কাঁকড়ার ঝোল বা শিঙ্গীমাছের ঝোল ঘি সহ সাঁতলাইয়া ও শুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বাতজ কাসে উপকার হয় পুরাতন তেঁতুল ও ইক্ষুগুড় বাতজ কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস, ভূতাঙ্কুশ রস, অমৃতার্ণব রস ও পঞ্চানন রস বাতজ কাসের ফলপ্রদ ঔষধ।

পথ্য—মাংসের ঝোল ও ভাত।

পিত্তজ কাসে—কণ্টকারী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, বাসক, শটী, বালা, শুঠ ও পিপুল, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ কাস বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতৃণমূলের কাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে পিত্তজ কাস আরোগ্য হয়।

পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপুলচূর্ণ, খৈ, চিনি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ কাস নষ্ট হয়।

পদ্মবীজচূর্ণ মধু সহ সেবনে পিত্তজ কাস বিনষ্ট হয়।

বাসকপাতার রস ও মধু সহযোগে পিত্তকাসান্তক রস পিত্তজ কাসের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পথ্য :—মাংসের যুষ, মুগের যুষ, শ্যামা ধান্য ও কোদ ধান্যের চাউলের অন্ন পিত্তজ কাসের পথ্য।

কফজ কাসে—কট্ফলাদি ও পিপ্পল্যাদি ক্বাথ উৎকৃষ্ট।

কণ্টকারীর ক্বাথ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কফজ কাসে তরল কফ বেশী উঠিতে থাকিলে, শৃঙ্গারাভ্র বা চন্দ্রামৃত রস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বাসক, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ কাস আরোগ্য হয়।

কফজ কাসে যদি রোগীর বল থাকে, তাহা হইলে রোগীকে প্রথমে বমন করাইয়া পরে ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

ক্ষতজ কাসে—লাক্ষা, যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শতমূলী ও কিসমিস্, ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, বংশলোচন ২ ভাগ, চিনি সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ। এইসকল একত্র মিশ্রিত করিয়া বিবেচনামত মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেবন করাইলে ক্ষতজ কাস নিবারিত হয়।

ক্ষয়জ কাসে—অর্জ্জুনছালচূর্ণ অম্লরসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ঘৃত, মধু ও চিনি সহযোগে লেহন করিলে ক্ষয়জ কাস নিবারিত হয়।

সমশর্করচূর্ণ, মরিচাদিচূর্ণ ও তালিশাদিচূর্ণ ক্ষয়জ কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশমূলষট্পল ঘৃত বাতজ কাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (শ্যামাদাস কবিরাজ)

ব্রাহ্মীঘৃত সর্ব্বপ্রকার কাসের, বিশেষতঃ বাতজ কাসের, অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(হরিনাথ কবিরাজ)

অগস্ত্য হরীতকী, কণ্টকার্য্যাবলেহ এবং তরুণানন্দরস (মাধব কবিরাজ), এইগুলি সর্ব্বপ্রকার কাসের বিশেষ কার্য্যকরী মহৌষধ।

জরা কাসে—বৃহৎ চন্দ্রামৃতরস, চ্যবনপ্রাশ ও ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিলে এবং বাসাচন্দনাদ্য তৈল মালিশ করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়।

বাতশ্লেষ্মজ কাসে—কাসকুঠাররস, কাসসংহারভৈরব ও নিত্যোদয় রস, এইগুলি আদার রস ও মধু সহ ব্যবহার্য্য।

পিত্তশ্লেষ্মজ কাসে—সার্ব্বভৌমরস, বাসকপাতার রস ও মধু সহ সেব্য।

বাতপিত্তজ কাসে—পঞ্চামৃতরস—পিপুলচূর্ণ, বাসকপাতার রস ও মধু সহ সেব্য।

ত্রিদোষজ কাসে—মহালক্ষ্মীবিলাসরস, বৃহৎ চন্দ্রামৃতরস, কমলাবিলাসরস, মহাকালেশ্বররস ও বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা, এই পাঁচটী উত্তম ফলদায়ক ঔষধ।

জীর্ণজ্বরসংযুক্ত কাসে—উষ্ণজল অনুপানে অমৃতমঞ্জরী প্রযোজ্য।

যেস্থলে কাসি কিছুতেই নিবারিত হয় না, সেইস্থলে বাসকপাতার রস ও মধু সহ অথবা বাসক ও কণ্টকারীর পাচন সহ বসন্ততিলক রস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বৃহৎ কণ্টকারী ঘৃত, বৃহৎ বাসাবলেহ এবং ব্রাহ্মীঘৃত ব্যবহারে বহু অসাধ্য কাস আরোগ্য হয়।

মনঃশিলা জলে ঘসিয়া ও কুলপাতায় মাখাইয়া তাহার ধূমপান করিয়া দুগ্ধপান করিলে কাস রোগ আরোগ্য হয়।

আকন্দ মূলের ছাল ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ এবং ত্রিকুট ½ ভাগ, এইগুলি মিশ্রিত করিয়া ও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে কাস আরোগ্য হয়।

বৃহৎ কণ্টকারি ঘৃত, বৃহৎ বাসাবলেহ এবং ব্রাহ্মীঘৃত ব্যবহারে বহু অসাধ্য কাস আরোগ্য হয়।

মনঃশিলা জলে ঘসিয়া এবং কুলপাতায় মাখাইয়া ও শুষ্ক করিয়া তাহার ধূমপান করতঃ দুগ্ধপান করিলে কাসরোগ আরোগ্য হয়।

আকন্দমূলের ছাল ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ এবং ত্রিকটু ½ ভাগ, এইগুলি মিশ্রিত করিয়া ও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে কাস আরোগ্য হয়।

হিক্কা ও শ্বাস চিকিৎসা

"আপ্ততশ্চোপদেশেন প্রত্যক্ষকরণেন চ।
অনুমানেন চ ব্যাধীন্ সম্যগ্বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
সর্ব্বথা সর্ব্বমালোচ্য যথাসম্ভবমর্থবিৎ।
অথাধ্যবস্যেৎ তত্ত্বে চ কার্য্যে চ তদনন্তরম্ ॥
কার্য্যতত্ত্ববিশেষজ্ঞঃ প্রতিপত্তৌ ন মুহ্যতি।
অমূঢ়ঃ ফলমাপ্নোতি যদমোহনিমিত্তজম্ ॥
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন যো নাবিশতি তত্ত্ববিৎ।
আতুরস্যান্তরাত্মানং ন স রোগাংশ্চিকিৎসতি ॥"

—চরকে বিমানস্থানে

অর্থাৎ—"আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষকরণ ও অনুমান দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্যক্-রূপে ব্যাধিসমূহ অবগত হইবেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার আলোচনা করিয়া যথাসম্ভব কারণ ও কার্য্যে অবধান করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও কার্য্যের জ্ঞান থাকিলে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় মুগ্ধ হইতে হয় না। অমুগ্ধ ব্যক্তিই যথার্থ ফললাভে সমর্থ হন। যিনি জ্ঞানবুদ্ধিরূপ প্রদীপ দ্বারা রোগীর অন্তঃশরীরে প্রবেশ করিতে না পারেন, তিনি রোগের চিকিৎসায় সমর্থ হন না।"

শ্বাস ও হিক্কায় যোগাবলী

বামুণহাটীই শ্বাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশমূলের কাথ পুষ্করমূল চূর্ণ, অভাবে কুড়চূর্ণ, সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস, কাস ও হিক্কা দূরীভূত হয়। (গয়ানাথ সেন)

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম, পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে প্রবল শ্বাস, কাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

রক্তচন্দন স্তনদুগ্ধে ঘসিয়া সেবন করিলে হিক্কা বন্ধ হয়। (উমাচরণ)

শুঁঠ, চিনি, বামুনহাটী ও সৌবর্চ্চল লবণ চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নষ্ট হয়।

হরীতকী ও শুঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

শুঁঠ, যবক্ষার ও গোলমরিচ চূর্ণ উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে হিক্কাশ্বাস দূরীভূত হয়।

শৃঙ্গাদিচূর্ণ উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে হিক্কাশ্বাসে উপকার হয়।

পিপুল, আমলকী ও শুঁঠচূর্ণ, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে হিক্কাশ্বাস আরোগ্য হয়। শুণ্ঠীক্ষারও বিশেষ উপকারী।

শুঁঠ ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ /।॰ এক পোয়া ও জল /১ সের, একসঙ্গে পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়। (রঘুনাথ কবিরাজ)

মহাকট্‌ফলাদি চূর্ণ ছাগীদুগ্ধ সহ সেবনে হিক্কাশ্বাসের উপশম হয়।

খেজুরমাথি, পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে উপকার হয়।

পারুলের ফল ও পুষ্প মধুসহ সেবনে উপকার হয়।

হিরাকস ও কয়েতবেলের শস্য মধুসহ সেবন করিলে হিক্কাশ্বাসে উপকার হয়।

কট্‌কী ও স্বর্ণ গৈরিক মধুসহ সেবনে সুফল পাওয়া যায়।

যষ্টিমধু চূর্ণ মধুসহ বা পিপুলচূর্ণ মধুসহ বা শুঁঠচূর্ণ গুড়সহ নস্য লইলে হিক্কা নিবারিত হয়।

পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল তিন সপ্তাহ সেবন করিলে শ্বাস বিনষ্ট হয়।

বহেড়াচূর্ণ বা বহেড়ার শাঁসচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়। (মাধব তর্কতীর্থ)

গোলমরিচের ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

বেলপাতার রস ও বাসকপাতার রস সহ কটুতৈল পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা ভাল হয়।

ধুতুরার মূল, পাতা ও শাখা চূর্ণ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কাশ্বাস নিবারিত হয়। (রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ)

ইন্দ্রযব চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে প্রবল শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

ভার্গীগুড় হিক্কা ও শ্বাসের একটী সহজ ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভার্গীগুড় দ্বারা যদি শ্বাস আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে ভার্গীশর্করা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, ইহা অধিকতর ফলপ্রদ। (পরেশ কবিরাজ)

হিংস্রাদ্য ঘৃত ও তেজোবত্যাদ্য ঘৃত নামক ঔষধ দুইটীও শ্বাসের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আদার রস ও মধুসহ শ্বাসকুঠার রস সেবন করিলে শ্বাস আরোগ্য হয়।

বহেড়াচূর্ণ ও মধুসহ শ্বাসচিন্তামণি সেবন করিলে শ্বাসে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ঊর্দ্ধশ্বাসে সূর্য্যাবর্ত্ত রস একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৺ভূদেব কবিরাজ মহাশয় লৌহপর্পটী এবং রসেন্দ্রসারোক্ত তাম্রপর্পটী ব্যবহার করিয়া শ্বাস ও হিক্কায় প্রভূত উপকার পাইতেন। এই ঔষধ দুইটী প্রয়োগের পর বাসকের কাথ বা তুলসীর কাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করান কর্ত্তব্য। এবং এইগুলি সেবনকালে মাংসের ঝোল ও অন্ন পথ্য করা কর্ত্তব্য। রসেন্দ্রসার সংগ্রহে উক্ত বিজয়পর্পটীও শ্বাস, কাস ও হিক্কার মহৌষধ।

হরিতালভস্মই শ্বাস, কাস ও হিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলদায়ক ঔষধ। ইহার অনুপান ১ তোলা গরম ঘি ও ১ তোলা আদার রস। (ত্র্যম্বক শাস্ত্রী)

মুক্তাখ্য চূর্ণ সর্ব্বপ্রকার শ্বাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টফল মহৌষধ। (বিজয়রত্ন সেন)

প্রবালভস্ম হিক্কা ও শ্বাসে উত্তম ফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহা ৪ রতি হইতে ৵০ আনা মাত্রায় মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধসহ সেব্য। মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে প্রবালভস্ম জীবনপ্রদ। ইহা ব্যবহার করিয়া আমি বহু ক্ষেত্রে আশ্চর্য্যজনক ফল লাভ করিয়াছি। (গোপী কবিরাজ)

বৃঃ চন্দনাদি তৈল বা পুরাতন ঘৃত বুকে মালিশ করিয়া স্বেদ দিলে শ্বাসকষ্ট নিবারিত হইয়া থাকে।

কনকাসব, পিপ্পল্যাদিলৌহ এবং মহাশ্বাসারিলৌহ, এই তিনটী শ্বাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জলসিক্ত পোড়ামাটীর ঘ্রাণ, উপরের পেটে অর্থাৎ নাভির ঊর্দ্ধদেশে জলের ধারা প্রয়োগ এবং পাদদ্বয়ের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে ও নাভির দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে দীপ-দগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা পীড়নে দাহ ও হিক্কার শান্তি হয়।

স্বরভঙ্গ চিকিৎসা

"সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বকার্য্যবিশেষবিৎ।
সর্ব্বভেষজতত্ত্বজ্ঞো রাজ্ঞঃ প্রাণপতির্ভবেদিতি॥"

—চরকে বিমানস্থানে

অর্থাৎ,—"সর্ব্বকার্য্যপ্রভেদজ্ঞ, সর্ব্বরোগপ্রভেদজ্ঞ ও সর্ব্বভেষজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি রাজার প্রাণরক্ষার্থ নিযুক্ত হইবার যোগ্য।"

বাতজ স্বরভঙ্গে লবণের সহিত কিছু উষ্ণ তৈল সেব্য।

পিত্তজ স্বরভঙ্গে মধুর সহিত ঘৃত সেব্য।

কফজ স্বরভঙ্গে মধুর সহিত যবক্ষার ও ত্রিকটু মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

শুঁঠচূর্ণ অথবা পিপুলচূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া অল্প অল্প করিয়া বারে বারে লেহন করিলে স্বরভঙ্গে উপকার হইয়া থাকে।

মৃগনাভি, ছোটএলাচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন, ইহাদের চূর্ণ ঘৃতসহ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়। ইহা বিশেষ দৃষ্টফল যোগ।

(হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

চব্যাদি চূর্ণ ও তালিশাদি চূর্ণ, স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাতজ স্বরভঙ্গে কল্যাণাবলেহ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। সারস্বত ঘৃত সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

নিদিগ্ধিকাবলেহ ও ভৃঙ্গরাজ ঘৃত নামক ঔষধ দুইটীও স্বরভঙ্গের কার্য্যকরী ঔষধ। (শীতল কবিরাজ)

খাঁটী গব্যঘৃত ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিবার পর গরম দুগ্ধ পান করিলে সহজেই স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

আদার রস, ব্রাহ্মীশাকের রস, কণ্টকারির কাথ, শুঁঠচূর্ণ ও চিনি, এই সকল একত্রে মধুসহ মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়।

মধু ও শীতল জলসহ ভৈরব রস সেবন করিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

মাষকলাই তামাকের মত সাজাইয়া তাহার ধূমপান করিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

বাঁশের উপরের নীল ত্বক কলিকায় সাজাইয়া তাহার ধূমপান করিলে স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়। (গয়ানাথ সেন)

অরোচক চিকিৎসা

"কালস্য পরিণামেন জরামৃত্যুনিমিত্তজাঃ।
রোগাঃ স্বাভাবিকা দৃষ্টাঃ স্বভাবো নিষ্প্রতিক্রিয়ঃ॥
নির্দ্দিষ্টং দৈবশব্দেন কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকম্।

হেতুস্তদপি কালেন রোগাণামুপলভ্যতে ॥
ন হি কর্ম্ম মহৎ কিঞ্চিৎ ফলং যস্ত ন ভুজ্যতে।
ক্রিয়াঘ্নাঃ কর্ম্মজা রোগাঃ প্রশমং যান্তি তৎক্ষয়াৎ ॥"
—চরকে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ,—"জরা ও মৃত্যুর যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল কারণ হইতে কালের পরিণামে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বাভাবিক রোগ কহে। তাহাদের প্রতিকার অসাধ্য। আর পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্ম দৈবশব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই দৈবও কালে রোগদিগের কারণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। প্রায়শ্চিত্তযোগ্য এমন কোন কর্ম্ম নাই, যাহার ফলভোগ না করিতে হয়। এই সকল কর্ম্মজ রোগ, প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা ক্রিয়ার ক্ষয় হইলে, উপশমিত হয়।"

বাতজ অরুচিরোগে বস্তিক্রিয়া, পিত্তজ অরুচিতে বিরেচন, কফজ অরুচিতে বমন এবং মনোবিঘাতজনিত অরুচিতে স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতাজনক ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

আহারের পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ ও আদার কুচি খাইলে রুচিবৃদ্ধি হয়। আদার রস ও মধু রুচিবৃদ্ধিকর। (হাকিম আজমল খাঁ)।

পাকা তেঁতুল জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তৎপর উক্ত জলে চিনি, এলাচ লবঙ্গ, কর্পূর ও গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহার গণ্ডুষ পুনঃপুনঃ মুখে ধারণ করিলে অরুচি নষ্ট হয়। (রাজেন্দ্র কবিরাজ)

সরিষা, জীরা ও হিং একত্রে ঘৃতে ভাজিয়া তাহার একভাগ, শুঁঠচূর্ণ একভাগ ও সৈন্ধব লবণ একভাগ এবং সর্ব্বসমান গব্যদধি, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তৎপর তাহার সহিত ইহাদের সকলের সমান তক্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সদ্য অরুচি নষ্ট হয়।

দাড়িম্বাদি চূর্ণ, লবঙ্গাদি চূর্ণ ও যমানীষাড়ব, এইগুলি অরুচির উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিন্তিড়ীপানক অরুচির প্রধান ঔষধ। আদ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ নামক ঔষধটীও শ্রেষ্ঠ অরুচিনাশক।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা ও মিঠাবিষ ২ মাষা, এই সমুদয় দন্তীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া গুড়সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি, আমবাত ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়।

সুলোচনাভ্র ক্ষয়জ অরুচিতে প্রয়োগ করিয়া আমরা প্রভূত ফললাভ করিয়াছি।

সুধানিধিরস সর্ব্বপ্রকার অরুচির মহৌষধি। আদার রস ও মধুসহ তাম্রভস্ম সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি নষ্ট হয়। (ভূদেব কবিরাজ)

বমন চিকিৎসা

"ইহ খলু দ্বৌ পুরুষৌ ব্যাধিতরূপৌ ভবতঃ। তদ্ যথা—গুরুব্যাধিতো ল- ব্যাধিতশ্চ। তত্র গুরুব্যাধিত একঃ সত্ত্ববলশরীরসম্পদুপেতত্বাল্লঘুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে। লঘুব্যাধিতোঽপরঃ সত্ত্বাদীনামধমত্বাৎ গুরুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে॥

"তয়োরকুশলাঃ কেবলং চক্ষুষৈব রূপং দৃষ্ট্বা ব্যবস্যান্তো ব্যাধিগুরুলাঘবে বিপ্রতিপদ্যন্তে। নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে।

"বিপ্রতিপন্নাস্তু খলু রোগজ্ঞানে উপক্রম যুক্তিজ্ঞানে বিপ্রতিপদ্যন্তে। তে যদা গুরুব্যাধিতং লঘুব্যাধিরূপমাসাদয়ন্তি তদাতমল্পদোষং মত্বা সংশোধন-কালেঽস্মৈ মৃদুসংশোধনং প্রযচ্ছন্তো ভূয় এবাস্য দোষমুদীরয়ন্তি। যদা তু লঘুব্যাধিতং গুরুব্যাধিতরূপমাসাদয়ন্তি তং মহাদোষং মত্বাসংশোধনকালেঽস্মৈ তীক্ষ্ণং সংশোধনং প্রযচ্ছন্তো দোষানতিনির্হৃত্য শরীরমস্য ক্ষিণ্বন্তি॥

"এবং অবয়বেন জ্ঞানস্য কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমিতিমন্যমানাঃ স্খলন্তি। বিদিত-বেদিতব্যাস্তু ভিষজঃ সর্ব্বং সর্ব্বথা যথাসম্ভবং পরীক্ষ্য পরীক্ষ্যাধ্যবস্যন্তো ন ক্বচন বিপ্রতিপদ্যন্তে। যথেষ্টমর্থমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চেতি॥"—ইতি চরকে বিমানস্থানে।

অর্থাৎ—"গুরুব্যাধিত এবং লঘুব্যাধিত, এই দুই পুরুষকে অল্পব্যাধিত বলিয়া প্রায়ই বোধ হইয়া থাকে। একজন গুরুরোগে আক্রান্ত হইয়াও মানসিক ও শারীরিক বলসম্পন্ন হওয়াতে লঘুব্যাধিতের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অপর

একজন লঘুরোগে আক্রান্ত হইয়াও বলাদির অল্পতাহেতু গুরুব্যাধিতের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"অকুশল বৈদ্য কেবল চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া তাহাদের ব্যাধির গৌরব লাঘব নিশ্চয় করিয়া বিপদে পড়িয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি সমুদয় জ্ঞানাবয়ব দ্বারা না জানিলে জ্ঞেয় বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয় না।

"রোগজ্ঞানে সম্যক্ সমর্থ না হইলে রোগের চিকিৎসা বিষয়েও প্রতিপত্তি লাভ করা যায় না। গুরুব্যাধিতকে লঘুব্যাধিতরূপ মনে করিয়া অকুশল বৈদ্যেরা তাহাকে অল্পদোষযুক্ত বোধে, মৃদু বমনবিরেচনাদি সংশোধন প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাতে সেই গুরুব্যাধিতের দোষসকল আরও প্রকুপিত হইয়া থাকে। এইরূপে যখন লঘুব্যাধিতকে গুরুব্যাধিত ও মহাদোষযুক্ত বোধ করিয়া অকুশল বৈদ্যেরা তাহাকে তীক্ষ্ণ বমনবিরেচনাদি সংশোধন প্রয়োগ করে, তখন তাহার দোষসকলের অতিমাত্র নিঃসরণ হওয়াতে শরীর দুর্ব্বল হয়।

"এইরূপে আংশিক জ্ঞানলাভে যাঁহারা জ্ঞানাভিমানী হয়, তাহারা পদে পদে স্খলিত হইয়া থাকে। পরন্তু যাঁহারা জ্ঞেয় বিষয় সম্যক্‌রূপ অবগত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে যথাসম্ভব পরীক্ষা দ্বারা সমস্ত বিষয় অবধারন করেন, তাঁহারা কুত্রাপিও বিপ্রতিপন্ন হইয়া প্রকৃত বস্তুবিজ্ঞানে অসমর্থ হন না। পরন্তু আপনার ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকেন।"

বাতজ বমন চিকিৎসা ঃ—সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহ গরম গব্য ঘৃত সেবনে বাতজ বমন নিবারিত হয়।

কাঁচা দুগ্ধ সমপরিমাণ শীতল জল সহ পান করিলে বাতজ বমন দূরীভূত হয়।

কাঁচা মুগের যূষ আমলকীর রস সহ মিশ্রিত করিয়া ঘি ও সৈন্ধব লবণ সহ সাঁতলাইয়া সেবন করিলে বাতজ বমন বন্ধ হয়।

প্রবালভস্ম ২ রতি হইতে ৬ রতি মাত্রায়, মধু সহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধযোগে সেবন করিলে অচিরেই বাতজ বমন বন্ধ হয়।

পিত্তজ বমনে :—ক্ষেতপাপড়ার রস বা ক্বাথ মধু সহ পান করিলে পিত্তজ বমন মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্ধ হয়। (মহানন্দ কবিরাজ)

মধু সহ হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে বাহ্য পরিষ্কার হইয়া পিত্তজ বমন তদ্দণ্ডে নিবারিত হইয়া থাকে।

ভাজামুগের যূষে খৈচূর্ণ, চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ পিত্তজ বমন দূরীভূত হয়।

অম্লপিত্তজ বমনে :—ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা ও গুলঞ্চ, এইগুলি সমপরিমাণে মিলিত ২ তোলা লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্তজ বমন অবিলম্বে দূরীভূত হয়। (গণনাথ সেন)

কফজ বমনে :—বিড়ঙ্গচূর্ণ, মুতাচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে কফজ বমন বন্ধ হয়।

আমের আঁটী, কুলের আঁটীর শাঁস, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া মধু সহ সেবন করিলে কফজ বমন বন্ধ হয়।

ত্রিদোষজ বমনে :—(১) গুলঞ্চ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রাত্রে জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ঐ জল ছাঁকিয়া লইয়া মধু সহ পান করিলে দুর্ণিবার ত্রিদোষজ বমন নিবারিত হয়। (শ্যামাদাস কবিরাজ)

(২) শুষ্ক অশ্বত্থ ছাল পোড়াইয়া এবং উহাকে জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিলে ত্রিদোষজ বমন নিবারিত হয়।

(৩) আমলকী, কিস্‌মিস্‌, চিনি ও মধু একসঙ্গে বাটিয়া ও তৎপরে উহা জলে গুলিয়া সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ বমি নিবারিত হয়।

বমনামৃত রস, বৃষধ্বজ রস ও এলাদিচূর্ণ বমন রোগের দৃষ্টফল মহৌষধ।

দার্জ্জিলিংএর কমলালেবুর খোসা, বড় এলাচ চূর্ণ ও মধু একত্রে বাটিয়া জলে গুলিয়া খাইলে দুর্জ্জয় বমন নিবারিত হয়। (পরেশ কবিরাজ)

রক্তবমনে—রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধে বাটিয়া ও দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া সেবন করিলে রক্তবমন নিবারিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, বাসকছাল ও কিস্‌মিস, ইহাদের পাচন সেবন করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। (হারাণ চক্রবর্ত্তী)

ক্রিমিজনিত বমনে—বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু সেবন করা কর্ত্তব্য।

চাল ভাজিয়া খড়খড়ে কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাতে জল ঢালিয়া উক্ত জল পান করিলে ক্রিমিজনিত বমন নিবারিত হয়।

বীভৎস দৃশ্য দর্শন এবং মনের অ-নুকুল ঘটনাজনিত যে বমি হয় তাহার দৃষ্টফল চিকিৎসা হইল মনের অনুকূল দ্রব্যের সংযোগ এবং সাত্ম্যদ্রব্যের সেবন। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে রোগী যে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে তাহা খাইতে দিলে এবং যেরূপ কাজ করিতে ইচ্ছা করে তাহা করিতে দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সর্ব্বপ্রকার বমন প্রবালভস্ম সেবনে নিবারিত হয়। (পরেশ কবিরাজ, বেনারস)

তৃষ্ণা চিকিৎসা

"নরো হিতাহারবিহারসেবী
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বশক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্
আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥
মতির্ব্বচঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি
সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদা চ বুদ্ধিঃ।
জ্ঞানং তপস্তৎপরতা চ যোগে
যস্যাস্তি তং নানুপতন্তি রোগাঃ॥"

—ইতি চরকে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ,—"যে মনুষ্য হিতজনক আহার ও বিহার সেবা করেন, যিনি সমীক্ষ্যকারী অর্থাৎ হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, যিনি বিষয়ে অনাসক্ত, দাতা, সমদর্শী, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান ও আপ্তোপসেবী অর্থাৎ

গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও মহর্ষিজনের সেবা করেন, রোগসকল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

জ্ঞান, তপস্যা ও যোগে যাঁহার তৎপরতা আছে, রোগসকল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। অতএব বাক্য, মন ও কর্ম্মকে এবং বিশদা বুদ্ধিকে সুখানুবন্ধী করা বিধেয়।"

বাতজ তৃষ্ণা—গুলঞ্চের রস মধু সহ খাইলে বাতজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ "মহোদধি রস" সেবনে বাতজ তৃষ্ণা আরোগ্য হয়।

পিত্তজ তৃষ্ণা—ষড়ঙ্গপানীয় এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাকা যজ্ঞডুমুরের রস সহ "কুমুদেশ্বর রস" সেবনে পিত্তজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

খৈ ভিজান জল চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ তৃষ্ণা আরোগ্য হয়। (রমানাথ কবিরাজ)

দ্রাক্ষা, চন্দন, খেজুর ও বেণামূল, ইহাদের শীতকষায় মধু সহ পান করিলে পিত্তজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

কফজ তৃষ্ণা—স্বল্পপঞ্চমূলের কাথ সেবন করিলে কফজ তৃষ্ণা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ক্ষতজ তৃষ্ণা—হরিণ বা ছাগশিশুর সদ্য-রক্ত পান করিলে ক্ষতজ তৃষ্ণা সদ্য বিনষ্ট হয়। কিম্বা উহাদের মাংসরস পান করিলেও ক্ষতজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। (কৈলাস কবিরাজ)

ক্ষয়জ তৃষ্ণা—মাংসের ঝোল সেবন করিলে ক্ষয়জ তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

আমজ তৃষ্ণা—বেলশুঁঠ ও বচের কাথ সেবনে নিবারিত হয়।

গুরুভোজনজনিত তৃষ্ণা—বমন করাইলে নিবারিত হয়।

আমপাতা ও জামপাতা সিদ্ধ জল সেবন করিলে তৃষ্ণা ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়। আমের আঁটীর শাঁসের কাথ সেবনে তৃষ্ণা ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়। (রঘুনাথ নাগ কবিরাজ, দক্ষিণ গ্রাম)

টাবালেবুর কেশর, মধু ও কচি ডালিম একত্রে বাটিয়া ও জলে গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়।

রক্তশালি ধান্যের অন্ন শীতলজলে ধৌত করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

মধুর গণ্ডুষ ধারণ করিলে মুখের ক্ষত, দাহ ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

পান্তা ভাতের জল হরিদ্রা, জীরা, পাঁচফোড়ন, রসোন ও সৈন্ধবলবণ দিয়া গরম করিয়া সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা ও সর্দ্দিগর্ম্মি আরোগ্য হয়।

এক বন্ধ্যা বিশ্বা ধারোষ্ণ গাঁটী গব্যদুগ্ধ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণা নিবারিত হয়। (গুরুচরণ কবিরাজ)

কচি ডাবের জল বা কচি ডাবের জলে ধনে এবং মৌরী ভিজাইয়া পান করিলে বা কেবলমাত্র মৌরী ভিজান জল পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়।

মূর্চ্ছা চিকিৎসা

"ন চাতুরকুলপ্রবৃত্তয়ো বহির্নিশ্চারয়িতব্যাঃ। হ্রাসিতশ্চায়ুষঃ প্রমাণমাতুরস্য ন বর্ণয়িতব্যং জানতাপি চ; তত্র যত্রোচ্যমানমাতুরস্যান্যস্য বাপ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে। জ্ঞানবতাপি চ নাত্যর্থমাত্মনো জ্ঞানে ন বিকত্থিতব্যম্। আপ্তাদপি বিকত্থমানাদ-ত্যর্থমুদ্বিজন্তোকে॥" —ইতি চরকে বিমানস্থানে।

অর্থাৎ,—"রোগীর কুল সম্বন্ধীয় কোন বিষয় কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না। রোগীর মৃত্যু নিকট হইয়াছে জানিয়াও বর্ণনা করিবে না। কারণ, তাহা বর্ণনা করিলে রোগী বা তৎসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তির আঘাত লাগিতে পারে। আর সহস্র জ্ঞানবান্ হইলেও আত্মশ্লাঘা করিবে না। আপ্তব্যক্তিও আত্মশ্লাঘা করিলে তাঁহার প্রতি লোকে বিরক্ত হয়।"

সকলপ্রকার মূর্চ্ছাতেই মস্তকে শীতল জলের ধারা দেওয়া, চক্ষুতে শীতল জলের ঝাপ্টা দেওয়া এবং শীতল জল পান করিতে দেওয়া সর্ব্বপ্রথম কাজ।

১। গোলমরিচ দগ্ধ করিয়া নাকের নিকট ধরিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

২। হিং পোড়াইয়া নাকের নিকট ধরিলে মূর্চ্ছা নষ্ট হয়।

৩। মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও গোলমরিচ, এইগুলি সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া চোখে অঞ্জন দিলে সকলপ্রকার মূর্চ্ছা আরোগ্য হয়।

৪। রসসিন্দুর, পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবনে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

৫। তাম্রভস্ম ১ রতি হইতে ২ রতি, নাগেশ্বর ফুলের রেণু সিকিতোলা ও মধু সহ সেবনে মূর্চ্ছা আরোগ্য হয়। (দ্বারকানাথ সেন)

কালাগ্নিরস, মূর্চ্ছান্তকরস, বৃঃ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, কৃষ্ণচতুর্মুখ, রসরাজরস, চিন্তামণি চতুর্মুখ, বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, মহানারায়ণ তৈল, হিমসাগর তৈল এবং ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত, এইগুলি মূর্চ্ছার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী ব্যবহার করিলেই মূর্চ্ছারোগ আরোগ্য হয়।

কালাগ্নিরস প্রস্তুতিবিধি :—রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ, এইগুলি সমভাগে লইয়া শতমূলীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও পাথরকুচির রসে পৃথক পৃথক ভাবে ৫ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিতে হইবে। অনুপান শতমূলীর রস, ত্রিফলার জল ইত্যাদি।

অশ্বগন্ধারিষ্ট মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদাত্যয় ইত্যাদির একটী দৃষ্টফল মহৌষধ।

ভ্রমের চিকিৎসা :—দুরালভার কাথে পুরাতন ঘৃত, ৵৹ হইতে।৹ আনা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ভ্রমের শান্তি হয়।

তাম্রভস্ম ১ রতি মাত্রায়, পুরাতন ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ও দুরালভার কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ভ্রমের অপনোদন হইয়া থাকে।

লঘ্বানন্দ রস সেবনে ভ্রম নষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান বেদানার রস, দুরালভার কাথ, ব্রাহ্মীশাকের রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও শতমূলীর রস প্রভৃতি।

সন্ন্যাস চিকিৎসা :—সন্ন্যাসে অতিশয় তীক্ষ্ণ নস্য, অঞ্জন, অবপীড়, ধূম, প্রধমন, দাহ, নখাভ্যন্তরে সূচীবেধ ও দন্তদ্বারা দংশন হিতকর।

আলকুশীবীজ দ্বারা উভয় পদতল ঘর্ষণ করিলে সন্ন্যাস রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করে।

রোগী ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে পারিলে, তীক্ষ্ণ তাম্রভস্ম আদার রস ও মধু সহ সেবন করাইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

অবপীড়ঃ—কাঁচা গাছ গাছড়ার রস নস্যরূপে নাকের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়ার নাম অবপীড়।

প্রধমন্ঃ—ঔষধের চূর্ণ নলের সাহায্যে নাকে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রধমন।

আজকাল সন্ন্যাসরোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। সন্ন্যাসরোগের চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বর্ত্তমান সময়ে বহু লোক ন্যায়ধর্ম্ম-বিরহিত হইয়া এবং আমাদের দেশে পালনীয় স্বাস্থ্যবিধিগুলি যথাযথভাবে পালন না করিয়া বিকৃত ভাবে জীবনযাত্রা পরিচালন করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করেন এবং শোণিতবিক্ষেপ-রূপ (Blood Pressure) মহাব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন। কিছুদিন ধরিয়া এই রোগ ভোগ করিবার পর হঠাৎ একদিন রোগী অতিশয় রক্তবমন করেন বা তাঁহার কোন একটী প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে বা কোন প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের প্রদত্ত ইঞ্জেকসনের ফলে অনেক রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। দুইতিন দিন মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকার পর রোগীর আত্মীয়স্বজনগণ এই মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ 'ধীরে ধীরে রোগী জ্ঞানলাভ করিবে' বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। কিন্তু আমি বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই। কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী বস্ত্রব্যবসায়ী ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্লাড্‌প্রেসার, রক্তপিত্ত এবং বহুমূত্রে ভুগিতেছিলেন। যখনই এইগুলি আক্রমণ করিত, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্যলাভ করিতেন।

নানারূপ অনিয়ম অত্যাচারের জন্য মাঝে মাঝে উক্ত রোগে তিনি আক্রান্ত হইতেন। তাঁহার ৪২ বৎসর বয়সের সময় তিনি ব্লাড্‌প্রেসার ও রক্তপিত্তে শেষ আক্রান্ত হন। তখন তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করেন। এবং পূর্ব্বোক্তরূপে এলোপ্যাথি ইন্‌জেক্সন লইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই মূর্চ্ছা আর তাঁহার ভঙ্গ হয় নাই। ডাক্তারগণ এইরূপ ক্ষেত্রে যে ইন্‌জেক্সন দিয়া থাকেন তাহার ফলে এই মূর্চ্ছা হয়। বিগত চারি বৎসর আমি এইরূপ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় বহু রোগী আমি ধীরে ধীরে আরোগ্য করিয়াছি। অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া কড়া চিকিৎসা করাইবার ফলেই উক্ত মূর্চ্ছা আক্রমণ করিয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত করিয়া থাকে। কিন্তু এইসকল ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করা কর্ত্তব্য নহে এবং injection দেওয়া কোনক্ষেত্রেই কর্ত্তব্য নহে। শীতল ক্রিয়া করিলে এবং ধীরে ধীরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সন্ন্যাসরোগে, ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার শক্তি থাকিলে, অর্জ্জুনারিষ্ট প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। উশীরাসবেও ভাল ফল হইতে দেখিয়াছি।

অশ্বগন্ধারিষ্ট কিছুদিন ধরিয়া সেবন করিলে সন্ন্যাসরোগের পুনরাক্রমণ হয় না।

কিছুতেই সন্ন্যাস ভঙ্গ না হইলে এবং সমস্তপ্রকার চিকিৎসা বিফল হইলে, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বৃঃ সূচিকাভরণ প্রয়োগ করার পর শীতক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

যষ্টিমধু চূর্ণ ৬ রতি এবং মিঠাবিষ চূর্ণ ১ রতি, একত্রে মিশ্রিত করিয়া নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে সন্ন্যাসে সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে।

মেরুদণ্ডের উপরিভাগে এবং নীচে লৌহশলাকা দগ্ধ করিয়া ছেঁকা দিলে সন্ন্যাসে সংজ্ঞালাভ হয়।

মদাত্যয় চিকিৎসা।

"বনানি রমণীয়ানি পদ্মিন্যঃ সলিলাশয়াঃ।
বিশদান্নপানানি সহায়াশ্চ প্রহর্ষণাঃ॥
মাল্যানি গন্ধযোগাশ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ।
গন্ধর্ব্বশব্দাঃ কান্তাশ্চ গোষ্ঠ্যাশ্চ হৃদয়প্রিয়াঃ॥
সঙ্কথা-হাস্য-গীতানাং বিশদাশ্চৈব যোজনাঃ।
প্রিয়াশ্চানুমতা নার্য্যো নাশয়ন্তি মদাত্যয়ম্॥
নিবৃত্তঃ সর্ব্বমদ্যেভ্যো নরো যঃ স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শারীরমানসৈর্ধীমান্ বিকারৈর্ন স যুজ্যতে॥"

—চরকে চিকিৎসাস্থানে।

অর্থাৎ,—"রমণীয় বন, পদ্মশোভিত জলাশয়, বিশদ অন্নপান, আনন্দবর্দ্ধক বয়স্য, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিমল বস্ত্র, মনোরম কোকিল-ধ্বনি, হৃদয়প্রিয় গোষ্ঠীজন, সৎকথা, হাস্য ও গীতের বিশদ যোজনা এবং প্রিয় ও অনুগত স্ত্রীগণ, এই সকল উপায়ে সর্ব্বপ্রকার মদাত্যয় বিনষ্ট হয়।

"যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মদ্য হইতে একেবারে নিবৃত্ত থাকিয়া জিতেন্দ্রিয় হয় সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি শারীর ও মানস ব্যাধিদ্বারা কখন আক্রান্ত হয় না।"

সর্ব্বপ্রকার মদাত্যয়ে সর্ব্বপ্রথমে গব্যদুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। গব্যদুগ্ধই নেশা কাটাইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (অবিনাশ কবিরাজ)

সুপারীসেবনজনিত মত্ততা আকণ্ঠ শীতলজল পানে আরোগ্য হয়।

চিনি ও দুগ্ধ একত্রে প্রচুর পরিমাণে পান করিলে বা আঙ্গুরের রস বা চিনিসহ লেবুর রস সেবন করিলে ধুস্তূরসেবনজনিত মত্ততা দূরীভূত হয়।

পানসেবনজনিত মত্ততা চূণের আঘ্রাণে দূরীভূত হয়।

জাতিফলসেবনজনিত মত্ততা হরীতকী চূর্ণ সেবনে দূরীভুত হয়।

বহেড়াসেবনজনিত মত্ততা শীতল জলে অবগাহন এবং দধি ও চিনি ভক্ষণে দূরীভূত হয়।

ঘি এবং চিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যে কোন প্রকার মত্ততার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

মাথায় শতাবরী তৈলের মালিশে পিত্তপ্রধান মদাত্যয় আরোগ্য হয়।

গরম ঘি এবং ডাবের জল একসঙ্গে পান করিলে সিদ্ধিভক্ষণজনিত মত্ততা দূরীভূত হয়। মদ্য পান করিলেও সিদ্ধিসেবনজনিত মত্ততা দূরীভূত হয়।

সর্বপ্রকার মদাত্যয়ে মাংসযূষ সেবন অতিশয় হিতকর।

শ্রীখণ্ডাসব এই রোগের একটী দৃষ্টফল মহৌষধ।

কল্যাণবটী সেবনে সর্ব্বপ্রকার মদাত্যয় অতি সত্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

কল্যাণবটী প্রস্তুতিবিধি :—স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক ও মুক্তা, সমভাগে লইয়া আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান চিনি ও মধু বা মাখন ও মধু।

অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত শরীর কৃশ এবং ক্ষয়যুক্ত হইলে পুনর্নবাদ্যঘৃত সেবনে রোগীর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়।

পুনর্নবাদ্যঘৃত :—ঘৃত /৪ সের, পুনর্নবার স্বরস ১৬ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু /১ সের। যথারীতি ঘৃত-প্রস্তুত বিধি অনুসারে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে।

মদ্যপানজনিত পীড়া প্রশমন করিবার পক্ষে মদ্যই প্রধান ঔষধ।

মদ্যপান করিবার পর চিনিমিশ্রিত ঘি সেবন করিলে, অতি উগ্রবীর্য্য মদ্য হইলেও, নেশা হয় না। (বৈদ্যনাথ কবিরাজ)

দাহ চিকিৎসা

শীতাঃ প্রদেহা ভূবেশ্ম সেকোঽভ্যঙ্গোঽবগাহনম্।
পদ্মোৎপলদলক্ষৌমশয্যা শীতলকাননম্॥

কথা বিচিত্রা গীতানি শিশিরো মঞ্জুভাষিণঃ।
উশীরচন্দনালেপঃ শীতাম্বু শিশিরানিলঃ॥
ধারাগৃহং প্রিয়াস্পর্শঃ প্রনীরং হিমবালুকা।
সুধাংশুরশ্ময়ঃ স্নানং মণয়ো মধুরো রসঃ॥" ইতি চরকে।

অর্থাৎ,—"শীতল প্রদেহ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, পরিষেচন, তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন স্নান, পদ্মপত্র ও উৎপলপত্র এবং রেশমীবস্ত্র নির্ম্মিত শয্যা, শীতল কানন, নানাবিধ মনোহর বাক্য, গান, শীতল দ্রব্য, মধুরভাষী প্রাণীর রব, বেণার মূল ও চন্দনলেপন, শীতল জল এবং শীতল বায়ু, ধারাগৃহ, কান্তাস্পর্শ, উৎকৃষ্ট জল, কর্পূর, জ্যোৎস্না, স্নান, মণিধারণ, মধুররসযুক্ত দ্রব্য, দাহরোগীর হিতকর।"

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও চন্দন, ইহাদের চূর্ণ একটী জলপূর্ণ টবে মিশ্রিত করিয়া সেই টবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া স্নান করিলে দাহরোগ নিরাময় হয়। এই দ্রোণীতে স্নান করিব র পূর্ব্বে শতধৌত ঘৃত এবং যবের ছাতু গাত্রে মাখাইয়া পরে স্নান করিতে হইবে। (রাজেন্দ্র কবিরাজ)

ত্রিফলা এবং নিমছাল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে দাহ নিবারিত হয়। (মহানন্দ কবিরাজ)

কিস্‌মিস্‌ ও চিনি একসঙ্গে শীতল জলে বাটিয়া সেবন করিলে দাহ নিবারিত হয়।

চন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, বালা, মুতা, পদ্মমূল, মৃণাল, মৌরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকটী ৶০ আনা ওজনে লইয়া যথারীতি কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে দাহ নিবারিত হয়।

কুশাদিঘৃত পানে এবং কুশাদিতৈল মর্দনে দাহরোগ অতি সত্বর বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকতৈল মর্দ্দনেও দাহ এবং দাহজ্বর বিনষ্ট হয়। গুড়ূচ্যাদিতৈল এবং বৃহৎ শতাবরীতৈলও এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মধ্যম গুড়ূচ্যাদিতৈল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল প্রদান করিয়া থাকে। (যোগীন্দ্র কবিরাজ)

গুলঞ্চের পালো বা চিনিসহ গুড়ূচ্যাদিলৌহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দাহ এবং দাহজ্বর বিনষ্ট হয়। (বৈদ্য যাদবজী)

শশিশেখররস এই রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাতারের কবিরাজগণ ইহা বেশীরকম ব্যবহার করিতেন।

শশিশেখররস প্রস্তুতিবিধি :—অভ্র, স্বর্ণ, মুক্তা, রসসিন্দূর, এইগুলি সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথ, শতমূলীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, যজ্ঞডুমুরের রস, গুলঞ্চের রস, বট্‌ছালের রস, অশ্বত্থছালের রস, পাকুরছালের রস, কৃষ্ণবেত্রাগ্রের রস, এইগুলি সহ ভাবনা দিয়া মুগ-প্রমাণ বড়ি করিতে হইবে। অনুপান শতমূলীর রস ও মধু।

কাঞ্জিকতৈল প্রস্তুতিবিধি :—/৪ সের তিল তৈল ৬৪ সের কাঞ্জিক দ্বারা পাক করিয়া লইলেই কাঞ্জিকতৈল হয়। ইহা দাহের একটী দৃষ্টফল মহৌষধ।

উন্মাদরোগ চিকিৎসা

"নৈব দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
ন চান্যে স্বয়মক্লিষ্টমুপক্লিশ্নন্তি মানবম্॥
যে ত্বেনমনুবর্ত্তন্তে ক্লিশ্যমানং স্বকর্মণা।
ন তন্নিমিত্তঃ ক্লেশোঽসৌ ন হ্যস্তি কৃতকৃত্যতা॥
প্রজ্ঞাপরাধাৎ সম্ভূতে ব্যাধৌ কর্মজ আত্মনঃ।
নাভিশংসেৎ বুধো দেবান্ পিতৄনপি রাক্ষসান্॥
আত্মানমেব মন্যেত কর্ত্তারং সুখদুঃখয়োঃ।
তস্মাৎ শ্রেয়স্করং মার্গং প্রতিপদ্যেত ন ত্রসেৎ॥
দেবাদীনামপচিতির্হিতানামুপসেবনম্।
তে চ তেভ্যো বিরোধশ্চ সর্বমায়ত্তমাত্মনি॥"

—চরকে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ,—"মানব যদি স্বয়ং অক্লিষ্টকর্ম্মা হয়, তবে দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ বা রাক্ষস অথবা অপরে তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না। যিনি স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা

ক্লিশ্যমান হন, দেবতা প্রভৃতি তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন মাত্র; নতুবা দেবতাদি কর্ত্তৃক অকারণ ক্লেশ কখনই জন্মাইতে পারে না; অথবা মনুষ্যকে ক্লেশ দিয়া দেবতাদির কিছুমাত্র কৃতকৃত্যতা নাই।

আপনার প্রজ্ঞাপরাধজনিত কর্ম্মফলে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ইহা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা দেব, পিতৃ বা রাক্ষস, কাহাকেও নিন্দা করেন না।

আপনাকেই আপনার সুখদুঃখের কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। অতএব শ্রেয়স্কর মার্গ অবলম্বন করিবে। কদাচ তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। হিতজনক কার্য্যদ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত রাখা অথবা অহিত কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের সহিত বিরোধ করা, সকলই আত্মায়ত্ত।"

বাতিক উন্মাদে:—স্নেহপান করান উচিত। অর্থাৎ, পানার্থ ঘৃততৈলাদি প্রয়োগ করা উচিত; যথা, কল্যাণঘৃত, চৈতসঘৃত, মহাচৈতসঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত, শিবাঘৃত, মহাপৈশাচিকঘৃত, নারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, বিষ্ণুতৈল, হিমসাগর-তৈল, রসোনাদিতৈল ইত্যাদি।

পৈত্তিক উন্মাদে:—বিরেচনই শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া।

কফজ উন্মাদে:—প্রথমে বমনক্রিয়া করিয়া পরে বস্তিপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উন্মাদে সিদ্ধযোগ:—(১) উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ বা রসসিন্দূরের সহিত (½ রতি হইতে ১ রতি মাত্রায়) ব্রাহ্মীশাকের রস ২ তোলা, কুড়চূর্ণ ৴৹ একআনা হইতে ৵৹ আনা ও মধু সেব্য।

(২) কুষ্মাণ্ডবীজ চূর্ণ ½ তোলা, কুড়চূর্ণ ৴৹ আনা হইতে ৵৹ আনা ও মধু ½ তোলা, একত্রে সেব্য।

(৩) কুড়চূর্ণ ৴৹ আনা হইতে ৵৹ আনা, বচচূর্ণ ½ তোলা ও মধু ½ তোলা, একত্রে সেব্য।

(৪) শঙ্খপুষ্পীর স্বরস বা কাথ ২ তোলা, কুড়চূর্ণ ৴৹ আনা হইতে ৵৹ আনা ও মধু ½ তোলা, একত্রে সেব্য।

নিম্নলিখিত যোগটীর অঞ্জন, নস্য, আলেপন এবং উদ্বর্ত্তনে (গায়ে মাখাইলে) সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ ইহা ভৌতিক উন্মাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, লতাফট্কী, গুড়ত্বক, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শ্বেত অপরাজিতা, এইসকল সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে পেষণ করিয়া লইতে হইবে। ইহার আলেপন এবং উদ্বর্ত্তন, ইহার শুষ্কচূর্ণের নস্য এবং বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়। ইহার তিলক প্রয়োগ করিলে রাজদ্বারে জয়লাভ হইয়া থাকে। (পঞ্চানন কবিরাজ)

উপরি-উক্ত দ্রব্যগুলির মিলিত /১ সের কল্ক, /৪ সের ঘৃত এবং ১৬ সের গোমূত্র, একত্রে ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিকটু, হিং, লবণ, বচ, কটুকী, শিরীষবীজ, করঞ্জবীজ, শ্বেতসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ও গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তির অঞ্জন নেত্রে প্রয়োগ করিলে উন্মাদ ও অপস্মার আরোগ্য হয়।

ভল্লুক ও শৃগালের লোম, সজারুর কাঁটা, রসোন এবং হিং, এইগুলি ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে তাহার চূর্ণ ধূমরূপে ব্যবহার করিলে গ্রহোন্মাদ আরোগ্য হয়।

উন্মাদ চিকিৎসার কয়েকটী বিশেষ সংকেত

উন্মাদরোগী ভীষণ দুর্দ্দান্ত হইলে, কিছুতেই তাহাকে আট্কাইতে না পারিলে তীব্র জোলাপ, যেমন, কড়া ইচ্ছাভেদীরস, দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকক্ষেত্রে কেবল-মাত্র এইরূপ তীব্র জোলাপ প্রয়োগ করিয়া এই প্রকার উন্মাদরোগী আরোগ্য হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই প্রকার তীব্র জোলাপের ক্রিয়ার পরে রোগী নিস্তেজ হয় এবং ঘুমাইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তৈলমর্দ্দন এবং ঘৃতপান করাইলে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (শ্যামাদাস বাচস্পতি)

যে রোগী দিনে প্রবলভাবে চীৎকার করে এবং দিনেরাত্রে কোন সময় ঘুমায় না, তাহাকে উপর্যুক্তভাবে তীব্র জোলাপ দিয়া পরে রাত্রে ছোটচাঁদের মূলচূর্ণ বা বাটা, /০ আনা হইতে।০ আনা মাত্রায় (অবস্থা বিশেষে), ২১টী গোলমরিচ চূর্ণ ও দুধসহ সেবন করাইতে হইবে। ইহাতে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে। (গঙ্গাপ্রসাদ সেন)

উন্মাদে ধুতুরাপ্রয়োগ :—ধুতুরাবীজ বা ধুতুরাপাতার রস সেবনজনিত উন্মাদরোগ হইলে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল গোলা জল, প্রায় /১ সের পরিমাণে, সেবন করান কর্ত্তব্য এবং পরে প্রায় ১০০ শত কলসী শীতল জল রোগীর মাথায় ঢালিতে হইবে।

যদি কোন দুর্ব্বল লোক উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া ভীষণ বলবানের স্থায় কাজ করে তাহা হইলে, তাহাকে পাঁচটী কৃষ্ণধুতুরার বীজ, ২ তোলা ক্ষেতপাপ্ড়ার রসে বাটিয়া সেবন করাইলে আরোগ্যলাভ করিবে। যদি উহা সেবন করান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণধুতুরার মূল ১ তোলা, আতপ চাউল ১ ছটাক, দুধ ১ সের, গুড় ১ পোয়া এবং ঘৃত ১ ছটাক, এই সকলের পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে উক্ত প্রকারের উন্মাদরোগী আরোগ্য হইবে। রোগী খুব দুর্ব্বল মনে হইলে ধুতুরার মাত্রা কম দেওয়া কর্ত্তব্য।

উন্মাদে জান্তব ঔষধ :—কোকিলের মাংস উন্মাদ রোগীকে সেবন করাইয়া চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ করা ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উন্মাদ রোগী আরোগ্যলাভ করে। এইরূপ ৮।১০টী কোকিল সেবন করানো প্রয়োজন। যে রোগী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া যায়, কোনরকম জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ রোগীকেও এইরূপ কোকিলের মাংস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। (নিবারণ সেন)

চড়ুই পাখীর মাংস দুগ্ধে বাটিয়া এবং তৎপর দুগ্ধে গুলিয়া সেই দুধ ছাঁকিয়া খাওয়াইলে উন্মাদরোগী আরোগ্য লাভ করে।

উন্মাদে ঘৃতপান ঃ—শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ /০ আনা হইতে ৵০ আনা এবং পুরাতন ঘৃত ¼ তোলা হইতে ½ তোলা মাত্রায় একত্রে লইয়া কিংবা শুধুমাত্র পুরাতন ঘৃত ¼ তোলা হইতে ½ তোলা মাত্রায়, উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে তীব্র উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়। (কবিরাজ মনীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়)

উন্মাদে হেতুবিপরীত চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য এবং এইরূপ চিকিৎসায় সর্ব্ব-প্রকার উন্মাদরোগেই সুফল পাওয়া যায়।

উন্মাদে তাম্রপ্রয়োগ ঃ—যে উন্মাদরোগী স্তব্ধ হইয়া বা ঝিম্ ধরিয়া বসিয়া থাকে সেইরূপ ক্ষেত্রে অমৃতীকৃত তাম্রভস্ম ২ রতি,বেণামূল বাটা ¼ তোলা, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ¼ তোলা এবং মধু ½ তোলা সহ সেবন করান কর্ত্তব্য। কিছুদিন ধরিয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবে। ইহা দৃষ্টফল। রোগী দুর্ব্বল হইলে তাম্রভস্ম ১ রতি মাত্রায় লওয়া কর্ত্তব্য।

(ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, উন্মাদরোগীকে, রোগগ্রস্ত হইলে, মাথায় শীতল জল ঢালা হয় এবং আরও অন্যান্য শীতল ক্রিয়া করা হয়। কিন্তু তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু রোগীর সর্ব্বাঙ্গে সরিষার তৈল মর্দ্দন করাইয়া রৌদ্রে বসাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এবং তাহাকে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করা বা ইষ্টনাশের কথা শ্রবণ করান প্রভৃতি নিষ্ঠুর ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কিছু না হইলে আলকুশী-বীজ শরীরে ঘর্ষণ করান কর্ত্তব্য। ইহাতেও কিছু না হইলে হাত পা বাঁধিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে তাহার মনের উপর প্রতিক্রিয়া হইবে এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিবে।

শোকজ উন্মাদে সান্ত্বনা এবং অভিলষিত দ্রব্যের অপ্রাপ্তিজনিত উন্মাদে উক্ত দ্রব্যের প্রাপ্তিযোগে ঐ ঐ উন্মাদরোগী আরোগ্যলাভ করে।

উন্মাদে রসৌষধি ঃ—যত ধাতুদ্রব্য আছে তাহার মধ্যে স্বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বায়ুনাশক। এইজন্য স্বর্ণকল্পই উন্মাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্রাহ্মীশাকের রস শত-

মূলীর রস, তালশাখার রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ভীমরাজের রস, শঙ্খপুষ্পীর রস, বেড়েলার রস, অশ্বগন্ধা চূর্ণ প্রভৃতির যে কোন একটী ও মধুসহ স্বর্ণভস্ম সেবন করাইলে উন্মাদরোগী আরোগ্যলাভ করিবে। (হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

স্বর্ণঘটিত বৃঃ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, রসরাজরস এবং চতুর্ভুজরস উন্মাদে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

উন্মাদগজাঙ্কুশ, ভূতাঙ্কুশরস, এই দুইটী ঔষধও উন্মাদের দৃষ্টফল ঔষধ। কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ এবং চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ প্রয়োগ করিয়াও অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

ধাতুক্ষয়জনিত উন্মাদরোগে রসরাজরস প্রয়োগ করিয়া অধিকতর সুফল পাওয়া যায়।

রসসিন্দুর, বঙ্গভস্ম ও অভ্রভস্ম, সমভাগে লইয়া শতমূলীর রসে মর্দ্দন করতঃ ৩ রতি মাত্রায় বটিকা করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধুসহ সেবন করাইলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। (যদুনাথ গুপ্ত)

উন্মাদে শাস্ত্রীয় ঘৃত :—সুশ্রুতের মহাকল্যাণকঘৃত এবং ভাবপ্রকাশের মহাচৈতসঘৃত ও শিবাঘৃত সেবন করাইলে সকলপ্রকার উন্মাদে উপকার হইয়া থাকে। চক্রদত্তের হিঙ্গ্বাদ্যঘৃত এবং রসোনাদ্যঘৃতও উন্মাদের বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। (ধনঞ্জয় দত্ত)

উন্মাদে তৈলপ্রয়োগ :—সাভারের কবিরাজগণ উন্মাদে বরুণাদ্যতৈল ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সুফল পাইতেন।

বরুণাদ্যতৈল প্রস্তুতিবিধি :—তিলতৈল ৪ সের, বরুণপত্রের রস ৪ সের এবং বরুণছালের কল্ক ১ সের, এইগুলি দ্বারা যথারীতি তৈল পাক করিয়া লইতে হইবে।

বাতপ্রধান উন্মাদে মহাবলাতৈল বা মাষবলাদিতৈল বা শ্রীগোপালতৈল; বাতপিত্তজ উন্মাদে বৃহৎ বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মধ্যম

গুড়ূচ্যাদিতৈল, বৃহৎ শতাবরীতৈল, নারায়ণতৈল এবং কফজ উন্মাদে বায়ুচ্ছায়া-সুরেন্দ্রতৈল, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল প্রভৃতি উপকারী।

অপস্মার চিকিৎসা

"বৃদ্ধিস্থানক্ষয়াবস্থাং দোষাণামুপলক্ষয়েৎ।
সুসূক্ষ্মামপি চ প্রাজ্ঞো দেহাগ্নিবলচেতসাম্॥
ব্যাধ্যবস্থাবিশেষান্ হি জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তত্তৎ শ্রেয়ঃ প্রপদ্যতে॥
প্রায়স্তির্য্যগ্‌গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্।
তেষাম্ভ ত্বরয়া কুর্য্যাৎ দেহাগ্নিবলকৃৎ ক্রিয়াম্॥
প্রয়োগৈঃ ক্ষপয়েদ্বা তান্ সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ।
জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংস্তান্ যথাস্বং তং হরেদ্বুধঃ॥"

—চরকে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ,—"দোষসকলের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের বৃদ্ধি, স্থান ও ক্ষয়ের অবস্থা এবং দেহ, বল, অগ্নি ও চিত্তের অতিশয় সূক্ষ্ম অবস্থা সকলের প্রতি প্রাজ্ঞ বৈদ্য বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিবেন। কেননা বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগের অবস্থা-বিশেষ বিশেষরূপে জানিতে পারিলে তত্তৎ অবস্থাতে উপযুক্তমত মঙ্গল-বিধান করিতে পারেন। তির্য্যগ্‌গত দোষসকল প্রায়ই রোগীকে অনেক কষ্ট দিয়া থাকে। অতএব সেইরূপ অবস্থায় দেহ ও অগ্নির যাহাতে বল হয়, সেইরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অথবা সংশমন উপায়ে যদি দোষসকল নিবারিত না হয়, তবে তাহা-দিগকে সহজ উপায়ে কোষ্ঠস্থানে আনয়ন করা উচিত এবং বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা তথা হইতে অপসারণ করা কর্ত্তব্য।"

উন্মাদে যে নস্য, যে অঞ্জন, যে ঔষধ-তৈল-ঘৃতাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অপস্মারেও পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেইসকল ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ সুফল পাইয়াছেন। অর্থাৎ, উভয়রোগের চিকিৎসাসূত্র এক। অপস্মার স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই

হয়। স্ত্রীলোকের অপস্মার চিকিৎসাক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, শ্বেতপ্রদর, বাধক ইত্যাদি কোনরূপ মাসিকধর্ম্মের গোলযোগ আছে কিনা। যদি থাকে, তাহা হইলে সেইসকল দোষের চিকিৎসা বিশেষভাবে করা কর্ত্তব্য। পুরুষদের অপস্মারে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

১। বচ চুর্ণ ½ তোলা, রসসিন্দুর ২ রতি, একসঙ্গে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবার পর দুগ্ধান্ন সেবন করিলে—

২। যষ্টিমধুচুর্ণ ½ তোলা, পক্ব কুষ্মাণ্ডরসে পেষণ করিয়া ৩ দিন সেবন করিলে—

৩। ½ তোলা রসোন, তিলতৈলে বাটিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে—

৪। শতমূলীর রস ১ ছটাক, কাঁচাদুধ ১ ছটাক সহ সপ্তাহকাল সেবন করিলে—

৫। ব্রাহ্মীশাকের রস ২ তোলা, মধু ½ তোলা, চিনি ১ তোলা ও দুগ্ধ ১ ছটাক, একসঙ্গে সপ্তাহকাল সেবন করিলে— (রমানাথ সেন)

৬। শ্বেতসর্ষপ ১ তোলা, শ্যোনাছাল ১ তোলা, সজিনাছাল ১ তোলা ও আপাং ১ তোলা, একসঙ্গে গোমূত্রে বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে—

৭। নিসিন্দাগাছে যে পরগাছা জন্মে সেই পরগাছার রসের নস্য লইলে—

৮। বচ, কুড়, শঙ্খপুষ্পী, ব্রাহ্মী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও জটামাংসী, এইগুলির কাথ সপ্তাহকাল সেবন করিলে—

৯। বাতকুলান্তকরস, ভূতভৈরবরস, চন্দ্রভৈরবরস, মূর্চ্ছান্তকরস, বৃঃ বাতচিন্তামণি, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী ঔষধ রোগীর অবস্থা বুঝিয়া শীতল জল ও মধু, শতমূলীর রস ও মধু, ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও মধু, হিং, সচললবণ, গোমূত্র ও পুরাতন ঘৃত, এবং পক্ব কুষ্মাণ্ডের রস অনুপানে সপ্তাহকাল সেবন করিলে—

১০। পঞ্চগব্যঘৃত, বৃঃ পঞ্চগব্যঘৃত, মহাচৈতসঘৃত, কুষ্মাণ্ডকঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত,

ইহাদের যে কোন একটী প্রত্যহ ½ তোলা মাত্রায়, ঈষৎ গরম দুগ্ধসহ সপ্তাহকাল সেবন করিলে—

এবং ১১। পলঙ্কষাদ্যতৈল মর্দ্দন করিলে, অতি সত্বর সর্ব্বপ্রকার অপস্মার আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাতব্যাধি চিকিৎসা

"বায়ুরায়ুর্বলং বায়ুর্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুর্বিশ্বমিদং সর্বং প্রভুর্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতৌ স্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥
প্রাণোদানসমানাখ্য ব্যানাপানৈঃ স পঞ্চধা।
দেহং তন্ত্রয়তে সম্যক্ স্থানেষ্বব্যাহতশ্চরন্॥"

—চরকে চিকিৎসিতস্থানে।

অর্থাৎ,—"বায়ুই শরীরীদিগের আয়ু, বায়ুই বল এবং বায়ুই উহাদিগের বিধাতা। বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তির শরীরে বায়ু অব্যাহতগতি, যথাস্থানে স্থিত ও প্রকৃতিস্থ থাকিয়া ক্রিয়া করে, সে বীতরোগ হইয়া সবল শরীরে শত বৎসর জীবিত থাকে। প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপানভেদে বায়ু পঞ্চবিধ। সেই পঞ্চাত্মক বায়ু নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে অব্যাহতভাবে বিচরণ করিয়া সম্যক্‌ভাবে দেহকে নিয়মিত করে।"

"লোকে বায়্বর্কসোমানাং দুর্বিজ্ঞেয়া যথা গতিঃ।
তথা শরীরে বাতস্য পিত্তস্য চ কফস্য চ॥
ক্ষয়ং বৃদ্ধিং সমত্বঞ্চ তথৈবাবরণং ভিষক্।
বিজ্ঞায় পবনাদীনাং ন প্রমুহ্যতি কর্মসু॥"

—চরকে চিকিৎসিতস্থানে।

অর্থাৎ,—"যেমন পৃথিবীতে বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সেইরূপ শরীরে বাত, পিত্ত ও কফের গতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়। বাতাদি দোষের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সমতা

ও আবরণ বুঝিতে পারিলে চিকিৎসাকালে চিকিৎসককে মুগ্ধ হইতে হয় না।"

১। **শিরোগ্রহ**ঃ—দশমূলতৈলের অভ্যঙ্গ, দশমূল কাথ সেবন এবং দুইবেলা আহারান্তে "দশমূলারিষ্ট" সেবনে শিরোগ্রহ আরোগ্য হয়।

২। **জৃম্ভা**ঃ—ত্রিকটু, যোয়ান ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের মিশ্রিত চূর্ণ ॥০ আধাতোলা মাত্রায় গরম জলসহ সেবনে আরোগ্য হয়।

৩। **হনুস্তম্ভ**ঃ—রসোনতৈল ও মাষরসোনবটক সেবন করিলে এবং প্রসারণীতৈল মালিশ করিলে হনুস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

মাষরসোনবটক প্রস্তুতিবিধিঃ—মাষকলাই ও রসোন একসঙ্গে পেষণ করিয়া এবং তৎসহ আদা ও তিল মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করতঃ তিলতৈলে ভাজিয়া লইতে হয়।

প্রসারণীতৈল একটী চর্ম্মপুটকে পুরিয়া মস্তকে চাপাইয়া রাখিলে হনুস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

ইহাছাড়া বিষ্ণুতৈল ও ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল দ্বারা হনুপ্রদেশ মালিশ করিয়া মাষকলাই ও সৈন্ধবলবণের স্বেদ দিলে হনুস্তম্ভ বিদূরিত হইয়া থাকে। মুরগীর ডিম ভাঙ্গিয়া তৎসহ ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া এবং উত্তমরূপে ঐগুলি ফেটাইয়া লইয়া তদ্বারা হনুপ্রদেশ প্রলিপ্ত করিয়া রাখিলে হনুস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

৪। **জিহ্বাস্তম্ভ**ঃ—মাষবলাদি পাচন (মাষকলাই, এরণ্ডমূল, রাস্না, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা) সেবন ও মাষবলাদিতৈল মালিশ করিলে জিহ্বাস্তম্ভ আরোগ্য হয়। (গঙ্গাধর)

৫। **মুকত্ব, গদগদত্ব ও মিনমিনত্ব**ঃ—সারস্বতঘৃত ও কল্যাণাবলেহ সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

৬। **প্রলাপ**ঃ—নিম্নলিখিত কষায় পান করিলে প্রলাপ আরোগ্য হয়। যথা,—

তগরপাদুকা, ক্ষেতপাপড়া, সোঁদাল, মুতা, কট্‌কী, বেণামূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, চন্দনকাষ্ঠ, শাঁখাহুলী এবং দশমূল, এই ২১টী দ্রব্যের প্রত্যেকটী দেড় আনা ওজনে লইয়া একসঙ্গে আধাসের জলে সিদ্ধ করিয়া যখন /৵০ পোয়া অবশিষ্ট থাকিবে তখন নামাইয়া উক্ত কষায় সেবন করিতে হইবে। এই কষায় সেবনে প্রলাপ আরোগ্য হয়।

৭। **রসাজ্ঞান** (জিহ্বার স্বাদগ্রহণ শক্তি লুপ্ত হওয়া):—সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু এবং অম্লবেতস (অভাবে টক্‌পালং), এইগুলি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বার উপরিভাগ ঘর্ষণ করিয়া পরে গরম জলের কুলকুচি করিলে রসাজ্ঞানতা আরোগ্য হয়।

চিরতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বচ, ব্রাহ্মী, পলাশফল, সাচিক্ষার, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, শুঠ ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ আদার রসে বাটিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার রসাজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়া থাকে।

৮। **সুপ্তবাত** :—পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া সৈন্ধবলবণযুক্ত তিলতৈল মালিশ করিয়া অঙ্গারধূমের স্বেদ দিলে আরোগ্য হয়।

৯। **অর্দ্দিত** (মুখ বাঁকিয়া যাওয়া) :—দশমূল কষায় পান, দশমূলাত্তঘৃত সেবন ও দশমূলতৈল মালিশে আরোগ্য হয়। মাংসের ঝোলসহ অন্নাহার করা কর্ত্তব্য।

রসোনবাটা ½ তোলা, একআনা সৈন্ধবলবণ এবং ১ তোলা তিলতৈল, একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্দ্দিত আরোগ্য হয়।

১০। **মন্যাস্তম্ভ** :—দশমূলের কাথ সেবনে ও দশমূলতৈলের নস্য গ্রহণে আরোগ্য হয়। তাহা ছাড়া গ্রীবার উপরে দশমূলতৈলের মালিশ করিয়া তাহার উপর আকন্দপাতা স্থাপন করিয়া তাহার উপর শুষ্কবালির স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

মুরগীর ডিমের তরলাংশ সহ ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গ্রীবা-দেশ মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভ দূরীভূত হয়।

১১। **বাহুশোষ** :—সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া বেড়েলার কাথ সেবন করিলে বাহুশোষ আরোগ্য হয়। মহাকল্যাণকঘৃত এইরোগে হিতকর।

১২। **অববাহুক** :—মাষকলাইএর কাথের নস্য লইলে অববাহুক আরোগ্য হয়। এইরোগে মহামাষতৈল মালিশ করিয়া সৈন্ধবলবণ ও মাষকলাইএর স্বেদ দিলে আরোগ্য হয়।

১৩। **বিশ্বাচী** (হাত আটকাইয়া যাওয়া) :—অন্ন ভোজনের পর মাষাদি-তৈলের নস্য, মর্দ্দন এবং সেবনে বিশ্বাচী আরোগ্য হয়।

মাষাদিতৈল প্রস্তুতিবিধি :—মাষকলাই, সৈন্ধবলবণ, বেড়েলা, রাস্না, হিং, বচ, শিবজটা, শুঁঠ এবং দশমূল, এইগুলি সমভাগে মিলিত ⁄১ সের, জল ১৬ সের এবং তিলতৈল ⁄৪ সের, যথাবিধি তৈল পাক করিয়া লইতে হইবে।

১৪। **উর্দ্ধবাত** (উদ্গার উঠা) :—শুঁঠ ১০ ভাগ, বীজতাড়ক ১০ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, হিং ৪ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, চিতামূল ১ ভাগ, এইগুলির চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ½ তোলা হইতে ¾ তোলা মাত্রায়, শীতল জলসহ সেবন করিলে উর্দ্ধবাত আরোগ্য হয়।

১৫। **আধ্মান** :—নারায়ণচূর্ণ সেবনে আরোগ্য হয়।

নারায়ণচূর্ণ প্রস্তুতিবিধি :—পিপুল ২ তোলা, তেউরীমূল ৮ তোলা এবং চিনি ৮ তোলা, এইগুলি একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ½ তোলা মাত্রায়, মধুসহ সেব্য।

দারুষটক্ লেপ :—দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধবলবণ, এইগুলি কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় উদরের উপরে প্রলেপ দিলে আধ্মান নিবারিত হয়।

মহানারাচ রস ১ রত্তি মাত্রায়, শীতলজল সহ সেবন করিলে আধ্মান, আনাহ, শূল, গুল্ম প্রভৃতি উদররোগ অচিরাৎ দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সেবনে অতিশয় ভেদ হইয়া থাকে। চিনি ও দধি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ভেদ বন্ধ হয়। ভেদ বন্ধ হইবার পর দধি ও সৈন্ধবলবণ সহ অন্নভোজন করা উচিত।

মহানারাচরস প্রস্তুতিবিধিঃ—হরীতকী, সোঁদাল, আমলকী, কট্‌কী, দন্তী, শনদাসিজ, তেউরী, মুতা, এইগুলির প্রত্যেকের ১ পল লইয়া কুট্টিত করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিতে হইবে। যখন জল /৪ সের অবশিষ্ট থাকিবে তখন তাহাতে জয়পালবীজ ১ পল পোট্টলীবদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। যখন সমগ্র জলীয়াংশ লেহবৎ ঘন হইবে তখন তাহা নামাইতে হইবে। তৎপর উক্ত সিদ্ধ জয়পালবীজ শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ ৮ ভাগ, শুঁঠ ৩ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পারদ ২ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, এইগুলি উক্ত লেহবৎ অংশসহ একত্রে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটিকা করিতে হইবে। অনুপান শীতল জল।

১৬। **প্রত্যাধ্মান**ঃ—এই রোগে রোগীকে প্রথমে বমন এবং পরে লঙ্ঘন ক্রিয়া করাইয়া অগ্নিদীপক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তৎপর বস্তিপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রত্যাধ্মান আরোগ্য হয়।

১৭। **অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা**ঃ—হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ প্রয়োগই এই দুই রোগের দৃষ্টফল চিকিৎসা।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ প্রস্তুতিবিধিঃ—হিং, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চই, চিতামূল, আকনাদি, শটী, তিন্তিড়ী, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, দাড়ীম, হরীতকী, পুষ্করমূল, অম্লবেতস ও হবুষা, এইসকল দ্রব্যের মিলিত চূর্ণ আদার রসে ও টাবালেবুর রসে ভাবনা দিয়া পুনরায় চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। ইহার মাত্রা ৵৽ আনা, অনুপান উষ্ণজল।

১৮। **তুণী ও প্রতিতুণী**ঃ—পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ, হিং ও যবক্ষার গরম জলসহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আরোগ্য হয়।

১৯। **ত্রিকশূল**ঃ—ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু সেবন করিলে ত্রিকশূল আরোগ্য হয়।

—

বাব্‌লা, অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, রাস্না, আমালতা, শুলফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া তাহাতে চূর্ণ-

সমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু এবং তাহার অর্দ্ধেক গব্যঘৃত মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাই ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু। মাত্রা ১ তোলা এবং অনুপান দুধ, যুষ, ঈষদুষ্ণ জল ও মাংসরস। (সীতানাথ সেন)

২০। বস্তিবাত :—বস্তিবাতে মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাব হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্রাব আটকাইয়া আটকাইয়া হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্রাব বেশিমাত্রায় হয়।

(১) মুহুর্মূত্রণে :—বেড়েলামূল চূর্ণ ½ তোলা, মুর্ব্বামূল চূর্ণ ½ তোলা, চিনি ১ তোলা, একত্রে ½ সের দুধে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মুহুর্মূত্রণ নিবারিত হয়।

লৌহচূর্ণ ২ রত্তি ও ত্রিফলাচূর্ণ ½ তোলা মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবনে মুহুর্মূত্রণ দূরীভূত হয়। (পঞ্চানন কবিরাজ)

(২) মূত্ররোধে :—যবক্ষার চূর্ণ ¼ তোলা, চিনি ¼ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

কুমড়ার বীজ ও শশার বীজ শীতল জলে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

আমলকী ও সোরা একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়। (ভূদেব)

সোরা, পাথরকুচি, নীলবড়ী এবং পুকুরের পাঁকমাটী একত্রে মিশ্রিত করিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়।

গাঁদাফুলের পাতা ও সোরা কাঁজিসহ বা পাথরকুচি পাতা ও সোরা শীতল জলসহ একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

সিদ্ধচাউল ধোয়া জলে কাঁটানটের মূল বাটিয়া বা গোক্ষুরবীজ কাঁজিতে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল এবং হিমসাগরতৈলের মালিশ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মূত্ররোধ এবং বস্তিবাত আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৩) **মূত্রাধিক্যে** :—তেলাকুচাপাতার রস সহ নবায়সলৌহ, সোমনাথরস, হেমনাথরস, বসন্তকুসুমাকর রস সেবন করাইলে মূত্রাধিক্য আরোগ্য হয়।

২১। **গৃধ্রসী** :—রোগীকে প্রথমে বমন-বিরেচনাদির দ্বারা নিরাম অবস্থায় আনয়ন করিয়া বস্তিপ্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার গৃধ্রসী অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

প্রত্যহ প্রাতে ½ পোয়া গোমূত্র এবং ½ ছটাক এরণ্ডতৈল, একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে একমাসের মধ্যেই দুঃসাধ্য গৃধ্রসীরোগ আরোগ্য হয়। (গঙ্গাধর)

শেফালিকা পাতার কাথ পান করিলে গৃধ্রসী আরোগ্য হয়। (যদুনাথ)

শুঁঠের কাথে ½ তোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গৃধ্রসী আরোগ্য হয়।

খোসারহিত এরণ্ডবীজ ২ তোলা গ্রহণ করিয়া ½ সের দুধে সিদ্ধ করিতে করিতে ½ পোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ঐ ½ পোয়া দুধ সেবনে গৃধ্রসী আরোগ্য হয়।

এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী এবং কণ্টকারী, ইহাদের পাচনে ½ তোলা সচল-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গৃধ্রসী আরোগ্য হয়।

বাসক, দন্তী ও সোঁদালের পাচনের সহিত এরণ্ডতৈল ১ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই গৃধ্রসী আরোগ্য হয়।

ঘোড়ানিমের সারচূর্ণ (কাঠের চূর্ণ) জলসহ বাটিয়া ½ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে গৃধ্রসী আরোগ্য হয়।

এরণ্ডতৈলে বেগুন ভাজিয়া বা সিদ্ধ বেগুনে এরণ্ডতৈল ও সৈন্ধবলবণ মাখাইয়া, সেবন করিলে গৃধ্রসী আরোগ্য হয়। (কুঞ্জবিহারী)

রাস্নাদিগুগ্‌গুলু, পথ্যাদিগুগ্‌গুলু, রাস্নাসপ্তক কাথ এবং নিসিন্দাপত্রের ক.থ, এইগুলি গৃধ্রসীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২২। **খঞ্জত্ব, কলায়খঞ্জত্ব এবং পঙ্গুত্ব** :—ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু গরম জল সহ সেবন করিলে আরোগ্য হয়। (যোগীন্দ্রনাথ)

কুব্জপ্রসারণীতৈল, সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল, নিরামিষ মহামাষতৈল, এইগুলি মালিশ করিলে খঞ্জ, কলায়খঞ্জ এবং পঙ্গুত্ব আরোগ্য হয়।

২৩। **খল্লী (হাতপায়ে খালধরা) :**—কুড় ও সৈন্ধবলবণ বাটিয়া তাহার সহিত চুকাপালং ও তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে খল্লীরোগ আরোগ্য হয়।

২৪। **বাতকণ্টক :**—এই রোগে রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। রক্তমোক্ষণ করিয়া এরণ্ডতৈল পান করাইলে ইহা সত্বর আরোগ্য হয়।

২৫। **পাদদাহ :**—পায়ে ননী মাখাইয়া স্বেদ দিলে বা মসুরডাল বাঁটার প্রলেপ লাগাইলে বা শতধৌত ঘৃতের মালিশ করিলে পাদদাহ আরোগ্য হয়। গুড়ূচ্যাদিতৈল এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২৬। **পাদহর্ষ :**—বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিলে পাদহর্ষ আরোগ্য হয়।

২৭। **আক্ষেপ :**—এই রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ হইল ভাবপ্রকাশোক্ত মহাবলাতৈল।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, চতুর্ভুজরস, বাতগজাঙ্কুশ, বাতারিরস প্রভৃতি ঔষধও অনুপানভেদে ব্যবহার করিলে আক্ষেপ নিবারিত হয়।

২৮। **পক্ষাঘাত :**—পক্ষাঘাত চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। পৃথিবীর আর কোন চিকিৎসাশাস্ত্র এইরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ উত্তম ফললাভ করিয়াছেন এবং আমি নিজে যে ঔষধগুলি স্বহস্তে তৈয়ারী করিয়া ও ব্যবহার করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছি একমাত্র সেই সকল ঔষধের প্রয়োগ সম্পর্কে এইস্থানে আলোচনা করিতেছি।

পক্ষাঘাতের খুব সহজ এবং সরল ঔষধ হইতেছে মাষবলাদি পাচন। এবং ইহার সহায়করূপে রাস্নাসপ্তক এবং রাস্নাপঞ্চক পাচন ব্যবহার করা যায়। তবে মাষাদি কষায় ও মাষবলাদি কষায় ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাকৃত সুফল পাওয়া যায়

ইহার সহিত ঘৃতভর্জ্জিত হিং ১ রতি ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ½ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ব্যবহার করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু এই রোগের একটী দৃষ্টফল মহৌষধ।

মালিশের জন্য প্রসারণীতৈল রোগের অতি প্রথম অবস্থায় ব্যবহার্য্য। প্রসারণী তৈলের অভাব হইলে, রোগীর মাজাকোমরে খাঁটী এরণ্ডতৈলের মালিশ দিয়া মাষকলাই ও সৈন্ধবলবণের স্বেদ প্রদান করিলে এবং তৎসহ ভাবপ্রকাশোক্ত "বাতারিরস" শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথ অনুপানে সেবন করিলে, একমাসের মধ্যে দুঃসাধ্য পক্ষাঘাত বিদূরিত হইয়া থাকে।

রোগের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং পক্ষাঘাত সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী হইলে—

বংশপত্র হরিতালভস্ম ½ রতি মাত্রায় সেবন করিয়া গব্যঘৃতসহ প্রস্তুত আহার্য্য সেবন করিলে একমাসের মধ্যে উহা বিদূরীত হয়। ইহার সঙ্গে নিরামিষ মহামাষ-তৈল মালিশের জন্য ব্যবহার্য্য। পুষ্পরাজ প্রসারণীতৈল ব্যবহারেও সমধিক উপকার পাওয়া যায়।

পক্ষাঘাত অপেক্ষাকৃত অধিকতর দীর্ঘকালস্থায়ী এবং অবগাঢ়মূল হইলে, হরিতালভস্মের সহিত শাল্বণস্বেদ ব্যবহার্য্য এবং মালিশের জন্য মাষবলাদিতৈল, মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল ব্যবহার্য্য।

পক্ষাঘাত সর্ব্বদেহব্যাপী হইলে, অষ্টাদশশতিকা প্রসারণীতৈল এবং মহারাজ প্রসারণীতৈল, এই দুইটী দুইবেলা মালিশ করিলে এবং শাল্বণস্বেদ প্রদান করিলে ও সেবনের জন্য বৃঃ ছাগলাদ্যঘৃত ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। এই সঙ্গে প্রাতে বৃঃ বাতগজাঙ্কুশ ও বৈকালে রসরাজরস সেবন করাইলে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়।

পক্ষাঘাতে পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে, বৃঃ বাতচিন্তামণি ও যোগেন্দ্ররস ব্যবহার্য্য।

কোন অঙ্গ শুষ্ক হইয়া গেলে, সেবনের জন্য বৃঃ অশ্বগন্ধাঘৃত, বৃঃ ছাগলাদ্যঘৃত

এবং মালিশের জন্য অশ্বগন্ধাতৈল, শ্রীগোপালতৈল ও সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এবং এইসঙ্গে রসৌষধি রসরাজরসও সেবনের জন্য ব্যবহার্য্য।

২৯। **অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ধনুঃস্তম্ভ :—**

কুব্জপ্রসারণীতৈল মালিশ করিলে এই সকল ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। বাতারিরস, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ ও রসরাজরস সেবন করাইলে আশু সুফল পাওয়া যায়। রোগের অতিবৃদ্ধি অবস্থায় ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস ও চতুর্ভুজরস প্রয়োগ করা উচিত।

রোগীর শরীর ক্রোড়ের দিকে, অর্থাৎ ভিতরের দিকে বাঁকিয়া যাওয়াকে অন্তরায়াম এবং পৃষ্ঠের দিকে, অর্থাৎ বাহিরের দিকে বাঁকিয়া যাওয়াকে বহিরায়াম বলে।

৩০। **কুব্জ :**—কুব্জপ্রসারণীতৈল, বিশ্বপ্রসারণীতৈল ও মাষবলাদিতৈলের মালিশ করিলে কুব্জরোগ দূরীভূত হয়।

৩১। **ক্রোষ্টুকশীর্ষ (শিবামুণ্ড বাত) :**—গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে শোধিত গুগ্‌গুলু ও এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রোষ্টুকশীর্ষ আরোগ্য হয়। বাতারি গুগ্‌গুলু, বৃঃ যোগরাজ গুগ্‌গুলু, বাতারিরস ও সর্ব্ববাতারি সেবন করিলে এবং মহাবলাতৈল ও শ্রীগোপালতৈল মালিশ করিয়া সৈন্ধবলবণের স্বেদ দিলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

৩২। **আমাশয়গত বায়ুরোগ :**—এই রোগে হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ, চিত্রকাদিগুড়িকা এবং ষড়্‌রসনযোগ, এইগুলি উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

রসোনতৈল, সৈন্ধবাদ্যতৈল ও মূলকাদ্যতৈল সেবন এবং উদরের উপরিভাগে উহাদের মালিশ বিশেষ ফলপ্রদ।

৩৩। **পক্কাশয়গত বায়ুরোগ :**—হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, বজ্রক্ষার, ভাস্করলবণ,

চিত্রকাদিগুড়িকা, ভুক্তপাকবটী ও মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ লেবুর রস, দধি, ঘোল ও উষ্ণজল অনুপানে সেবন করিলে এইরোগ আরোগ্য হয়।

ইন্দ্রযবচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ ও চিতামূলচূর্ণ, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলসহ, ½ তোলা হইতে ½ তোলা মাত্রায়, সেবন করিলে পক্বাশয়গত বায়ু রোগ দূরীভূত হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ পক্বাশয়গত বায়ুরোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিষ্ণুতৈল এবং সৈন্ধবাদি তৈলের মালিশ হিতকর।

৩৪। **কোষ্ঠস্থ বায়ুরোগ** :—প্রাতে বজ্রক্ষার, ভাস্করলবণ, মহাশঙ্খবটী, বৃঃ অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি ক্ষার ও লবণযুক্ত ঔষধের যে কোন একটী, লেবুর রস বা উষ্ণজল অনুপানে এবং বৈকালে কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, বৃঃ বাতচিন্তামণি, রসরাজরস ও চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, ইহাদের যে কোন একটী ঔষধ সেবন করিলে ও মহানারায়ণ তৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি কোন একটী নারায়ণতৈল কোষ্ঠের উপরিভাগে মালিশ করিলে কোষ্ঠস্থ বায়ু দূরীভূত হয়।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ অতি সাধারণ ঔষধ হইলেও কোষ্ঠস্থ বায়ুনাশে অতিশয় ফলপ্রদ, (গণনাথ সেন)

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণের ন্যায় সামুদ্রাদ্যচূর্ণও এইরোগের ভাল ঔষধ।

৩৫। **গুহ্যপ্রদেশগত বায়ুরোগ** :—রসপর্প্পটী ২ রতি মাত্রায়, ঘৃতভর্জ্জিত হিং ১ রতি ও জীরাবাটা ২ রতি সহযোগে, লবণ ও জল সেবন বন্ধ রাখিয়া পর্পটী সেবনের বিধি অনুসারে, সেবন করিলে গুহ্যপ্রদেশগত বায়ুরোগ আরোগ্য হয়।

তাম্রভস্ম ১ রতি হইতে ২ রতি মাত্রায়, আদার রস ও মধুসহ সেবন করিলে গুহ্যদেশের বায়ুরোগ দূরীভূত হয়।

মহাভল্লাতকগুড় বা অমৃতভল্লাতকঘৃত, দুগ্ধ ও চিনিসহ ½ তোলা হইতে ½ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে গুহ্যদেশের বায়ুরোগ আরোগ্য হয়।

৩৬। **হৃদয়গত বাতরোগে** :—(১), শুলফ ও গোলমরিচ ; অশ্বগন্ধা ও বহেড়া ; শুঁঠ ও দেবদারু ; গোরক্ষচাকুলে, অশ্বগন্ধা, অর্জ্জুনছাল ও বেড়েলা ; ইহাদের কাথ সেব্য (গঙ্গাধর)

(২) অর্জ্জুনারিষ্ট বা অশ্বগন্ধারিষ্ট বা দেবদার্ব্বাদ্যারিষ্ট বা বলারিষ্ট, দুইবেলা আহারের পর সেবন করা কর্ত্তব্য।

(৩) বিষাণভস্ম /০ আনা ও রসসিন্দুর ১ রত্তি, একত্রে মর্দ্দন করিয়া ঘি ও মধু অনুপানে সেবনীয়। (গোবিন্দ কবিরাজ)

৩৭। **শিরাগত বাতরোগ** :—প্রসারণীতৈল ও মহামাষতৈলের মালিশ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে শিরাগত বাতরোগ আরোগ্য হয়।

৩৮। **স্নায়ুগত বাতরোগ** :—শাল্বণস্বেদ এইরোগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

৩৯। **সন্ধিগত বাতে** :—পুরাতন ঘৃত, সৈন্ধবাদিতৈল, প্রসারণীতৈল, এরণ্ডতৈল, ইহাদের মালিশ করিয়া সৈন্ধবলবণের স্বেদ দিলে সন্ধিগত বাতরোগ দূরীভূত হয়।

৪০। **অপতন্ত্রক** :—হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব ও অম্লবেতস, ইহাদের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া ও একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও আদার রস সহ ½ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে এবং ষড়বিন্দুতৈলের নস্য বা মরিচাদি নস্য গ্রহণ করিলে অপতন্ত্রক আরোগ্য হয়।

মরিচাদি নস্য :—মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ এবং তুলসীমঞ্জরী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

৪১। **অপতানক** :—দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বৃঃ ছাগলাদ্যঘৃত, দশমূলষট্পলঘৃত ও অশ্বগন্ধাঘৃত উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে এবং মধ্যমনারায়ণতৈল মালিশ করিলে অপতানক আরোগ্য হয়।

সৈন্ধবলবণ ও গোলমরিচচূর্ণ সহ অম্লদধি পান করিলে অপতানক আরোগ্য হয়।

৪২। **বস্তিগত বাতরোগ** :—প্রস্রাবদ্বারে কর্পূরচূর্ণ প্রবেশ করাইলে বস্তিগত বাতের অনুলোম হইয়া প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া যায়।

তৃণপঞ্চমূলের ক্ষীরপাক; গোক্ষুরের ক্ষীরপাক; বরুণ, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্ষীর-

পাক এবং যবক্ষার ও সোরা প্রক্ষিপ্ত বরুণ, শুঁঠ ও গোক্ষুরের কষায় বা শিলাজতু প্রক্ষিপ্ত গোক্ষুরের কষায় পান করিলে বস্তিগত বাতরোগ আরোগ্য হয়।

বৃঃ বাতচিন্তামণি, বজ্রক্ষার ও চিনির জলসহ সেবন করিলে বস্তিগত বাতরোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষীরপাকবিধিঃ—সমভাগে মিলিত দ্রব্য দুই তোলা, জল /১ সের এবং দুগ্ধ /।০ পোয়া, একসঙ্গে সিদ্ধ করিতে করিতে দুগ্ধ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়।

৪৩। **কম্পবাতঃ**—সেবনের নিমিত্ত রসেন্দ্রসারোক্ত দ্বিগুণাখ্যরস এবং মালিশের জন্য সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল ব্যবহার করিলে কম্পবাত আরোগ্য হয়।

৪৪। **শিরোগত বাতঃ**—গোদুগ্ধ দ্বারা শিরঃস্নান এবং মধ্যমনারায়ণ-তৈলের মালিশ করিলে শিরোগত বাত আরোগ্য হয়। (হারাণচন্দ্র)

শিরঃস্নান বিধিঃ—মাথার তলদেশে কোন পাত্র রাখিয়া মাথায় ঠাণ্ডা দুধ ঢালিতে হইবে। নীচস্থ পাত্রে যে দুধ পড়িবে উহা পুনরায় ঐরূপে মাথায় ঢালিতে হইবে। এইরূপ কয়েকবার করিতে হইবে।

৪৫। **শুক্রগত বাত** (সর্ব্বদা শুক্রস্রাব হওয়া):—রসসিন্দুর, কর্পূর, আফিং এবং কাবাবচিনি, এইগুলি সমভাগে লইয়া জলসহ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বড়ী করিতে হইবে। ইহা মধু ও শীতলজল সহ সেবন করিলে শুক্রস্রাব নিবারিত হয়। (পরেশ কবিরাজ)

সর্ব্বাঙ্গগত সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে কয়েকটী দৃষ্টফল ঔষধ:—

রাস্নাপঞ্চক কাথ; তিলতৈল দ্বারা প্রস্তুত রসোন বাটা ½ তোলা হইতে ২ তোলা এবং সৈন্ধবলবণ; ভাবপ্রকাশোক্ত রসোনাষ্টক ½ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায়, এরণ্ডমূলের কাথযোগে; মহাযোগরাজ গুগ্‌গুলু ½ তোলা মাত্রায়, গরমজল বা রাস্নাপঞ্চক কাথসহ; শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথযোগে বাতারিরস (সেবন করিয়া পরে মাজা, কোমর, মেরুদণ্ড প্রভৃতি সমগ্র পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈলের মালিশ ও সৈন্ধব লবণের স্বেদ); খাঁটী স্বর্ণভস্ম ১ রতি হইতে ২ রতি মাত্রায়, ঘৃত ও মধুসহ;

রসরাজ রস, বৃঃ বাতচিন্তামণি ও যোগেন্দ্ররস, মধু, দুগ্ধ ও চিনিসহ সর্ব্বাঙ্গগত বাতে সেবনার্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মর্দ্দনার্থ বৃঃ দশমূলতৈল, বৃঃ বিষ্ণুতৈল, বৃঃ সৈন্ধবাদিতৈল এবং শ্রীগোপালতৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

স্নানার্থে বেলপাতা, নিসিন্দাপাতা, এরণ্ডপাতা, সজিনাপাতা এবং লেবুপাতা, ইহাদের পৃথক পৃথক বা মিলিত সিদ্ধজল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পিত্তব্যাধি চিকিৎসা

"ভিষকছদ্ম প্রবিশ্যৈব ব্যাধিতাংস্তর্পয়ন্তি যে।
বিতংসমিব সংশ্রিত্য বনে শাকুন্তিকো দ্বিজান্॥
শ্রুতদৃষ্টক্রিয়াকালমাত্রাস্থানবহিষ্কৃতাঃ।
বর্জ্জনীয়া হি তে মৃত্যোশ্চরন্ত্যনুচরা ভুবি॥
বৃত্তিহেতোর্ভিষঙ্মানপূর্ণান্ মূর্খবিশারদান্।
বর্জ্জয়েদাতুরো বিদ্বান্ সর্পাস্তে পীতমারুতাঃ॥
যে তু শাস্ত্রবিদো দক্ষাঃ শুচয়ঃ কর্ম্মকোবিদাঃ।
জিতহস্তা জিতাত্মানঃ তেভ্যো নিত্যং কৃতং নমঃ॥"

—চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"যে সমস্ত ব্যক্তি বৈদ্যের কপটবেশ ধারণ করিয়া রোগীর তৃপ্তি-সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা ব্যাধের ন্যায় পক্ষীদিগকে ফাঁদে ফেলিতে চাহে। শাস্ত্র, ভূয়োদর্শন, কাল, পরিমাণ ও পাত্রাপাত্র জ্ঞানশূন্য বৈদ্যগণকে পরিত্যাগ করা উচিত। ইহারা মৃত্যুর অনুচর হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটন করে। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যাহারা ভিষক্‌মানী, সেই সকল মূর্খ বিশারদদিগকে পরিত্যাগ করা বিবেচক রোগীর কর্ত্তব্য। এই সকল মূর্খদিগকে বায়ুভোজী কালসর্প বলা যায়। যাহারা প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, বিশুদ্ধ, কর্ম্মকুশল, কৃতকর্ম্মা এবং জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত বৈদ্যই নিত্য নমস্কারভাজন।"

গুলঞ্চের সত্ব, ৵০ আনা হইতে ।৷০ আনা মাত্রায়, মধু ও চিনিসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তরোগ, দাহ, ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার, ঔপত্যকজ্বর, হাপিত্রজ্বর, অজীর্ণ ও যকৃতের সর্ব্বপ্রকার দোষ নিবারিত হয়। (যাদবজী)

গুলঞ্চের সত্ত্ব নিষ্কাষণবিধি:—ইহার জন্য নিমগাছের গুলঞ্চ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল হয়। নিমগুলঞ্চের অভাবে আম, জাম ইত্যাদি গাছের গুলঞ্চ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রথমে গুলঞ্চকে ছোট ছোট করিয়া কুট্টিত করিয়া থেঁতলাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর উক্ত থেঁতলান গুলঞ্চের ৮ গুণ জলে উহা পাক করিতে করিতে যখন অষ্টমাংশ জল অবশিষ্ট থাকিবে তখন ঐ জল নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তাহার পর পুনরায় সেই অষ্টমাংশ জলকে পাক করিয়া লেহবৎ ঘন করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে গুলঞ্চের সার, অবলেহ বা সত্ত্ব বলে। ইহা ৵০ আনা হইতে ।৷০ তোলা মাত্রায় বটিকা করিয়া রাখিতে হইবে। রোগীর বয়স, বলাবল ইত্যাদি বিচার করিয়া মধু ও চিনিসহ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়, যথোপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত রোগসকল নিবারিত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চের ন্যায় ছাতিম, শতমূল, বাসক, যষ্টিমধু, যজ্ঞডুমুর, এই সকলেরও অবলেহ অনুরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া চিনি ও মধুসহ ব্যবহার করিলে ৪০ প্রকার পিত্তজনিত ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

গুড়ুচ্যাদিলৌহ, ধাত্রীলৌহ, পিত্তান্তকরস, মহাপিত্তান্তকরস, এইগুলি পলতা, গুলঞ্চ, বাসক, শতমূল, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির রস ও মধুসহ সেবনে পিত্তরোগ নিবারিত হয়।

শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি মাত্রায়, পলতার রস, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে পিত্তরোগ নষ্ট হয়। (ভূদেব)

কিস্‌মিস্ বাটা, চিনি ও মধু একত্রে সেবন করিলে পিত্তরোগ দূরীভূত হয়।

ত্রিফলা এবং নিমছালের কাথ পিত্তব্যাধিনাশক। (রমানাথ)

যবের ছাতু চিনিসহ মিলাইয়া গুলিয়া খাইলে পিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

হরীতকী, কিস্‌মিস্‌ ও মনক্কার কাথ পিত্তরোগনাশক। (হারাণচন্দ্র)

স্বল্পগুড়ূচ্যাদি, মধ্যমগুড়ূচ্যাদি ও মহাগুড়ূচ্যাদিতৈল মর্দ্দন করিলে পিত্তরোগ দূরীভূত হয়।

রোগীর বলমাংস ক্ষয় না হইয়া থাকিলে পিত্তরোগে বিরেচন করাইয়া পরে প্রয়োজনীয় ঔষধ ব্যবহার করান কর্ত্তব্য।

পিত্তরোগে বিরেচনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।

কফব্যাধি চিকিৎসা

"দম্ভিনো মুখরা হ্যজ্ঞাঃ প্রভূতা বদ্ধভাষিণঃ।
প্রায়ঃ প্রায়েণ স্মুখাঃ সন্তো যুক্তাল্পভাষিণঃ॥"

—চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থ ৎ,—"যাহারা দাম্ভিক এবং মূর্খ তাহারা বেশি কথা বলে কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা প্রায়ই যুক্তিযুক্ত, শ্রবণমধুর এবং স্বল্পবাক্য প্রয়োগ করেন।"

শ্লেষ্মকালানলরস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহাশ্লেষ্মকালানলরস, মহালক্ষ্মীবিলাসরস, এইগুলি সর্ব্বপ্রকার কফরো গ প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

তুলসীপাতার রস, আদার রস, কণ্টকারীর কাথ, দুরালভার কাথ, শুঁঠচূর্ণ, রসোনের রস, নিসিন্দাপাতার রস, গোরক্ষচাকুলের কাথ, এইগুলি কফরোগে হিতকর এবং এইসকল অনুপান সংযোগে স্বর্ণসিন্দূর, মকরধ্বজ, ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ বা সিদ্ধমকরধ্বজ কফরোগে প্রযোজ্য।

বুকে কফ বসিয়া গেলে তাহা উঠাইবার জন্য—

(১) বাসক ও কণ্টকারীর কাথ (২) গোরক্ষাচাকুলের কাথ (৩) হরীতকী ও পিপুলের কাথ (৪) মধুসহ হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ (৫ মধুসহ ব্রাহ্মীশাকের রস (৬) আদার রস ও মধুসহ তাম্রভস্ম ½ রতি মাত্রায়, সেব্য। (অমৃতানন্দ)

ভিতরের তরল শ্লেষ্মা শুকাইয়া ফেলিবার জন্য—

(১) দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ বা শুঁঠচূর্ণ, /০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায়, প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।

(২) হরিতালভস্ম ½ রতি মাত্রায়, আদার রস ও গরম গব্যঘৃত সহ সেব্য।

বক্ষঃস্থলের সঞ্চিত শ্লেষ্মাকে কোষ্ঠে আনয়ন করিবার জন্য রসেন্দ্রসার-সংগ্রহোক্ত "মহাকালেশ্বররস" প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (মাণিক হালদার)

বাতরক্ত চিকিৎসা

"পশুঃ পশূনাং দৌর্ব্বল্যাৎ কশ্চিন্মধ্যে বৃকায়তে।
সসত্যং বৃকমাসাদ্য প্রকৃতিং ভজতে পশুঃ॥
তদ্বদজ্ঞো জ্ঞমধ্যস্থঃ কশ্চিন্মৌখর্য্যসাধনঃ।
স্থাপয়ত্যাপ্তমাত্মানমাপ্তং ত্বাসাদ্য ভিদ্যতে।
বভ্রুর্মূঢ় ইবোর্ণাভিরবুদ্ধিরবহুশ্রুতঃ।
কিং বৈ বক্ষ্যতি সংজল্পো কুণ্ডভেদী জড়ো যথা॥"

—চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"যেমন দুর্ব্বল পশুগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান্ পশু বলদর্পিত হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু তৎকালে যদি প্রকৃত ব্যাঘ্র সেই স্থলে উপস্থিত হয়, তবে আর তাহার ব্যাঘ্রত্ব থাকে না; সেইপ্রকার অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মুখর বৈদ্য জ্ঞানীদিগের মধ্যগত হইলে আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। যেমন বভ্রু উর্ণারাশি সমাচ্ছন্ন হইলে কেহ তাহাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ অল্প বুদ্ধিমান অজ্ঞ চিকিৎসক বাদী এবং প্রতিবাদীর কথায় উত্তর না করিয়া কুণ্ডভেদী জড়ের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তিগণের মধ্যগত হইলেও কেহ তাহাকে জানিতে পারে না।"

বাতরক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ হইল গুলঞ্চ। যে কোন উপায়ে বহুদিন পর্য্যন্ত গুলঞ্চ সেবন করিলে বাতরক্ত আরোগ্য হইয়া থাকে। গুড়ূচ্যাদিঘৃত ও কাথ

পান, গুড়ূচ্যাদি গুগ্‌গুলু সেবন এবং গুড়ূচ্যাদিতৈল মালিশ করিলে বাতরক্ত নিঃশেষরূপে আরোগ্য হয়। (গোপাল চালু´।)

বাসক, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূলের কষায়ে এরণ্ডতৈলের প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চের কাথে গুগ্‌গুলু মর্দ্দন করিয়া এক তোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে দুর্দ্দান্ত বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

কুলেখাড়া ও গুলঞ্চের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া একমাসকাল সেবন করিলে বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা, নিমছাল, বচ, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের পাচন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত আরোগ্য হয়। (গয়ানাথ)

লাঙ্গলীবটিকা :—ঈশলাঙ্গলার মূল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও গুগ্‌গুলু, এইসকল দ্রব্য গুলঞ্চের কাথে, দ্রাক্ষার কাথে এবং গোমূত্রবসে (বা টাবা-লেবুর রসে বা ত্রিফলার কাথে) মর্দ্দন করিয়া একতোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ১টী মধুসহ সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য বাতরক্তও আরোগ্য হইয়া থাকে।

নাগবলাতৈল :—তৈল ১৬ সের। কাথার্থ—গোরক্ষচাকুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—তগরপাদুকা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ⁄॥৶০ ছটাক। এইগুলি যথাবিধি পাক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈলের বস্তি প্রদান করিলে এবং ইহা সেবন করাইলে অতি অল্পকালমধ্যে বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

বাতরক্তান্তকলৌহ, বাতরক্তান্তকরস, কৈশোরগুগ্‌গুলু এবং অমৃতাঙ্কুরলৌহ, এইগুলি বাতরক্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হরিতালভস্ম ও মহাতালকেশ্বররস, এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। (ত্র্যম্বক)

উপর্য্যুক্ত কোন ঔষধে বাতরক্ত আরোগ্য না হইলে সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উরুস্তম্ভ চিকিৎসা

"ন চাতুরকুলপ্রবৃত্তয়ো বহির্নিশ্চারয়িতব্যাঃ। হ্রসিতং চায়ুষঃ প্রমাণমাতুরস্য ন বর্ণয়িতব্যং জানতাপি চ। তত্র যত্রোচ্যমানমাতুরস্যান্যস্য বাপ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে। জ্ঞানবতাপি চ নাত্যর্থমাত্মনো জ্ঞানেন বিকত্থিতব্যম্। আপ্তাদপি বিকত্থমানা-দত্যর্থমুদ্বিজন্ত্যেকে॥" —চরকে বিমানস্থানে।

অর্থাৎ, —"রোগীর গৃহের কথা বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। রোগীর আয়ু শেষ হইয়াছে জানিতে পারিলেও কাহারও নিকট বলিবে না। কেননা, তাহা হইলে আয়ু থাকিতেও ভয়ে রোগীর প্রাণবিয়োগ হইতে পারে অথবা শোকে তাহার আত্মীয়জনও প্রাণত্যাগ করিতে পারে। জ্ঞানবান্ হইলেও তথাপি অত্যন্ত আত্মশ্লাঘা করিতে নাই। কেননা, এমন অনেকে আছে, তাহারা যদি আপ্তপুরুষকেও আত্মশ্লাঘা করিতে দেখে, তাহা হইলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়।"

জয়ন্তী, নিসিন্দা, সজিনা, বচ, কুড়চী, নিম, ইহাদের পত্র, মূল ও ফল একসঙ্গে লইয়া তাহার চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ও একভাগ থাকিতে নামাইয়া সেই জল ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে উরুস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল, ইহাদের পাচন পান করিলে উরুস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলা, এইগুলি সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া ½ তোলা মাত্রায়, মধুসহ সেবন করিলে উরুস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

রাস্না, শ্যামালতা, হরীতকী, মরিচ, মৌরী, আমলকী, বিড়ঙ্গ, শটী, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, বাবুই তুলসী, আতইচ, বিদ্ধড়ক, বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁঠ, কটুকী, যমানী, ঝাঁটী, চই, এরণ্ডমূল, দারুহরিদ্রা ও অসন, ইহাদের কাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ এবং বাত ও কফজনিত রোগ আরোগ্য হয়।

ভল্লাতকারিষ্ট পান করিলে বা শিলাজতু, গুগ্গুলু, পিপুল (বা শুঁঠ), ইহাদের চূর্ণ গোমূত্র বা দশমূলের কাথসহ পান করিলে উরুস্তম্ভ আরোগ্য হইয়া থাকে।

উরুস্তম্ভ রোগীর ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চই ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করা কর্ত্তব্য।

শুণ্ঠীঘৃত, বৈশ্বানরঘৃত, সৈন্ধবাদ্যতৈল, এইগুলি উরুস্তম্ভের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গুঞ্জাভদ্ররস :—পারদ ১।।০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, শ্বেতকুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়পালবীজ ।। তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য জয়ন্তী, কাশ্মীর, ধুস্তুর ও কাকমাচীর রসে এক একদিন করিয়া ভাবনা দিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করতঃ ৪ রতি বটী করিতে হইবে। ইহা উরুস্তম্ভের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান হিং ও সৈন্ধবলবণ। যাবতীয় শ্লেষ্মকর দ্রব্য অপথ্য এবং শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য পথ্য।

এই রোগে শোধিত শিলাজতু ১/২ তোলা মাত্রায় এবং বাতারিরস, মহালক্ষ্মী-বিলাস-রস ও মাণিক্যরস, এই ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে প্রভূত ফল পাওয়া যায়।

আমবাত চিকিৎসা

"সর্ব্ব এব নিজা বিকারা নান্যত্র বাতপিত্তকফেভ্যো নিবর্ত্তন্তে। যথা শকুনিঃ সর্ব্বং দিশমপি পরিপতন্‌ স্বাং ছায়াং নাতিবর্ত্ততে, তথা স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তাঃ সর্ব্ববিকারা বাতপিত্তকফান্নাতিবর্ত্তন্তে। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাস্তু পুনঃ সমুত্থানস্থান-সংস্থানপ্রকৃতিবিশেষানভিসমীক্ষ্য তদাত্মকানপি চ সর্ব্ববিকারাংস্তানেবোপদিশন্তি বুদ্ধিমন্ত ইতি।"

অর্থাৎ,—"সমুদয় নিজরোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ ব্যতীত অপর কোন কারণে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। যেমন সমুদয় দিক্‌ পরিভ্রমণ করিয়াও পক্ষী আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ ধাতুবৈষম্যজনিত রোগসকল বায়ু, পিত্ত ও কফকে অতিক্রম করে না। অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বায়ু, পিত্ত ও কফের সমুত্থান, স্থান, সংস্থান ও প্রকৃতি, বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদয় রোগকে বায়ু, পিত্ত ও কফাত্মক বলিয়া উপদেশ দেন।"

আমবাতে লঙ্ঘন, স্বেদ, তিক্তদ্রব্য, কটুদ্রব্য, দীপনদ্রব্য, বিরেচন, স্নেহন ও

বস্তিকর্ম হিতকর। ইহাতে শুষ্ক বালুকার রুক্ষস্বেদ অতিশয় হিতকর। সৈন্ধব-লবণের স্বেদও উপকারী।

আমবাতারি লেপ :—শুল্ফা, বচ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পুনর্নবা, শুঁঠ, দেবদারু, শটী মুণ্ডুরী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তী, মদনফল, হিং, এইগুলি সমভাগে লইয়া কাঁজিতে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। ইহাতে আমবাত দূরীভূত হয়।

আমের আধিক্য থাকিলে মূর্ব্বা, সোঁদাল ও সজিনার কাথ হিতকর।

শুঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে ½ তোলা গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্ধিস্থলের আমবাত দূরীভূত হয়।

রসোন, শুঁঠ ও নিসিন্দার কাথ আমবাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (হরিনাথ)

ইহাছাড়া রাস্নাপঞ্চক, রাস্নাসপ্তক, পঞ্চকোল, মধ্যমরাস্নাদি, মহারাস্নাদি ও রাস্নাদশমূল পাচন আমবাতে বিশেষ হিতকর।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ, পথ্যাদ্যচূর্ণ, পুনর্নবাদ্যচূর্ণ, অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, অমৃতাদ্যচূর্ণ, অজমোদাদিচূর্ণ ও বৈশ্বানরচূর্ণ এইরোগে হিতকর।

যোগরাজগুগ্‌গুলু মহাযোগরাজগুগ্‌গুলু, প্রসারিণীলৌহ, প্রসারণীতৈল এই-গুলিও আমবাতের হিতকর ঔষধ।

সৈন্ধবাদিতৈল এইরোগে মালিশের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শুণ্ঠীখণ্ড ও শুণ্ঠীঘৃত আমবাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (নন্দকিশোর)

উল্লিখিত ঔষধগুলিতে আমবাতে উপকার না হইলে রসোনপিণ্ড ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রসোনপিণ্ড আমবাতের যমসদৃশ ঔষধ। রসোনপিণ্ড ব্যবহারেও যদি আমবাত আরোগ্য না হয় তাহা হইলে সিংহনাদগুগ্‌গুলু সেবন করান কর্ত্তব্য। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বেশীমাত্রায় থাকে তাহা হইলে বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমবাতে দৃষ্টফল রসৌষধি :—বাতারিগুগ্‌গুলু, আমবাতারি বটিকা, বাতারিরস, আমবাতেশ্বররস, বাতগজেন্দ্রসিংহ, ত্রিফলাদিলৌহ, বিজয়ভৈরবতৈল।

শূল চিকিৎসা

"ত্রিবিধা ভিষজা ইতি। ভিষকৃছদ্মচরাঃ সন্তি সন্ত্যেকে সিদ্ধসাধিতাঃ। সন্তি বৈদ্যগুণৈর্যুক্তাস্ত্রিবিধা ভিষজো ভুবি।

বৈদ্যভাণ্ডৌষধৈঃ পুস্তৈঃ পল্লবৈরবলোকনৈঃ।
লভন্তে যে ভিষকৃশব্দমজ্ঞাস্তে প্রতিরূপকাঃ॥
শ্রীযশো জ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যাপদেশাদতদ্বিধাঃ।
বৈদ্যশব্দং লভন্তে যে জ্ঞেয়াস্তে সিদ্ধসাধিতাঃ॥
প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিসিদ্ধাঃ সুখপ্রদাঃ।
জীবিতাভিসরাযেস্যুর্বৈদ্যত্বং তেম্ববস্থিতম্॥

ত্রিবিধমৌষধমিতি। দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্বাবজয়শ্চ। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধি-মণিমঙ্গলংল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং পুনরাহারৌষধদ্রব্যানাং যোজনা। সত্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোঽর্থেভ্যো মনোবিনিগ্রহঃ।" —চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"বৈদ্য তিন প্রকার। ছদ্মচর বৈদ্য, সিদ্ধসাধিত বৈদ্য এবং বৈদ্যগুণ-যুক্ত বৈদ্য। তন্মধ্যে বৈদ্যের বেশধারণ করিয়া যে সকল মূর্খলোক ঔষধভাণ্ড সঙ্গে লইয়া আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে ছদ্মচর বৈদ্য কহে।

যাহাদিগের নিজের ধন, যশ ও জ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নাই অথচ শ্রী, যশ ও জ্ঞানসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নাম করতঃ বৈদ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সিদ্ধসাধিত বৈদ্য কহে।

যে সকল বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ জ্ঞানে সিদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, কার্য্যকুশল, আরোগ্য ও জীবনদাতা, বৈদ্যত্ব তাঁহাদিগেরই আছে।

ঔষধ তিনপ্রকার—দৈব ব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজয়। মন্ত্র, ঔষধি, রত্নাদিধারণ, মাঙ্গলিক কার্য্য, পূজা, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত এবং তীর্থগমনাদিকে দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ কহে। আহার ও ঔষধাদির যোজনার নাম যুক্তিব্যপাশ্রয় এবং ঔষধ ও অহিতজনক বিষয়সকল হইতে মনোনিবৃত্তিকর কর্ম্মকে সত্ত্বাবজয় কহে।

বাতজ শূল চিকিৎসা :—কাদা (পাঁকমাটী) ন্যাকড়ায় বদ্ধ করিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া, তদ্বারা স্বেদ দিলে বাতজ শূল নিবারিত হয়।

শুঁঠ, এরণ্ডমূল এবং যব, ইহাদের কাথে কুড়চূর্ণ /০ আনা ও ঘৃতভর্জ্জিত হিং ১ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ শূল নিবারিত হয়।

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইহাদের কাথে হিং ও সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশূল দূরীভূত হয়।

হিং এক রতি ও বিটলবণ ৵০ আনা একত্রে গরমজল সহ সেবন করিলে বাতশূল আরোগ্য হয়।

বাটা তিল ডেলা পাকাইয়া তাহা দিয়া উদরের উপর বুলাইলে বাতশূল আরোগ্য হয়।

৵০ আনা ভাস্করলবণ, যবক্ষার /০ আনা, সজ্জিক্ষার /০ আনা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া সজিনার ছালের রস সহ সেবন করিলে অতি উগ্র বাতশূল আরোগ্য হইয়া থাকে। (গোবিন্দ)

গরম জল সহ ৵০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায় "নারিকেল লবণ" বাতজ শূলের অপর একটি উত্তম ঔষধ।

যোয়ান, হিং, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী, এইগুলির সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া /০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায়, গরম জল বা কাঁজী বা ঘোল সহ সেবন করিলে বাতশূল আরোগ্য হয়।

নারিকেলখণ্ড মোদক, সুপারীখণ্ড মোদক, দাধিকঘৃত ও বীজপূরাদ্য ঘৃত এইগুলি সেবন করিলে এবং শূলগজেন্দ্র তৈল মালিশ করিলে বাতশূল আরোগ্য হয়।

পিত্তজ শূলের চিকিৎসা ঃ—আমলকীর রস ও মধু; শতমূলীর রস ও মধু, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এই তিনটী যোগ সেবনে পিত্তজশূল সদ্য বিনষ্ট হয়।

যষ্টিমধুর ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ শূল নিবারিত হয়।

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশমূল, কাশমূল এবং খাগড়ামূল ইহাদের পাচন সেবনে পিত্তশূল আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা, নিমছাল, কটুকী, সোঁদাল, ইহাদের পাচন পান করিলে কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত পিত্তশূল আরোগ্য হয়। (কৈলাশ কবিরাজ)

শুক্তিযোগ ঃ—ঝিনুক, যোয়ান ও হেলঞ্চা, প্রত্যেকটী /॥০ সের করিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করতঃ /০ আনা মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিলে পিত্তজ শূল বিনষ্ট হয়। (কালীশচন্দ্র সেন)

পঞ্চামৃত লৌহ ঃ—যষ্টিমধু, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এইগুলি প্রত্যেকটী ১ ভাগ এবং লৌহভস্ম ৪ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু অনুপানে /০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তজ শূল আরোগ্য হয়।

ধাত্রীলৌহ পিত্তশূলের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। "ত্রিনেত্ররস"ও পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (শ্যামাদাস)

কফজ শূল চিকিৎসা ঃ—যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী এবং শুঁঠ, সমভাগে লইয়া ও একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় গরম জলসহ সেবন কফজ শূল বিনষ্ট হয়।

"শূলহরণ যোগ" ঈষদুষ্ণ দুধ সহ সেবন করিলে কফজশূল দূরীভূত হয়। "বিদ্যাধরাভ্র"ও কফশূলের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গোমূত্র-সিদ্ধ হরীতকীচূর্ণ /০ আনা হইতে ৵০ আনা, লৌহ ২ রতি, একত্রে মিশ্রিত করিয়া গরম জল সহ কফশূলে সেব্য।

বাতপিত্তজ শূল চিকিৎসা ঃ—বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ সেবনে বাতপিত্তজ শূল আরোগ্য হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজশূল :—পলতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ সেবনে আরোগ্য হয়।

বাতকফজ শূল :—শঙ্খাদি চূর্ণ ও এরগুদ্বাদশক পাচন, এই দুইটী বাতকফজ শূলের বিশেষ উপকারী ঔষধ।

পরিণাম শূল :—পরিণাম শূলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ হইতেছে মণ্ডূর এবং মণ্ডূরঘটিত ঔষধগুলি, মণ্ডূরঘটিত ঔষধগুলির মধ্যে গুড়মণ্ডূর তারামণ্ডূর, ক্ষীরমণ্ডূর, ভীমবকটমণ্ডূর, চবিকামণ্ডূর, শতাবরীমণ্ডূর, রানমণ্ডূর, বৃহৎশতাবরামণ্ডূর ও রসমণ্ডূর শ্রেষ্ঠ। এই সকল ঔষধ ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া ভোজনকালে ভোজনের প্রথম, মধ্যম ও শেষ গ্রাস সহ সেবন করা কর্ত্তব্য। যদি মণ্ডূরঘটিত ঔষধ না পাওয়া যায় তাহা হইলে কেবলমাত্র মণ্ডূরভস্ম মধু সহ সেবন করাইলেও পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ত্র্যম্বক শাস্ত্রী)

উক্ত মণ্ডূরঘটিত ঔষধগুলির মধ্যে তারামণ্ডূর, গুড়মণ্ডূর এবং বৃহৎ শতাবরীমণ্ডূর, এই তিনটী ঔষধই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে।

মণ্ডূরের ন্যায় লৌহঘটিত ঔষধেও পরিণাম শূলে প্রভূত উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে। লৌহঘটিত ঔষধগুলির মধ্যে "ধাত্রীলৌহ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। "শূলরাজ লৌহ" পরিণাম শূলের অপর একটী বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। (শ্যামাদাস)

ত্রিদোষজ শূল :—এই রোগে কুষ্মাণ্ডক্ষার বিশেষ উপকারী ঔষধ।

কুষ্মাণ্ডক্ষার প্রস্তুতি বিধি :—পাকা কুষ্মাণ্ডকে (চালকুমড়া) খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তৎপর ঐগুলিকে একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া লইতে হইবে। তৎপর উক্ত ভস্মীকৃত কুষ্মাণ্ডকে চূর্ণ করিয়া, তাহার ৵০ আনা এবং শুঠচূর্ণ ৵০ আনা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া শীতল জলসহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূল বিনষ্ট হয়।

ক্ষারতাম্র :—তাম্রভস্ম ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা এবং তেঁতুল ক্ষার

৬৪ তোলা, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া, ⁄০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায়, গরম জলসহ সেবন করিলে সকলপ্রকার শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তাম্রাষ্টক ঃ—তাম্র, হিং, শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, যষ্টিমধু, সচললবণ ও তেঁতুলক্ষার—এইগুলি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইয়া ⁄০ আনা মাত্রায় গরম জলসহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূল আরোগ্য হয়।

বিড়ঙ্গাদি মোদক ত্রিদোষজ শূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আমজ শূল ঃ—"চতুঃসমচূর্ণ" (যোয়ান, হরীতকী, শুঁঠ এবং সৈন্ধবলবণ চূর্ণ) সেবনে আরোগ্য হয়।

হৃদয়শূল ও নিতম্বশূল ঃ—হরিণের শিং অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ⁄০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে আরোগ্য হয়। (শীতলচন্দ্র)

কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল ও বস্তিশূল ঃ—হিং ১ ভাগ, সচল লবণ ২ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ ও হরীতকী ৮ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া, ⁄০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায়, উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে বিনষ্ট হয়।

অম্লদ্রবশূল ঃ—এই রোগের প্রথম অবস্থায় অবিপত্তিকরচূর্ণ ও হরিদ্রাখণ্ড সেবন করাইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, তাহার পর প্রাতে আমলকী-চূর্ণ ও লৌহভস্ম, বা আমলকীচূর্ণ ও মণ্ডূরভস্ম, সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া ও ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া ⁄০ আনা মাত্রায় সেবন করা কর্ত্তব্য।

বেলা ১০টায় "ত্রিগুণাখ্য রস"—আদার রস, হিং, জীরাচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহ সেব্য। মধ্যাহ্ন ভোজনের আদি, মধ্য ও শেষ গ্রাসসহ "ধাত্রীলৌহ" ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বপ্রকার শূলনাশক কতকগুলি বিখ্যাত দৃষ্টফল যোগ

(১) শঙ্খভস্ম ⁄০ আনা ও ঘৃতভর্জ্জিত হিং ১ রতি, একত্রে লেবুর রসসহ সেবন করিয়া গরম জল সেব্য।

(২) পারদ ও গন্ধক যোগে ভস্মীকৃত তাম্র ½ রতি হইতে ১ রতি মাত্রায়, আদার রস, লেবুর রস ও মধুসহ সেব্য। (ভূদেব)

(৩) শতপুটিত লৌহভস্ম বা মণ্ডূরভস্ম ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিয়া পরে শতমূলীর রস সেব্য।

(৪) রাখালশশার মূল ও ত্রিকটুচূর্ণ, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ½ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায়, উষ্ণ জলসহ সেব্য।

(৫) সজিনাছালের রস ২ তোলা, হিং ১ রতি ও সৈন্ধব লবণ বা বিট্ লবণচূর্ণ /০ আনা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা

"লোভয়ন্ত্যাতুরং মূর্খা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মকৌশলৈঃ।
তেভ্যো রক্ষেৎ সদাত্মানমাত্মা যস্মাৎ সুদুর্লভঃ॥
তে ঘুণাক্ষরবৎ কঞ্চিদুপাপ্য নিয়তায়ুষম্।
ঘ্নন্তি বৈদ্যাভিমানেন শতান্যনিয়তায়ুষম্।
অজ্ঞাতশাস্ত্রসদ্ভাবান্ শাস্ত্রমাত্রপরায়ণান্।
তান্ বর্জয়েত্তিসকৃপাশান্ পাশান্ বৈবস্বতানিব॥
প্রদীপভূতং শাস্ত্রং হি দর্শিতং বিপুলা মতিঃ।
তাভ্যাং ভিষক্সুযুক্তাভ্যাং চিকিৎসন্নাপরাধ্যতি॥"

—ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে।

অর্থাৎ—"মূর্খ চিকিৎসকগণ বিবিধ কার্য্যকৌশল দ্বারা রোগীকে লুব্ধ করে। অতএব সেইসকল মূর্খ চিকিৎসকের প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিবে। যেহেতু আত্মা দুর্লভ পদার্থ। মূর্খগণ কদাচিৎ ঘুণাক্ষর ন্যায়ে একজন নিয়তায়ুষ্ক রোগীর আরোগ্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া মনে করে এবং শত শত অনিয়তায়ুষ্ক রোগীর প্রাণহরণ করে। যাহারা শাস্ত্র অভ্যাস করে অথচ শাস্ত্রের উপদিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না,

সেই সমস্ত ভিষক্‌পাশদিগকে যমের পাশের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। আলোক-স্বরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিপুল বুদ্ধি, এই উভয় জ্ঞানবিশিষ্ট চিকিৎসককে চিকিৎসা বিষয়ে কোনরূপ অপরাধী হইতে হয় না।”

নারাচচূর্ণ ও নারাচরস উদাবর্ত্তের দুইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুষ্কমূলাদ্যচূর্ণ, হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, এবং হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ ব্যবহার করিয়াও বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

প্রথমে হরীতকীখণ্ড ও অভয়ামোদক প্রয়োগ করিয়া যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ইচ্ছাভেদীরস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইচ্ছাভেদী রস উদাবর্ত্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিপুলমূল, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে ½ তোলা হইতে ¾ তোলা এবং গুড় ১ তোলা, একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উদাবর্ত্ত আরোগ্য হয়।

আনাহ চিকিৎসা ঃ—তেউরীমূল ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ এবং হরীতকী ৫ ভাগ ও সর্ব্বসমান গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া ½ তোলা মাত্রায় বড়ী করিয়া গরম জলসহ সেবন করিলে আনাহ আরোগ্য হয়।

মনসা সিজের মূল চূর্ণ ।৵০ আনা মাত্রায়, গরম জলসহ সেবন করিলে আনাহ নষ্ট হয়। প্রয়োজনানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি ঃ—ত্রিকটু, সৈন্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম (ঝুল)। কুড় ও ময়নাফল, এই সকলের চূর্ণ গুড়ে পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বর্ত্তি ঘৃতাপ্লুত করিয়া গুহ্যদ্বারে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাতে আনাহ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম ইত্যাদি উদররোগ আরোগ্য হয়।

গুল্ম চিকিৎসা

কচিদর্থঃ কচিন্মৈত্রী কচিদ্ধর্ম্মঃ কচিদ্‌যশঃ।
কচিদভ্যাসযোগশ্চ চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা ॥

যে ক্রিয়াং বিক্রিয়াং কুর্ব্বন্ত্যপেক্ষন্তে স্খলন্তি বা।
খাদন্তি তে পরপ্রাণান্নিজানি সুকৃতানি চ ॥
যাবদুচ্ছ্বসিতি প্রাণী যাবত্তেষজমত্তি চ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা দৈবস্য কুটিলা গতিঃ ॥"

—ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে।

অর্থাৎ,—"চিকিৎসা দ্বারা কোথাও অর্থ, কোথাও সৌহার্দ্দ্য, কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও যশঃ, কোথাও কার্য্যাভ্যাস লাভ হয়; সুতরাং চিকিৎসা কুত্রাপি নিষ্ফল হয় না। যে সকল চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া অর্থাৎ উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিয়া অথবা ভ্রমপ্রমাদ ঘটাইয়া তাহা হইতে স্খলিত হয় বা তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তাহারা পরের প্রাণ এবং সুকৃতি উভয়ই বিনাশ করিয়া থাকে। রোগীর যতক্ষণ নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয় এবং যতক্ষণ তাহার ঔষধ সেবনে সামর্থ্য থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা করা উচিত। যেহেতু দৈবের গতি অতি কুটিল।"

বাতজগুল্মে "হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ" "শিখিবাড়বরস" ও পিত্তজগুল্মে "কাঙ্কায়নগুড়িকা" এবং কফজগুল্মে "ভল্লাতকঘৃত" উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্রিদোষজগুল্মে গুল্মকালানল রস, মহাগুল্মকালানল রস ও প্রাণবল্লভ রস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বৃশ্চীরাদ্যরিষ্ট ত্রিদোষজ গুল্মের অপর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (বাণেশ্বর)

গুল্মপঞ্চানন রস রক্তগুল্মের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গুল্ম ব্রিণীরস, গুল্মকালানল রস, বৃহৎ গুল্মকালানল রস, মহাগুল্মকালানল রস এবং প্রাণবল্লভ রস এইগুলিও রক্তগুল্মে বিশেষ সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

রক্তগুল্মে গুল্মপঞ্চানন রস বা প্রাণবল্লভ রস কয়েকদিন পর পর ব্যবহার করাইলে বিরেচন হইয়া গুল্ম ভাঙ্গিয়া যায় এবং বিনষ্ট হয়। এই দুইটী রক্তগুল্মের বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ। (রাজেন্দ্র কবিরাজ)

হৃদ্রোগ চিকিৎসা

"ভিষক্ ভিষজা সহ সংভাষেত। তদ্বিদ্যসম্ভাষা হি জ্ঞানাভিযোগসংহর্ষকারী ভবতি। বৈশারদ্যমপি চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, বচনশক্তিমপি চাধত্তে, যশশ্চাতিদীপয়তি। পূর্ব্বশ্রুতে চ সন্দেহবতঃ পুনঃ শ্রবণাৎ শ্রুতসংশয়মপকর্ষতি, শ্রুতে চাসসন্দেহবতো ভূয়োঽধ্যবসায়মভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। অশ্রুতমপি চ কঞ্চিদর্থং শ্রোত্রবিষয়মাপাদয়তি। যচ্চাচার্য্যঃ শিষ্যায় শুশ্রূষবে প্রসন্নক্রমোপদশতি গুহ্যাভিমতমর্থজাতং, তৎ পরস্পরেণ সহ জল্পন্ পণ্ডেন বিজিগীষুরাহ সংহর্ষাৎ। তস্মাত্তদ্বিদ্যসম্ভাষামভিপ্রশংসন্তি কুশলাঃ॥" —ইতি চরকে বিমানস্থানে

অর্থাৎ,—"বৈদ্য বৈদ্যের সহিত আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলাপ করিবেন। একশাস্ত্র ব্যবসায়ীরা পরস্পর শাস্ত্র লইয়া আলাপ করাকে তদ্বিদ্যসম্ভাষা কহে। ইহা দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি ও আনন্দের সম্যক্ উদয় হয়, শাস্ত্রপাণ্ডিত্য জন্মাইয়া থাকে, বচনশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং যশোলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বশ্রুত বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে তবে পরস্পর শাস্ত্রীয় আলাপ দ্বারা শ্রুতবিষয়ের সন্দেহ অপনীত হয় এবং সন্দেহ ভঞ্জন হইলে শ্রুতবিষয়ে অধ্যবসায় জন্মে। তদ্বিদ্যসম্ভাষা দ্বারা অশ্রুতবিষয়ও শ্রুত হইয়া থাকে। আচার্য্য প্রসঙ্গক্রমে যদি শুশ্রূষাপরায়ণ কোন শিষ্যকে কোন গুহ্য বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরস্পর শাস্ত্রীয় আলাপের সময় বিজিগীষু শিষ্য হর্ষবশতঃ সেই গুহ্যবিষয় ব্যক্ত করিতেও পারে। এই সকল কারণে পণ্ডিতেরা তদ্বিদ্যসম্ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

বাতজ হৃদ্রোগ :—শুঁঠের কাথ সেবনে আরোগ্য হয়। (কমলাকান্ত)

গোরক্ষচাকুলে, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও বেড়েলা, ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ইহা বিশেষ দৃষ্টফল ঔষধ।

পিত্তজহৃদ্রোগ :—অর্জ্জুন, স্বল্প পঞ্চমূল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু, ইহাদের যে কোন একটী ২ তোলা, জল /১ সের ও দুধ /।০ এক পোয়া একসঙ্গে পাক করিয়া ও দুগ্ধাবশেষ থাকতে নামাইয়া, সেই দুগ্ধ ছাকিয়া তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ হৃদ্রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। (অমৃতানন্দ)

কফজ হৃদ্রোগ ঃ—গোরক্ষচাকুলের কাথ সেবনে আরোগ্য হয়। (অমৃত) পুষ্করমূল (অভাবে কুড় চূর্ণ) ।০ আনা, মধু সহ সেবন করিলে কফজ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ ঃ—অর্জ্জুনঘৃত এবং বালাশ্বঘৃত এই রোগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ক্রিমিজ হৃদ্‌রোগ :—বিড়ঙ্গচূর্ণ ৵০, কুড়চূর্ণ ৵০, এইগুলি গোমূত্র সহ সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাছাড়া ক্রিমিহরাসব, বিড়ঙ্গলৌহ, ক্রিমিমুদ্গররস প্রভৃতি ক্রিমির ঔষধ ক্রিমিজ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উরোগ্রহ চিকিৎসা ঃ—সৈ, অম্লবেতস, যবক্ষার, হিং ও চিতামূল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ½ তোলা মাত্রায়, কাঁজির সহিত সেবন করিলে উরোগ্রহ আরোগ্য হয়।

বৃক্কের দোষজনিত হৃদ্রোগে ঃ—শিলাজতুভস্ম ২ রতি গোক্ষুরের কাথ সহ সেবন করিলে ইহা আরোগ্য হয়।

আমবাতজ হৃদ্রোগ :—পুনর্নবাস্বরিষ্ট, পুনর্নবাদি অবলেহ, নাগার্জ্জুনাভ্র এবং অর্জ্জুনারিষ্ট, এই ঔষধগুলি সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

গব্যঘৃত অনুপানে হরিতাল ভস্ম ১⁄৬ রতি মাত্রায় সেবনের পর (১) শুঁঠ, রসোন ও নিসিন্দামূলের কাথ, (২) গোরক্ষচাকুলে, অর্জ্জুনছাল, বেড়েলা ও অশ্বগন্ধার কাথ (৩) মহারাস্নাদি কাথ, এইগুলি সেবন করিলে আমবাতজ হৃদ্‌রোগ আরোগ্য হয়।

কুপিলুবটী :—কুঁচিলাভস্ম, গোলমরিচচূর্ণ ও আফিং, এইগুলি সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা আদার রস ও মধু অনুপানে সেবন করিলে আমবাতজ হৃদ্‌রোগ আরোগ্য হয়।

মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়াবৈষম্যজনিত হৃদ্রোগ :—শুঁঠ, গোক্ষুর, অর্জ্জুনছাল, বরুণছাল, গোরক্ষচাকুলে, পুনর্নবা, দেবদারু, বেড়েলা ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

গোক্ষুরঘৃত, অর্জ্জুনঘৃত, বলাঘৃত, এইগুলি মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়াবৈষম্যজনিত হৃদ্রোগে উৎকৃষ্ট।

হৃদ্‌কোষ্ঠের বৃদ্ধিজনিত হৃদ্‌রোগ :—অর্জ্জুনারিষ্ট, বলারিষ্ট, দশমূলারিষ্ট, অশ্বগন্ধারিষ্ট, অর্জ্জুনঘৃত, বলাঘৃত, পুনর্নবাদ্যঘৃত, পুনর্নবাদ্যতৈল, বৃহৎ গুড়মূলাদি তৈল—এইগুলি ব্যবহার করিলে আরোগ্য হয়।

হৃদয়ার্ণবরস ও প্রভাকরবটী এই রোগের উৎকৃষ্ট রসৌষধি।

মেদজ হৃদ্রোগ :—হৃদয়ার্ণবরস, প্রভাকরবটী, বিশ্বেশ্বর রস ও চিন্তামণি রস, এইগুলি মেদজ হৃদ্রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিলাজতুপ্রয়োগ এই রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। (শ্রীশচন্দ্র)

শিলাজতু ভস্ম /০ আনা মাত্রায় অর্জ্জুনছালের কাথসহ সেবন করিলে এই রোগ অবিলম্বে আরোগ্য হয়।

হৃদয়শূল :—/০ মাত্রায় হরিণের শিং ভস্ম গব্য ঘৃতসহ সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

হৃদয়ে জলসঞ্চয়জনিত হৃদ্‌রোগ :—এই রোগে কল্যাণসুন্দর রস বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

কল্যাণসুন্দর রস প্রস্তুতিবিধি :—রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল, এইগুলি সমভাগে লইয়া চিতার রসে ও হাতিশুঁড়ার রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া ১ রতি বড়ী করিতে হইবে। অনুপান গরমজল।

পুনর্নবাদ্যরিষ্ট, অর্জ্জুনারিষ্ট, হৃদরোগান্তক রসায়ন, এইগুলি এই রোগে প্রযোজ্য।

হৃদ্‌রোগান্তক রসায়ন প্রস্তুতিবিধি :—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, পলাশছাল, রোহীতকছাল, খদিরকাষ্ঠ, তেউরীমূল, গোক্ষুর আলকুশীবীজ, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল, শালপানি,

চাকুলে, যষ্টিমধু, মহুয়া, ও কিস্‌মিস্‌, এইগুলির প্রত্যেকটী /।০ পোয়া লইয়া ১৬৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২১ সের জল অবশেষ থাকিতে নামাইতে হইবে। তৎপর ইহার সহিত গুড় /৪।০ সের ও ধাইফুল /৮০ পোয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একমাস কাল রুদ্ধভাণ্ডে রাখিতে হইবে। তৎপর উহা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই অরিষ্ট সর্ব্বপ্রকার হৃদ্‌রোগনাশক।

ক্ষয়জ হৃদ্‌রোগ :—রসরাজরস এই রোগে একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান অর্জ্জুনছালের কাথ।

বৃঃ বাতচিন্তামণি ও নাগার্জ্জুনাভ্র, এই ঔষধ দুইটীও এই রোগে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, বৃঃ অশ্বগন্ধাঘৃত, অর্জ্জুনঘৃত, ও বলাদ্যঘৃত, এই চারিটী প্রয়োগ করিলেও ক্ষয়জ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

যষ্টিমধু ও নাগবলার কাথ সেবনে ক্ষয়জ-হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

অশ্বগন্ধাতৈল, মহামাষতৈল ও বলাতৈল, এইগুলির মালিশে ক্ষয়জ হৃদ্রোগে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

রক্তবিক্ষেপজনিত হৃদ্রোগ :—পার্থাদ্যরিষ্ট, বৃঃ বাতচিন্তামণি, রসরাজরস, মকরধ্বজ, হিঙ্গুষ্টকচূর্ণ ও ভাস্করচূর্ণ, এইগুলির সেবনে এবং মধ্যমনারায়ণ তৈল ও বৃঃ শতাবরী তৈলের মালিশে আরোগ্য হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা

"অণুর্হি প্রথমং ভূত্বা রোগঃ পশ্চাদ্বিবর্দ্ধতে।
সজাতমূলো মুষ্ণাতি বলমায়ুশ্চ দুর্ম্মতেঃ॥
ন মূঢ়ো লভতে সংজ্ঞাং তাবদ্‌যাবন্ন পীড্যতে।
পীড়িতস্তু মতিং পশ্চাৎ কুরুতে ব্যাধিনিগ্রহে॥
অথ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ জ্ঞাতীংশ্চাহূয় ভাষতে।
সর্ব্বস্বেনাপি মে কশ্চিদ্ভিষগানীয়তামিতি॥

তথাবিধঞ্চ কঃ শক্তো দুর্ব্বলং ব্যাধিপীড়িতম্।
কৃশং ক্ষীণেন্দ্রিয়ং দীনং পরিত্রাতুং গতায়ুষম্ ॥
স ত্রাতারমনাসাদ্য বালস্ত্যজতি জীবিতম্।
গোধা লাঙ্গুলবদ্ধেবাকৃষ্যমাণা বলীয়সা ॥
তস্মাৎ প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু বা।
ভেষজৈঃ প্রতিকুর্বীত য ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ ॥

ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"রোগসকল প্রথম অবস্থায় অণুপ্রমাণ দেখা দিয়া পশ্চাৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বদ্ধমূল হইয়া পরিশেষে সেই দুর্ম্মতির বল ও পরমায়ুকে অপহরণ করে।

মূর্খ লোকের পীড়া যে পর্য্যন্ত না কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহার চৈতন্য হয় না। রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইলে, তখন তাহার রোগ প্রতিকারের চেষ্টা হইয়া থাকে। তখন সে স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে ডাকাইয়া কহে যে, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও আমার জন্য চিকিৎসক আনয়ন কর। পরন্তু তথাবিধ অবস্থায় এমন কোন্ বৈদ্য আছে, যে সেই ব্যাধিপীড়িত, কৃশ, ক্ষীণেন্দ্রিয় ও গতায়ু ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়?

বলবান্ শত্রু কর্তৃক লাঙ্গুলবদ্ধ হইয়া গোসাপ যেমন প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ সেই পীড়িত মূর্খ ব্যক্তিকেও ত্রাতার অভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

অতএব রোগ জন্মাইবার পূর্ব্বেই হউক অথবা রোগের তরুণাবস্থায়ই হউক, আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তি ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগের প্রতীকার করিতে সমধিক যত্নবান্ হইবেন।"

শরীরের তিনটী প্রধান মর্ম্মের মধ্যে বস্তি অন্যতম। মূত্রকৃচ্ছ্র বস্তিগত রোগ। সর্ব্বপ্রকার বস্তিগত রোগে **শিলাজতুই** প্রধান ঔষধ। তাহার পর লৌহ, বঙ্গ ও তাম্র। (নন্দকিশোরজী)

সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রে উদ্ভিদজ ঔষধির মধ্যে গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ। (রামপ্রসাদ)

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে:—গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ সেব্য।

গোক্ষুর, সোঁদাল, কুশমূল, কাশমূল, দুরালভা, পাথরকুচি পাতা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ সেবন করা কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র দুরালভার ক্বাথ সেবনে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

যবক্ষারচূর্ণ ½ তোলা এবং চিনি ½ তোলা একসঙ্গে সেবন করিলে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। (রামচন্দ্র)

গোক্ষুরাদ্য ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র দূরীভূত হয়।

কাঁকুড়বীজ ও শশাবীজ সমভাগে লইয়া চিনি সহ বাটিয়া সেবন করিলে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

স্থলপদ্মের পাতার রস সেবন করিলে বা স্থলপদ্মের ডাঁটা ভিজানো জল চিনি সহ পান করিলে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। (মহানন্দ)

গোক্ষুরের ফল ও মূল এবং কাঁকুড়ের বীজ সমভাগে লইয়া ও কাঁজি সহ বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিদূরিত হয়।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুরাদ্য লেহ, সর্ব্বতোভদ্ররস, মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকরস, তারকেশ্বর রস এবং বলাঘৃত বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

সর্ব্বতোভদ্র রস প্রস্তুতিবিধি:—স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইগুলি সমভাগে লইয়া ও বরুণছালের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিতে হইবে। অনুপান—গোক্ষুর ও বরুণছালের ক্বাথ।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে:—পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে তৃণপঞ্চমূল শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদাল, পাষাণভেদী ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিধান্যমূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। (রমানাথ)

গুড় ও আমলকী সমভাগে লইয়া শীতল জল সহ কিম্বা কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকচূর্ণ সমভাগ, /৹ আনা মাত্রায় চাল ধোয়া জলসহ অথবা কেবলমাত্র দারুহরিদ্রা চূর্ণ /৹ আনা মাত্রায় আমলকী রস (অভাবে আমলকী ভিজান জল) ও মধু সহ সেবন করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও নাগকেশর, ইহাদের কাথ সহ স্বর্ণসিন্দূর ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

ত্রিনেত্রাখ্য রস :—বঙ্গ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া দুর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমূলমূলের রসে লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিতে হইবে। তৎপর শুষ্ক করতঃ মুষাবদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে তাহার পর দুর্ব্বা ইত্যাদি উপরি-উক্ত চারিটী দ্রব্যের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিতে হইবে। ইহা পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। অনুপান পূর্ব্বোক্ত চারিটী দ্রব্যের কাথ।

বরুণাদ্যলৌহ সেবনে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। (শ্রীচরণ রায়)

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র :—এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ৩ রতি ও চিনি ॥৹ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী আরোগ্য হয়।

স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা ও প্রবাল ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ৩ রতি মাত্রায় সেবন করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। (রাখাল কবিরাজ)

শতাবরীঘৃত, ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত, এবং সুকুমারঘৃত, এইগুলি কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে সুফল প্রদান করে।

তুঁতে, পারদ ও তাম্রভস্ম একত্রে শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া পিষ্টি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহার পর তাহা সর্ষপতৈলের সহিত পাক করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার, বিশেষভাবে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র, আরোগ্য করিয়া থাকে। মাত্রা ২ রতি। (রামপ্রসাদজী)

সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক কতকগুলি প্রক্রিয়া

(১) রসসিন্দূর ১ রতি ও যবক্ষার /০ আনা, একত্রে চূর্ণ করিয়া পাথরকুচির রস, গোক্ষুরের কাথ, ডাবের জল, শীতল জল, কাঁকুড়বীজ বাটা, শতমূলীর রস, কুন্দুরীমূলের রস, বরুণছালের কাথ, ইহাদের যে কোন একটি সহ সেবন করিলে দুর্জ্জয় মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

(২) সোরা, নীলবড়ী, পচাপাতা মিশ্রিত পুকুরের পাঁকমাটী ও আমলকী, একত্রে মিশ্রিত করিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

(৩) প্রবালভস্ম /০ আনা মাত্রায় মধু ও দুগ্ধ সহ সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

(৪) যবক্ষারচূর্ণ /০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত এবং দারুহরিদ্রা ঘষা /০ আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

(৫) কোথায়ও কিছু না পাইলে একখণ্ড বরফের চাপ বা চাপ সংগ্রহ নাভীর নীচে বস্তির উপরিভাগস্থ তলপেটে বসাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মূত্রকৃচ্ছ্র দূরীভূত হইবে।

(৬) উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেব্য।

মূত্রাঘাত চিকিৎসা

"ধর্ম্মধারাবহিতৈশ্চ ব্যপগতভয়রাগদ্বেষলোভমোহমানৈর্ব্রহ্মপরৈরাপ্তৈঃ কর্ম্মবিত্তিরন্তপহতসত্ত্ববুদ্ধিপ্রচারৈঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরৈশ্চ মহর্ষিভির্দিব্যচক্ষুভির্দৃষ্টোপদিষ্টঃ পুনর্ভব ইতি ব্যবস্যেদেবং পুনর্ভবং প্রত্যক্ষমপি চোপলভ্যতে। মাতাপিত্রোর্ব্বিসদৃশান্যপত্যানি তুল্যসম্ভবানাঞ্চ বর্ণস্বরাকৃতিসত্ত্ববুদ্ধিভাগ্যাবিশেষাঃ। প্রবরাবরকুলজন্মদাস্যৈশ্বর্য্যং সুখাসুখমায়ুঃ। আয়ুষো বৈষম্যমিহাকৃতস্যাবাপ্তিরশিক্ষিতানাঞ্চ রুদিতস্তনপানহাসত্রাসাদিনাঞ্চ প্রবৃত্তিলক্ষণোৎপত্তিঃ কর্ম্মসাদৃশ্যে ফলবিশেষো মেধাঃ কচিৎ কচিৎ কর্ম্মণ্যমেধা জাতিস্মরণমিহাগমনমিতশ্চ্যুতানাঞ্চ ভূতানাং সমদর্শনে প্রিয়াপ্রিয়ত্বম্। অতএবানুমীয়তে যত্তৎ স্বকৃতমপরিহার্য্যমবিনাশিপৌর্ব্বদেহিকং

দেবসংজ্ঞকমানুবন্ধিকং কর্ম্ম তস্যৈতৎ ফলমিতশ্চান্যদ্ভবিষ্যতীতি ফলাদ্বীজমনুমীয়তে ফলঞ্চ বীজাৎ।

যুক্তিশ্চৈষা ষড়্ধাতুসমুদয়াদ্গর্ভজন্ম আত্মা চ পরলোক সম্বন্ধ এব ইতি কর্তৃকরণসংযোগাৎ ক্রিয়া। কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং নাকৃতস্য নাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ। কর্ম্মসদৃশং ফলং নান্যস্মাদ্বীজাদন্যস্যোৎপত্তিরিতি যুক্তিঃ।

এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরুপদিষ্টৈঃ পুনর্ভবে ধর্ম্মদ্বারেষ্ববধীয়তে।"

—ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"ধর্ম্মদ্বারে সদা অবহিত, ভয়, রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ ও মানাদি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, ব্রহ্মপরায়ণ, কর্ম্মবিৎ, অনুপহত মনবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতর, সেই আপ্ত মহর্ষিগণ দিব্যচক্ষু দ্বারা পুনর্জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব পুনর্জন্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। পুনর্জন্ম যে আছে, আমরা এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও করিতে পারি। পিতামাতার সহিত অবয়বাদির সাদৃশ্য নাই, এইরূপ অপত্য সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে। এক পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও বল, স্বর, আকৃতি, মন, বুদ্ধি ও ভাগ্য বিষয়ে পুত্র সকলের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যাইতেছে। কেহবা শ্রেষ্ঠকুলে ও কেহবা অতি নিকৃষ্টকুলে জন্মগ্রহণ করিতেছে; কেহবা আজন্মকাল দাসত্ব করিতেছে; আবার কেহবা আজন্ম অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। কাহারও সুখায়ু, আবার কাহারও আয়ু দুঃখময়। আয়ুর্বৈষম্য, ইহজন্মকৃত কর্ম্মফলের অপ্রাপ্তি, শিক্ষিত না হইলেও সদ্যোজাত বালকের স্তন্যপান ও হাস্যভয়াদির প্রবৃত্তি, কর্ম্মসামান্যে ফলবিশেষ, কেহ কর্ম্মমেধাবী, কেহবা অমেধাবী, আবার কেহবা জাতিস্মর, সমবস্তুতে কেহবা প্রিয়, কেহবা অপ্রিয়, ইত্যাদি নানা কারণে অনুমিত হইতেছে যে, স্বকৃত পৌর্ব্বদৈহিক যে সকল কর্ম্ম, তাহা অবিনাশী, অপরিহার্য্য ও অনুবন্ধ। সেই সকল কর্ম্মফলই ইহজীবনে ভোগ করিতে হইতেছে ও তাহাতেই লোকমধ্যে এই বৈষম্য আস্থা। ইহজন্ম হইতে অপসৃত হইলে ইহজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ পরজন্ম অবশ্যই করিতে হইবে। ফল হইতে

বীজ এবং বীজ হইতে ফলের অনুমান যেরূপ নিশ্চয়াত্মক, প্রারব্ধ কর্ম্মফলের অনুমানও তদ্রূপ; অর্থাৎ, পুনর্জন্মের সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যুক্তি এই যে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং আত্মা, এই ছয় ধাতুর সংযোগ হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়। পরলোকের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে। কর্ত্তৃকরণের সংযোগহেতু ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। কৃতকর্ম্মের ফল আছে, অকৃতকর্ম্মের নাই। বীজ না থাকিলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। ফল কর্ম্মসদৃশ হইয়া থাকে। এক বীজ হইতে অন্য শস্যের উৎপত্তি হয় না।

এইরূপে চতুর্ব্বিধ প্রমাণ দ্বারা পুনর্জন্মের অস্তিত্বে স্থিরনিশ্চয় হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনের উপায় সকল সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে।"

বাতকুণ্ডলিকা :—বস্তিদেশে বৃহৎ শতাবরীতৈল এবং বিষ্ণুতৈল মালিশ করিলে ও দশমূলের কাথে ½ তোলা শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আরোগ্য হয়।

মূত্রাষ্ঠীলা :—উশীরাদি তৈল মর্দ্দন করিলে মূত্রাষ্ঠীলা আরোগ্য হয়।

শিলাজতু সিকি তোলা গোক্ষুর ভিজানো জল ও পাথরকুচি পাতার রসসহ সেবন করিলে মূত্রাষ্ঠীলা আরোগ্য হয়। ১ রতি মকরধ্বজ ও বজ্রক্ষার ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রস সহ দিনে দুইবার সেবন করিলে মূত্রাষ্ঠীলা বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধব লবণ ও কাঁজি একসঙ্গে গরম করিয়া বস্তির উপরে প্রলেপ দিলে মূত্রাষ্ঠীলা আরোগ্য হয়। (হরিনাথ)

বাতবস্তি :—সোরা ও গাঁদাফুলের পাতা বা সোরা, নীলবড়ী, পাথরকুচি-পাতা ও পুকুরের পাঁকমাটী একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

তারকেশ্বর রস পাথরকুচি পাতার রসসহ সেবন করিলে ইহা আরোগ্য হয়।

মূত্রাতীত :—বজ্রক্ষার ডাবের জল সহ বা শিলাজতু ৵০ আনা কর্পূর ১ রতি, চিনি ½ তোলা ও মধু ½ তোলা সহ সেবন করিলে মূত্রাতীত আরোগ্য হয়। (কৈলাসচন্দ্র)

মূত্রজঠর :—বজ্রক্ষার, হিং ও মকরধ্বজ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া চিনির সরবৎ, কাঁজি, ডাবের জল, উষ্ণজল, শীতলজল, মিছরীর সরবৎ প্রভৃতি অনুপানে সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

মূত্রোৎসঙ্গ :—তৃণপঞ্চমূলের কাথ বা তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আরোগ্য হয়। (কালীশচন্দ্র)

গোক্ষুর, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেণামুল, বালা, উশীর, শ্বেতবেড়েলা, মাথালশশার মূল, গুলঞ্চ, কাঁকুড়বীজ ও বরুণছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

মূত্রক্ষয় :—উশীরাদিতৈল বা বিষ্ণুতৈল মালিশ করিলে এবং কাঁচা দুধ, ইক্ষুর রস, শতমূলীর রস, শিমূলমূলের রস, চিনি, শ্বেতচন্দন ঘষা ও জল একত্রে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে আরোগ্য হয়।

বিদারীঘৃত ও ভদ্রাবহঘৃত এই রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

মূত্রগ্রন্থি :—কুশাবলেহ, বরুণাদ্যঘৃত, কুশাদ্যঘৃত ও গোক্ষুরাদ্য অবলেহ সেবন করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

কুড়, গোক্ষুর, বরুণছাল ও পাথরকুচির পাচনে শ্বেতচূর্ণ বা বজ্রক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়। (মাধব তর্কতীর্থ)

"হজরুল জহদ্‌কি ভস্ম" নামক একপ্রকার প্রস্তরভস্ম বরুণছালের কাথসহ সেবন করিলে মূত্রগ্রন্থি আরোগ্য হয়। ইহা একপ্রকার হাকিমি ঔষধ দ্রব্য। মাত্রা ½ তোলা হইতে ¼ তোলা। (যাদবজী)

বজ্রক্ষার ও রসসিন্দূর একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাঁজি বা ডাবের জলসহ সেবন করিলে মূত্রগ্রন্থি আরোগ্য হয়। (অবিনাশচন্দ্র)

মূত্রশুক্র :—বিদারীঘৃত ও চিত্রকাদ্যঘৃত এই রোগে উপকারী।

ধনে ও গোক্ষুরের কাথ ও কল্ক যোগে যথাবিধি ধান্যগোক্ষুরাদ্য ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে মূত্রশুক্র অবশ্যই আরোগ্য হইবে।

উষ্ণবাত :—রসসিন্দূর ১ রতি ও গেরিমাটী ১০ রতি একত্রে ঘৃতকুমারীর

রসে মর্দন করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিয়া পরে শ্বেতচন্দন ঘষা ও গোক্ষুর-ভিজানো জল পান করিলে আরোগ্য হয়। (গঙ্গাপ্রসাদ)

স্বর্ণবঙ্গ ২ রতি যজ্ঞডুমুরের পাতার রস ২ তোলা অথবা কাঁচাহলুদের রস ২ তোলা অনুপানে সেবন করিলে উষ্ণবাত আরোগ্য হয়। (নিশিকান্ত)

মূত্রসাদ :—কণ্টকারীর স্বরস বস্ত্রে ছাঁকিয়া ২ তোলা মাত্রায় মধুসহ পান করিলে মূত্রসাদ বিদূরিত হয়।

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূল, ইহাদের সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল /১ সের এবং দুধ /।॰ পোয়া, এইগুলি একসঙ্গে ক্ষীরপাক করিয়া চিনিসহ পান করিলে মূত্রসাদ আরোগ্য হয়। (সীতানাথ)

কুশাবলেহ ও বৃহদ্বাতচিন্তামণি সেবন এবং উশীরাদি তৈল মালিশ করিলে মূত্রসাদ আরোগ্য হয়।

গোক্ষুর, শতমূল, বেণামূল এবং শ্বেতচন্দন, ইহাদের কাথ বা কুড়, গোক্ষুর, বরুণছাল ও পাথরকুচির কাথ পান করিলে মূত্রসাদ বিনষ্ট হয়।

বরুণছাল ও কুলথকলায়ের কাথ সহ যবক্ষার সিকিতোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্রসাদ আরোগ্য হয়। (পরেশ কবিরাজ)

বিড়বিঘাত :—আর্দ্রা হরীতকী ১ তোলা, সোনাপাতা ½ তোলা ও কিসমিস ½ তোলা, ইহাদের পাচন পান করিলে আরোগ্য হয়।

হরীতকীখণ্ড এই রোগের অপর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিষ্ণুতৈল এবং উশীরাদি-তৈলের মালিশ এই রোগে হিতকর।

ভাস্করলবণ ঘোল বা কাঁজিসহ সেবন করিলে বিড়বিঘাত বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুরাদ্যঘৃত, চিত্রকাদ্যঘৃত, চিন্তামণি চতুর্মুখ ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি এবং যবক্ষার ও হিং সহ মকরধ্বজ সেবন করিলে বিড়বিঘাতে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

যবক্ষার ও ইক্ষুচিনি বা গুড় সহ চালকুমড়ার রস সেবন করিলে বিড়বিঘাত দুরিবিরত হয়। (উমাচরণ)

বস্তিকুণ্ডল ঃ—কৃষ্ণইক্ষুর রস সেবনে বিনষ্ট হয়।

কাঁজি ও সৈন্ধব লবণ সহ রসসিন্দূর সেবন করিলে বস্তিকুণ্ডল আরোগ্য হয়।

গোয়ালিয়া লতার মূলচূর্ণ ½ তোলা মাত্রায়, ঘৃত, তৈল ও তক্রের সহিত সেবন করিলে বস্তিকুণ্ডল আরোগ্য হয়।

কর্পূরচূর্ণ জলে গুলিয়া লিঙ্গাভ্যন্তরে পিচকারী দিলে বস্তিকুণ্ডল বিনষ্ট হয়।

তেলাকুচা পাতা বাটিয়া বস্তির উপরিস্থিত তলপেটে প্রলেপ দিলে বস্তিকুণ্ডল আরোগ্য হয়। (গোপীনাথ)

বৃহৎ বরুণাদি কষায় বস্তিকুণ্ডলে বিশেষ হিতকর।

বৃঃ বরুণাদি কষায় ঃ—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর, তালমূলী, কুলথকলায়, কুশমূল, শরমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল ও বেণামূল, এইগুলির প্রত্যেকটী সমভাগে মিলিত ২ তোলা ও জল /॥০ সের। একত্রে কাথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। সিকি তোলা যবক্ষার এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া এই কষায় পান করিলে বস্তিকুণ্ড অচিরে আরোগ্য হইবে।

কাকডুমুরের মূলচূর্ণ ¼ তোলা ও যবক্ষার ¼ তোলা একসঙ্গে কৃষ্ণইক্ষুর রস সহ সেবন করিলে বস্তিকুণ্ডল আরোগ্য হয়।

তারকেশ্বর রস ও লোকেশ্বর রস, এই দুইটী বস্তিকুণ্ডলের বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

অশ্মরী চিকিৎসা

"শরীরসঙ্খ্যাং যো বেদ সর্ব্বাবয়বশো ভিষক্।
তদজ্ঞাননিমিত্তেন স মোহেন ন যুজ্যতে॥
অমূঢ়ো মোহমূলৈশ্চ ন দোষৈরভিভূয়তে।
নির্দ্দোষো নিস্পৃহঃ শান্তঃ প্রশাম্যত্যপুনর্ভবঃ॥"

ইতি চরকে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ—"সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবয়বে যে বৈদ্যের শারীরজ্ঞান থাকে, তিনি কখন অজ্ঞানজনিত মোহে মুগ্ধ হন না। মোহমূলক কামাদি দোষ দ্বারা অমূঢ় জন কখন অভিভূত হন না। তিনি নির্দ্দোষ, নিস্পৃহ ও শান্ত হন এবং তাঁহারই জন্মরূপ সংসার নিবৃত্ত হয়।"

বাতাশ্মরী :—বরুণ, শুঁঠ ও গোক্ষুরের ক্বাথে যবক্ষার ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আরোগ্য হয়।

বরুণাদ্যঘৃত ও কুলত্থাদ্যঘৃত বাতাশ্মরীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেলের ফুল ।।০ তোলা ও যবক্ষার ।।০ তোলা একত্রে জল সহ বাটিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত খাইলে নিশ্চয়ই বাতাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

সজিনামূলের ছালের ক্বাথও এই রোগে সুফল প্রদান করে।

পাষাণভিন্ন রস ও আনন্দভৈরবী এই রোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পাষাণভিন্নরস প্রস্তুতিবিধি :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শিলাজতু ২ ভাগ, একত্রে মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে শ্বেতপুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত-অপরাজিতার রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ভাণ্ড মধ্যে বন্ধ করিয়া দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিতে হইবে। ২ রতি বটী। অনুপান কুলত্থকলায়ের ক্বাথ বা ভূম্যা-মলকীর ফল, রাখালশশার মূল ও দুধ।

আনন্দভৈরবী প্রস্তুতিবিধি :—তিলনাল, আপাংকাণ্ড, করোলালতা, যবের নাল ও পলাশকাষ্ঠ, ইহাদের ভস্ম সমভাগে লইয়া একত্রে ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ✓০ আনা হইতে ।।০ তোলা। এক সপ্তাহকাল ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী, বিশেষরূপে বাতাশ্মরী, বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাচূর্ণ ও গুড় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় কাঁজির সহিত পান করিলে বাতাশ্মরী আরোগ্য হয়।

বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথে ½ তোলা যবক্ষার ও ½ তোলা পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বহুদিনের পুরাতন বাতাশ্মরীও দূরীভূত হয়।

গোক্ষুরমূল, কোকিলাক্ষমূল, একরমূল, বৃহতীমূল ও কণ্টকারীমূল, এইগুলি সমভাগে লইয়া ও একত্রে দুগ্ধে পেষণ করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায়, মিষ্ট দধিসহ গুলিয়া ৭ দিন সেবন করিলে বাতাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

সর্জ্জিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, ধাতুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ, গুগ্‌গুল, শিলাজতু ও তুঁতে, এইগুলি সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। ইহা ৴০ আনা মাত্রায়, শুঠ, গণিয়ারী, সজিনা, সোঁদাল, পাষাণভেদী, বরুণছাল, গোক্ষুর ও হরীতকী, এইগুলির কাথে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। (উমাচরণ)

নারিকেলের ফুল ॥০ তোলা ও যবক্ষার ॥০ তোলা জলে বাটিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতাশ্মরী বিনষ্ট হয়। সজিনামূলের ছালের কাথ বা বরুণমূলের ছালের কাথে বরুণমূলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

পুরাতন কুষ্মাণ্ডরস ২ তোলা, যবক্ষার ॥০ তোলা এবং গুড় ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতাশ্মরী বিদূরিত হয়।

পাষাণভেদাদ্যঘৃত এবং এলাদিঘৃত, বাতাশ্মরীর দুইটি উত্তম ঔষধ।

পিত্তাশ্মরী:—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলত্থকলায়, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল ও বেণামূল ইহাদের কাথে ¼ তোলা যবক্ষার ও ¼ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

কুলাদ্যঘৃত দুগ্ধসহ প্রাতে ও শরাদ্যঘৃত দুগ্ধসহ বৈকালে সেবন করিলে এবং বীরতর্বাদি তৈল মালিশ করিলে পিত্তাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

বেণামূল, মৃণাল, তালমূলী, কাশমূল, কুশমূল, ইক্ষুমূল ও বালা, ইহাদের কাথে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তাশ্মরী দূরীভূত হয়।

কফাশ্মরী:—তিত কাঁকুড়ের মূল মধু ও ঘৃতসহ ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে কফাশ্মরী বিনষ্ট হয়। (গঙ্গাধর)

পাষাণভেদী, বরুণছাল, গোক্ষুর ও ব্রাহ্মী, ইহাদের কাথে শিলাজতু, গুড়,

কাঁকুড়বীজ ও শশাবীজচূর্ণ ৵৹ আনা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফাশ্মরী দূরীভূত হয়। (গোবিন্দ কবিরাজ)

বরুণাদ্যচূর্ণ, বরুণকাদ্যগুড়, বরুণাদ্যঘৃত ও কুলথাদ্যঘৃত, এইগুলি কফাশ্মরীর বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

শুক্রাশ্মরী :—শরাদি পঞ্চমূলাদ্যঘৃত শুক্রাশ্মরীর একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কুড়, গোক্ষুর, বরুণছাল ও পাথরকুচি, ইহাদের কাথ পান করিলে শুক্রাশ্মরী বিদূরিত হয়। (কুমুদবন্ধু)

কুলথাদ্যঘৃত ও বরুণাদ্যঘৃত সেবন করিলে এবং বীরতরাদ্যঘৃত ও পুনর্নবাদ্যতৈল মালিশ করিলে শুক্রাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীর পরীক্ষিত রসৌষধি :—

(১) **পাষাণভেদী রস :**—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া ও বকফুলের পাতা, পুনর্নবা, বাসকপাতা ও শ্বেত অপরাজিতার রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে মূষাবদ্ধ করিয়া পাক করিয়া লইতে হইবে এবং তৎপরে জলযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া ৩ রতি বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা কুলথকলায়ের কাথসহ সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

(২) **পাষাণভেদক রস :**—পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্রে শ্বেতপুনর্নবার রসে মর্দ্দন করিয়া মূষাবদ্ধ করিয়া পাক করিতে হইবে। কুলথের কাথসহ ⁄৹ আনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়। (অনুকূল)

(৩) **লঘুলোকেশ্বর :**—পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ৪ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া কতকগুলি কড়ির মধ্যে পূরণ করিয়া লইতে হইবে এবং পারদের চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়িগুলির মুখ বন্ধ করিতে হইবে। তৎপর উক্ত কড়িগুলি পুটপাকে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা ৪ রতি মাত্রায় গোলমরিচ চূর্ণসহ সেবন করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয়।

(৪) **ত্রিবিক্রম :**—জারিত তাম্র ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে লইয়া একত্রে

পাক করিতে হইবে। শুষ্ক হইলে সেই তাম্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ, একত্রে নিসিন্দাপত্রের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে এবং এক প্রহরকাল বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইতে হইবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় একমাস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী বিনষ্ট হয়। (ভূদেব)

(৫) **হুজরুল যহুদ্‌কী ভস্ম**ঃ—হুজরুল যহুদকী পথর হাকিমি ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। ইহা উপরে রেখাবিশিষ্ট গোল লম্বা পাথর বিশেষ। ইহাকে ভালরূপে জলে ধুইয়া মুছিয়া লইতে হইবে। পরে হামামদিস্তায় চূর্ণ করিয়া ও পাথরের খলে ৩ দিন মূলার রসে মর্দ্দন করিয়া বটক প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে বটকগুলি মৃষাবদ্ধ করিয়া পুটপক্ক করিয়া লইতে হইবে এবং শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। ৪ হইতে ৮ রতি মাত্রায় নারিকেল জল বা অন্য কোন অশ্মরীনাশক দ্রব্যের অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী নষ্ট হয়। (যাদব বক্সী)

প্রমেহ চিকিৎসা

"গৃধ্রমভ্যবহার্য্যেষু স্নানচংক্রমণাদ্বিষম্।
প্রমেহঃ ক্ষিপ্রমভ্যেতি নীচক্রমমিবাণ্ডজঃ॥
মন্দোৎসাহমতিস্থূলমতিস্নিগ্ধং মহাশনম্।
মৃত্যুঃ প্রমেহরূপেণ ক্ষিপ্রমাদায় গচ্ছতি॥
যস্ত্বাহারং শরীরস্য ধাতুসাম্যকরং নরঃ।
সেবতে বিবিধাশ্চান্যাশ্চেষ্টাঃ স সুখমশ্নুতে॥" চরকে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ,—"যেমন নিম্ন বৃক্ষসকলে পক্ষিগণ শীঘ্র আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লোভবান্ এবং স্নান, ভ্রমণ ও আহারাদি বিষয়ে অসংযত পুরুষকে প্রমেহ রোগ শীঘ্রই সহজে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা মন্দচেষ্টাযুক্ত, অতি স্থূল,

অতি স্নিগ্ধ ও মহাভোজী, মৃত্যু তাহাদিগকে প্রমেহরূপ ধারণ করিয়া শীঘ্রই গ্রহণ করিয়া থাকে। যিনি শরীরের ধাতুসাম্যকর আহারশীল ও বিবিধ অন্যান্য হিতজনক চেষ্টাযুক্ত, তিনিই সুখলাভে সমর্থ হন।"

প্রমেহ রোগে শোধন অপেক্ষা সংশমন ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য। যদি রোগী বলবান এবং স্থূলকায়বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে রোগীকে সংশোধন ঔষধ দিয়া শোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। রোগী দুর্ব্বল হইলে ও কৃশকায় হইলে, প্রথম হইতেই সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কুক্কুটকপোতাদি জাঙ্গল পক্ষী এবং প্রাণীর মাংস, মুগমসুরাদির যুষ, কষায় রস, কোদ ও শ্যামা ধান্যের চাল (ঘাসের চাল), যব, গম, ছোলা ও অড়হর দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, তিক্ত শাক এবং মধু প্রমেহ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

প্রমেহ কফপিত্তজ ব্যাধি। কফের শান্তি হইলেই প্রমেহ সাধারণতঃ দূরীভূত হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহনাশক কতকগুলি দৃষ্টফল যোগ

১। গুলঞ্চের রস ২ তোলা, মধু ½ তোলা সহ প্রাতে সেব্য।

২। আমলকীর রস ২ তোলা, হরিদ্রাচূর্ণ ½ তোলা ও মধু ½ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

৩। আমলকীর রস ১ তোলা, কাঁচাহলুদের রস ১ তোলা ও মধু ½ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

৪। শতমূলীর রস ২ তোলা, দুধ এক ছটাক ও মধু ½ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেব্য। (রমানাথ)

৫। গুলঞ্চের সত্ত্ব ½ তোলা ও মধু ½ তোলা একত্রে সেব্য।

৬। পলাশপুষ্পের রস বা বাটা ১ তোলা, চিনি ½ তোলা সহ সেব্য।

৭। আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও মুতা, ইহাদের কাথ সেব্য।

৮। ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালশশা ও মুতা, ইহাদের কাথে ½ তোলা হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

৯। শিলাজতুভস্ম /০ আনা পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেব্য।

১০। শিলাজতু /০ আনা, হরীতকী /০ আনা ও লৌহভস্ম ২ রতি, একত্রে মিশ্রিত করিয়া মধু সহ সেব্য।

১১। কেবলমাত্র হরীতকীচূর্ণ মধু সহ প্রত্যহ ½ তোলা মাত্রায় সেবন করিলেও সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিদূরিত হয়।

১২। বঙ্গভস্ম ২ রতি মাত্রায়, হরিদ্রাচূর্ণ ও মধুসহ সেব্য।

১৩। লৌহভস্ম ১ রতি, বঙ্গভস্ম ১ রতি ও সীসকভস্ম ১ রতি, একত্রে মিশ্রিত করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু সহ সেব্য।

১৪। বঙ্গ, দস্তা ও সীসক ভস্ম সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় কাঁচাহলুদের রস ও মধু সহ সেব্য।

১৫। একটী পুষ্ট ডাবের মুখ কাটিয়া তাহার জলে ½ তোলা ফটকিরীচূর্ণ ফেলিয়া পরে পুনরায় কাটা মুখ বন্ধ করিয়া সেই ডাব পাঁকমাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হইবে। মুখ এরূপভাবে বন্ধ করিতে হইবে যাহাতে উক্ত ডাবের মধ্যে বাহিরের জল বা অন্য কিছু প্রবেশ করিতে না পারে। পরদিন প্রাতে উক্ত ডাবের জল পান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অন্ততঃ ৭ দিন ব্যবহার করা উচিত।

উদকমেহ :—সোমনাথরস মোচার কাথ বা বচের কাথ সহ প্রযোজ্য।

দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্ট ও পালিধামান্দারের কাথ এই রোগের দৃষ্টফল ঔষধ।

অশ্বত্থ, চন্দন, অগুরু ও আকনাদি, ইহাদের কাথ সেবনে উদকমেহ আরোগ্য হয়।

ইক্ষুমেহ :—বসন্তকুসুমাকর রস জয়ন্তীর কাথ সহ সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

আকনাদি ও বিড়ঙ্গের কাথ সেবনেও ইক্ষুমেহ আরোগ্য হয়।

সুরামেহ :—নিমছালের কাথসহ বৃঃ বঙ্গেশ্বর সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

অর্জ্জুনছালের কাথ সেবনেও এই রোগে সুফল পাওয়া যায়।

সিকতামেহে :—চিতার কাথসহ বঙ্গেশ্বর রস সেবন করা কর্ত্তব্য। চিতা, কুন্‌কুন্‌ ও কুড়ের কাথও বিশেষ উপকারী।

শনৈর্মেহে :—খদিরকাষ্ঠের কাথসহ প্রমেহপঞ্চানন রস সেবন করা কর্ত্তব্য। মদ্যের সহিত পাষাণভেদী পিষিয়া সেবন করিলেও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

পিষ্টমেহে :—দারুহরিদ্রার কাথ সহ মহাবঙ্গেশ্বর রস সেব্য। হরিদ্রা শীতল জলে বাটিয়া চিনিসহ সেবনে সুফল পাওয়া যায়।

শুক্রমেহে :—পূর্ণচন্দ্ররস ও স্বর্ণবঙ্গ, কাঁচাহলুদের রস ও মধুসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গরমজল বা মদ্যসহ নিমছাল সেবন করা কর্ত্তব্য।

শীতমেহ :—লোধ্রাসব এই রোগে বিশেষ হিতকর। নিমের কাথ সেবন করিলেও শীতমেহ আরোগ্য হয়।

লালামেহ :—হরিদ্রাচূর্ণ ও মধুসহ বিদ্যাবাগীশ রস সেবন করিলে আরোগ্য হয়। ত্রিফলা ও গোক্ষুরের কাথ সেবনেও আরোগ্য হয়।

সান্দ্রমেহে :—শিলাজতু ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কর্ণিকার কাথ সেবনে সান্দ্রমেহ আরোগ্য হয়।

(১) হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা ও লোধ; (২) আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুনছাল ও দুরালভা; (৩) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদুকা ও বিড়ঙ্গ; (৪) ওল, রাখালশশা, অর্জ্জুনছাল ও যমানী; (৫) দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির ও ধাইফুল; (৬) দেবদারু, কুড়, অগুরু ও রক্তচন্দন; (৭) দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, ত্রিফলা ও বচ; (৮) আকনাদি, মূর্ব্বা ও গোক্ষুর; (৯) বচ, বেণামূল, হরীতকী ও গুলক; এবং (১০) বাসক, হরীতকী, চিতা ও ছাতিমছাল, এই দশটী যোগের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ প্রমেহ প্রশমিত হয়।

ক্ষারমেহে :—শাল, বেণা, সৈন্ধব ও বচ, এইগুলি একত্রে পেষণ করিয়া

সেব্য। মুতা, হরীতকী, কুড় ও কুড়চির কাথ পান করিলে এই রোগে সুফল পাওয়া যায়।

নীলমেহ :—লোধ, মঞ্জিষ্ঠা ও কদম্বের কাথ এবং পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চের কাথ পান করিলে আরোগ্য হয়। অশ্বত্থের কাথও এই রোগে উপকারী।

কালমেহ :—বহেড়ার কাথ সেবনে বা লোধ, বালা, দারুহরিদ্রা ও ধাইফুলের কাথ সেবনে আরোগ্য হয়।

হরিদ্রামেহে :—ধাইফুল, পদ্মকাষ্ঠ ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ বা বস্ক সেবন করা কর্ত্তব্য। বেণামুল, মুতা, আমলকী ও হরীতকীর কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও উপকার হয়।

মঞ্জিষ্ঠামেহে :—ত্রিফলা, মুতা, পদ্ম ও লোধ, ইহাদের কাথ বা বেণামুল, লোধ, দেবদারু ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করা কর্ত্তব্য। মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথও এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

রক্তমেহে :—ত্রিফলার কাথসহ শিলাজতু সেবন করিলে বা শুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, গুল্‌ফা ও নীলোৎপলের কাথ মধুসহ পান করিলে রক্তমেহ আরোগ্য হয়।

সর্পীমেহ :—কুড়, কুড়চি, আকনাদি, হিং ও কট্‌কী, এইগুলি বাটিয়া সেবন করিলে বা গুলঞ্চ ও চিতার কাথ পান করিলে সর্পীমেহ আরোগ্য হয়।

হস্তিমেহ :—আকনাদি, শিরীষ, দুরালভা, মূর্ব্বা, কিংশুক, গাব ও কয়েত বেল, ইহাদের কাথ পান করিলে আরোগ্য হয়।

বসামেহে :—গণিয়ারী বা শিংশপার কাথ সেব্য।

মধুমেহে :—সুপারী ও গুয়েবাবলার কাথ বা মেদা ও আমরুলের কাথ মধুসহ পান করা কর্ত্তব্য।

(১) বেণামুল, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও রক্তচন্দন; (২) বেণামুল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী; (৩) পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ; (৪) মুতা, হরীতকী, ঘণ্টাপারুল ও কুড়চি; (৫) লোধ, আমছাল, কালীয়ক ও ধাইফুল;

(৬) শুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, এলাচ, শিরীষ ও উৎপল; (৭) শিরীষ, ধনে, অর্জ্জুনছাল ও নাগেশ্বর; (৮) প্রিয়ঙ্গু, পদ্ম, উৎপল ও কিংশুক; (৯) অশ্বত্থ, আকনাদি, অসন ও বেতস; এবং (১০) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা ও উৎপল, এই দশটী যোগের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ প্রমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজমেহ:—বিড়ঙ্গ, আকনাদি, অর্জ্জুন ও কটফলের ক্বাথ কিম্বা কদম্বশাখা, অর্জ্জুন ও যোয়ানের ক্বাথ বা বিড়ঙ্গ, দারুহরিদ্রা, মুতা ও শাল্মলীর ক্বাথ সেবন করিলে শ্লেষ্মজমেহ আরোগ্য হয়।

পিত্তজমেহে:—(১) নিম, বেণামূল, আমলকী ও হরীতকী; (২) আমলকী, অর্জ্জুন, নিম ও কুড়চি; (৩) নালোৎপল, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা ও অর্জ্জুন; ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন করা কর্ত্তব্য।

পিত্তশ্লেষ্মমেহ:—কমলাগুঁড়ি, ছাতিম, শাল, বহেড়া, রোহীতক, কুড়চি ও কয়েতবেল, ইহাদের পুষ্প বাটিয়া মধুসহ অবলেহন করিলে পিত্তশ্লেষ্মমেহ আরোগ্য হয়।

বাতশ্লেষ্মমেহে:—হরীতকী, কটফল, মুতা, লোধ, বেণামূল ও সুপারীর ক্বাথে মধু বা হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।

বাতপিত্তোদ্ভবমেহে:—বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খদির, বেণামূল ও সুপারীর ক্বাথ সেবন করিলে বাতপিত্তোদ্ভবমেহ আরোগ্য হয়।

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের চিকিৎসা

মেহকুলান্তক রস, চন্দ্রপ্রভাবটিকা, মেহোবদ্ধরস, বেদবিদ্যাবটিকা, মেহকুঞ্জরকেশরী রস ও চন্দ্রোদয় রস সর্ব্বপ্রকার প্রমেহে উপকারী।

চন্দ্রোদয় রস প্রস্তুতবিধি:—পারদ, গন্ধক, অভ্র, বঙ্গ, সীসা ও

শিলাজতু, এইগুলি সমভাগে লইয়া ও মোচার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বড়ী করিতে হইবে।

সালসারাদিগণের কাথসহ শিলাজতু সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়।

হরগৌরীসৃষ্টিরস সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হরিশঙ্কর রস সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের একটী সহজ ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টফল ঔষধ।

(গোবর্দ্ধন)

শুক্রমাতৃকাবটী সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের অপর একটী ফলপ্রদ ঔষধ।

(সীতানাথ সেন)

শীলাজত্বাদি বটী শুক্রমেহের কার্য্যকরী ঔষধ।

হারিদ্রমেহে :—মেহহররস উৎকৃষ্ট।

মঞ্জিষ্ঠামেহে :—বিদ্যাবাগীশ্বরী রস সুফল প্রদান করে।

নীল ও কালমেহে :—হরিশঙ্কর রস এবং পঞ্চবক্ত্র রস হিতকর।

রক্তমেহে :—বেদবিদ্যারস হিতকর।

শীতমেহে :—নাগেন্দ্র গুটিকা প্রযোজ্য।

পিষ্টমেহে :—মেহারিরস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

মেহারিরস :—বঙ্গভস্ম ও স্বর্ণসিন্দূর সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় মধু সহ সেব্য। এবং সেবন করিবার পর কুঁচের কাথ পান করা কর্ত্তব্য।

সুরামেহে :—মৃগমালারস উৎকৃষ্ট ঔষধ। (গোবর্দ্ধন)

মৃগমালারস :—সীসা, বঙ্গ ও হরিণের শিং ভস্ম, কার্পাসবীজের মজ্জা এবং আকড়বীজ, এইগুলি সমভাগে লইয়া মহিষের দুধের ঘোলে মর্দ্দন করিয়া এক আনা প্রমাণ বড়ী করিতে হইবে।

লালামেহে :—রসাসনভৈরব দৃষ্টফল ঔষধ। এই ঔষধ সেবন করিবার পর আকনাদি, অর্জ্জুন ও বিড়ঙ্গের কাথ মধু সহ পান করা কর্ত্তব্য।

পারদভস্ম ও বঙ্গভস্ম সমভাগে ২ রতি মাত্রায় পান করিলে বাতজ প্রমেহ নিবারিত হয়।

বঙ্গভস্ম ২ রতি মাত্রায় রক্তমেহে মধু সহ, শুক্রমেহে হরিদ্রাচূর্ণ সহ এবং মধুমেহে ভুঁইআমলাচূর্ণ, অর্জ্জুণছালচূর্ণ, চিনি ও মধু সহ সেবন করা কর্ত্তব্য।

শিমুলমূলের রসসহ পারদভস্ম সেবন করিলে রক্তমেহ আরোগ্য হয়।

কুষ্মাণ্ডের রস, বিড়ঙ্গচূর্ণ ও চিনি, একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়।

অড়হরের মূল বাটিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে প্রমেহ ও প্রদররোগ নষ্ট হয়। (রামপ্রসাদ)

কাঁচা দুধের সহিত চালকুমড়ার রস ও চিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রমেহ ও প্রদর আরোগ্য হয়।

দাড়িম্বাদ্যঘৃত, শাল্মলীঘৃত ও ধাম্বন্তরঘৃত, এই তিনটী ঘৃত সর্ব্বপ্রকার প্রমেহে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

শুক্রমেহে চন্দনাসব, কফপিত্তজমেহে লোধ্রাসব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমেহে দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্ট উৎকৃষ্ট।

প্রমেহরোগের দাহ, পিপাসা, বমি, শোথ প্রভৃতি বিভিন্ন উপসর্গ নিবারণের জন্য প্রমেহমিহির তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বহুমূত্র :—বহুমূত্রের প্রথম অবস্থায় হরিশঙ্কর রস, বৃঃ বঙ্গেশ্বর রস ও বঙ্গাবলেহ উপকারী।

মধ্যাবস্থায় মহাবঙ্গেশ্বর রস, বসন্তকুসুমাকর রস, অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত রস ও চন্দ্রকান্তি রস উপকারী।

বৃদ্ধির অবস্থায় মেহমর্দ্দন রস, রাজমৃগাঙ্করস, হিমাংশুরস, ইন্দ্রবটী ও কামধেনু রস উপকারী।

মেহমর্দ্দনরস প্রস্তুতিবিধি :—অভ্রসহ সাতবার মারিত সীসকভস্ম চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত কান্তলৌহভস্ম মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার পর গোমূত্র ও শিলাজতু সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে এবং একটী সীসক পাত্রে রাখিতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান নিম ও আমলকীর রস।

বহুমূত্র সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়। একপ্রকার শর্করাযুক্ত এবং অন্য প্রকার শর্করাবিহীন।

শর্করাযুক্ত বহুমূত্রে সাধারণ ঔষধের মধ্যে নবায়সলৌহ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ খাইবার পর ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা ও আকনাদির কাথ পান করিলে সত্বর মূত্র হইতে শর্করা নির্গমন বন্ধ হয়। (জ্যোতিষচন্দ্র)

তারকেশ্বর রস যজ্ঞডুমুরের ফলচূর্ণ বা জামবীজ চূর্ণসহ প্রয়োগ করিলে শর্করাযুক্ত বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

যে বহুমূত্রে অধিক মাত্রায় প্রস্রাব হয় সেই ক্ষেত্রে হেমনাথ রস ও সোমনাথ রস আফিং ভিজানো জল বা যজ্ঞডুমুরের ফলচূর্ণ বা জামবীজ চূর্ণসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সোমেশ্বর রস উভয় প্রকার বহুমূত্রে উপকারী। (রাজেন্দ্রনাথ)

বহুমূত্রজনিত ক্ষয়ে হরিতালভস্ম এবং বসন্তকুসুমাকর রস প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

বহুমূত্রের জ্বালা, দাহ ইত্যাদি বিভিন্ন উপসর্গের জন্য বৃঃ ধাত্রীঘৃত এবং কদল্যাদ্যঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র বাঁশপাতার কাথ সেবন করিলে অতি সত্বর প্রস্রাব হইতে চিনি অন্তর্হিত হইয়া থাকে। (শ্যামাদাস)

মোচার কাথ, যজ্ঞডুমুরের রস বা চূর্ণ, জামবীজচূর্ণ, শতমূলীর রস, তেলাকুচাপাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার রস, হরিদ্রাচূর্ণ, ঝিঙেপোড়ার রস, এই সকল অনুপানে, বঙ্গভস্ম, পারদভস্ম, হরিতালভস্ম, দন্তাভস্ম, সীসাভস্ম, কান্তলৌহভস্ম,

শিলাজতুভস্ম, সীসকভস্ম, দন্তাভস্ম, নাগ-বঙ্গ-জতুযোগ, নাগ-জতুযোগ, যশোদ-জতুযোগ, বঙ্গ-জতুযোগ সেবন করিলে বহুমূত্র নিবারিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রবটী মধুমেহের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (শ্যামাদাস)

সুশ্রুতের মতে নবায়স লৌহ মধুমেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ! কিন্তু এইখানে যে লৌহ দিতে হইবে, তাহা কান্তলৌহ হওয়া উচিত।

দাড়িম্বাদ্যঘৃত, বৃঃ কদল্যাদ্যঘৃত ও বৃঃ ধাত্রীঘৃত মধুমেহ বা বহুমূত্রের উৎকৃষ্ট ঔষধ। সোমেশ্বর রস অপর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মধুমেহে মূত্রাধিক্য থাকিলে, গগনাদিলৌহ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

তালকেশ্বর রস বহুমূত্রের অন্যতম কার্য্যকরী ঔষধ।

মূত্রাধিক্যে যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও আমলকীর রস মধু সহ এবং বাসকের রস যবক্ষারচূর্ণ সহ সেবন করা কর্ত্তব্য।

বহুমূত্রের উপসর্গ চিকিৎসা

পিপাসায়ঃ—সোমেশ্বর রস, বৃঃ দাড়িম্বাদি ঘৃত, লোধ্রাসব ও দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্ট ব্যবহার্য্য। চন্দনাদিচূর্ণ ও মাক্ষিকাদিচূর্ণও শতমূলীর রস সহ বিশেষ সুফল প্রদান করে।

দাহেঃ—চন্দনাসব, শাল্মলীঘৃত, ধান্যন্তরঘৃত, মহাদাড়িম্বাদিঘৃত এবং প্রমেহ-মিহির তৈল ব্যবহার্য্য।

কোষ্ঠবদ্ধতা এবং শোথে—পাণ্ডুপঞ্চানন রস তেঁতুল ভিজানো জল সহ ব্যবহার্য্য।

কৃশতায়ঃ—অশ্বগন্ধারিষ্ট ব্যবহার্য্য।

ঘর্ম্মেঃ—বৃঃ ধাত্রীঘৃত ও সারিবাদ্যাসব প্রযোজ্য।

দুর্গন্ধেঃ—বসন্তকুসুমাকর রস সেব্য।

হস্তপদ, জিহ্বা ও কর্ণের উপতাপেঃ—লোধ্রাসব ও দাড়িম্বাদিঘৃত সেবন এবং প্রমেহমিহির তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

গুলঞ্চের রস সহ বেদবিদ্যাবটী সেবনেও এই উপসর্গ নষ্ট হয়।

কাসে ঃ—বসন্তকুসুমাকর রস ব্যবহার্য্য।

অঙ্গের শিথিলতায় ঃ—চন্দ্রকান্তিরস ব্যবহার্য্য।

অরুচিতে ঃ—ত্রিনেত্ররস ও কামধেনুরস ব্যবহার্য্য।

কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ শোষে ঃ—বৃঃ ধাত্রীঘৃত, শ্যামাঘৃত, কদল্যাত্মঘৃত ও চন্দ্রপ্রভাবটী উৎকৃষ্ট।

পাণ্ডুতায় ঃ—পাণ্ডুপঞ্চানন রস প্রয়োগ করা উচিত।

শ্রান্তিতে ঃ—বসন্তকুসুমাকর রস ব্যবহার্য্য।

মূত্রে মক্ষিকাদি সংযোগে ঃ—পাঠাদি পাচন, সারিবাদি লৌহ, হেমনাথ রস, সোমেশ্বর রস, কামধেনু রস, শুক্রমাতৃকাবটী, প্রমেহসেতু, স্বর্ণবঙ্গ, বৃঃ সোমনাথ রস এবং যোগীশ্বর রস উৎকৃষ্ট।

মূত্রকৃচ্ছ্রে ঃ—কুশাবলেহ, ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ, শিলাজতু প্রয়োগ ও সালসারাদি-লেহ সেব্য।

প্রমেহপিড়কায় ঃ—(১) কার্ব্বাঙ্কলে—বালুকা ২ ভাগ, যষ্টিমধু ১ ভাগ ও অনন্তমূল ১ ভাগ, এইগুলি চূর্ণ করিয়া ও জলে বাটিয়া ঘি সংযোগে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রলেপেই কার্ব্বাঙ্কল পাকিবে, ফাটিবে এবং রোপিত হইবে।

অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউরী, সোনামুখী, কটকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ, ইহাদের কাথ পান করিলে কার্ব্বাঙ্কল বিনষ্ট হয়।

পাঠাদি পাচনও কার্ব্বঙ্কলে সুফল প্রদান করে।

সালসারাদিলৌহ, নবায়সলৌহ, সারিবাদি লৌহ ও সোমেশ্বর রস, কার্ব্বাঙ্কলে সেবনার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(২ক) শুষ্ক ক্ষতে (ড্রাই গ্যাংগ্রিনে)—রসতালক, বসন্তকুসুমাকর রস, মকরধ্বজ রস, বৃঃ শ্যামাঘৃত, সারিবাদ্যাসব ও হরিতালভস্ম সেবনার্থ প্রযোজ্য।

(২খ) সপূঁয ক্ষতে (ময়েষ্ট গ্যাংগ্রিনে)—হরিতালভস্ম, বসন্তকুসুমাকর রস, হেমনাথ রস, নবায়স লৌহ, লোধ্রাসব, শিলাজত্যাদি বটি, মহাদাড়িম্বাদি ঘৃত ও বৃঃ দাড়িম্বাদি ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য।

হিমাংশুরস সপূঁয ক্ষতের অপর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহপিড়কায়ঃ—মকরধ্বজ রস, কামধেনু রস, সোমেশ্বর, তারকেশ্বর রস ও তালকেশ্বর রস সেবন করা কর্ত্তব্য।

সারিবাদ্যাসব, বৃঃ ধাত্রীঘৃত ও বৃঃ শ্যামাঘৃত, এই তিনটী ঔষধও প্রমেহ-পিড়কার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পিড়কায় চন্দ্রাংশুরস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (পঞ্চানন)

রক্ত ও মূত্র হইতে চিনি অন্তর্হিত হইলে প্রমেহপিড়কা আপনা আপনিই বিলীন হইয়া যায়।

হিমাংশুরস প্রস্তুতবিধিঃ—দুই তোলা পারদ, লাল বকফুলের পাতার রস সহ মর্দ্দন করিয়া ঐ পত্রের রস ও শ্বেতদূর্ব্বার রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে সোহাগা ॥০ তোলা, খদিরসার ২ তোলা ও কর্পূর ২ তোলা উহার সহিত মর্দ্দন করিয়া চিক্কণ করিতে হইবে। পরে উপযুক্ত পরিমাণ ঘষা চন্দনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুগপ্রমাণ বড়ী করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হইবে।

সারগণের কাথে ভাবনা দিয়া এবং ঐ কাথে পেষণপূর্ব্বক /০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায় স্বর্ণমাক্ষিক এবং শিলাজতু সেবন করিলে প্রমেহপিড়কা, মধুমেহ এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়। অসন, শাল, পিয়াল এবং খদিরকাষ্ঠের সারকে সারগণ বলে।

বহুমূত্র চিকিৎসা একটী গভীর এবং বৃহৎ বিষয়। "বহুমূত্রচিকিৎসা" নামক স্বতন্ত্র পুস্তকে এই সম্পর্কে আমি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মেদোরোগ চিকিৎসা

"বাতপ্রকোপনানি খলু রুক্ষলঘুশীতদারুণখরবিষদশুষিরকরাণি শরীরাণাং তথাবিধেষু হি শরীরেষু বায়ুরাশ্রয়ং লব্ধা আপ্যায্যমানঃ প্রকোপমাপদ্যতে। বাত-প্রশমনানি পুনঃ স্নিগ্ধগুরুশ্লক্ষ্ণমৃদুপিচ্ছিলঘনকরাণি শরীরাণাং তথাবিধেষু শরীরেষু বায়ুরাসজ্যমানশ্চরন্ প্রশান্তিমাপদ্যতে॥" —ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"রুক্ষ, লঘু, শীত, দারুণ, খর, বিষদ ও শুষিরকারক দ্রব্যে বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। সেইসকল দ্রব্যগুণ শরীরে আশ্রয় লাভ করিয়া শারীরিক বায়ুকে বৃদ্ধি করে ও তাহাতেই বায়ু কুপিত হয়। স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণ, শ্লক্ষ্ম, মৃদু, পিচ্ছিল এবং ঘন গুণবিশিষ্ট দ্রব্যাদি বায়ুপ্রশমনকর। এই সকল গুণ শরীরে বর্দ্ধিলে বায়ুর উপশম হয়।"

নিম্নলিখিত ঔষধ ও প্রক্রিয়াগুলির সেবন ও পালন মেদাপচায়ক

(১) মধুসংযুক্ত ত্রিফলার ক্বাথ, (২) গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথ সহ লৌহভস্ম, (৩) ত্রিফলার ক্বাথ সহ শিলাজতু, (৪) ত্রিফলার ক্বাথ সহ মহিষাখ্য গুগ্গুলু, (৫) মাধবী ফলের বীজের শাঁস ও মধু, (৬) মধুসহ চিতামুল চূর্ণ বা বাটা, (৭) প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল, (৮) গরম ভাতের মণ্ড, (৯) গণিয়ারীর ক্বাথ বা রস সহ শিলাজতু, (১০) পিড়িং, বাবুই তুলসী এবং লবঙ্গ, ধুতুরাপাতার রসে বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন, (১১) অমৃতাদিগুগ্গুলু ও মধু, (১২) দশাঙ্গগুগ্গুলু ও মধু, (১৩) দুগ্ধসহ লৌহরসায়ন, (১৪) শীতল জলসহ লৌহারিষ্ট (১৫) মধুসহ বড়বাগ্নিলৌহ, (১৬) মধুসহ বড়বাগ্নিরস, (১৭) অতিরিক্ত পরিশ্রম (১৮) অতিরিক্ত চিন্তা, (১৯) অতিরিক্ত মৈথুন, (২০) অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ, (২১) অতিরিক্ত পথ পর্য্যটন, (২২) যব, কুলথকলায়, কোদ ও শ্যামাধান্যকৃত খাদ্য এবং মধু।

স্থৌল্যের উপসর্গ চিকিৎসা :—

(১) **গাত্রদৌর্গন্ধ**—(ক) কাঁজির সহিত মুণ্ডুরীচূর্ণ পান করিলে, (খ) বিল্বপত্রের রস গায়ে মাখাইলে, (গ) বাসকপত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে, ও (ঘ) হিঞ্চার রসে সমুদ্রফেনা ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রদৌর্গন্ধ দুরীভূত হয়।

(২) **বগলের দৌর্গন্ধে ও পীড়কায়**:—(ক) বিল্বমূল ও হরীতকী বাটিয়া প্রলেপ দিলে, (খ) নাটাকরঞ্জের মুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ও (গ) তেঁতুলপাতার রস মর্দ্দন করিলে বগলের দৌর্গন্ধ ও পীড়কা বিনষ্ট হয়।

(৩) স্বেদনিবারণে :—(ক) শঙ্খপুষ্পী, তেজপাতা, তিল, লোধ, শিরীষ, বেণামূল ও নাগকেশর, এইগুলি একসঙ্গে বাটিয়া গায়ে মর্দ্দন করিলে, (খ) মৃতসঞ্জীবনী সুরা, হরীতকীচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে, (গ) মল্লিকাফুল, বেণামূল ও নাগকেশর বাটিয়া গায়ে মাখাইলে, (ঘ) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পাকুরপাতা, ময়নাপাতা ও দূর্ব্বা, এইসকল দ্রব্য একসঙ্গে বাটিয়া মর্দ্দন করিলে, ও (ঙ) পঞ্চতিক্তঘৃত ও পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন করিলে, সর্ব্বাঙ্গের স্বেদনির্গমণ বন্ধ হয়।

কার্শ্য চিকিৎসা

"বায়ুস্তন্ত্রযন্ত্রধরঃ প্রাণোদানসমানব্যানাপানাত্মা প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানামুচ্চাবচানাং নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুদ্যোগকরঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থানামভিবোঢ়া সর্ব্বশরীরধাতুব্যূহকরঃ সন্ধানকরঃ শরীরস্য প্রবর্ত্তকো বাচঃ প্রকৃতিঃ স্পর্শশব্দয়োঃ শ্রোত্রস্পর্শনয়োর্মূলম্। হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ সমীরণোঽগ্নের্দোষ সংশোষণঃ। ক্ষেপ্তা বহির্মলানাং স্থূলাণুস্রোতসাং ভেত্তা কর্ত্তা গর্ভাকৃতীনাং আয়ুষোঽনুবৃত্তি প্রত্যয়ভূতো ভবত্যকুপিতঃ।" —ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"অকুপিত স্বাভাবিক বায়ু শরীর-যন্ত্রধারক, প্রাণ-অপান-উদান-সমান-ব্যানাত্মক, উচ্চাবচ চেষ্টা সকলের প্রবর্ত্তক, মনের নিয়ন্তা ও প্রণেতা, সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের উদ্যোগ কর্ত্তা, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের বহনকর্ত্তা, সর্ব্ব শারীরধাতুর দৃঢ়কারী, শরীরের সন্ধানকর, বাক্যের প্রবর্ত্তক, স্পর্শ ও শব্দের প্রকৃতি, শ্রোত্র ও স্পর্শনের মূল, হর্ষ ও উৎসাহের যোনি, অগ্নির উত্তেজক, দোষের শোষণকারী, মল সকলের বহির্দ্দেশে ক্ষেপণকারী, স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরার ভেদকারী, গর্ভাকৃতির কর্ত্তা এবং আয়ুর অস্তিত্বের কারণ।"

কার্শ্যের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ হইল অশ্বগন্ধা ও অশ্বগন্ধাঘটিত ঔষধ।

প্রত্যহ ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় অশ্বগন্ধাচূর্ণ ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে একমাসের মধ্যেই কৃশব্যক্তি স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। অশ্বগন্ধাতৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলেও কার্শ্য বিদূরিত হয়।

রোগীর অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অর্শ, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য না থাকিলে ছাগলাদ্যঘৃত, বৃঃ ধাত্রীঘৃত ও দ্রাক্ষাদিঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বৃঃ শতাবরীঘৃত, বৃঃ শতাবরী মোদক, অশ্বগন্ধারিষ্ট, দ্রাক্ষারিষ্ট, বলারিষ্ট ও চ্যবনপ্রাশ এই রোগে হিতকর।

কার্শ্যের সহিত অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী থাকিলে জীরকাদি মোদক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকগণের উদরাময়যুক্ত কার্শ্যে—প্রাতে, রসতালক পানের রস ও মধুসহ; দুইবেলা আহারের পর ঠাণ্ডা জলসহ জীবকাদ্যরিষ্ট এবং বৈকালে শ্রীমদনানন্দ মোদক শীতল জলসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রমেহযুক্ত কার্শ্যে প্রাতে বৃঃ বঙ্গেশ্বর; দুইবেলা আহাবের পর অশ্বগন্ধারিষ্ট এবং সন্ধ্যায় স্বল্প পূর্ণচন্দ্ররস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ কার্শ্যে—প্রাতে বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত, দুইবেলা আহারের পর দ্রাক্ষারিষ্ট, বৈকালে অশ্বগন্ধাঘৃত এবং রাত্রে শয়নকালে হরিশঙ্কর রস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উদররোগ চিকিৎসা

"প্রকুপিতস্তু খলু শরীরে শরীরং নানাবিধৈর্ব্বিকারৈরুপতপতি। বলবর্ণ-সুখায়ুষামুপঘাতায় মনোব্যাবর্ত্তয়তি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপহন্তি বিনিহন্তি গর্ভান্ বিকৃতিমাপাদয়ত্যতিকালং ধারয়তি ভয়শোকমোহদৈন্যাতিপ্রলাপান্ জনয়তি প্রাণাংশ্চোপরুণদ্ধি॥ ... ...

... ... স হি ভগবান্ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ ভূতানাং ভাবাভাবকরঃ। সুখাসুখয়োর্বিধাতা মৃত্যুর্যমো নিয়ন্তা প্রজাপতিরদিতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বতন্ত্রাণাং বিধাতা। ভাবানামণুর্ব্বিভুর্ব্বিষ্ণুঃ ক্রান্তালোকানাং বায়ুরেব ভগবানিতি॥" —ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—'শরীরের বায়ু প্রকুপিত হইলে নানাবিধ রোগ শরীরকে আক্রমণ করে; বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ু প্রভৃতিকে নষ্ট করে; মনকে অস্থির করে; ইন্দ্রি

সমুদয়কে উপহনন করে; গর্ভকে নষ্ট ও বিকৃত করে এবং অধিককাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখে; ভয়, শোক, মোহ, দৈন্য ও অতিপ্রলাপ প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং প্রাণের উপরোধক হয়।... ... ...
... ... ভগবান্ প্রভু এবং অক্ষয় বায়ুই প্রাণীগণের উৎপত্তি ও নাশের কারণ। তিনিই সুখ দুঃখের বিধাতা, তিনিই মৃত্যু, যম, নিয়ন্তা, প্রজাপতি, অদিতি, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, সর্ব্বগত ও সর্ব্বতন্ত্রের বিধাতা। বায়ুই সমস্ত পদার্থের মধ্যে সূক্ষ্ম, বায়ুই বিভু, বায়ুই বিষ্ণু এবং বায়ুই ক্রান্তলোকের ভগবান্।"

বাতোদরে :—পুনর্নবার রস ও মধুসহ শোথোদরারি লৌহ, পুনর্নবাষ্টক পাচন, লৌহমৃত্যুঞ্জয় রস ও বিন্দুঘৃত বাতোদরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নারায়ণচূর্ণ বাতোদরের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গোমূত্র বা দুগ্ধসহ এরণ্ডতৈল পান এবং মানমণ্ড সেবন বাতোদরে হিতকর।

পিত্তোদরে :—পটলাদিচূর্ণ, নারায়ণচূর্ণ, ত্রিফলাদ্য লৌহ ও হবুষাদ্যঘৃত উপকারী।

ইচ্ছাভেদীরস পিত্তোদরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। (গোবিন্দ কবিরাজ)

কফোদরে :—চিত্রকঘৃত বিশেষ উপকারী।

মধ্যাহ্ন ভোজনের প্রথম কয়েক গ্রাসসহ সামুদ্রাদ্যচূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও কফোদরে সুফল লাভ হয়।

যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ ও মরিচচূর্ণ সহ তক্রপান করিলে কফোদর বিনষ্ট হয়।

অন্য সকল আহার ত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সহিত মহিষের মূত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয়।

জলোদর :—জলোদরের প্রথম অবস্থায় পুনর্নবাষ্টক কষায় সেবন করা কর্ত্তব্য। উহার সহিত শিলাজতু বা গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হয়। তাহার পর শোথোদরারি লৌহ ভাল কাজ করে।

জলোদরের বৃদ্ধির অবস্থায়—মলভেদার্থ ইচ্ছাভেদীরস প্রশস্ত এবং রসপর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, তাম্রপর্পটী, বিজয়পর্পটী ও স্বর্ণপর্পটীর মধ্যে যে কোন একটী মূল ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য। উদরে খুব বেশী জল সঞ্চয় হইলে একবার করিয়া প্রতি সপ্তাহে জল মোক্ষণ করিতে হইবে। যে রোগী জল মোক্ষণে (Tap) ভয় পায় তাহাকে এইরূপ অতিরিক্ত জল সঞ্চয়ে প্রত্যহ এক বড়ী করিয়া ইচ্ছাভেদী প্রয়োগ করিতে হইবে।

পর্পটী সেবন, জল মোক্ষণ ও দীর্ঘকাল ইচ্ছাভেদী রস সেবন করানোর পরও যদি উদরের জল না কমে তাহা হইলে অর্দ্ধ সর্ষপ হইতে ১ সর্ষপ মাত্রায় শোধিত কৃষ্ণসর্প বিষ অম্লপানের সহিত সেবন করাইতে হইবে। কৃষ্ণসর্পদষ্ট ফল ইত্যাদি কোন আহার্য্য দ্রব্য সেবন করাইলে এইরূপ ক্ষেত্রে রোগী নিশ্চিতই আরোগ্য লাভ করিবে।

সাভারের কবিরাজগণ শ্বেতমাকালের মূল রোগীর কোমরে বাঁধিয়া বহু অসাধ্য জলোদর এবং শোথরোগী আরোগ্য করিতেন বলিয়া কিংবদন্তী বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। (রাখালচন্দ্র দত্ত)

প্লীহোদর :—প্রত্যহ রসোনবাটা সহ গোমূত্র পান করিলে প্লীহোদর আরোগ্য হয়। (গঙ্গাধর)

প্লীহোদরে অর্কলবণ, অভয়ালবণ, বর্দ্ধমান পিপ্পলী, রোহীতকারিষ্ট ও প্লীহারিরস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তাম্রপর্পটী প্লীহোদরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। (ব্রজবিহারী)

বদ্ধোদর :—হিং, জীরা, যোয়ান ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তক্রপান করিলে বদ্ধোদর আরোগ্য হয়। বদ্ধোদরে তীক্ষ্ণ জোলাপ প্রযোজ্য।

বদ্ধোদরে এবং সর্ব্বপ্রকার উদররোগে ইচ্ছাভেদী রস উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। ইহাতে কাজ না হইলে, বৈদ্যনাথবটী বা বৈদ্যনাথাদেশ বটী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইগুলিতেও কাজ না হইলে নারাচরস বা মহানারাচরস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ছিদ্রোদর ঃ—রসপর্পটীই ছিদ্রোদরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। রসপর্পটীর সহিত মলভেদার্থ ইচ্ছাভেদী রস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা

"কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥
শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ।
তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ॥
নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সত্ত্বভূতগুণেন্দ্রিয়ৈঃ।
চৈতন্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ॥"

—ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"শারীরিক ও মানসিক যতপ্রকার ব্যাধি আছে, কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থগণের (শব্দস্পর্শরূপরসাদি) মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ, এই তিনটীই তাহাদের কারণ। পণ্ডিতগণ বলেন—শরীর ও মন, এই উভয়ই রোগ ও বিবিধপ্রকার সুখ সকলের আশ্রয়। পূর্ব্বকথিত কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থগণের সমযোগই আরোগ্যাদি বিবিধ সুখের কারণ। পরন্তু পরমাত্মা মন, ভূতগুণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও নির্ব্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্য। তিনি দ্রষ্টা হইয়া ক্রিয়াসকল দর্শন করিতেছেন।"

প্লীহাযকৃতের দৃষ্টফল যোগ

(১) নাভিশঙ্খভস্ম ৷৷০ তোলা মাত্রায় জামীরলেবুর রস সহ প্রত্যহ সেবন করিলে— (শ্রীনাথ)

(২) শরপুঙ্খার মূল বাটা ৷৷০ তোলা মাত্রায় ঘোল সহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে—

(৩) শিমুলফুলের কাথে রাই সর্ষপচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে—

(৪) সমুদ্রশুক্তিভস্ম দুগ্ধের সহিত পান করিলে—

(৫) অর্কলবণ অম্ল দধির সহিত পান করিলে—

(৬) এক ছটাক গোমূত্র সহ ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা রসোন বাটা মাসাবধিকাল প্রত্যহ সেবন করিলে— (গঙ্গাধর)

(৭) রোহীতকছাল ও হরীতকীর কষায় সহ বৃঃ মানকাদি গুড়িকা ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে—

(৮) অভয়ালবণ ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে—

(৯) রোহীতকারিষ্ট দুইবেলা আহারের পর শীতল জল সহ অর্দ্ধ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে—

(১০) মহাশঙ্খদ্রাবক ১ রতি হইতে ২ রতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিলে—

(১১) আদার রস ও মধু সহ লৌহমৃত্যুঞ্জয় রস সেবন করিলে—

(১২) লোকনাথরস পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ বা বৃঃ লোকনাথ রস শুধু মধুসহ সেবন করিলে— (হারাণচন্দ্র)

(১৩) রসরাজরস আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে—

(১৪) সোমনাথতাম্র আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে— (ভূদেব)

(১৫) যকৃদরিলৌহ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে—

(১৬) দিবসে একবার ভোজনান্তে ৭ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় শঙ্খদ্রাবক বা মহাদ্রাবক শীতল জলসহ সেবন করিলে—

(১৭) তেঁতুল ভিজানো জলসহ প্রাণবল্লভ রস সেবন করিলে— (রাজেন্দ্র)

(১৮) বৃঃ গুড়পিপ্পলী উষ্ণজল সহ ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে—

(১৯) রোহীতকছাল গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে—

(২০) গোমূত্রের স্বেদ প্রদান করিলে—

(২১) শজিনাছাল গোমূত্রে বাটিয়া ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে—

(২২) তিল, তিসি, শ্বেতসর্ষপ ও এরণ্ডবীজ জলে বাটিয়া ও উষ্ণ করিয়া পুলটীশের আকারে প্রলেপ দিলে—

(২৩) সেঁকা মনসাসিজের রস সহ সোরা ও কটকিরীঘটিত বজ্রক্ষার এবং শোধিত হিং সেবন করিলে—(ধরণী কবিরাজ)

(২৪) সোরা ও নিশাদলঘটিত শুভ্র পর্প টী সেবন করিলে—

(২৫) রোহীতকছাল ও হরীতকীর কাথে যবক্ষারচূর্ণ ।• তোলা ও পিপুলচূর্ণ ।• তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে— (কিশোরী দত্ত)

এবং (২৬) শজিনাছালের কাথে রক্তচিতার মূলচূর্ণ ✓• আনা, পিপুলচূর্ণ ✓• আনা ও সৈন্ধবলবণ ✓• আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহাযকৃৎ রোগ দূরীভূত হয়।

এই সকল ঔষধে প্লীহাযকৃতের শান্তি না হইলে, পর্প টী সেবনের নিয়মানুসারে **রসপর্প টী** বা **তাম্রপর্প টী** বা **পঞ্চামৃত পর্প টী** জীরাবাটা ও হিং অনুপানে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার প্লীহাযকৃৎ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। (ভূদেব)

ধাতুর মধ্যে তাম্রই প্লীহাযকৃৎ রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, গাছ-গাছড়ার মধ্যে রোহীতক, চিতামূল ও পিপুল।

শোথ চিকিৎসা

"ঔষধীর্নামরূপাভ্যাং জানতে হ্যজপা বনে।
অবিপাশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্যে বনবাসিনঃ॥
ন নামজ্ঞানমাত্রেণ রূপজ্ঞানেন বা পুনঃ।
ঔষধীনাং পরাং প্রাপ্তিং কশ্চিদ্বেদিতুমর্হতি॥
যোগবিন্নামরূপজ্ঞস্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে।
কিং পুনর্যো বিজানীয়াদৌষধীঃ সর্ব্বথা ভিষক্॥"

—ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"বনে যে সকল অজপালক, গোপালক, মেষপালক বা বনবাসীরা বাস করে, তাহারাও ঔষধির নাম বা রূপ জানে; পরন্তু নাম বা রূপজ্ঞানেই ঔষধিগণের চরম গতি কেহ জানিতে পারে না। যিনি এই ঔষধিসকলের যোগ,

নাম ও রূপ অবগত আছেন, তাঁহাকেই তত্ত্ববিৎ বলা যায়; পরন্তু যে ভিষক্‌ সর্ব্বতোভাবে ইহাদের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহাকে আর কি বলা যাইবে?"

সর্ব্বপ্রকার শোথরোগে পর্পটীই একমাত্র দৃষ্টফল মহৌষধ। পর্পটী সেবনের নিয়মানুসারে রসপর্পটী, তাম্রপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী ইত্যাদি পর্পটীগুলির মধ্যে যে কোন প্রকার পর্পটী এই রোগে ব্যবহার করা চলে। বিশেষতঃ উদরাময়যুক্ত শোথে পর্পটীই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সকলে পর্পটী সহ্য করিতে পারে না। যাহারা সহ্য করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত যোগগুলি প্রযোজ্য। যথা,—সেবনার্থ—

(১) পুনর্নবাষ্টক কাথ। (গঙ্গাধর)

(২) হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নব, দেবদারু ও শুঁঠের কাথ।

(৩) পুনর্নবাদ্যরিষ্ট ও ত্রিফলারিষ্ট।

(৪) গোমূত্রযোগে প্রস্তুত ত্রিফলার কাথ।

(৫) শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠের কাথ।

(৬) দন্তী, তেউড়ী, শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ ও চিতামূল, ইহাদের সমভাগ মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ সের ও দুধ /।০ পোয়া। এইগুলির ক্ষীরপাক।

(৭) ত্রিফলার কাথ সহ /০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায় শিলাজতু প্রয়োগ। (শ্রীচরণ)

(৮) আকন্দ, নিম ও শ্বেতপুনর্নবার কাথ।

(৯) গোলমরিচচূর্ণ ॥০ তোলা ও বেলপাতার রস ২ তোলা।

(১০) শ্বেতপুনর্নবার কাথ সহ শুঁঠ চূর্ণ ।০ আনা ও চিরতা চূর্ণ ।০ আনা।

(১১) মানমণ্ড,— ১ তোলা মান, ২ তোলা চাউল, ৮ তোলা দুধ ও ৩২ তোলা জল, একত্রে দুগ্ধাবশেষ পর্য্যন্ত পাক করিয়া পায়সবৎ সেব্য।

(১২) গোমূত্র সহ কুলেখাড়াবীজচূর্ণ ॥০ তোলা মাত্রায়।

(১৩) দুগ্ধসহ স্থলপদ্মের পাতা বাটা ॥০ তোলা মাত্রায়।

(১৪) শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত দশমূলের কাথ।

(১৫) বেলপাতার রস ও পুনর্নবার রস সহ নবায়স লৌহ।

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া শোথ হইলে :—গোক্ষুরের কাথ ও পাথরকুচি-পাতার রস সহ প্রবালযোগ বা সাদাচটী প্রযোজ্য।

প্রবালযোগ :—প্রবালভস্ম ও রসসিন্দুর সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ রতি।

অতিসার সংযুক্ত শোথে :—সাদাচটী কুলেখাড়ার রস বা পুনর্নবার রস সহ প্রযোজ্য।

ইহা ছাড়া দুগ্ধবটী, দধিবটী, তক্রবটী, লালগুঁড়া ও কঙ্কণতাবটী শোথের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিকিতোলা হইতে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মানকাগুঘৃত এবং আদার রস ও মধু সহ ত্রিনেত্ররস সেবন করিলে ত্রিদোষজ শোথ আরোগ্য হয়।

শোথারি লেপ :—পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, শজিনাছাল ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল কাঁজিসহ বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ আরোগ্য হয়।

বৃঃ শুষ্কমূলাদ্য তৈল মালিশ করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

বৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ চিকিৎসা

"যে ভূতবিষবায়্বগ্নি সংপ্রহারাদিসম্ভবাঃ।
নৃণামাগন্তবো রোগাঃ প্রজ্ঞা তেষ্বপরাধ্যতি ॥
ঈর্ষাশোকভয়ক্রোধমানদ্বেষাদয়শ্চ যে।
মনোবিকারাস্তেঽপ্যুক্তাঃ সর্ব্বে প্রজ্ঞাপরাধজাঃ ॥
ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ।
দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদ্বৃত্তস্যানুবর্ত্তনম্ ॥"

—ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"যে সকল আগন্তুক রোগ ভূতাবেশে ও গ্রহাদি দৈবকারণে উপস্থিত হয় অথবা যে সকল রোগ বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদি জন্য জন্মে, সেই সকল রোগ স্বকীয় প্রজ্ঞারই অপরাধজনিত বলিতে হইবে। ঈর্ষা, শোক, ভয়, ক্রোধ, মান এবং দ্বেষাদি মনোবিকার বা রোগসকলও প্রজ্ঞাপরাধজনিত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। প্রজ্ঞাপরাধজনিত অর্থাৎ দুর্বুদ্ধিসম্ভব রোগে কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে, ইন্দ্রিয়ের সংযম করিবে, স্মৃতিশীল হইবে, দেশ, কাল ও আত্মজ্ঞ হইবে এবং সাধুগণাচরিত পথের অনুসরণ করিবে।"

বাতজ বৃদ্ধি :—একমাসকাল ৴।০ পোয়া দুগ্ধের সহিত এক ছটাক এরণ্ড-তৈল বা এক ছটাক গোমূত্র সহ এরণ্ডতৈল এক ছটাক ও গুগগুলু ।০ আনা সেবন করিলে বাতজ বৃদ্ধি নিরাময় হয়।

দশমূল কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও বাতজ বৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

পিত্তজ বৃদ্ধি :—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও নীলোৎপল, এইগুলি সমভাগে লইয়া গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

পিত্তজ বৃদ্ধিরোগে বিরেচনার্থ ইচ্ছাভেদীরস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য অথবা ভক্তোত্তরীয়বটী প্রযোজ্য।

রক্তজ বৃদ্ধি :—জলৌকার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ রক্তমোক্ষণ করিলে রক্তজ বৃদ্ধি বিনষ্ট হয়।

মেদজ বৃদ্ধি :—সুরসারাদিগণের প্রলেপ মেদজ বৃদ্ধিতে হিতকর।

মূত্রজ বৃদ্ধিতে :—অণ্ডকোষের উপর স্বেদ দিয়া বস্ত্র দ্বারা (ল্যাঙ্গট্) বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

রাস্নাদি কাথে (রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সোঁদাল, পলতা, গোক্ষুর ও বাসক) এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রজ বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

কফজ বৃদ্ধিতে :—ত্রিফলা ও ত্রিকটুর কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া পান করানো কর্ত্তব্য।

কতিপয় যোগ

কদম্ব পাতার দ্বারা অণ্ডকোষ বাঁধিয়া রাখিলে ও যে দিকের অণ্ডকোষ ফুলিয়াছে সেই দিকের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আঁট করিয়া তামার আংটী বাঁধিয়া রাখিলে অণ্ডকোষবৃদ্ধি নষ্ট হয়।

তামাক পাতার দ্বারা অণ্ডকোষ বাঁধিয়া রাখিলে অতি সত্বর শোথ ও বেদনার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ইহাতে বমি হইবার ভয় থাকে।

প্রাতে ভক্তোত্তরীয় বটী প্রযোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিযা লইয়া দুপুরে নিত্যানন্দরস ও বৈকালে শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথসহ বাতারিরস সেবন করিলে এবং সন্ধ্যায় বৃঃ সৈন্ধবাদিতৈল মালিশ করিলে বৃদ্ধিরোগ আরোগ্য হয়। (কৃষ্ণদাস)

শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিসহ বাটিযা অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

বৃদ্ধিরোগ পুরাতন হইলে শস্ত্রচিকিৎসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ব্রধ্ন (বাগী) চিকিৎসা :—প্রথমে ব্রধ্নকে বসাইবার এবং তাহার পর পাকাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাকিবার পর কাটিযা ফেলা উচিত।

বসাইবার জন্য—

(১) ডুমুরের আঠা ও মেটেসিন্দুর একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে—

(২) গন্ধবিরজার পটী লাগাইলে—

(৩) বটের আঠার প্রলেপ দিলে—

এবং (৪) আফিং ও গোলমরিচের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন বসিয়া যায়।

পাকাইবার জন্য—

(১) তেঁতুল পাতা বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে—

(২) তোপমারীর পুলটীশ লাগাইলে—

(৩) মানকচুর শিকড় বাটিয়া ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে—

(৪) ছাগদুগ্ধে গম পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে—

(৫) হরীতকী বাটিয়া ও রেড়ীর তৈলে ভাজিয়া তাহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে—

এবং (৬) কৃষ্ণজীরা, হবুষা, চেঁড়পাতা কুড় ও কুল, এইগুলি একত্রে কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাগী পাকিয়া থাকে।

ব্রণ (বাগী) পাকিবার পর কাটিয়া দিলে অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

গলগণ্ডাদি চিকিৎসা

"শুক্রক্ষয়ে ক্ষীরসর্পিষোরুপযোগো মধুরস্নিগ্ধসমাখ্যাতানাঞ্চাপরেষামেব দ্রব্যাণাম্। মূত্রক্ষয়ে পুনরিক্ষুরসবারুণীমণ্ডদ্রবমধুরাম্ললবণোপক্লেদিনাম্। পুরীষক্ষয়ে কুল্মাষমাষকুষ্কুণ্ডাজমধ্যযবশাকধান্যাম্লানাম্। বাতক্ষয়ে কটুকতিক্তকষায়রুক্ষলঘুশীতানাঞ্চ। পিত্তক্ষয়েঽম্ললবণকটুকক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণানাম্। শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধগুরুমধুরসান্দ্রপিচ্ছিলানাং দ্রব্যাণাং কর্ম্মাপি চ যদ্‌যদ্ যস্য ধাতোর্ব্বৃদ্ধিকরং তত্তদাসেব্যম্॥" —ইতি চরকে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ,—"শুক্রক্ষয় হইলে, শুক্রের সমান গুণবিশিষ্ট দুগ্ধ বা ঘৃতের উপযোগ অথবা অপরাপর মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন করা কর্ত্তব্য। মূত্রক্ষয় হইলে ইক্ষুরস, বারুণী, মণ্ড, দ্রব, মধুর, অম্ল, লবণ ও অতিস্নিগ্ধ দ্রব্যসকল সেবন করা কর্ত্তব্য। পুরীষক্ষয়ে কুল্মাষ, মাষকলাই, কুষ্কুণ্ড, ছাগলের মধ্যভাগ, যব, শাক এবং ধান্যাম্ল প্রভৃতি দ্রব্যসকল, বাতক্ষয়ে কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু এবং শীতল দ্রব্য; পিত্তক্ষয়ে অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্যসকল, শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর, সান্দ্র ও পিচ্ছিল দ্রব্যসকল সেবন করা কর্ত্তব্য। এবং যে যে ক্রিয়া দ্বারা যে যে ধাতুর বৃদ্ধি হয়, তাহাও করা উচিত।"

গলগণ্ড চিকিৎসা:—সর্ষপ, শজিনাবীজ, শোণবীজ, তিসি, যব ও মূলার বীজ, এইগুলি অম্লদধির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড আরোগ্য হয়।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল আতপ চাউলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড দূরীভূত হয়।

হুড়হুড়ে ও রসোন সমানভাগে লইয়া ও পেষণ করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে তরল স্রাব বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে গলগণ্ড বিদূরিত হয়।

মহিষের মূত্রে মণ্ডূর একমাসকাল ভিজাইয়া এবং তৎপর ঐ মূত্রে উহাকে মর্দ্দন করিয়া পুটপাকে ভস্ম করিতে হইবে। এই মণ্ডূরভস্ম ৵০ আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে গলগণ্ড আরোগ্য হয়।

তুম্বীতৈলের নস্য গ্রহণে এবং অমৃতাদ্যতৈলের মালিশে গলগণ্ড বিনষ্ট হইয়া থাকে। পানাভস্ম সর্ষপ তৈলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনের গলগণ্ড প্রশমিত হয়। পাকা তিতলাউএর মধ্যে জল পুরিয়া রাখিয়া ৭ দিন পর ঐ জল পান করিলে বা শ্বেত অপরাজিতার মূল জলসহ বাটিয়া ঘি সহ প্রাতে সেবন করিলে সদ্য গলগণ্ড প্রশমিত হয়।

গণ্ডগোপালিকার প্রলেপ দিলেও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়। গণ্ডগোপালিকা একপ্রকার কীট। আমবাগানে এই কীট যথেষ্ট পাওয়া যায়।

গণ্ডমালা চিকিৎসা :—গণ্ডমালার উৎকৃষ্ট ঔষধ হইল কাঞ্চনার গুগ্গুলু। প্রত্যহ প্রাতে ॥০ তোলা মাত্রায় সেব্য। অনুপান হরীতকী, মুণ্ডিরী ও খদিরসারের কাথ। (গণনাথ সেন)

মালিশের জন্য চক্রমর্দ্দতৈল ও নস্যের জন্য গুঞ্জাতৈল গণ্ডমালায় প্রযোজ্য।

গণ্ডমালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ হরিতালভস্ম। অনুপান গব্যঘৃত। পথ্য মাংস, দুধ ও ঘৃতপক্ক দ্রব্য। (কৃষ্ণদাস)

বরুণছালের কাথ মধুসহ পান করিলে এবং অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কাঞ্চনছাল চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া ৵০ আনা শুঁঠচূর্ণ সহ সেবন করিলে গণ্ডমালায় প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। (বিশ্বনাথ)

অপচী চিকিৎসা :—চন্দনাদিতৈল পান করিলে ; গুঞ্জাদিতৈল,

ছুছুন্দরীতৈল ও শাখোটতৈলের মালিশ করিলে এবং নিগুণ্ডীতৈল, ব্যোষাদিতৈল ও বিষ্ণুতৈলের নস্য লইলে অপচী ও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়।

অর্ব্বুদ ও গ্রন্থিরোগ চিকিৎসা:—সর্জ্জিক্ষার, মূলার ক্ষার ও শঙ্খভস্ম, একত্র মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

মূলার ক্ষার, হরিদ্রাক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলেও অর্ব্বুদ এবং গ্রন্থি বিনষ্ট হয়।

শজিনাবীজ, মূলাবীজ, শ্বেতসর্ষপ, তুলসী, ইন্দ্রযব ও করবীর, এইগুলি মাহিষ তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ ও গ্রন্থি বিনষ্ট হয়।

মল্লিখিত রসচিকিৎসা ৩য় খণ্ড, যক্ষ্মাচিকিৎসা ২য় খণ্ড ও ক্যানসার চিকিৎসা নামক গ্রন্থত্রয়ে গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি ও অপচী বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

রৌদ্ররস সর্ব্বপ্রকার অর্ব্বুদের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (পঞ্চানন)

ত্রিনেত্ররস প্রয়োগে গ্রন্থিরোগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। (প্যারিমোহন)

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গুলু, মহাভল্লাতকগুড়, অমৃতভল্লাতকঘৃত ও মহাতিক্তঘৃত প্রয়োগে গলগণ্ড, গ্রন্থি, অপচী, গণ্ডমালা ও অর্ব্বুদে উপকার হইয়া থাকে।

শ্লীপদ চিকিৎসা

"কুর্য্যান্নিপতিতে মূর্দ্ধ্নি সশেষং বাসবাশনিঃ।
সশেষমাতুরং কুর্য্যান্নত্বজ্ঞমতমৌষধম্॥
দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে।
যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি॥
ত্যক্তধর্ম্মস্য পাপস্য মৃত্যুভূতস্য দুর্ম্মতেঃ।
নরো নরকপাতী স্যাৎ তস্য সম্ভাষণাদপি॥"

—ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"ইন্দ্রের বজ্র মস্তকে পতিত হইলেও তথাপি প্রাণের আশা থাকে, পরন্তু অজ্ঞ বৈদ্যের ঔষধে কিছুমাত্র প্রাণের আশা করা যাইতে পারে না। রোগী রোগশয্যায় শয়ান ও দুঃখে আক্রান্ত হইয়া একান্ত মনে শ্রদ্ধা করিয়া বৈদ্যের উপর জীবন নির্ভর করিতেছে, এমন অবস্থায় যে জন ঔষধতত্ব সম্যক্ না জানিয়া ও আপনাকে প্রাজ্ঞ মনে করিয়া রোগীকে ঔষধ ব্যবস্থা করে, সেই ধর্ম্মত্যাগী, পাপী, যমস্বরূপ, দুর্ম্মতি চিকিৎসকের সহিত আলাপ করিলেও নরকগামী হইতে হয়।"

লঙ্ঘন, বিরেচন, স্বেদ, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণ ও শ্লেষ্মহারক ঔষধাদির দ্বারা শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

শ্লীপদরোগকে চলিত কথায় জলদোষজনিত রোগ বলিয়া থাকে। বাস্তবিক-পক্ষে শ্লীপদ জলাধিক্যবশতঃ কফজ ব্যাধি। অর্থাৎ, পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা হেতু আহাররসোৎপন্ন অপরিপক্ক কফ বা জল শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া রসবৃদ্ধিজনিত উপসর্গসকল সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই বর্দ্ধিত অপক্ক রসই শ্লীপদ-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ অণ্ডকোষে, দুইপদে, জঙ্ঘা এবং উরুতে ইহার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্লীপদে কর্ষণ ক্রিয়া বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য,—একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে অন্নগ্রহণ না করা কর্ত্তব্য। অন্নের পরিবর্ত্তে লঘু পথ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। একসের জলকে একপোয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া পান করা এবং গরম জলে স্নান করা উচিত।

শ্বেতসর্ষপ, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা গোমূত্রে পেষণ করিয়া অথবা পুনর্নবা ও সর্ষপ বা শুঁঠ ও সর্ষপ কাঁজিতে পেষণ করিয়া শ্লীপদে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ধুতুরামূল, এরণ্ডমূল, পুনর্নবামূল, শজিনামূল এবং সর্ষপ, একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে দীর্ঘকালজাত শ্লীপদ আরোগ্য হয়।

তালের তাড়ীতে বেড়েলামূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ আরোগ্য হয়।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস রস—দুই তোলা পানের রস ও ১ তোলা সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্লীপদ আরোগ্য হয়। (পূর্ণেন্দু)

বাতারিরস—শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ সহ সেবন করিলে শ্লীপদ দূরীভূত হয়।

অমৃতীকৃত তাম্র ২ রতি মাত্রায় আদার রস ও মধু সহ সেবন করিয়া হরিদ্রা-চূর্ণ ও গুড় মিশ্রিত গোমূত্র পান করিলে শ্লীপদ আরোগ্য হয়।

এরণ্ডতৈলে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া তাহার অর্দ্ধতোলা ও গোমূত্র অর্দ্ধপোয়া, একত্রে প্রত্যহ সেবন করিলে এক মাসের মধ্যেই শ্লীপদ রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

নিমছাল ৵৹ আনা ও খদিরসার ৵৹ আনা, একত্রে গোমূত্র সহ সেবন করিলে শ্লীপদ আরোগ্য হয়।

আকন্দমূলের ছাল কাঁজিসহ বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদে উপকার পাওয়া যায়।

একপোয়া কাঁজি ও একতোলা সর্ষপ তৈল একত্রে প্রত্যহ পান করিলে ১৫ দিনের মধ্যে আমদোষ নষ্ট হইয়া শ্লীপদ নষ্ট হয়।

গুলঞ্চের ক্বাথ ½ পোয়া ও সর্ষপ তৈল এক আনা, একসঙ্গে পান করিলে শ্লীপদ নষ্ট হয়।

বৃদ্ধদারকচূর্ণ, পিপ্পল্যাদিচূর্ণ ও কৃষ্ণাদ্য মোদক এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সৌরেশ্বর ঘৃত পান করিলে ও বিড়ঙ্গাদি তৈল মালিশ করিলে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয়।

নিত্যানন্দ রস ও শ্লীপদগজকেশরী, শ্লীপদরোগের দুইটি বিখ্যাত কার্য্যকরী ঔষধ।

বিদ্রধি চিকিৎসা

"পক্তৌ হি কারণং পক্তুর্যথাপাত্রেন্ধনানলাঃ।
বিজেতুর্বিজয়ে ভূমিশ্চমূঃ প্রহরণানি চ॥
আতুরাদ্যাস্তথা সিদ্ধৌ পাদাঃ কারণসংজ্ঞিতঃ।
বৈদ্যস্যাতশ্চিকিৎসায়াং প্রধানং কারণং ভিষক্॥
মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যাঃ কুম্ভকারাদৃতে যথা।
নাবহন্তি গুণং বৈদ্যাদৃতে পাদত্রয়ং তথা॥
গন্ধর্ব্বপুরবন্নাশং যদ্বিকারাঃ সুদারুণাঃ।
যান্তি যচ্চেতরে বৃদ্ধিমাশূপায়প্রতীক্ষিণঃ॥
সতি পাদত্রয়ে জ্ঞোঽজ্ঞো ভিষগেবাত্রকারণম্।
বরমাত্মাহতোঽজ্ঞেন ন চিকিৎসা প্রবর্ত্তিতা॥"

—ইতি চরকে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"পাককার্য্যে পাত্র, কাষ্ঠ ও অগ্নি প্রভৃতি কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যেমন পাচকের প্রাধান্য বলিতে হইবে; জয়কার্য্যে ভূমি, সৈন্য ও অস্ত্রাদির কারণত্ব থাকিলেও যেরূপ সেনাপতিরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, সেইরূপ আরোগ্য বিষয়ে রোগী, পরিচারক ও ঔষধ কারণ হইলেও চিকিৎসককে প্রধান কারণ বলা যায়। মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র এবং সূত্র প্রভৃতি কুম্ভকারের অবর্ত্তমানে যেমন ঘট নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রোগী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ও বৈদ্য ব্যতীত কোন কার্য্যকর হয় না। দারুণ রোগসকল যদি গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় শীঘ্র নাশ পায় অথবা অতি সহজ রোগসকলও যদি উপায় পাইয়া আশু বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ঔষধ, পরিচারক ও রোগী, এই ত্রিপাদ কারণ বিদ্যমান থাকিতেও বলা যায় যে, বৈদ্য জ্ঞানী, একারণ রোগ নাশ হইয়াছে অথবা বৈদ্য মূর্খ, একারণ

রোগের বৃদ্ধি হইয়াছে। আপনা আপনি মরিয়া যাওয়াও ভাল, তথাপি মূর্খ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া উচিত নহে।"

বাতজ বিদ্রধিতে—**কজ্জলী যোগ** ২ রতি হইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় বরুণাদিগণের কাথ বা দশমূলের কাথসহ প্রযোজ্য।

বাতারি রস দশমূলের কাথ বা শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথসহ প্রয়োগ করিলেও বাতজ বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

পিত্তজ বিদ্রধিতে—**মাণিক্যরস** গুলঞ্চের রস ও মধুসহ, **পঞ্চতিক্ত-ঘৃতগুগগুলু** ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ এবং **শোধিত হিঙ্গুল** ২ রতি মাত্রায় পলতার রস, চিনি ও মধুসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পলতা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কটকী ও অনন্তমূলের কাথসহ **কজ্জলী যোগ** প্রয়োগ করিলেও পিত্তজ বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

কফজ বিদ্রধিতে—**পঞ্চতিক্তঘৃত গুগগুলু** ঈষদুষ্ণ দুধসহ, **মকরধ্বজ** ১ রতি নিমপাতার রস ও মধুসহ এবং **মহালক্ষ্মীবিলাস রস** দশমূলের কাথসহ সেব্য। শোধিত ও অভ্রপুট-দগ্ধ **হরিতাল** গরম ঘি সহ খাইয়া ত্রিফলার কাথে গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও কফজ বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে—হরিতালভস্ম ১/১৬ রতি মাত্রায়, মাণিক্যরস, তাম্রভস্ম ও পঞ্চতিক্তঘৃত গুগগুলু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

রক্তপ্রকোপজ বিদ্রধিতে—রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ত্রিফলা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, পলতা, হরীতকী, কটুকী ও চিরতার কাথসহ **মাণিক্যরস** সেবন করিলে রক্তপ্রকোপজ বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

গুহ্যদেশস্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ও দশমূলের কাথে গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া তৎসহ ২ রতি মাত্রায় **তাম্রভস্ম** বা শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথসহ **বাতারি রস** সেবন করা কর্ত্তব্য।

বস্তিদেশস্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—তৃণপঞ্চমূলের কাথসহ ১ রতি মাত্রায় **রসতালক** প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নাভিস্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—উপযুক্ত মাত্রায় **রসপর্পটী** জীরাবাটা ও মধুসহ পর্পটী সেবনের নিয়ম অনুযায়ী সেব্য।

কুক্ষিতে অন্তর্বিদ্রধি—এরণ্ডমূলের রসসহ **বাতারি রস** ও সজিনাছালের রস, হিং এবং মধুসহ ২ রতি মাত্রায় **তাম্রভস্ম** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বঙ্ক্ষণস্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—স্বল্প পঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, শুঁঠ, পুনর্নবা ও দেবদারুর কাথ সহ **মাণিক্যরস** প্রয়োগ করা উচিত।

বৃক্কস্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—সজিনাছালের রস ও মধু সহ ২ রতি মাত্রায় **তাম্রভস্ম** এবং কুড়, গোক্ষুর, বরুণছাল ও এরণ্ডমূলের কাথ সহ **পাষাণভেদী রস** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

প্লীহাস্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—জীরাবাটা, হিং ও মধু সহ **রসপর্পটী** বা **তাম্রপর্পটী** প্রযোজ্য। রামপ্রসাদ)

যকৃতস্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—আদার রস ও মধু সহ ২ রতি মাত্রায় **সোমনাথতাম্র** (মৎপ্রণীত রসচিকিৎসা ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং কুলেখাড়ার রস ও মধু সহ ২ রতি মাত্রায় **শোধিত হিঙ্গুল** প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

হৃদয়স্থ অন্তর্বিদ্রধিতে—বেদানার রস ও মধু সহ **নাগার্জ্জুনাভ্র** এবং গব্যঘৃত সহ ½ রতি মাত্রায় **হরিতাল ভস্ম** প্রয়োগ করিয়া প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। (ভূদেব)

ব্রণশোথ চিকিৎসা

" আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্দ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্॥
পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমং বৈকৃতাপহম্॥"

—ইতি সুশ্রুতে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"প্রথম—বিম্লাপন অর্থাৎ অঙ্গুলী প্রভৃতি দ্বারা মর্দ্দন করিয়া শোথের বিলোপ করা, দ্বিতীয়—অবসেচন অর্থাৎ জলৌকাদি দ্বারা রক্তস্রাব করা, তৃতীয়—উপনাহ অর্থাৎ বন্ধন, চতুর্থ—পাটনক্রিয়া অর্থাৎ বিদারণ, পঞ্চম—শোধন অর্থাৎ দূষিত রক্তপুঁযাদি নিঃসরণ করা, ষষ্ঠ—রোপণ অর্থাৎ ক্ষতপূরণ ও শুষ্ককরণ এবং সপ্তম—বৈকৃতাপহ অর্থাৎ ক্ষতস্থান চর্ম্মের সমান বর্ণকরণ ও লোম জন্মান; ব্রণ অর্থাৎ পকশোথ চিকিৎসা করিতে হইলে এই সপ্তবিধ ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়।"

টাবালেবুর মূল, কেলেকড়া, দেবদারু, শুঁঠ, রাস্না ও গণিয়ারী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে বাতজ ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুর ও অম্লবেতস, এই সকল দ্রব্যের ছাল বাটিয়া ও ঘৃত মাখাইয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়। এই প্রলেপে আগন্তুজ ও রক্তজ ব্রণশোথও আরোগ্য হয়।

পিপুল, পুরাতন তিলকল্ক (তিলের খইল), শজিনাছাল, বালুকা ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়।

যবচূর্ণ সহ পুরাতন গব্যঘৃত মাখাইয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ অচিরে পাকিয়া থাকে।

তোপমারী বা তিসির প্রলেপেও শোথ পাকিয়া থাকে।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও নালুকা, ইহাদের প্রলেপে সর্ব্বপ্রকার ব্রণশোথ অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

কুনো বা কটকটে ব্যাঙের সদ্যকাটা উদরের মাংস ব্রণশোথ বা বিদ্রধির উপর কাপড়ের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে পচ্যমান এমনকি পক ব্রণশোথও মন্ত্রবৎ আরোগ্য হয়। ইহা ১০।১২ ঘণ্টার বেশী বাঁধিয়া রাখা উচিত নহে।

যে ব্রণশোথ বিবর্ণ, কঠিন ও অল্প বেদনান্বিত, সেই ব্রণশোথ হইতে রক্তমোক্ষণ

করা কর্ত্তব্য। জলৌকা দ্বারা বা শস্ত্রোপচার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা চলিতে পারে।

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, শজিনাবীজ ও শ্বেতসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া ও উত্তপ্ত করিয়া তাহার স্বেদ দিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

শুষ্ক হলুদ পোড়াইয়া কৃষ্ণবর্ণের ভস্ম করিতে হইবে। এই হলুদভস্ম এক ভাগ ও সাজিমাটী এক ভাগ একত্রে অল্প জলে মিশ্রিত করিয়া পক্কশোথে লাগাইলে উহা বিদীর্ণ হয়।

পায়রার মল অল্প জলে গুলিয়া লেপ দিলে পক্কশোথ বিদীর্ণ হয়। শোথের চামড়া পাতলা হইলে লেপ ৩।৪ বার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। পুরু হইলে ৫।৭ বার লাগাইতে হয়।

প্রয়োজনানুরূপ মাষকলায়, ময়দা এবং যবের গুঁড়া সমপরিমাণে লইয়া জলে বাটিয়া বিদীর্ণ শোথের উপরে প্রলেপ দিতে হইবে। এই প্রলেপ যত শুকাইবে ততই ভিতরকার সঞ্চিত পুঁযরক্তাদি নিঃসৃত হইতে থাকিবে।

বিদীর্ণ ক্ষুদ্র শোথের চারিপাশে লবণ ও তুলসী পাতা বাটিয়া লাগাইলে পুঁযরক্ত নিঃসৃত হয়।

হরীতকী, তেউড়ী, দন্তী, ঈশলাঙ্গলা, মধু ও সৈন্ধব, ইহাদের বর্ত্তি কিম্বা নিমপাতা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, ঘৃত ও মধু, ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ শোধিত হয় ও পূরিয়া উঠে।

পলতা ও নিমপাতার কাথ দ্বারা ধৌয়াইলে সকলপ্রকার ব্রণ শোধিত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, জাম ও লোধ, ইহাদের ছালের চূর্ণ ব্রণের উপর প্রক্ষিপ্ত করিলে ব্রণসকল শীঘ্রই পূরিয়া উঠে।

নিমের পাতা, কৃষ্ণতিল ও মধু উত্তমরূপে একসঙ্গে পেষণ করিয়া প্রলেপ লাগাইলে ব্রণ পূরিয়া উঠে।

গরুর দাঁত জলে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ পাকে এবং স্বয়ং বিদীর্ণ হয়।

পুরাতন মনুষ্য কপালাস্থি গোমূত্র দ্বারা ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষতরোপণ হয়। ইহা অসাধ্য ক্ষতের রোপক।

পুরাতন ঘৃত শতধৌত করিয়া শ্বেতধূনার চূর্ণসহ উত্তমরূপে ফেনাইয়া ক্ষতে লাগাইলে সাধারণ ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার সহিত মোম মিশ্রিত করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নারিকেল তৈল ও চূণের জল একত্র ফেনাইয়া লাগাইলে অগ্নিদগ্ধ ব্রণের দাহশান্তি হয়।

তিক্তাদ্যঘৃত, জাত্যাদ্যঘৃত, বৃহজ্জাতিকাদি তৈল ও বৃহৎ ব্রণরাক্ষসতৈল ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্রণরাক্ষসতৈল—কটুতৈল /॥০ সের, ঘৃত /।০ পোয়া। পাকার্থ-আকন্দপাতার রস /৩ সের, কল্কার্থ—চিতাপাতা ৮ তোলা। আবৃত পাত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে পারদ ॥০ তোলা, গন্ধক ১ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) ; শ্বেতধূনা, মেটে সিন্দূর, শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা, গেরিমাটী, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্বেতসর্ষপ, প্রত্যেক ১ তোলা মিশাইয়া আবৃত পাত্রে রাখিতে হইবে। ঈষদুষ্ণ করিয়া লাগাইতে হয়। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত, ব্রণ, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, বিস্ফোট, কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ক্ষতান্তক মলম :—ঘৃত এক ছটাক, মোম ১ তোলা, শ্বেতধূনা ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ॥০ তোলা, যথাক্রমে হাতায় পাক করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। প্রয়োগকালে ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে নানাবিধ ব্রণ ও ক্ষত আরোগ্য হয়।

শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, একত্র বাটিয়া ঘৃতমধু সহ প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানের ত্বক স্বাভাবিক বর্ণপ্রাপ্ত হয়।

ব্রণস্থানে রোম অঙ্কুরিত না হইলে চতুষ্পাদ জন্তুর চর্ম্মভস্ম, রোমভস্ম,

খুরভস্ম, শৃঙ্গভস্ম ও অস্থিভস্ম, একত্রে তৈলাক্ত করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে রোম অঙ্কুরিত হয়।

ব্রণশোথে সেবনার্থ মাণিক্যরস, পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু, ব্রণগজাঙ্কুশ ও কৈশোর-গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করা চলিতে পারে।

ভগ্ন চিকিৎসা

"দেহস্য রুধিরং মূলং রুধিরেণৈব ধার্য্যতে।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতি স্থিতিঃ॥
ক্ষতরক্তস্য সেকাদ্যৈঃ শীতৈঃ প্রকুপিতেঽনিলে।
শোফং সতোদং কোষ্ণেণ সর্পিষা পরিষেচয়েৎ॥"

—ইতি, সুশ্রুতে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"রক্তই শরীরের মূল ও দেহকে ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং দেহ-রক্ষক শোণিত সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় জানিবে। রক্তস্রাবযুক্ত ব্যক্তির বায়ুবৃদ্ধি হইলে শীতল সেঁকাদি দ্বারা প্রকুপিত বায়ুর প্রশমন এবং বেদনার সহিত শোথ জন্মিলে ঈষদুষ্ণ ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।"

(১) **বরাটিকাযোগ**—বরাটিকা ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ১ ভাগ, প্রবালভস্ম ১ ভাগ, সমুদ্রশুক্তিভস্ম ১ ভাগ ও মুক্তাভস্ম ১ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৫ দিন অম্লদধির ভাবনা দিয়া ৫ রতি করিয়া বটী করিতে হইবে। ইহা মধু ও বল্‌কা দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অস্থিভঙ্গ, অস্থির যক্ষ্মা, জীর্ণজ্বর ও রক্তদুষ্টিজনিত বহুপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়। (নলিনীরঞ্জন সেন)

(২) **রসসিন্দূর**—২ রতি মাত্রায়, বাবলাছালচূর্ণ ৴০ আনা, দুগ্ধ ও মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অস্থিভঙ্গ সংযোজিত হয়।

(৩) **সন্ধানামৃতরস**—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, লাক্ষাচূর্ণ ১ ভাগ,

অর্জ্জুনছালচূর্ণ ১ ভাগ, বাসকছাল চূর্ণ ১ ভাগ, হাড়জোড়া ১ ভাগ, যষ্টিমধু চূর্ণ ১ ভাগ, এইগুলি একত্রে ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় একবারমাত্র-প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ অনুপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার ভগ্ন সংযোজিত হয়।

(৪) বব্বুলাদিলেপ—বাবলাছাল চূর্ণ ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, হরীতকী ১ ভাগ, বহেড়া ১ ভাগ, শুঁঠ ১ ভাগ, পিপুল ১ ভাগ, গোলমরিচ ১ ভাগ এবং গুগ্গুলু ৭ ভাগ, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিলে ভগ্নসন্ধি সংযোজিত হয়।

(৫) বজ্রলেপ—হাড়জোড়া, অর্জ্জুনছাল, লাক্ষা, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক এক এক ভাগ এবং গুগ্গুলু ৫ ভাগ, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থি যায় সংযোজিত হয়। (কৃষ্ণদাস)

নাড়ীব্রণ চিকিৎসা

"যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্॥
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতি রাজতঃ॥
উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মণি।
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ॥"

—ইতি সুশ্রুতে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ অর্থাৎ, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু চিকিৎসাকার্য্যে সবিশেষ নিপুণ নহেন, সেই ব্যক্তি রোগী প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধস্থানে উপস্থিত ভীত লোকের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। আর যে ব্যক্তি চিকিৎসাকার্য্যে উত্তমরূপ পারদর্শী, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, কিন্তু

ধৃষ্টতাবশতঃ চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত সমাজে কখনই সমাদৃত হইতে পারে না, বিশেষতঃ রাজার দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত জানিবে। এবম্প্রকার দ্বিবিধ অল্প-শিক্ষিত ও চিকিৎসাকার্য্যে অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিই এক পক্ষবিহীন পক্ষীর ন্যায় কার্য্যসাধনে অসমর্থ বলিয়া জানিবে।"

বাতজ নাড়ীব্রণে—ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে তিল ও আপাং এর ফল বাটিয়া ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর দিন সকালে বৃঃ পঞ্চমূলের কাথসহ উহা ধুইয়া হিংস্রাদ্য তৈল লাগাইতে হইবে।

পিত্তজ নাড়ীব্রণে:—পিত্তজ নাড়ীব্রণ বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে তিল, হাতীশুঁড়া ও যষ্টিমধুর কল্ক প্রয়োগ করিয়া পরদিন হরিদ্রা, সোমলতা ও নিমের কাথসহ উহা ধুইয়া শ্যামাঘৃত লাগাইতে হইবে।

কফজ নাড়ীব্রণে:—ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া নিমপাতা, তিল, চিতা, দন্তী, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও সৈন্ধব লবণের কল্ক প্রয়োগ করিয়া পরদিন নিম, জাতি, আকন্দ ও পিলুর স্বরস বা কাথসহ ধুইয়া সর্জ্জিকাদ্য তৈল লাগানো কর্ত্তব্য।

বাতজ নাড়ীব্রণে মসিনার পুলটীশ, পিত্তজ নাড়ীব্রণে দুগ্ধ ও ঘৃতের সেঁক এবং কফজ নাড়ীব্রণে কুলথকলাই, শ্বেতসর্ষপ, যবের ছাতু ও সুরাবীজের উপনাহ স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

দারুহরিদ্রার কল্কে মনসার আঠা ও আকন্দের আঠা মিশ্রিত করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নালীতে প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

ব্রণরাক্ষসতৈল নাড়ীব্রণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাপরমালীর আঠা নাড়ীব্রণের মুখে লাগাইলে, নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়। কদম্বপাতা দিয়া নালীর মুখ বাঁধিয়া রাখিলে ভিতর হইতে দূষিত রক্তপূঁয বাহির হইয়া ক্ষত আরোগ্য হয়।

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খয়ের একত্র মর্দ্দন করিয়া লাগাইলে নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা, ত্রিকটু ও গুগগুলু, ঘি সহ মর্দ্দন করিয়া নালীর মুখে প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

নিসিন্দাপাতার রস /৪ সের ও তিলতৈল /৪ সের একত্র পাক করিয়া উক্ত তৈল লাগাইলে নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

এক ছটাক মেষলোম ভস্ম, তিতলাউএর রস /১ সের ও সর্ষপতৈল /১০সের, একত্র পাক করিয়া লাগাইলে অতি কঠিন নাড়ীব্রণও আরোগ্য হয়।

কর্চূরতৈল ও ভল্লাতকাদ্যতৈল নাড়ীব্রণের পক্ষে উৎকৃষ্ট। সেবনার্থে সপ্তাঙ্গগুগগুলু শ্রেষ্ঠ। পঞ্চতিক্তঘৃতগুগগুলু, পঞ্চতিক্তঘৃত, অমৃতভল্লাতক, মহাভল্লাতক, মানিক্যরস, কজ্জলীযোগ এবং শোধিত আমলাসা-গন্ধক ৵০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায়, দুগ্ধ ও চিনিসহ সেবন করিলে ব্রণ ও নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

বহুরের ননী :—একটী শাঁসযুক্ত ডাবের মধ্যে ২½ তোলা আপাং পাতার রস, ২½ তোলা কাঁচা পেঁয়াজের রস, গাঁজাচূর্ণ ॥০ তোলা ও মাখন /৵০ পোয়া, একসঙ্গে প্রবিষ্ট করিয়া উক্ত ডাবের মুখ বন্ধ করিয়া ও চতুর্দ্দিকে মাটীর প্রলেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিতে হইবে। যখন ডাবের জল মরিয়া শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া বন্ধ হইবে তখন উহা উঠাইয়া ভিতরের পদার্থ বাহির করিয়া লইতে হইবে। ইহাই বহুরের ননী। ইহা ঈষদুষ্ণ করিয়া লাগাইলে নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

ভগন্দর চিকিৎসা

"ছেত্তাদিষনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ॥

যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান্ স সমর্থোঽর্থসাধনে।
আহবে কর্ম্ম নির্ব্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা ॥"

—ইতি সুশ্রুতে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"ছেদ্যাদি ও স্নেহাদিকার্য্যে অনভিজ্ঞ কুচিকিৎসক অর্থলোভের বশীভূত হইয়াই অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিয়া থাকে। রাজার অনবধানতাবশতঃই ঈদৃশ কুবৈদ্যের উৎপত্তি হয় জানিবে। অতএব যে ব্যক্তি উভয়জ্ঞ অর্থাৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসাকর্ম্মাভ্যাসে অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান, সেই ব্যক্তিই যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত দ্বিচক্র রথের ন্যায়, পীড়িত ব্যক্তির আরোগ্য-বিধানে সমর্থ হইতে পারেন।"

ভগন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ তাম্রভস্ম। এই তাম্রভস্ম পারদ-গন্ধক সহযোগে প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইহা ঘৃত ও মধুসহ সেবন করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় কার্য্যকরী ঔষধ অমৃতভল্লাতক ঘৃত, তৃতীয় মহাভল্লাতকগুড়, চতুর্থ সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরীঘৃত, পঞ্চম পঞ্চতিক্তঘৃতগুগগুলু, ষষ্ঠ মানিক্যরস।

লাগাইবার জন্য ব্রণরাক্ষসতৈল, করবীরাদ্যতৈল ও অর্কতৈল শ্রেষ্ঠ।

নবকার্ষিক গুগগুলু এই রোগের অপর একটি উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ঔষধ।

উপদংশ চিকিৎসা

"একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ম্।
তস্মাদ্বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ ॥
শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ

-ইতি সুশ্রুতে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"কেবল একটিমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ প্রকৃতরূপে সংগ্রহ করিতে পারা যায় না, অতএব চিকিৎসক বহু শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি গুরুর নিকটে শাস্ত্র শ্রবণপূর্ব্বক অর্থের সহিত অনেকবার অভ্যাস করতঃ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সচ্চিকিৎসক। আর যে ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক চিকিৎসক সাজিয়া রোগীর নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করে এবং চিকিৎসায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক লোকের প্রাণসংহার করিয়া থাকে, তাহাকে তস্কর বলা যায়।"

গর্মী ও উপদংশ রোগ এক নহে। সেইজন্য পারদঘটিত ঔষধে উপদংশ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে। গাছ-গাছড়ার ঔষধেই এই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

ক্ষতধৌতের জন্য :—ত্রিফলার কাথ; জয়ন্তীর কাথ; জাতিপত্রের কাথ; করবীর, আকন্দ ও সোঁদাল পত্রের কাথ এবং ভৃঙ্গরাজের রস ব্যবহার্য্য। এই সকল দ্বারা লিঙ্গ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

বাতজ উপদংশে :—পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দেবদারু, রাস্না, কুড় ও ছোট এলাচ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পিত্তজ উপদংশে :—গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য বা পদ্ম, নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, শাল, অর্জ্জুন, বেতস ও যষ্টিমধু। এই সকল দ্রব্য পেষিত ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কফজ উপদংশে :—শাল, পিয়াশাল, লতাশাল ও ধাওয়া, ইহাদের ছাল সুরা দ্বারা পেষণপূর্ব্বক তৈল সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দেওয়া উচিত। দারুহরিদ্রার ছাল, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময়রস, তৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহার প্রলেপও কফজ উপদংশে প্রদান করা চলিতে পারে।

সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, গৈরিক, তুঁতে, হিরাকশ, সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, রেণুকা ও এলাচ, এই সকল চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া উপদংশের ক্ষতে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ আরোগ্য হয়।

সোঁদাল, নিম, চিরতা ও ত্রিফলার কাথ; খদির ও অসনের কাথ এবং গুগগুলু সংযুক্ত ত্রিফলার কাথ সেবন করিলে উপদংশে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

ত্রিফলাভস্ম মধু ও সৈন্ধবলবণসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশে সুফল পাওয়া যায়।

শিরীষছাল বা হরীতকীর সহিত রসাঞ্জন পেষণ করিয়া ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে এবং করবী গাছের মূল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপদংশে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

করঞ্জাদ্যঘৃত, ভূনিম্বাদ্যঘৃত, বরাদি গুগগুলু, আগরধূমাদ্যতৈল, গজীতৈল, জবাদিতৈল, কোষাতকী তৈল, এই সকল শাস্ত্রীয় ঔষধ উপদংশে বিশেষ ফল প্রদান করে।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগগুলু উপদংশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এবং মানিক্যরসও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্য্যকরী ঔষধ। (হরিদাস শাস্ত্রী)

লিঙ্গার্শ চিকিৎসা :—মল্লিখিত ক্যানসার চিকিৎসা নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সর্জ্জিক্ষার, তুঁতে, শৈলজ, রসোন, রসাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে লিঙ্গার্শ বিনষ্ট হয়।

শূকদোষ চিকিৎসা :—মল্লিখিত উক্ত ক্যানসার চিকিৎসা নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলার কাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, শীতল জলে রসাঞ্জন পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এবং শীতল দুগ্ধে ধৌত করিয়া দার্ব্বী তৈল লাগাইলে শূকদোষ নিবারিত হয়।

জার্ব্বীতৈল প্রস্তুতি বিধি :—দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহধূম ও হরিদ্রা, ইহাদের বল্কসহ যথারীতি তৈল পাক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল লাগাইলে মেহরোগ অবশ্যই আরোগ্য হইবে।

কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা

"সাধ্যোঽযমিতি যঃ পূর্ব্বং নরো রোগমুপেক্ষতে।
স কিঞ্চিৎকালমাসাদ্য মৃত এবাববুধ্যতে॥
যস্তু প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু চ।
ভেষজং কুরুতে সম্যক্ স চিরং সুখমশ্নুতে॥
যথা হ্যল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ন তু চ্ছেদ্যতমো ভবেৎ॥
এবমেব বিকারোঽপি তরুণঃ সাধ্যতে সুখম্।
বিবৃদ্ধঃ সাধ্যতে কৃচ্ছ্রাদসাধ্যো বাপি জায়তে॥"
—ইতি চরকে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ,—"যে ব্যক্তি রোগকে সাধ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করে, কিছুকাল পরে তাহার এরূপ অবস্থা হয় যে, তাহাকে মৃত বলিয়াই বোধ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি রোগের পূর্ব্ব হইতেই কিম্বা রোগের তরুণ অবস্থায় চিকিৎসা করে, সে চিরকাল সম্যক্ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন অল্প যত্নেই তরুণ তরু ছেদন করা যায়, কিন্তু অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইলে ছেদন করা দুষ্কর, সেইরূপ তরুণরোগ অনায়াসে সাধ্য হয় এবং প্রবৃদ্ধ হইলে কষ্টসাধ্য বা অসাধ্যও হইতে পারে।"

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুষ্ঠনাশক দ্রব্য হইল খদিরকাষ্ঠ, পঞ্চনিম্ব, সোমরাজী বীজ, চিরতা, অনন্তমূল, বাকুচি বীজ, চালমুগড়া বীজ, ভল্লাতক, পঞ্চতিক্ত (বাসকছাল, কণ্টকারী, নিম, গুলঞ্চ ও পলতা), মঞ্জিষ্ঠা, কুলেখাড়াবীজ, শতমূল, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, ছাতিম, যষ্টিমধু, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সীসক, মনঃশিলা, দাবমূল, মিঠাবিষ, কৃষ্ণসর্প বিষ, লাঙ্গলী বিষ, আকন্দ, ধুতুরা, মনসা সিঁজের ও ভেকাঁটা

সিজের ক্ষীর, জয়পাল, কুপিলু, চিতামূল, গব্য ও মাহিষ ঘৃত, মুগ-ছোলা-অড়হরের ডাল, গোধূম, যব ও শালিধান্যের অন্ন, তিল-সর্ষপ-চালমুগড়া-নিম তৈল, তুলসীপত্র, গোমূত্র, কাঁচা হলুদ প্রভৃতি।

উৎকৃষ্ট কুষ্ঠনাশক পাচন:—মঞ্জিষ্ঠাদি কষায় (স্বল্প, মধ্যম ও বৃহৎ, তিনটিই), অমৃতাদি কষায় ও পঞ্চতিক্ত কষায়।

কুষ্ঠনাশক উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুলু ঘটিত ঔষধ:—অমৃতাগুগ্‌গুলু, এক-বিংশতিক গুগ্‌গুলু, পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু এবং কৈশোর গুগ্‌গুলু।

উৎকৃষ্ট কুষ্ঠনাশক ঘৃত:—পঞ্চতিক্ত ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, অমৃতভল্লাতক ঘৃত ও সোমরাজী ঘৃত।

উৎকৃষ্ট কুষ্ঠনাশক গুড় হইল:—মহাভল্লাতক গুড়।

হরিতালঘটিত উৎকৃষ্ট কুষ্ঠনাশক মহৌষধ:—তালকেশ্বর, মহাতাল-কেশ্বর রস, রসমাণিক্য, মাণিক্যরস, স্বর্ণসমীরপন্নগ রস, হরিতাল ভস্ম, মল্লসিন্দুর ও রসতালক।

কুষ্ঠনাশক উৎকৃষ্ট পারদঘটিত ঔষধ:—পারদভস্ম, চন্দ্রানন রস, কুষ্ঠকালানল রস, পারিভদ্র রস, কুষ্ঠান্ত পর্পটি, কুষ্ঠকুঠার রস, বজ্রশেখর রস, কুষ্ঠনাশক রস, আরোগ্যবর্দ্ধিনী ও নারায়ণ রস।

কুষ্ঠনাশক উৎকৃষ্ট তাম্রঘটিত ঔষধ:—আদিত্য রস, উদয়াদিত্য রস, ত্রিনেত্র রস, উদয়ভাস্কর রস, সর্বেশ্বর রস ও মেদিনীসার রস।

কুষ্ঠনাশক উৎকৃষ্ট স্বর্ণঘটিত ঔষধ:—কনকসুন্দর রস।

উৎকৃষ্ট হীরকঘটিত কুষ্ঠনাশক ঔষধ:—বজ্রধার রস।

কুষ্ঠনাশক উৎকৃষ্ট প্রলেপ:—পারদ, সোহাগা, গন্ধক, তাম্র, পিপুল, কুড় ও চন্দন, এইগুলি সমভাগে লইয়া মাতুলুঙ্গ রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার প্রলেপ প্রযোজ্য।

কুষ্ঠে স্পর্শজ্ঞানের অভাব হইলে সুপ্তান্তক রস প্রযোজ্য।

সুপ্তান্তক রস :—পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভেলা, বিড়ঙ্গ, মিঠাবিষ, হরীতকী ও বচ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ভেলার রসে মর্দ্দন করিয়া এক আনা মাত্রায়, মধু সহ সেবন করিলে কুষ্ঠে স্পর্শজ্ঞানের অভাব দূরীভূত হয়।

কুষ্ঠনাশক উৎকৃষ্ট তৈল :—অর্কমনঃশিলা তৈল, অর্কতৈল, দূর্ব্বাদ্য তৈল, আদিত্যপাক তৈল, করবীরাদ্য তৈল, শ্বেতকরবীরাদ্য তৈল, কুষ্ঠরাক্ষস তৈল, কৃষ্ণসর্প তৈল, কুষ্ঠকালানল তৈল, মরিচাদি তৈল, বৃঃ মরিচাদি তৈল, বাসারক্ত. তৈল, কন্দর্পসার তৈল, কচ্ছুরাক্ষস তৈল, সোমরাজী তৈল, বৃঃ সোমরাজী তৈল, পৃথ্বীসার তৈল, গণ্ডীরিকাদ্য তৈল।

দদ্রুকুষ্ঠে :—দাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ হইল গন্ধক। যে দাদ কিছুতেই সারে না তাহাতে গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত কেরোসিন তৈল লাগাইলে আরোগ্য হইবেই।

গন্ধক, মাজুফল, তুঁতে ও চিনি একত্রে সর্ষপ তৈলে মর্দ্দন করিয়া লাগাইলে দাদ নষ্ট হয়।

ধুনো, চাকুন্দে বীজ, হরীতকী ও পান্তাভাত, সমভাগে একত্র লইয়া পান্তার জলে বাটিয়া লাগাইলে দাদ আরোগ্য হয়।

কণক তৈল, মহাক[illegible]ক তৈল, মরিচাদি তৈল ও সোমরাজী তৈল, এই শাস্ত্রীয় তৈলগুলি দাদের ভাল ঔষধ।

সিদ্ধ (ছুলী) :—সোঁদাল পাতা কাঁজিতে বাটিয়া লাগাইলে ছুলী আরোগ্য হয়।

শোধিত গন্ধক ও যবক্ষার সমভাগে সরিষার তৈলে বাটিয়া লাগাইলে ছুলী বিদূরিত হয়।

শ্বেতচন্দন ঘষা ও সোহাগার খৈ একত্র মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে ছুলী নষ্ট হয়।

মহিষের রক্ত লাগাইলেও ছুলী নষ্ট হয়।

চর্ম্মদল, পামা বিস্ফোট ও কিটীম কুষ্ঠ:—এই সকল রোগে সেবনার্থ পঞ্চতিক্ত ঘৃতগুগ্‌গুলু এবং লাগাইবার জন্য বৃঃ মরিচাদি তৈল ও করবীরাদ্য তৈল ব্যবহার্য্য।

বিচর্চ্চিকায়:—সেবনার্থ মাণিক্যরস এবং মালিশার্থ সোমরাজী তৈল ব্যবহার্য্য।

হাঁজা:—লোহার পাত্রে, নিমপাতার রসে খয়ের ঘষিয়া বা হরিদ্রার রসে হরীতকী ঘষিয়া প্রলেপ দিলে বা মেদীপাতা ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে হাঁজা আরোগ্য হয়।

পাঁচড়া:—এই রোগে মালিশার্থ করবীরাদ্য তৈল, সোমরাজী তৈল ও মরিচাদি তৈল এবং সেবনার্থ গন্ধক-কজ্জলী, মাণিক্যরস, অমৃতাদি কষায়, পঞ্চ-তিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু ও পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবহার্য্য।

নারিকেল তৈল ⁄১ সের, খাঁটি মোম ⁄।॰ পোয়া, শ্বেত ধুনা ১ তোলা, সিন্দুর ১ তোলা, তুঁতে ১ তোলা, এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল লাগাইলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

বৈপাদিক কুষ্ঠ (হাত পা ফাটিয়া ক্ষত ও বেদনা হওয়া):—ঘৃত ৫ ছটাক আগুনে চড়াইয়া গলিয়া গেলে নামাইয়া লইয়া তাহার সহিত সৈন্ধব লবণ, শ্বেত ধুনা, গুড়, মধু গুগ্‌গুলু ও গেরিমাটি, প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া বৈপাদিক কুষ্ঠে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

চর্ম্মকুষ্ঠে:—বৃঃ সোমরাজী তৈল, বৃঃ মরিচাদি তৈল, বাসারুদ্রসার তৈল ও কন্দর্পসার তৈল ব্যবহার্য্য।

এককুষ্ঠে:—বৃঃ গুড়ুচ্যাদি তৈল ও মহারুদ্র তৈল মালিশার্থ এবং মাণিক্য-রস, অমৃতাঙ্কুর লৌহ ও মহাতালেশ্বর সেবনার্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অলসকে:—বৃঃ মরিচাদ্য তৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

চর্ম্মদলে:—মাণিক্য রস, একবিংশতিক গুগ্‌গুলু ও কন্দর্পসার তৈল ব্যবহার্য্য।

বিস্ফোটকে :—মাণিক্যরস, নবকার্ষিক গুগ্গুলু, বিষতৈল, করবীর তৈল ও সোমরাজী তৈল ব্যবহার্য্য।

শতারু কুষ্ঠে :—বৃঃ সোমরাজী, বৃঃ গুড়ুচ্যাদি ও বৃঃ মরিচাদি তৈল ব্যবহার্য্য।

দদ্রুমণ্ডলে :—পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্গুলু সেবন এবং বৃঃ সোমরাজী তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা

কাপাল কুষ্ঠে :—হরিতালভস্ম, মহাভল্লাতক গুড়, পঞ্চনিম্ব, মহাতিক্ত ঘৃত ও মহাখদির ঘৃত সেবনার্থ এবং সোমরাজী তৈল ও কন্দর্পসার তৈল মালিশার্থ ব্যবহার্য্য।

পঞ্চনিম্ব সেবনবিধি :—নিমের ফল, ফুল, ছাল, পাতা ও মূল, এই পাঁচটি অঙ্গ সমভাগে পেষণ করিয়া ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। পথ্য ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ও অন্ন। লবণ অপথ্য। ইহাতে কাপালকুষ্ঠ শীঘ্র দূরীভূত হয়।

উড়ুম্বর কুষ্ঠে :—পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্গুলু, মহাতিক্ত ঘৃত, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, মহাভল্লাতক গুড়, বৃঃ গুড়ুচ্যাদি তৈল ও মহারুদ্র গুড়ুচ্যাদি তৈল ব্যবহার্য্য।

মণ্ডল কুষ্ঠে :—পঞ্চনিম্ব, অমৃতাগুগ্গুলু, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্গুলু, মহাতালেশ্বর, মহাভল্লাতক গুড়, হরিতাল ভস্ম ও অমৃতভল্লাতক ঘৃত সেবন করা এবং বৃঃ সোমরাজী তৈল ও কন্দর্পসার তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

ঋষ্যজিৎ কুষ্ঠে :—অমৃতাদি কষায়, নবকার্ষিক কষায়, পঞ্চনিম্ব, মাণিক্যরস, মহাতিক্ত ঘৃত, মহাভল্লাতক গুড় ও অমৃতভল্লাতক ঘৃত সেবন করা এবং বাসারুদ্র তৈল মালিশ করা কর্ত্তব্য।

পুণ্ডরীক কুষ্ঠে :—সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের চিকিৎসায় প্রথমে রোগীর দেহ বমন ও বিরেচণ ক্রিয়াদ্বারা শোধন করিয়া লইতে হইবে এবং চিকিৎসা চলাকালেও যতদিন পর্য্যন্ত রোগ আরোগ্য না হয়, ১৫ দিন পরপর তীক্ষ্ণ জোলাপ এবং বমনকারক ঔষধ ব্যবহার করানো উচিত।

পুণ্ডরীক কুষ্ঠে সেবনার্থ পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু, মহাভল্লাতকগুড়, মাণিক্যরস ও মহাতালেশ্বর রস, এবং মর্দ্দনার্থ কন্দর্পসার তৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কাকণ কুষ্ঠে :—হরিতাল ভস্ম, হীরক ভস্ম, মহাতিক্ত ঘৃত ও মহাভল্লাতক গুড় সেবনার্থ এবং কন্দর্পসার তৈল মালিশার্থ ব্যবহার্য্য।

হীরকভস্ম, পারদ, গন্ধক ও শিলাজতু, প্রত্যেক সমানভাগে মিলিত করিয়া ১ রতি মাত্রায় ঘৃতসহ সেবন করিলে কাকণ কুষ্ঠ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ দূরীভূত হয়। গুজরাট, কাথিয়াওয়ার প্রভৃতি দেশের বৈদ্যগণ এই যোগ ব্যবহার করিয়া কুষ্ঠে প্রভূত ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের বৈদ্যগণের পক্ষে ইহা ব্যবহার করা আর্থিক ব্যাপারে অবশ্যই অসাধ্য।

গলৎ কুষ্ঠে :—সেবনার্থ হরিতাল ভস্ম, মহাতালেশ্বর রস, পার্ব্বতীরস, গলৎ-কুষ্ঠারি রস ও অমৃতভল্লাতক ঘৃত এবং মর্দ্দনার্থ কন্দর্পসার তৈল ও কৃষ্ণসর্পতৈল ব্যবহার্য্য।

পার্ব্বতী রস :—আমলাসা গন্ধক ১ ভাগ ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া/০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায় গব্যঘৃতসহ সেব্য। পথ্য ঘৃতপক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি ও দুগ্ধ।

যক্ষ্মারোগের ন্যায় কুষ্ঠের চরম অবস্থায়ও Acid-fast Bacilli পাওয়া যায়। Acid-fast Bacilli পাওয়া গেলে হরিতাল ভস্ম, কনকসুন্দর রস এবং পূর্ব্বোক্ত হীরকযোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্বিত্ররোগ চিকিৎসা

"কন্যাকোটিপ্রদানেন গঙ্গায়াং পিতৃতর্পণে।
বিশ্বেশ্বরপুরীবাসে তৎফলং কুষ্ঠনাশনে॥
গবাং কোটিপ্রদানেন চাশ্বমেধশতেন চ।
বৃষোৎসর্গে চ যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং কুষ্ঠনাশনে।"

অর্থাৎ—"কোটি কন্যা সম্প্রদান করিলে, গঙ্গাতে পিতৃতর্পণ করিলে অথবা

বিশ্বেশ্বরপুরী কাশীধামে বাস করিলে মানব যে পুণ্য লাভ করে, কুষ্ঠরোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিলেও চিকিৎসকের সেই পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। কোটি সংখ্যক গোদানে বা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনে কিংবা বৃষোৎসর্গে যে পুণ্য জন্মে, কুষ্ঠরোগ বিনাশ করিলেও তদ্রূপ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।

হস্তিচর্ম্ম ও চিতাবাঘের চর্ম্মভস্ম সমভাগে পেষণ করিয়া ও সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

সোমরাজী বীজ ৩২ তোলা ও হরিতাল ৮ তোলা একত্রে গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ধবল কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া সেই স্থানের চর্ম্ম পূর্ব্ববৎ গাত্রসমান বর্ণবিশিষ্ট হয়।

আমলকী ১ তোলা ও খদির ১ তোলা একত্রে ৩২ তোলা জলে পাক করিতে করিতে যখন ৮ তোলা জল অবশিষ্ট থাকিবে তখন ঐ কাথ ছাঁকিয়া ও তাহাতে মধু ও সোমরাজী বীজচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ধবলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

হস্তীর বিষ্ঠাভস্ম ৩২ সের, পাকার্থ জল ১৯২ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্ষারজল ৭ বার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া ও পরে তাহার সহিত ৪০৯ তোলা সোমরাজী বীজচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ লেপন করিলে বা ঘর্ষণ করিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। (মনোরঞ্জন)

গুঞ্জা ফল ও চিতামূল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে কিম্বা মনঃশিলা ও আপাং ভস্ম মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ আরোগ্য হয়। প্রলেপের পূর্ব্বে আক্রান্ত স্থান খসখসে পাতাদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

আরগ্বধাদ্য তৈল মর্দ্দন করিলে শ্বিত্ররোগ আশু বিনষ্ট হয়।

শ্বেতারি:—পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ, সোমরাজী বীজ, ভেলা, কৃষ্ণতিল ও নিমবীজ, এইগুলির প্রত্যেক ১ তোলা করিয়া লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ও ভৃঙ্গরাজের রসে ২১ দিন পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া

গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ দুই আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

মনছাল, হরিতাল, ঝুল, বড় এলাচ, হীরাকস, লোধছাল, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও ধুনা, এইগুলি একত্রে গোপিত্তদ্বারা সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া সরিষার তৈল সহযোগে প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্বিত্রারি, চন্দ্রপ্রভাবটিকা ও উদয়াদিত্যরস সেবন করিলে শ্বিত্ররোগে সুফল পাওয়া যায়।

যজ্ঞডুমুরের মূল, চিতামূল, নিমের মূল ও সোমরাজীবীজ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য করিলে শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

শ্বিত্ররোগীকে প্রথমে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। গুড়ের সহিত কাকডুমুরের রস পান করিয়া রৌদ্রসেবন করিলে বিরেচন হইবে। এইরূপে বিরেচন ক্রিয়ার পর রোগীর শ্বিত্রস্থানে যে স্ফোটক জন্মিবে তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে। স্ফোটকের সমস্ত রস বাহির হইলে কাকডুমুর, অসন, প্রিয়ঙ্গু ও শুলফা, এইগুলির ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে হইবে। ইহাতে শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

খদিরজলমিশ্রিত পানীয় বা কেবলমাত্র খদির জল শ্বিত্ররোগীর পক্ষে হিতকর।

মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, হীরাকস, গোরোচনা, পীত যুঁইএর পাতা ও সৈন্ধব লবণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া অথবা কদলীক্ষার ও গর্দ্দভাস্থি ভস্ম গোরক্তমিশ্রিত করিয়া অথবা মালতীক্ষার হস্তিমূত্রে প্রক্ষেপ দিয়া অথবা নীলোৎপল, কুড় ও সৈন্ধব হস্তিমূত্রে পেষণ করিয়া বা মূলার বীজ ও সোমরাজী গোমূত্রে পেষণ করিয়া বা কাকডুমুর, বাসক, সোমরাজী ও চিতা গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

বহেড়ার ত্বক ও ডুমুরের মূলের কাথে সোমরাজীবীজচূর্ণ ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কৃচ্ছ সাধ্য শ্বিত্রও বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণ অপরাজিতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়।

সোমরাজী ঘৃত সেবন করিলে শ্বিত্রে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

শীতপিত্ত চিকিৎসা

"স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিং তথা।
পরিণামঞ্চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ॥
তন্ময়ান্যেব ভূতানি তদ্‌গুণান্যেব চাদিশেৎ।
তৈশ্চ তল্লক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামো ব্যজ্যত।
তস্যোপযোগোঽভিহিতশ্চিকিৎসাং প্রতি সর্ব্বদা।
ভূতেভ্যো হি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে॥"

—ইতি সুশ্রুতে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ—"স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ স্বভাব, ঈশ্বর, কাল, যদৃচ্ছা, নিয়তি ও পরিণাম, এই কয়েকটিকে প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। তন্ময় এবং সেই সেই গুণ ও লক্ষণবিশিষ্ট অসংখ্য ভূতগ্রাম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ভূতগ্রাম ব্যতীত অপর কোন বিষয়ের চিন্তা চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় নহে, এই নিমিত্ত ভূতসমূহই আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।"

নিম্নলিখিত যোগগুলি শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ ও উৎকোঠে উপকারী

শীতপিত্তে প্রথমে পলতা, নিম ও বাসকের স্বরস দ্বারা বমন এবং পরে ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু ও পিপুল এর কাথ বা গরম জলসহ উহাদের চূর্ণ প্রয়োগে বিরেচন করানো কর্ত্তব্য।

বমন-বিরেচনের পরে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়া গরম জলে স্নান করা কর্ত্তব্য।

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু সেবন করিলে শীতপিত্ত দূরীভূত হয়। (যোগীন্দ্র)

ত্রিকটুচূর্ণ গুড়ের সহিত, যমানীচূর্ণ ত্রিকটু ও যবক্ষারের সহিত, পুরাতন গুড় সহ আদার রস, গুড়ের সহিত যোয়ানবাটা, ঘৃতসহ নিমপাতা ও আমলকী বাটা সেবন করিলে শীতপিত্ত, কোঠ, উদর্দ্দ ও উৎকোঠ আরোগ্য হয়।

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া গায়ে প্রলেপ দিলে কিম্বা যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ সরিষার তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে শীতপিত্ত ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

৷৷০ তোলা গণিয়ারী মূল জলসহ বাটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত, কোঠ ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

হরিদ্রাখণ্ড মোদক ও আদ্রকখণ্ড মোদক শীতপিত্ত ইত্যাদি উপরোক্ত চারিপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (কিশোরী দত্ত)

এই সকল রোগে রসৌষধির মধ্যে পিত্তশ্লেষ্মান্তক রস, বিশ্বেশ্বর রস ও রসাদ্রি-বটী বিশেষ ফলদায়ক।

অম্লপিত্ত চিকিৎসা

"স্বস্থস্য রক্ষণং কুর্য্যাদস্বস্থস্য তু বুদ্ধিমান্।
ক্ষপয়েদ্‌বৃংহয়েচ্চাপি দোষধাতুমলান্ ভিষক্।
তাবদ্ যাবদরোগঃ স্যাদয়ো রোগসমন্বিতঃ।
সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥"

—ইতি সুশ্রুতে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ—"বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সুস্থব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা করিবেন এবং আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু ও পুরীষাদি মল-সমূহকে আবশ্যকমত ক্ষীণ অথবা বৃদ্ধি করিবেন। যে ব্যক্তির বাতাদি দোষত্রয় ও জঠরাগ্নি, রসরক্তাদি ধাতু ও পুরীষাদি মল সমানরূপে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেছে এবং যাহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত প্রসন্নভাবে বর্ত্তমান আছে, সেই ব্যক্তিকে স্বস্থ বা সুস্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন।"

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পলতা, ইহাদের পাচন মধুসহ পান করিলে অম্লপিত্ত নিরাময় হয়। (বিশ্বনাথ)

ত্রিফলা, পলতা ও কটকী, ইহাদের কাথে মধু ও যষ্টিমধু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত দূরীভূত হয়।

গুলঞ্চ, নিমছাল, পলতা ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয় (যদুনাথ)

অবিপত্তিকর চূর্ণ, পিপ্পলীখণ্ড, শুন্ঠীখণ্ড, খণ্ডকুষ্মাণ্ডক, সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক, সিতামণ্ডূর ও ত্রিফলামণ্ডূর অম্লপিত্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (হরনাথ)

অম্লপিত্তান্তক, সর্ব্বতোভদ্র লৌহ, ভাস্করামৃতাভ্র, ক্ষুধাবতী গুড়িকা ও লীলাবিলাস রস, অম্লপিত্তের রসৌষধির মধ্যে এইগুলি শ্রেষ্ঠ।

বৃঃ শতাবরী ঘৃত, দ্রাক্ষাদি ঘৃত, নারায়ণঘৃত ও পিপ্পলী ঘৃত, অম্লপিত্তের ঘৃত ঔষধগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অম্লপিত্তে হস্তপদাদির জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি শ্রীবিল্বতৈল মর্দ্দনে আরোগ্য হয়।

অম্লপিত্তে অভ্র, তাম্র, মণ্ডূর এবং লৌহ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

অম্লপিত্তে পাচনের মধ্যে বৎসকাদি পাচন, রসৌষধির মধ্যে ক্ষুধাবতী গুড়িকা ও লীলাবিলাস রস, ঘৃতের মধ্যে বৃঃ শতাবরী ঘৃত এবং মোদকের মধ্যে সৌভাগ্যশুণ্ঠি মোদক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (রামচন্দ্র)

বিসর্প চিকিৎসা

"ত্বক্‌পর্য্যন্তস্ত দেহস্ত যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥

তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যোহঙ্গবিনিশ্চয়ঃ ॥"
—ইতি সুশ্রুতে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ—"শরীরের ত্বক্ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা কিছু নির্ণয় করা হইয়াছে, শল্যশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে তাহার কোন অঙ্গই বর্ণনা করা যাইতে পারে না। অতএব শল্যশাস্ত্রে নিঃসংশয়রূপে জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে, মৃতদেহ শুদ্ধ করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সম্যক্ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।"

দশাঙ্গ লেপ :—শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এই দশটি দ্রব্য বাটিয়া ও তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্প আরোগ্য হয়।

চিরতা, বাসক, কটকী, পলতা, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও নিম, ইহাদের কাথ পান করিলে বিসর্প আরোগ্য হয়।

করঞ্জ তৈল :—ডহরকরঞ্জ, ছাতিম, ঈশলাঙ্গলা, সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, চিতা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও বিষ, এইসকল কল্কদ্রব্য ও গোমূত্র সহ যথা-নিয়মে তৈল পাক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দনে বিসর্প, বিস্ফোট, বিচর্চ্চিকা ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত সেবন করিলেও বিসর্প দূরীভূত হয়। অমৃতাদি পাচন, বৃষ্যাদ্য ঘৃত, কালাগ্নিরুদ্র রস, মানিক্যরস, নবকার্ষিক গুগ্গুলু এবং পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্গুলু বিসর্পে সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

বিস্ফোটক চিকিৎসা

"প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্ ॥"
—ইতি সুশ্রুতে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ—"প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্র, এই উভয়প্রকার দৃষ্টিপূর্ব্বক শিক্ষা করিলে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।"

বিস্ফোটকের প্রধান ঔষধ অমৃতাদি পাচন।

অমৃতাদি পাচন:—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা, মুতা, ছাতিমছাল, খদির-কাষ্ঠ, অনন্তমূল, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও কৃষ্ণবেতাগ্র, এইগুলি প্রত্যেকটি ।৶০ আনা, জল ৵।০ সের এবং শেষ ✓৶০ পোয়া।

চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পলতা, ক্ষেতপাপড়া, বেনামূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটক নষ্ট করিয়া থাকে।

গুলঞ্চ, পল্‌তা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে বিস্ফোটক ও তৎসহ জ্বর নিবারিত হয়।

(বিপিনবিহারী)

ইন্দ্রযব চাউলধোয়া জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটক বিনষ্ট হয়।

নীলোৎপল, রক্তচন্দন, লোধ, বেনামূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা একত্রে জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের দাহ ও বেদনা নষ্ট হয়।

কালাগ্নিরুদ্র রস, মহাপদ্ম ঘৃত ও পঞ্চতিক্তঘৃত সেবনে বিস্ফোটকে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

স্নায়ুরোগ চিকিৎসা

হাতপায়ের যে ক্ষতে সূত্রবৎ পদার্থ জন্মে তাহাকে স্নায়ুরোগ বলে। এই সূত্রবৎ পদার্থকে ছিন্ন করিলে উহা বিনষ্ট না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হয়। তক্রসহ যবের ছাতু মিশ্রিত করিয়া ও পিণ্ডাকার করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত হইতে ক্রমে ক্রমে উক্ত সূত্র বিদূরিত হইয়া থাকে।

বাবলার বীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া বা কেলেকড়ার মূল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুরোগ বিনষ্ট হয়।

ভেকের মাংস কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিলে স্নায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

গব্যঘৃত তিন দিন পান করিয়া তিনদিন নিসিন্দার স্বরস পান করিলে স্নায়ুরোগ অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

করেলার মূল জলে পেষণ করিয়া অশ্বগন্ধাঘৃত সহ সেবন করিলে স্নায়ুরোগ দূরীভূত হয়।

আতইচ, মুতা, বামুনহাটী, শুঁঠ, পিপুল ও বহেড়া, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজল সহ পান করিলে স্নায়ুরোগের তন্তু বিনষ্ট হয়।

ফিরঙ্গ রোগ চিকিৎসা

"ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ॥
শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥"
—ইতি সুশ্রুতে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ—"দেহস্থিত সূক্ষ্মতম আত্মা ইন্দ্রিয়গত চক্ষুদ্বারা কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা দর্শন করিতে হইলে জ্ঞানচক্ষু বা তপশ্চক্ষুর নিতান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ, সদ্‌গুরুর উপদেশজনিত জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত অবলোকন করা যায় না। যে ব্যক্তি দেহে ও শাস্ত্রে শারীরিক বিষয় সকল ঐক্য করিয়া শিক্ষা করেন তিনিই চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারেন। অতএব দর্শন (মৃতদেহ ছেদন) ও শ্রবণ (গুরূপদেশ) দ্বারা সকল সন্দেহ মীমাংসা করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ময়দা জলে মর্দ্দন করিয়া একটি ছোট বড়ীর মত করিয়া তাহাতে একটি ঠুলী প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে এই ঠুলীতে ৪ রতি পরিমিত রসকর্পূর নিহিত করিয়া তাহা সাবধানে বন্ধ করিয়া মর্দ্দিত ময়দাকে এইরূপ ভাবে গুটিকাকার করিতে হইবে, যাহাতে রসকর্পূর বাহির হইতে দৃষ্ট না হয়। তৎপরে তাহাতে সূক্ষ্ম লবঙ্গচূর্ণ মাখাইয়া এইরূপ সাবধানে জলের সহিত গিলিয়া খাইতে হইবে যাহাতে উহা দন্তস্পর্শ না করে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পান চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য।

এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন ও স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ফিরঙ্গরোগ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

তোপচিনিচূর্ণ মধুসহ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। রোগী লবণ ত্যাগ করিবে। লবণ ত্যাগ করা সম্ভব না হইলে সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও খদির ২ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিতে হইবে। পরে হরিদ্রা, নাগেশ্বর, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পিপুল, বংশলোচন, জটামাংসী ও তেজপাতা, ইহাদের চূর্ণ এক এক তোলা লইয়া উক্ত কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে ১৬ তোলা ঘৃত ও ১৬ তোলা মধু সহ পৃথক পৃথক ভাবে মর্দ্দন করিতে হইবে। এই ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগ অবশ্যই বিনষ্ট হইবে এবং দীর্ঘকালজাত মহাব্রণও বিনষ্ট হয়। এই ঔষধসেবী ২১ দিন লবণ ত্যাগ করিবেন।

নিমপাতা ১ ভাগ, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেক ½ ভাগ এবং হরিদ্রা ¼ ভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ জল সহ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ফিরঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়।

সপ্তসালিবটী সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগ আরোগ্য হয়। মানিক্যরস, পঞ্চতিক্ত-ঘৃত গুগ্‌গুলু এবং শ্বেতাভ্রপুট-দগ্ধ বংশপত্র, হরিতাল, অনন্তমূল ও তোপচিনির ক্বাথ সহ সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগে সুফল পাওয়া যায়।

মসূরিকা চিকিৎসা

"ব্রহ্মস্ত্রীসজ্জনবধপরস্বহরণাদিভিঃ।
কর্ম্মভিঃ পাপরোগস্য প্রাহুঃ কুষ্ঠস্য সম্ভবম্॥
ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠেন পুনর্জ্জাতেঽপি গচ্ছতি।
নাতঃ কষ্টতরো রোগো যথা কুষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

—ইতি সুশ্রুতে নিদানস্থানে।

অর্থাৎ—"ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও সাধুহত্যা এবং পরধন অপহরণাদি পাপজনক কার্য্যদ্বারাও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কুষ্ঠরোগে মৃত্যু হয়, তাহার জন্মান্তরেও উক্ত কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া থাকে জানিবে। অতএব কুষ্ঠরোগ যে প্রকার কষ্টদায়ক, সেইরূপ কষ্টদায়ক আর কোন রোগই নাই।"

মসূরিকা বাহির করিবার জন্য—

হিঞ্চে শাকের রস, মেথী-ভিজানো জল, উচ্ছাপত্রের রস ও ব্রাহ্মীশাকের রস প্রভৃতি সেবন করানো কর্ত্তব্য।

মসূরিকা বহির্গত না হইলে এবং কিছু বহির্গত হইয়া কিছু অন্তর্লীন হইলে নিম্নলিখিত যোগাবলী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

১। নিম্বাদি কষায়:—নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পলতা, কটকী, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করা কর্ত্তব্য। এই কাথের সহিত ২ রতি মাত্রায় শোধিত হিঙ্গুল সেবন করিলেও সুফল পাওয়া যায়।

২। স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ২ রতি মাত্রায় রক্তকাঞ্চন ছালের কাথসহ প্রযোজ্য।

মসূরিকার উপসর্গ চিকিৎসা

(১) জ্বরে:—(ক) পলতা, শুণ্ঠ, মুথা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের পাচন সেব্য।

(খ) শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি মাত্রায় পলতার রস, চিনি ও মধুসহ সেব্য।

(গ) কজ্জলীযোগ ২ রতি মাত্রায় ক্ষেতপাপড়ার রস বা কাথ ও মধুসহ সেব্য।

(২) দাহে:—চন্দনাদি কাথ বা পর্পটাদি কাথ বা শ্বেতচন্দন ঘষা ও মধুসহ যথাবিধিমত সেব্য।

(৩) মসূরিকা না পাকিলে :—শুষ্ক কুলচূর্ণ ইক্ষুগুড়সহ সেব্য।

(৪) বমনে :—গুলঞ্চের রস বা গুলঞ্চের ক্বাথ সেব্য।

(৫) প্রলাপ, সংজ্ঞাহীনতা ও বিকারে :—চতুর্ভুজ, বৃঃ বাতচিন্তামণি ও বৃঃ কস্তুরীভৈরব রস ব্যবহার্য্য।

(৬) মুখে ও কণ্ঠে ক্ষত হইলে :—আমলকী ও যষ্টিমধুর কষায় দ্বারা গণ্ডূষধারণ করা কর্ত্তব্য।

চক্ষুর ভিতরে মসূরিকা হইলে :—(১) যষ্টিমধু ও গবেধু (গড়গড়ে) ইহাদের ক্বাথ দিয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

(২) যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এইগুলি একত্রে মর্দ্দন করিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও কপালে প্রলেপ দিলে চক্ষুতে উৎপন্ন মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

(৩) চালতার ছাল বাটিয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলেও চক্ষুতে উৎপন্ন মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

মসূরিকায় রসৌষধি

সর্ব্বতোভদ্ররস, দুর্ল্লভরস, ইন্দুকলাবটী, মকরধ্বজ, রসসিন্দূর এবং কজ্জলী, এই সকল রসৌষধি মসূরিকায় প্রভূত সুফল প্রদান করে।

এলাদ্যরিষ্ট মসূরিকার অপর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্রিদোষযুক্ত মসূরিকায় (Small Pox) রোগীর জ্বর খুব প্রবল হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলে সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবার জন্য পঞ্চতিক্ত ঘৃত এবং সেবনের জন্য লক্ষ্মীবিলাস রস, বৃঃ কস্তুরীভৈরব রস ও সর্ব্বতোভদ্র রস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মসূরিকা পাকিবার পর ক্ষত শুকাইবার জন্য :—(১) খাঁটী গোময়ে ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া যে ছাই হইবে তাহা একখানি ন্যাকড়ায়

পৌট্টলীবদ্ধ করিয়া ক্ষতের উপর ধীরে ধীরে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে ক্ষত বিষাক্ত হইবে না এবং শীঘ্রই শুকাইবে।

(২) বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুর এবং কাঁঠাল, ইহাদের ছালের চূর্ণ বা ভস্ম ক্ষতে প্রক্ষেপ দিলে ক্ষতে পোকা হয় না এবং শীঘ্র ক্ষত শুকাইয়া যায়।

মসূরিকা রোগ অতি ভয়ানক এবং এই রোগ চিকিৎসায় বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। আমি "বসন্ত-চিকিৎসা" নামক স্বতন্ত্র পুস্তকে বিশদভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা

"আত্মা জ্যোতিশ্চিদানন্দ-রূপোনিত্যশ্চ নিস্পৃহঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতের্যোগাৎ সগুণঃ কুরুতে জগৎ॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাস্তে প্রকৃতেঃ সমাঃ।
সা জড়াপি জগৎকর্ত্রী পরমাত্মচিদন্বয়াৎ॥"

—ইতি ভাবপ্রকাশে।

অর্থাৎ,—"আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, চিদানন্দরূপ নিত্য নিস্পৃহ ও নির্গুণ। তিনি প্রকৃতির যোগে সগুণ হইয়া জগৎ নির্মাণ করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণ প্রকৃতিতে সমান ভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ, সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি কহা যায়। প্রকৃতি জড়া হইলেও তিনি পরমাত্মাচিৎ-অন্বয় যোগে অর্থাৎ, পরমপুরুষ যোগে জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন।"

পলিত (অকালে চুল পাকা) চিকিৎসা :—ত্রিফলা, ভীমরাজ, নীলপত্র ও লৌহচূর্ণ একত্রে মেষমূত্রে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শুক্ল চুলও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ত্রিফলা, আমের আঁটীর শাঁস ও লৌহচূর্ণ একত্রে মর্দন করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে সাদা চুল কাল হয়।

চন্দনতৈল, মহানীলতৈল ও ভৃঙ্গরাজ তৈল মাখিলেও পলিত বিদূরিত হয়। একমাসকাল নিম্বতৈলের নস্য গ্রহণ ও গোদুগ্ধ পান করিলে পলিতরোগ বিদূরিত হয়।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) চিকিৎসা :—তিক্তপটলের রস ইন্দ্রলুপ্ত স্থানে ঘর্ষণ করিলে ইন্দ্রলুপ্ত বিনষ্ট হয়।

হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্তে কেশোদ্গম হয়।

হস্তিদন্ত-ভস্ম তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও কেশ উৎপন্ন হয়।

মনছাল, হীরাকস ও তুঁতে একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে টাকে কেশ উৎপন্ন হয়।

টাকস্থান ক্ষতবিক্ষত করিয়া (খসখসে পাতা বা সূচী প্রভৃতি দ্বারা) পুনঃ পুনঃ পেষিত গুঞ্জাফলের প্রলেপ দিলে কেশোদ্গম হয়।

মালত্যাদ্য ও ভৃঙ্গাদ্য তৈলের মালিশ এবং যষ্টিমধ্বাদ্য তৈলের মালিশ ও নস্য গ্রহণ করিলে টাকে পুনরায় কেশ জন্মায়।

দারুণক (মাথায় খুস্কি হওয়া) চিকিৎসা :—পুরাতন সরিষার খইল গোমূত্রে ভিজাইয়া ও গুলিয়া মাথায় ঘর্ষণকরতঃ ধুইয়া ফেলিলে দারুণক বিদূরিত হয়।

আমের বীজের শাঁস ও হরীতকী একত্রে দুগ্ধে বাটিয়া বা পোস্তদানা দুগ্ধে বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে দারুণক বিনষ্ট হয়। প্রলেপ শুকাইবার পর ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

গুঞ্জাতৈল :—তিলতৈল ৪ সের, ভৃঙ্গরাজ ১৬ সের এবং কুঁচের কল্ক ১ সের। একত্রে যথারীতি তৈল পাক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে দারুণক আরোগ্য হয়।

ত্রিফলাদ্য তৈল, চিত্রকতৈল, যষ্টি ভৃঙ্গরাজ তৈল, প্রপৌণ্ডরিকাদ্য তৈল ও গালক্ষ্যাদ্য তৈল, এইগুলি দারুণকে উৎকৃষ্ট।

অরুংষিকা (চুলের গোড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হইয়া একত্রে জুড়িয়া যাওয়া) চিকিৎসা :—নীলোৎপলের কেশর, আমলকী ও যষ্টিমধু একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অরুংষিকা আরোগ্য হয়।

ত্রিফলাদ্য তৈল অরুংষিকায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

যুবানপিড়কা (মুখে ব্রণ হওয়া) চিকিৎসা :—শিমুল বৃক্ষের কাঁটা দুধে বাটিয়া বা মসুরীর ডাল দুধে বাটিয়া ও ঘি মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে যুবান-পিড়কা আরোগ্য হয়।

লোধ, ধনে ও বচ বা শ্বেত সর্ষপ, বচ, লোধকাষ্ঠ ও সৈন্ধব বা গোরোচনা ও গোলমরিচ, একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে যুবানপিড়কা বিনষ্ট হয়।

ব্যঙ্গ ও নীলিকা (মেচেতা) চিকিৎসা :—(১) বটাঙ্কুর ও মসুর কলাই-বাটার প্রলেপ, (২) মধু ও মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ, (৩) শশকের রক্তের প্রলেপ, (৪) বরুণছাল ছাগমূত্রে বাটিয়া তাহার প্রলেপ, ( ) জায়ফল বাটার প্রলেপ, (৬) আকন্দের আঠা ও হরিদ্রা বাটার প্রলেপ, এবং (৭) মসুর ডাল দুধে বাটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ ও নীলিকা দূরীভূত হয়।

কনক তৈল, হরিদ্রাদ্য তৈল, কুঙ্কুমাদ্য তৈল ও মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চিপ্প (আঙ্গুল হাড়া) চিকিৎসা :—গান্তারীর ৭টী কচি পাতা দিয়া চিপ্প পরিবেষ্টন করিয়া রাখিলে আরোগ্য হয়।

লৌহপাত্রে হরিদ্রার স্বরসে হরীতকী ঘষিয়া প্রলেপ দিলে চিপ্প আরোগ্য হয়। ইহাতেও আরোগ্য না হইলে একটী বেগুনকে ছিদ্র করিয়া আক্রান্ত আঙ্গুলে লাগাইয়া রাখিলে চিপ্প আরোগ্য হইবে।

কুঁচিল ভস্ম প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া চিপ্প বা আঙ্গুলহাড়া আরোগ্য হয়।

বৃষণকচ্ছু (অণ্ডকোষে কণ্ডু হওয়া) **চিকিৎসা :** ধুনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া উদ্বর্ত্তন বা মর্দ্দন করিলে বৃষণকচ্ছু নিবারিত হয়।

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল, রসাঞ্জন, এই সমুদয় দ্রব্য একত্রে কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষণকচ্ছু আরোগ্য হয়।

অহিপূতন (শিশুদের গুহ্যদেশে রসযুক্ত ক্ষত হওয়া) **চিকিৎসা :—** ত্রিফলা ও খদিরের কাথে ক্ষত ধৌত করিয়া শঙ্খচূর্ণ, সৌবীর ও যষ্টিমধুর প্রলেপ লাগাইলে অহিপূতন আরোগ্য হয়।

গুদভ্রংশ (হালিশ বাহির হওয়া) **চিকিৎসা :—** পদ্মপাতা চিনিসহ প্রত্যহ সেবন করিলে গুদভ্রংশ নিবারিত হয়।

মূষিকের মাংস দ্বারা গুদভ্রংশে স্বেদ দিলে ঐ রোগ নিবারিত হয়।

মূষিকতৈল—মূষিক মাংস ও দশমূল, এই উভয় দ্রব্য সমানভাগে লইয়া তাহাদের কাথ ও কল্ক সহ যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল লাগাইলে গুহ্যভ্রংশ অচিরে আরোগ্য হইবে।

অলস (পাঁকুই, হাজা) **চিকিৎসা :—** নিমপাতার রসে খয়ের ঘসিয়া লাগাইলে বা হীরাকস, মনছাল ও তিল একত্রে বাটিয়া লাগাইলে অলস আরোগ্য হয়।

কাঁচা হলুদের রসে লৌহ পাত্রে হরীতকী ঘষিয়া লাগাইলে অলস নষ্ট হয়।

হলুদ, মেহেদী পাতা ও খয়ের একত্রে বাটিয়া লাগাইলে অলস আরোগ্য হয়।

লাল, নীল, সবুজ, বেগুণে, হলুদ ও মেজেন্টার রঙ্ একত্রে গুলিয়া লাগাইলে অলস বিনষ্ট হয়।

পাদদারী (পা ফাটা) **চিকিৎসা—** ধুনা ও সৈন্ধবচূর্ণ ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া ও সরিষার তৈলে ফেনাইয়া লাগাইলে পাদদারী আরোগ্য হয়।

মোম, শিলাজতু, ঘৃত, গুড়, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু, ধুনা ও গেরিমাটী, এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী বিনষ্ট হয়।

পদ্মিনীকণ্টক (পদ্ম কাঁটা) চিকিৎসা:—রোগীকে নিমের কাথ খাওয়াইয়া প্রথমে বমন করানো কর্ত্তব্য। পরে নিম্বাদি ঘৃত সেবন করাইলে পদ্মিনীকণ্টক দূরীভূত হয়।

শূকরদংষ্ট্রক (অঙ্গে স্থানে স্থানে উৎপন্ন তীব্র দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট ব্রণ বা ক্ষত) চিকিৎসা:—হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শূকরদংষ্ট্রক প্রশমিত হয়।

নালিতার বীজ বাটিয়া ঘৃত সহ প্রাতে সেবন করিলে বিবিধ উপসর্গযুক্ত শূকরদংষ্ট্রক আরোগ্য হয়।

শয্যামূত্র চিকিৎসা—সন্ধ্যায় চিনি সহ ২ তোলা মাত্রায় তেলাকুচা মূলের রস সেবন করিলে শয্যামূত্র নিবারিত হয়। প্রথমতঃ কয়েকদিন স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ তেলাকুচার রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিয়া যদি ফল না হয়, তাহা হইলে বৃঃ পূর্ণচন্দ্র রস সেবন করানো কর্ত্তব্য। তাহাতেও ফল না হইলে আফিংঘটিত ঔষধ "কালপূর্ণচন্দ্র রস" বা অর্দ্ধ রতি হইতে এক রতি মাত্রায় আফিং সন্ধ্যাকালে সেবন করাইলে শয্যামূত্র নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে।

কালপূর্ণচন্দ্র রস—মৃত্যুঞ্জয় রসের দ্বিগুণ স্থলে কজ্জলী ও আফিং যোগ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

লোমশাতন বিধি (লোম উৎপাটন করা):—উষ্ণ জলে হরিতালচূর্ণ মর্দ্দন করিয়া লাগাইলে সদ্য সদ্য লোমসকল পতিত হয়।

শঙ্খ ভস্ম ও হরিতাল কদলীর রসে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে দৃঢ়মূল লোম সকলও পতিত হয়।

পলাশছাল ভস্ম ও হরিতাল সমভাগে কদলীমূলের রসে উত্তমরূপে বাটিয়া লাগাইলে লোম সকল পতিত হইয়া পুনরায় উদ্গত হয় না।

শিরোরোগ চিকিৎসা

"ফলাগ্নিজলবৃষ্টীনাং পুষ্পধূমাম্বুদা যথা।
খ্যাপয়ন্তি ভবিষ্যত্বং তথা রিষ্টানি পঞ্চতাম্ ॥
তানি সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রমাদাদ্বা তথৈবাশু ব্যতিক্রমাৎ।
গৃহ্যন্তে নোদ্‌গতান্যজ্ঞৈর্মূর্খৈর্বা স্বসম্ভবাৎ ॥
ধ্রুবন্তু মরণং রিষ্টে ব্রাহ্মণৈস্তৎ কিলামলৈঃ।
রসায়নতপোজপ্য তৎপরৈর্বা নিবার্য্যতে ॥
নক্ষত্রপীড়া বহুধা যথা কালাদ্বিপচ্যতে।
তথৈবারিষ্টপাকঞ্চ ব্রুবতে বহবো জনাঃ ॥
অসিদ্ধিমাপ্নুয়াল্লোকে প্রতিকুর্ব্বন্ গতায়ুষঃ।
অতো রিষ্টানি যত্নেন লক্ষয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥"

— ইতি সুশ্রুতে সূত্রস্থানে।

অর্থাৎ,—"যেমন পুষ্প দ্বারা ফলের, ধূম দ্বারা অগ্নির এবং মেঘ দ্বারা জল বর্ষণের অবশ্যম্ভাবিতা অনুভূত হয়, সেই প্রকার অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারা মৃত্যুর নিশ্চয়তা স্থির হইয়া থাকে। এই অরিষ্ট লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইলেও ইহাদের সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত, প্রমাদবশতঃ ও ব্যতিক্রমহেতু অজ্ঞ ব্যক্তিসকল মূর্খতা প্রযুক্ত উহা জানিতে সমর্থ হয় না জানিবে। অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয়ই মরণ হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন সময়ে রাগাদি দোষরহিত পবিত্র ব্রাহ্মণ, রসায়ন, তপ ও জপাদি দ্বারা মৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে। যেমন কালক্রমে নানাপ্রকার নক্ষত্র পীড়া উপস্থিত হয়, সেই প্রকার অরিষ্ট চিহ্নও নানাবিধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির আয়ু শেষ হইয়াছে, চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিলে কোন প্রকার ফল প্রাপ্ত হন না। অতএব চিকিৎসক অতীব যত্নসহকারে অরিষ্ট লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিবেন।"

সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগে :—যষ্টিমধু ১ ভাগ ও বিষ ½ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ষপ পরিমাণে নস্ত লইলে বা আর্দ্র শুক্তিকাচূর্ণ ও নিশাদলচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘ্রাণ লইলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ দূরীভূত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তে :—দুগ্ধ ও ঘৃতের নস্ত লইলে বা ছাগদুগ্ধ ও ভীমরাজের রস সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ও সূর্য্যতাপিত করিয়া তাহার নস্ত লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত বিদূরিত হয়।

তিল দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা এবং জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যগুলি দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত আরোগ্য হয়।

অর্দ্ধাবভেদকে (আধকপালি) :—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া ও একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ও নস্ত গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক বিনষ্ট হয়।

শঙ্খকে :—দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের প্রলেপ হিতকর।

ক্রিমিজ শিরোরোগে :—ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও শজিনাবীজ একত্রে ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার নস্ত লইলে ক্রিমিজ শিরোরোগে সুফল লাভ করা যায়।

বাতজ শিরোরোগে :—কুড়, এরণ্ডমূল ও শুঁঠ, এইগুলি একসঙ্গে পেষণ করিয়া ও উষ্ণ করিয়া কপালে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাসকুঠার নামক ঔষধের নস্ত গ্রহণে অবশ্যই শিরঃশূল বিনষ্ট হইবে।

পিত্তজ শিরোরোগে :—শতধৌত পুরাতন ঘৃত মস্তকে লেপন হিতকর। বাসকুঠার রস, কিঞ্চিৎ কর্পূর, নূতন কুঙ্কুম ও চিনি, এইগুলি একত্রে রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা ছাগদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া তাহার নস্ত লইলে পিত্তজ শিরোরোগে এবং অন্যান্য সকলপ্রকার শিরঃশূলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

শুঁঠের কল্কে গুড় মিশাইয়া তাহার নস্য লইলে পিত্তজ শিরঃশূল বিনষ্ট হয়।

কফজ শিরোরোগে :—পুরাতন ঘৃত পান বিশেষ হিতকর।

ক্ষয়জ শিরোরোগে :—দুগ্ধপান, শতধৌত ঘৃতের প্রলেপ এবং অশ্বগন্ধা-ঘৃত, অমৃতপ্রাশ ঘৃত, যোগেন্দ্ররস, বৃঃ বাতচিন্তামণি, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ ও রসরাজ রস সেবন হিতকর। বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল ও শ্রীগোপাল তৈলের মালিশও এই রোগে হিতকর।

ষড়বিন্দু তৈল, দশমূল তৈল, মধ্যম দশমূল তৈল, মহাদশমূল তৈল ও বৃঃ ক্ষীরকাম্য তৈল এবং অর্দ্ধনাটকেশ্বর রসের নস্যগ্রহণ ও মর্দ্দনে শিরোরোগের শান্তি হয়।

ধুস্তূর তৈল, কনক তৈল, মহাকনক তৈল, রুদ্রতৈল, কিঙ্কিণী তৈল ও কুমারীতৈলের মর্দ্দনে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

ময়ূরাদ্য ঘৃত ও বৃঃ ময়ূরাদ্য ঘৃত পানে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিরঃশূলাদিবজ্র, রসচন্দ্রিকা, চন্দ্রকান্ত রস, মহালক্ষ্মীবিলাস রস, নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস রস, এইগুলি শিরোরোগে সেবনার্থ শ্রেষ্ঠ।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা চিকিৎসা

"সত্ত্বলক্ষণসংযোগো ভক্তির্বৈদ্যদ্বিজাতিষু।
সাধ্যত্বং ন চ নির্ব্বেদস্তদারোগ্যস্য লক্ষণম্॥
আরোগ্যাদ্বলমায়ুশ্চ সুখঞ্চ লভতে মহৎ।
ইষ্টাংশ্চাপপরান্ ভাবান্ পুরুষঃ শুভলক্ষণঃ॥"

—ইতি চরকে চিকিৎসিতস্থানে।

অর্থাৎ,—"রোগীর মনের তেজ থাকিলে, বৈদ্য ও দ্বিজাতির প্রতি ভক্তি

থাকিলে, রোগের সাধ্যত্ব থাকিলে এবং কোনপ্রকার নির্ব্বেদ না থাকিলে, আরোগ্যের লক্ষণ বলা যায়। সুলক্ষণ পুরুষ আরোগ্য হইতে বল, আয়ু ও মহৎ সুখ লাভ করেন এবং অন্যান্য অভিলষিত ভাব সকলও লাভ করিয়া থাকেন।”

সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় ব্রাহ্মীঘৃত ও বৃঃ শতাবরী ঘৃত দুইই সন্তোষ। কিন্তু এই সকল ঘৃত নির্ম্মাণে পুরাতন গব্যঘৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য মাথা জ্বালা করিলে এবং যদি উহাতে আমবাতের অনুবন্ধ থাকে তাহা হইলে শুঁঠ, বচোন ও নিসিন্দামূলের পাচন পান করা কর্ত্তব্য। পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু এবং পুরাতন ঘৃত মাথায় মালিশ করিলেও ইহাতে উপকার পাওয়া যায়।

পঞ্চতক্ত ঘৃতের মালিশ দ্বারা উৎকট শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (স্বামাধাম)

স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের চাঞ্চল্যে:—অর্জ্জুনারিষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। চ্যবনপ্রাশ সেবনেও ইহাতে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য বক্ষস্থলে বেদনা হইলে:—মকরবিষাণ যোগ (মকরধ্বজ ও বিষাণ ভস্ম) ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

মধ্যমনারায়ণ তৈল হৃদ্‌পিণ্ডে, তলপেটে এবং তলপায়ে মালিশ করিলে সর্ব্ব-প্রকার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়।

শুক্রক্ষয়জনিত স্নায়বিক দুর্ব্বলতায়:—রসচন্দ্রক, বসন্তকুসুমাকর রস, মন্মথাভ্ররস ও স্বর্ণপূর্ণচন্দ্ররস, এইগুলি মধু, দুধ ও চিনি সহ সেবন করিলে এবং শ্রীগোপাল তৈল মালিশ করিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

এই সঙ্গে ধ্বজভঙ্গ হইলে—রসরাজ রস ও বৃঃ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করানো কর্ত্তব্য।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত উত্থানশক্তি রহিত হইলে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইলে—হরিতাল ভস্ম সেবনীয়।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য চলচ্ছক্তি রহিত হইলে—কুব্জপ্রসারণী তৈল, বলাতৈল ও মহামাষতৈলের মালিশ হিতকর। সেবনের জন্য চতুর্ম্মুখ রস, যোগেন্দ্র রস ও রসরাজ রস ব্যবহার্য্য।

বায়ু হ্রাস হওয়ার জন্য (Low Blood-pressure) চলচ্ছক্তি রহিত হইলে:—হরিতাল ভস্ম, অমৃতপ্রাশঘৃত ও বৃহচ্ছতাবরীঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে হরিতাল ভস্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বায়ু বৃদ্ধির জন্য টলিয়া টলিয়া পড়িলে ও মাথা ঘুরিলে—বলারিষ্ট, অর্জ্জুনারিষ্ট, চ্যবনপ্রাশ, চাউলধোয়া জল সহ মকরধ্বজ, ত্রিফলা-ভিজানো জল সহ কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, সুষুণী শাকের রস সহ সিদ্ধমকরধ্বজ; শতমূলীর রস, মধু, দুধ ও চিনি সহ রসরাজ রস; মধু, দুধ ও চিনি সহ চতুর্ভুজ রস এবং দুধের সর ও মধু সহ বসন্তমালতী রস সেবনার্থ এবং বলাতৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, বায়ুচ্ছায়া-সুরেন্দ্র তৈল ও পদ্মকেশর তৈল মালিশার্থ ব্যবহার্য্য।

কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার ফলে যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হয় তাহাতে:—অশ্বগন্ধা তৈল মস্তকে, তলপেটে ও হৃদ্‌পিণ্ডে মালিশ করা এবং অশ্বগন্ধারিষ্ট, অশ্বগন্ধাঘৃত, বানরী বটিকা, মকরবিষাণ, লোকনাথ রস ও শিলাজতু-প্রয়োগ সেবন করা কর্ত্তব্য। ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলেও ইহাতে উপকার পাওয়া যায়।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়া জ্বর (Brain fever) হইলে:—বৃঃ বাতচিন্তামণি, প্রবাল যোগ ও স্বর্ণসমীরপন্নগ রস সেবন করানো কর্ত্তব্য।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে:—খাটী দুধ ১ পোয়া হইতে ১ সের দ্বারা বারংবার শিরঃস্নান করাইয়া চতুর্ভুজ রস, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, বৃঃ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, অশ্বগন্ধা ঘৃত সেবন করানো কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মীশাকের রস ও কুড়চূর্ণ সহ মকরধ্বজ সেবন এবং পুরাতন ঘৃত মালিশ ও সেবন করিলেও এই অবস্থায় যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত অনিদ্রায়ঃ—ছোটচাঁদরের চূর্ণ ।০ আনা হইতে ।/০ আনা, মকরধ্বজ ½ রতি ও গোলমরিচ ২১টী, একত্রে চূর্ণ করিয়া সেবন করানো কর্ত্তব্য।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত কোষ্ঠবদ্ধতায়ঃ—জাদী হরীতকী ১ তোলা, দ্রাক্ষা ½ তোলা এবং সোনামুখী ½ তোলা, একত্রে পাচন প্রস্তুত করিয়া পান করা কর্ত্তব্য।

মকরধ্বজ ½ রতি ব্রাহ্মীশাকের রস ২ তোলা ও মধু সহ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

সোমরোগ চিকিৎসা

"যে দেশে নিন্দিতা দোষা অস্মিন্ কোপমাগতাঃ।
বলবন্তস্তথা ন স্যুর্জলজঃ স্থলজাস্তথা॥"
—ইতি ভাবপ্রকাশে।

অর্থাৎ,—"তুল্যগুণ ঔষধ সেবন করিলে স্বদেশ-সঞ্চিত স্থলজ বা জলজ দোষ সকল অন্য দেশে প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া তেমন বলবান্ হইতে পারে না।"

পাকা কাঁঠালি কলা, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও শতমূলীর রস সমানভাগে একত্র লইয়া প্রাতঃকালে মধু ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সোমরোগ বা মুত্রাতিসার আরোগ্য হয়।

সুপুষ্ট কাঁচা আমলকীর রস পান বা বাসকপাতার রস সহ যবক্ষার সেবন করিলেও সোমরোগে উপকার পাওয়া যায়।

তাল ও খেজুর গাছের মাথি, পাকা কলা, দুধ এবং মধু সেবন করিলে সোমরোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা ও আকনাদির কাথ ঘৃত ও মধু যোগে পান করিলে সোমরোগ আরোগ্য হয়।

প্রত্যহ প্রাতে আমলকীচূর্ণ ½ তোলা হইতে ½ তোলা মাত্রায় মধু সহ সেবন সোমরোগে হিতকর। ২ তোলা ঝিঙাপোড়ার রস, মোচার কাথ, সোনাছাতের

রস ১ তোলা, হেলাকুচা পাতার রস ২ তোলা, এইগুলি সোমরোগে হিতকর।

সাংসারাদিগণের কাথ সহ উৎকৃষ্ট শিলাজতু /০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে সোমরোগ আরোগ্য হয়।

উৎকৃষ্ট যবের ছাতু মধু সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সোমরোগ বিনষ্ট হয়।

কদল্যাদ্য ঘৃত ও বৃঃ ধাত্র্যাদ্য ঘৃত সোমরোগে উৎকৃষ্ট। (শিবানন্দ)

সুপক্ক আম ৮ সের, জল ৬৪ সের একত্রে পাক করিয়া ৮ সের জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে পুনরায় উক্ত ৮ সের কাথকে পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া /।০ পোয়া ঘৃত ও /॥ সের মধু মিশ্রিত করিয়া পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সোমরোগে সুফল পাওয়া যায়।

জাম্বাদ্যরিষ্ট :—আম, জাম, বাবলা, বকুল, পাকুড়, লাকুড়, বট, কুড়চি, ইহাদের ছাল; শুলঞ্চ, কাঁচাহলুদ, লোধ, দারুহরিদ্রা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও রাখালশশার মূল, প্রত্যেক ১ সের; জল—২৫৬ সের। একত্র পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ৮ সের মধু, কিসমিস ৩ সের ও ২ সের ধাইফুল মিশ্রিত করিয়া এক মাস মুখবন্ধ পাত্রে রাখিতে হইবে। এক মাস পরে উহা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই জাম্বাদ্যরিষ্ট সেবনে সোমরোগ দূরীভূত হয়।

সোমাসব :—শালবৃক্ষের সার, অর্জ্জুনছাল, লোধ, কয়েছাল, অগুরু, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, শালপানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দাড়িম, গোক্ষুর, বেণামূল, ধনে, মুতা, বড় এলাইচ, আকনাদি, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূল, লবঙ্গ, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, পদ্মমূল, কেঁশুরমূল, নীলোৎপলমূল, পানিফলমূল, বটছাল, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথছাল, পাকুড়ছাল, বেতস, কুলছাল বা ফল, পলাশছাল, যষ্টিমধু, তেজপত্র, পাবছাল বা ফল, হেলা, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ, কটুকী, শটী, শুলঞ্চ,

কুড়, সোনামুখী, ইহাদের প্রত্যেকটী /৶০ পোয়া; জল ১১৮ সের, ধাইফুল ২৷৷০ সের, কিসমিস ৭৷৷০ সের, মধু ৮ সের, পুরাতন গুড় ১৬ সের এবং চিনি ৮ সের একত্রে মুখবন্ধ পাত্রে এক মাস কাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ইহা সোমরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মকরধ্বজ রস, সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, তারকেশ্বর রস, বসন্তকুসুমাকর রস, তালকেশ্বর রস, এইগুলি সোমরোগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টফল ঔষধ।

চিকিৎসায় পঞ্চকর্ম্ম

"দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘন পাচনৈঃ।
শোধনৈর্শোধিতা যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ॥"

অর্থাৎ,—পাচন এবং লঙ্ঘন দ্বারা দোষ নিরাকৃত হইলে কখনও কখনও তাহাদের পুনরাগমণ হইতে পারে, কিন্তু শোধন দ্বারা যে দোষ নিরাকৃত হয় তাহার পুনরাগমণ হয় না"।

বমন:—সর্ব্বপ্রকার কফরোগ বমন দ্বারা বিনষ্ট হয়।

বমনকারক যোগ—(১) নিমছালের কাথ, (২) ত্রিফলা ও নিমছালের কাথ, (৩) মধু সহ তাম্র ভস্ম ১ রতি হইতে ২ রতি মাত্রায়, (৪) গরম জল ½ তোলা হইতে ৷৷০ তোলা মাত্রায় মদনফল চূর্ণ সেবন করাইলে বমন হইয়া থাকে।

বিরেচন:—সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ রোগে বিরেচন দ্বারা আশু সুফল পাওয়া যায়!

বিরেচন যোগ—(১) আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সোঁদাল, এরণ্ডমূল, তেউরী, দন্তী, কটুকী, সোনামুখী, কিসমিস, জাঙ্গী হরীতকী, ইহাদের পাচন এবং (২) জাঙ্গী হরীতকী ১ তোলা, সোনামুখী ½ তোলা ও মনক্কা ½ তোলা, ইহাদের পাচন সেবন করাইলে বিরেচন হয়।

কোষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুর হইলে বৃঃ ইচ্ছাভেদী, বৈদ্যনাথ বটী বা বৈদ্যনাথ আদেশবটী সেবন করাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

এই সকল ঔষধ না পাইলে, সেঁকা মনসা সীজের পাতার রস ✓০ আনা পান করিলে বা তেকাঁটা সীজের আঠা এক ফোঁটা বাতাসায় পুরিয়া সেবন করিলে বিরেচন ক্রিয়া হয়—

রোগীর বয়স, বল ও রোগের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বস্তি প্রয়োগ :—সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ প্রশমনার্থ বস্তিপ্রয়োগ হিতকর।

গুহ্যদ্বারে বস্তি প্রয়োগ (ডুশ দেওয়া)—গুহ্যদ্বারে এরণ্ড তৈলের বস্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রোগীর অবস্থানুসারে ২ তোলা হইতে এক ছটাক মাত্রায় গরম জল সহ এই বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজনানুসারে ত্রিফলার কাথ, উষ্ণ দুগ্ধ, উষ্ণ ঘৃত এবং ব্যাধিনাশক মিলিত দ্রব্যাদির পাচনও গুহ্যদ্বারে বস্তিরূপে প্রয়োগ করা চলে।

প্রস্রাবদ্বারে বস্তিপ্রয়োগ—ত্রিফলার কাথ, শতাবরী তৈল, মধ্যমগুড়ূচ্যাদি তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত এবং শর ও ছাগের মাংসের বস্তি প্রস্রাবদ্বারে দেওয়া কর্ত্তব্য

অর্দ্ধ মূত্রে ত্রিফলার কাথ, পঞ্চবল্কলের কাথ, অশোক ছালের কাথ প্রস্রাবদ্বারে বস্তিরূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নস্য প্রয়োগ :—সর্ব্বপ্রকার ঊর্দ্ধজত্রুগত ব্যাধিতে নস্য প্রয়োগ হিতকর।

কেবলমাত্র পুরাতন ঘৃত বা ১ ফোঁটা আকন্দের আঠা মিশ্রিত পুরাতন ঘৃতের নস্য, হরিদ্রার কাপড়-ছাঁকা চূর্ণ ✓০ আনা ও শোধিত মিঠাবিষ চূর্ণ ১ সর্ষপ মাত্রায় একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য এবং ষড়বিন্দু তৈল, দশমূল তৈল ও শাবোট তৈলের নস্য প্রযোজ্য।

স্বেদ :—সর্ব্বপ্রকার আমবাতে ও বাতব্যাধিতে হিতকর।

সৈন্ধব লবণ ও মাষকলাই এর স্বেদ, শুষ্ক বালি বা কাদা বালির স্বেদ; উষ্ণ বস্ত্র, কম্বল বা পট্টবস্ত্রের স্বেদ, পাষাণ স্বেদ এবং শঙ্কর স্বেদ স্বেদন ক্রিয়ায় হিতকর।

নেত্ররোগ চিকিৎসা

সমুদ্র ইব গম্ভীরং নৈব শক্যং চিকিৎসিতম্।
বক্তুং নিরবশেষেণ শ্লোকানামযুতৈরপি ॥
সহস্রৈরপি চ প্রোক্তমর্থমল্পমতির্নরঃ ॥
তর্কগ্রন্থার্থরহিতো নৈব গৃহ্লাত্যপণ্ডিতঃ ॥
তদিদং বহুগূঢ়ার্থং চিকিৎসাবীজমীরিতম্।
কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভিপ্ররোহতি ॥
তস্মান্মতিমতা নিত্যং নানাশাস্ত্রার্থদর্শিনা।
সর্ব্বমূহ্যমগাধার্থং শাস্ত্রমাগমবুদ্ধিনা ॥"

—ইতি সুশ্রুতে উত্তরতন্ত্রে।

অর্থাৎ,—"চিকিৎসাশাস্ত্র সমুদ্রের ন্যায় অতীব গভীর। অযুত সহস্র শ্লোক দ্বারাও তাহা শেষ করা যায় না। তর্কশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণে অসমর্থ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ইহার কিছুমাত্র ভাবও গ্রহণ করিতে পারগ নহে। ইহাতে চিকিৎসার বীজস্বরূপ গূঢ় মর্ম্মসমূহ নিহিত আছে। সুপণ্ডিত সূক্ষ্মবুদ্ধি চিকিৎসকগণ স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সেই সকল মর্ম্ম বহুবিধ চিকিৎসারূপ অঙ্কুরে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।"

এরণ্ডপত্রের মূল, পত্র ও ত্বকের ঈষদুষ্ণ কাথ দ্বারা চক্ষুতে পরিষেক করিলে **বাতজ অভিষ্যন্দ** প্রশমিত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পোস্তঢেঁড়ি শিলায় পেষণ করিয়া ও বস্ত্রখণ্ডে পোটলীবদ্ধ করিয়া আফিং-ভিজানো জলে ভিজাইয়া চক্ষুতে স্থাপন করিলে **সকল প্রকার অভিষ্যন্দ রোগ** বিনষ্ট হয়।

কুলত্থের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান চক্ষুরোগে বিশেষ

হিতকর। আমলকীর সহিত সিদ্ধ জলে স্নান করিলে **দৃষ্টিশক্তি** বৃদ্ধি হয়।

ত্রিফলার কাথে নেত্র ধৌত করিলে নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়, কবল করিলে মুখরোগ এবং পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, গণিয়ারী, পারুল, ইহাদের মূল এবং বৃহতী, এরণ্ড ও সজিনা, ইহাদের ছাল একত্রে কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা আশ্চ্যোতন দিলে **বাতাভিষ্যন্দ** বিনষ্ট হয়।

চক্ষুতে বিন্দুপাত করাকে আশ্চ্যোতন কহে। ইহা রাত্রিতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

শুঁঠ ও নিমপাতার কল্কে অল্প সৈন্ধবসংযুক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া নেত্রে ধারণ করিলে বাতশ্লেষ্মজ নেত্ররোগ ও নেত্রের শোথ, কণ্ডু, বেদনা বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলার কল্কের পিণ্ড প্রয়োগ করিলে নেত্রের কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ বিদূরিত হয়।

যষ্টিমধু, গেরিমাটি, সৈন্ধব লবণ, দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য জলে পেষিত ও মধুসংযুক্ত করিয়া নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে **সকল প্রকার নেত্ররোগ** বিনষ্ট হয়।

রসাঞ্জনের প্রলেপ বা হরীতকী ও বেলপাতার প্রলেপ বা বচ, হরিদ্রা ও শুঁঠের প্রলেপ বা শুঁঠ ও গেরিমাটীর প্রলেপ দিলে **সমস্ত নেত্ররোগ** বিনষ্ট হয়।

কর্পূরচূর্ণ বটের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে **পুষ্প-রোগ** (চক্ষুতে শ্বেতবর্ণ দাগ) নষ্ট হয়।

হরীতকী বীজ ১ ভাগ, বহেড়া বীজ ২ ভাগ ও আমলকী বীজ ৩ ভাগ একত্রে জলে পেষণ করিয়া মটরের ন্যায় বটিকা করিতে হইবে। ইহার অঞ্জন দিলে চক্ষুর **স্রাব ও বেদনা** নষ্ট হয়।

সজিনাপাতার রস তাম্রপাত্রে উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া ঘৃতমিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে চক্ষুর করকরাণি, জল পড়া ও বেদনা নষ্ট হয়।

ছাগলের যকৃতের মধ্যে পিপুল পূরিয়া অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া ও সিদ্ধাবশিষ্ট যকৃত নিঃসৃত জলে উক্ত পিপুল বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন রাত্র্যান্ধ্য নাশক। দধির সহিত গোলমরিচ ঘষিয়া প্রলেপ দিলেও রাত্র্যান্ধ্য বিদূরিত হয়।

দূর্ব্বাঘাস যব, গেরিমাটী ও অনন্তমূল একত্রে ঘৃতসহ পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে চক্ষুশূল ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা বিনষ্ট হয়।

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতী পাতা ও নিমপাতা একত্রে গোময় রসে মর্দ্দন করিয়া দেড় মটর প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। ইহার অঞ্জন প্রদান করিলে রাত্র্যান্ধ্য বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা, মুরগীর ডিমের খোসা, হীরাকস, লৌহচূর্ণ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন তাম্রপাত্রে ৭ দিন ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া ও ছাগদুগ্ধে মাড়িয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অঞ্জন সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টিহীনতা নাশক।

রসসিন্দুর ৪ ভাগ, সীসকভস্ম ৪ ভাগ, রসাঞ্জন ৮ ভাগ এবং কর্পূর ১ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ছানিপড়া ও বিবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রোদয় বর্ত্তি ও চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগ এবং ত্রিফলাদ্যঘৃত, মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত ও বাসকাদি কাথ সেবন চক্ষুরোগে বিশেষ হিতকর।

মুক্তাদি মহাঞ্জনের অঞ্জন প্রয়োগ নেত্রাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার প্রবল রোগে সর্ব্বাপেক্ষা সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

কর্ণরোগ চিকিৎসা

"সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং শরীরং বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কাৎর্স্নেন বেদ লোকসুখপ্রদম্॥"

—ইতি চরকে শারীরস্থানে

অর্থাৎ,—"সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যে ভিষক্ সমুদয় শরীরের ভাব অবগত থাকেন, তিনিই লোকসুখপ্রদ সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অবগত আছেন।"

সামান্য কর্ণরোগে ঘৃতপান করাই বিধেয়। এবং ব্যায়াম না করা, শিরঃস্নান না করা, দিবানিদ্রা ও কথা না বলা কর্ণরোগে বিশেষ হিতকর। কয়েত-বেল, ছোলঙ্গলেবুর রস ও আদার রস একত্রে ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমধ্যে প্রদান করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। রসোন, আদা, সজিনা, রক্তসজিনা, মূলা ও কদলী, ইহাদের স্বরস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। আদা, সূর্য্যাবর্ত্ত এবং সজিনামূলের স্বরস পৃথক্‌রূপে মধু, তৈল ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। ঈষদুষ্ণ সজিনার রস তিলতৈল সহ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। আকন্দ পাতার পুট দ্বারা পাক করা মনসা পাতার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। পীতবর্ণ পাকা আকন্দের পাতা ঘৃতলিপ্ত করিয়া ও অগ্নিতপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ঐ রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল ও অত্যন্ত বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। অশ্বত্থ পাতায় তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া তাহার খল প্রস্তুতপূর্ব্বক অঙ্গারাগ্নি পূরিত করিলে তাহা হইতে যে তৈল বা ঘৃত নির্গত হইবে, সেই তৈল বা ঘৃত কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণের বেদনা নিবারিত হয়। কর্ণে শূলবৎ তীব্রবেদনা, শব্দ ও ক্লেদ হইলে ছাগমূত্র সৈন্ধবলবণচূর্ণ সহযোগে উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কাঁটানটের রসদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের পূঁয নষ্ট হয়। তাল-মূলী ও সোমরাজীর বীজচূর্ণ সেবন করিলে বধিরতার শান্তি হয়।

নির্ম্মলী ফল, সজিনা ছাল ও সৈন্ধব লবণ একত্রে কাঁজির সহিত বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলজাত স্ফোটক বিনষ্ট হয়।

হিং, সৈন্ধব ও শুঁঠের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল অবশ্য বিনষ্ট হইবে।

কর্ণশূলে, কর্ণনাদে, বধিরতায় ও ক্ষেড়ে (বংশীধ্বনিবৎ শব্দ) বাতঘ্ন ঔষধের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দারা কর্ণপূরণ হিতকর।

টাবালেবুর রসে সজ্জিক্ষারচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণের স্রাব, বেদনা ও দাহ অবশ্য বিদূরিত হইবে।

জাতীপত্রের রসের সহিত পক্ক তৈল প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণরোগ নিবারিত হয়। নারীর স্তনদুগ্ধে রসাঞ্জন পেষণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালজাত কর্ণস্রাব ও পূতিকর্ণরোগ নিবারিত হয়।

হরিতালসংযুক্ত গোমূত্র দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি নষ্ট হয়। কর্ণের দৌর্গন্ধ্য নাশে গুগ্‌গুলুর ধূম শ্রেষ্ঠ।

পরিলেহীতে (কর্ণপালী ও গহ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া যে সর্ষপাকৃতি-বিশিষ্ট পিড়কা জন্মে) গোময়ের তপ্ত স্বেদ হিতকর। ছাগমূত্রে কর্পূর মর্দ্দিত করিয়া তদ্বারা পরিলেহী প্রলিপ্ত করিলে উহা বিনষ্ট হয়।

পুত্রজীবক (জীয়াপুতা) ফলের মজ্জা জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণ, কণ্ঠ, কক্ষ ও উরুমূলজাত স্ফোটক নষ্ট হইয়া যায়।

শুণ্ঠীর কাথ গুড়সহ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নিবারিত হয়।

কচি জামপাতা, কচি আমপাতা, কাঁচা কয়েত বেল ও কাঁচা কার্পাস-ফল সমানভাগে লইয়া রস বাহির করিয়া মধুসহ মিশ্রণপূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূঁযাদির স্রাব নিবারিত হয়।

অধিক মাত্রায় চূর্ণসহ পান চিবাইয়া তাহার রস কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিসিন্দা পত্রের রস, তৈল, সৈন্ধব লবণ, মূল, পুরাতন গুড় ও মধু, এই দয় একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে **পূতিকর্ণ** উপশমিত হয়।

কর্ণ দুর্বিদ্ধ হইয়া শোথ ও বেদনা জন্মিলে যষ্টিমধু, যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল, এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কুড়, শুঁঠ, বচ, হিং, শুলফা, সজিনার বীজ ও সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছাগমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে **সর্ব্ববিধ কর্ণরোগ**, বিশেষতঃ পূতিকর্ণ, বিনষ্ট হইয়া থাকে। **ক্ষারতৈল** সর্ব্বপ্রকার কর্ণরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কটুতৈলে শামুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে **কর্ণনালী** প্রশমিত হয়। **নিশাতৈল** কর্ণনালীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কর্ণে দশমূল তৈল পূরণ করিলে **বাধির্য্য** এবং মধু বা গোমূত্রযুক্ত মালতী ফুলের পাতার রস পূরণ করিলে পূতিকর্ণ বিনষ্ট হয়।

কর্ণনাদে **কটুতৈল** পূরণ হিতকর। বাতপ্রধান বাধির্য্য এবং কর্ণনাদাদিতে বাতব্যাধির **মাষতৈলাদি** পূরণ হিতজনক। শ্লৈষ্মিক কর্ণরোগ বা ক্লেদবাহি কর্ণরোগে শিরোরোগের **বৃহদ্দশমূল তৈল** পূরণ ফলপ্রদ। বাতপ্রধান বা পিত্তপ্রধান কর্ণনাদাদিতে বাতব্যাধির **চিন্তামণি রস** ব্যবহার হিতকর।

নাসারোগ চিকিৎসা

"ক্রিয়াপথমতিক্রান্তাঃ কেবলং দেহমাপ্লুতাঃ।
চিহ্নং কুর্ব্বন্তি যদ্দোষা অরিষ্টং নিরুচ্যতে॥"

—ইতি চরকে ইন্দ্রিয়স্থানে।

অর্থাৎ—"দোষসকল চিকিৎসার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অসহায় শরীরে অধিকার লাভ করিয়া যে চিহ্ন প্রকাশ করে তাহার পারিভাষিক নাম অরিষ্ট।"

নাসারোগে সেবনার্থ:—ত্রিকটুচূর্ণ ও মধু সহ দশমূল পাচন, গরমজল সহ **ব্যোষাদ্য চূর্ণ**, গরম জল সহ ভোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় **চিত্রক হরীতকী**, গরম জল সহ **ব্যোষাদিগুড়িকা** (বাগভট্ট), পঞ্চমূলের কাথ সহ কতকীণ রোগাধিকারোক্ত **সর্পীগুড়**, আদার রস ও মধু অনুপানে শিরোরোগাধিকারোক্ত ধুতুরার রসে ভাবিত **লক্ষ্মীবিলাস রস** ব্যবহার্য্য।

নাসারোগে মস্তকে মর্দ্দনার্থ:—দশমূল তৈল, কনক তৈল, রুদ্র তৈল ও ভৃঙ্গরাজ তৈল ব্যবহার্য্য।

নস্যার্থ:—শিগ্রু তৈল ও ব্যাঘ্রী তৈল পূতিনস্যে, পাঠাদি তৈল পীনসে; করবীরাদ্য তৈল, শিখরী তৈল ও চিত্রক তৈল নাসার্শে এবং উক্ত তৈল সর্ব্বপ্রকার নাসারোগে ব্যবহার্য্য।

মুখরোগ চিকিৎসা

"পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ। যাবন্তো হি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে।" —ইতি চরকে শারীরস্থানে।

অর্থাৎ—"পুরুষ বাহ্য জগতের তুল্য, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন। বাহ্য জগতে যতপ্রকার স্থূল দ্রব্য আছে, পুরুষেও ততপ্রকার এবং পুরুষেও যতপ্রকার বাহ্য জগতেও ততপ্রকার আছে।"

ওষ্ঠাগত রোগ চিকিৎসা:—তৈল, ঘৃত, মোম, রাস্না, গুড়, সৈন্ধব ও গেরিমাটী, সমভাগে একত্র পাক করিয়া স্নেহবৎ হইলে নামাইতে হইবে। ইহার প্রলেপ দিলে ঠোঁটফাটা ও ঠোঁটের ক্ষত আরোগ্য

হয়। মোম ও গুড়ের সহিত ধুনা, তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ওষ্ঠের বেদনা, কর্কশতা, ব্যথা ও পূঁয রক্তস্রাব নষ্ট হয়। ধুনা, গেরিমাটী, ধনে, তৈল, ঘৃত, সৈন্ধব ও মোম একত্রে অল্প পাক করিয়া প্রলেপ দিলে ওষ্ঠের ক্ষত প্রশমিত হয়। প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও ত্রিফলার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠের ক্ষত নিবারিত হয়।

দন্ত ও দন্তবেষ্টগত রোগ চিকিৎসা

হীরাকষ, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও চৈ, ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে শীতাদ রোগ (দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব হইয়া মাংস পচিয়া খসিয়া পড়া) পূতিমাংস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শীতাদ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও সর্ষপের ক্বাথের এবং ত্রিফলার ক্বাথের গণ্ডুষ ধারণ করা কর্ত্তব্য।

দন্তবেষ্টগত রোগে দন্তবেষ্ট হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধকাষ্ঠ, বকমকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও লাক্ষা, ইহাদের চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্বারা ক্ষতস্থানে অল্প অল্প ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথে ঘৃত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার গণ্ডুষ ধারণ করা এবং বকুলছাল চর্ব্বণ করা চলদন্তে (দাঁতনড়ায়) হিতকর।

নাগরমুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিমপাতা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করতঃ তাহার বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। নিদ্রাকালে রোগী এই বটিকা মুখে রাখিয়া নিদ্রা যাইলে দন্ত সকল দৃঢ় হয়। ইহা চলদন্তের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাগড়াপাতার ক্বাথে কুলি করিলে এবং তিল ও বচ একত্র করিয়া সর্ব্বদা চিবাইলে চলিত দন্ত দৃঢ়মূল হয়।

করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতি, অর্জ্জুন ও অসন প্রভৃতি কাষ্ঠের দাঁতন করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

সহচরাদ্য তৈল বা ঘৃত মুখে ধারণ করিলে চলদন্ত শীঘ্রই দৃঢ়মূল হয়।

সৌষির রোগে (দাঁতের গোড়ায় শোথ জন্মিয়া লালা নিঃসরণ) রক্ত মোক্ষণ করিয়া লোধ, মুতা ও রসাঞ্জন চূর্ণ একত্রে মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা প্রলেপ দেওয়া এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথের কবলধারণ করা কর্ত্তব্য।

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাহক্রান্তা, আকনাদি, চৈ ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

দন্তে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা হইলে ও দন্তহর্ষে (দাঁত শিড়শিড় করিলে) উষ্ণ তৈল, ঘৃত এবং দশমূল কাথ ইত্যাদির কবলধারণ করা কর্ত্তব্য। তেউড়ীর সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহার দ্বারা কবলধারণ করিলে দন্তহর্ষ নষ্ট হয়।

পরিদর (দন্তমাংস গলিত ও রক্তনিঃসৃত হওয়া) রোগের ও উপকুশ (দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক হইয়া দন্ত পতিত হওয়া) রোগের চিকিৎসা শীতাদ রোগের ন্যায় করা কর্ত্তব্য।

মধু, পিপুল চূর্ণ ও গব্যঘৃত একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। বকুল ছালের কাথের গণ্ডূষধারণ করিলেও দন্তশূল নিবারিত হয়।

দন্তবৈদর্ভ রোগে (দন্তবেষ্ট ঘৃষ্ট হইয়া প্রবল শোথ উৎপন্ন হওয়া ও দন্ত সকল নড়া) অস্ত্র দ্বারা দন্তমূল হইতে পুঁযাদি ক্লেদ বাহির করিয়া ক্ষার-প্রয়োগ এবং শীতলক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

অধিমাংস রোগে (মাড়ীর শেষ প্রান্তে দন্তমূলে প্রবল শোথ হইয়া লালাস্রাব হওয়া) অধিমাংস ছেদন করিয়া বচ, চৈ, আকনাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে মধু প্রক্ষিপ্ত পিপুলের কাথের কবলধারণ এবং পলতা, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন হিতকর।

দন্তনাড়ী রোগে জাতীপত্র, ময়না, কটকী ও বৈঁচি, ইহাদের কাথ দ্বারা কুলি করিলে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, ইহাদের সহিত তৈল

পাক করিয়া সেই তৈল লাগাইলে, দন্তনালী প্রশমিত হয়। জাতীপত্র, ধুতুরাপত্র, গোক্ষুর ও খদির, ইহাদের কষায় দ্বারা মুখধাবণ করিলেও দন্তনালীতে উপকার হইয়া থাকে।

দন্তনালীতে আক্রান্ত দন্তটী যদি উপরের পাটীর না হয় তাহা হইলে উহা তুলিয়া ফেলা উচিত। উপরের পাটীর দাঁত নড়িলেও তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, উহা করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া দারুণ রোগ সকল সৃষ্টি করিবে। দন্তনালীর দাঁত তুলিবার পর ঐ স্থানের দন্তমাংস অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

দন্তমূলের কোন ক্ষতি না হয়, এইরূপভাবে দন্তশর্করা তুলিয়া মধু-সংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ তৎস্থানে ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

কপালিকারোগে (দন্তশর্করার সহিত দন্ত খাপড়ার ন্যায় বিদীর্ণ হওয়া) দন্তহর্ষের ন্যায় চিকিৎসা করিলে উপকার পাওয়া যায়।

বৃহতী, কুকৃশিমা, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথে তৈল মিশ্রিত করিয়া গণ্ডুষধারণ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগের (পোকা-খেকো দাঁতের) বেদনা প্রশমিত হয়।

হিং উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ক্রিমিদন্তক বিনষ্ট হয়। নীলমূল, কাকজঙ্ঘা ও তিতলাউ, ইহাদের প্রত্যেকের মূল চূর্ণ করিয়া দন্তে ধারণ করিলে বা নীলবৃক্ষ, কাকজঙ্ঘা, সীজ ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের মূল চর্ব্বণ করিয়া দন্তে ধারণ করিলে দন্তের ক্রিমি পড়িয়া যায়।

মুতা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা, খদির, বেণামূল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দন্তে লাগাইলে ক্রিমিদন্ত রোগ নিবারিত হয়।

হাতিম ও আকন্দের আঠা দ্বারা ক্রিমিদন্তের রন্ধ্র পূরণ করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পটোল, কট্‌কী, ত্রিকটু, আক্‌নাদি, সৈন্ধব ও বামুনহাটী, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে এবং মধু ও তৈলের কবলধারণ করিলে ক্রিমিদন্ত রোগ প্রশমিত হয়।

কাঁকড়ার ২খানা পা বাটিয়া গব্যদুগ্ধে পাক করিয়া ঘন হইলে তাহার দ্বারা রাত্রিতে পদদ্বয় লেপন করিয়া রাখিলে দাঁত কড়মড়ানি নিবারিত হয়।

দন্তরোগাশনি চূর্ণ ও দশনসংস্কারচূর্ণ ব্যবহার করিলে এবং বিদার্য্যাদি তৈলের নস্য লইলে সর্ব্বপ্রকার দন্ত ও দন্তবেষ্টগত রোগে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

লাক্ষাদি তৈল মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার দন্ত ও দন্তবেষ্টগত রোগে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়।

জিহ্বারোগ চিকিৎসা—তাম্রভস্ম ১ রতি হইতে ২রতি মাত্রায় আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জিহ্বারোগ আরোগ্য হয়।

তালুরোগ চিকিৎসা

তালুক্ষতে—মাণিক্য রস ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু বা আদার রস ও মধু বা দারুহরিদ্রা ও মধু সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গলশুণ্ডীতে (টন্‌সিল)—তুঁতে ভস্ম দ্বারা বা কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, পিপুল, আক্‌নাদি ও কৈবর্ত্তমুস্তা, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা গলশুণ্ডী ঘর্ষণ করিয়া বচ, আতইচ, অক্‌নাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিম, ইহাদের ক্বাথের কবল করিলে সুফল লাভ করা যায়।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু ও মহাভল্লাতক গুড়, এই দুইটী ঔষধ সেবন গলশুণ্ডীতে হিতকর।

গলরোগ চিকিৎসা:—দারুহরিদ্রার ত্বক, নিমছাল, রসাঞ্জন ও কুড়্‌চি, ইহাদের কষায়ে বা হরীতকীর কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতজ গলরোগ বিনষ্ট হয়।

কট্‌কী, আড়ইচ, দেবদারু, আক্‌নাদি, মুতা ও কুড়্‌চি, গোমূত্রে এই-সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ গল-রোগ বিনষ্ট হয়।

কিস্‌মিস্‌, কট্‌কী, দারুহরিদ্রার ত্বক, ত্রিফলা, মুতা, আকনাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও গজপিপ্পলী, ইহাদের চূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার কফজ গলরোগ বিনষ্ট হয়।

যবক্ষার, গজপিপ্পলী, আক্‌নাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ মধু সহ মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেই বটিকা মুখে ধারণ করিলে সকলপ্রকার গলরোগেই উপকার পাওয়া যায়।

কালকচূর্ণ, পিত্তকচূর্ণ ও ক্ষারগুড়িকা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কণ্ঠ-রোগ বিনষ্ট হয়। বৃঃ খদিরবটিকাও কণ্ঠরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহাসহচর তৈল, ইরিমেদাদ্য তৈল, লাক্ষাদ্য তৈল, বকুলাদ্য তৈল ও জাত্যাদ্য তৈল, এই সকলের কবলধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার গলরোগ আরোগ্য হয়।

মালত্যাদ্যঘৃত পান করিলে বা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

বিষ চিকিৎসা

"মঙ্গলাচারসম্পন্নঃ সাতুরো বৈশ্বিকো জনঃ।
প্রদধানোঽনুকূলশ্চ প্রভূতদ্রব্যসংগ্রহঃ॥
ধনৈশ্বর্য্যসুখাবাপ্তিরিষ্টলাভঃ সুখেন চ।
দ্রব্যাণাং তত্র যোগ্যানাং যোজনা সিদ্ধিরেব চ॥"

—ইতি চরকে ইন্দ্রিয়স্থানে।

অর্থাৎ,—"যে স্থানে রোগীর সহিত গৃহস্থদিগের সকল ব্যক্তিই মঙ্গলাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান, অনুকূল চিকিৎসা ও স্বস্ত্যয়নোপযোগী প্রভৃত দ্রব্যসম্পন্ন, ধনবান, ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখী এবং যথায় চিকিৎসোপযোগী অভিলষিত বস্তু অনায়াসে লাভ হয়, সেইস্থলে চিকিৎসার নিমিত্ত যোগ্য দ্রব্যের প্রয়োগ করিলে চিকিৎসা অবশ্যই সফল হইয়া থাকে।"

মূল, পত্র, ত্বক প্রভৃতি স্থাবর বিষ পান করিয়া থাকিলে রোগীকে প্রথমে বমন করাইয়া শীতক্রিয়া করিতে হইবে। পরে যে দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার বিপরীত চিকিৎসা করিতে হইবে।

সর্পে দংশন করিলে কুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও কাঁটানটের মূল চাউলধোয়া জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে **সর্পবিষ** নষ্ট হয়। শিরীষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে **সর্পবিষ** নষ্ট হয়। চাউলধোয়া জল সহ কেলেকড়ার মূল বাটিয়া নস্য লইলে **সর্পবিষ** নষ্ট হয়। অপরাজিতার মূল ঘৃতসহ সেবন করিলে **সর্পবিষ** নষ্ট হয়।

ডহরকরঞ্জ ফল, ত্রিকটু, বিল্বমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তুলসী মঞ্জরী ছাগমূত্রে বাটিয়া অঞ্জন দিলে সংজ্ঞাহীন **সর্পদষ্ট** ব্যক্তির চৈতন্য হয়।

কুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধবের প্রলেপ দিলে এবং রক্তমোক্ষণ করিলে **ইন্দুরের বিষ** নষ্ট হয়।

উষ্ণ গব্যঘৃত সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে **বৃশ্চিক বিষ** নষ্ট হয়। তুলসীর মূল বাটিয়া গুড়িকা করিয়া বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে বুলাইলে বিষ নষ্ট হয়। প্রথমে দষ্টস্থানে গুগ্‌গুলুর ধূম লাগাইয়া পরে আকন্দপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে **বৃশ্চিক বিষ** নষ্ট হয়। জীরা বাটিয়া ঘৃত ও সৈন্ধবমিশ্রিত ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে **বৃশ্চিক** দংশনের জ্বালা নষ্ট হয়।

মনসা সীজের আঠায় শিরীষ বীজ ঘষিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে **কুকুরের বিষ** নষ্ট হয়। চাউলবাটার মধ্যে মেষলোম পুরিয়া সেবন করিলে **কুকুরের বিষ** নষ্ট হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকমকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগকেশর শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে **মাকড়সার বিষ** নষ্ট হয়।

বিছা বা বোলতায় কামড়াইলে হুল তুলিয়া ফেলিয়া গোময় গরম করিয়া লাগাইলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

সর্পে দংশন করিবামাত্র দষ্টস্থানের দুই অঙ্গুলী উপরে শক্ত করিয়া বাঁধন দিতে হইবে। প্রথম বাঁধনের দুই অঙ্গুলী উপরে একটী এবং সুবিধা হইলে তাহারও দুই অঙ্গুলী উপরে একটী বাঁধন দিতে হইবে। তাহার পর ক্ষতস্থান চিরিয়া দিয়া একটী মুরগীর মলদ্বার তাহার উপর চাপিয়া ধরিলে বিষদুষ্ট রক্তের চুষণ ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মুরগীটি মরিয়া যায়। এইরূপে ৭।৮টী মুরগী প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ বিষ বাহির হইয়া যায়। বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া রক্ত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিষও বাহির হয়। যতক্ষণ বিষ থাকে ততক্ষণ কাল রক্ত বাহির হইবে। লাল তাজা রক্ত বাহির হইলেই বুঝিতে হইবে শরীরে আর বিষ নাই। নির্বিষ না হওয়া পর্য্যন্ত বাঁধন খোলা উচিত নহে। চিরিয়া বিষ বাহির করিতে না পারিলে দষ্টস্থান চিরচির করিয়া কাটিয়া পটাশ পারমাঙ্গানেটের গুঁড়া তাহার মধ্যে পুরিয়া দিলেও বিষ নষ্ট হয়। তাগা বাঁধিবার সুবিধা না হইলে দষ্টস্থান চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া ঐরূপ পটাশ পারমাঙ্গানেট প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য বা দষ্টস্থান উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা পোড়াইয়া দিতে হইবে।

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরে কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দষ্টস্থান

পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দষ্টস্থান চিরিয়া দিয়া উত্তপ্ত ঘৃত দ্বারাও পোড়াইয়া দেওয়া চলে। দষ্টব্যক্তির পক্ষে বহুদিন ধরিয়া ঘৃত ভোজন এবং ক্ষতস্থানে ঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ধুতুরামূল, আঁকোড়ের মূল বা বাঁশের মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিলে **কুকুরের বিষ** নষ্ট হয়।

ভীমরুদ্র রস :—পারদ, গন্ধক ও লৌহ, প্রত্যেক ১ তোলা এবং অভ্র ২ তোলা একত্র করিয়া ইন্দ্রবারুণী, বৃহতী, ব্রাহ্মী, নীলোৎপল, দাড়িম, আলকুশী বীজ ও আলকুশীর রসে পৃথকভাবে ভাবনা দিয়া ১রতি বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল পান করিলে **সর্ব্বপ্রকার বিষ**, বিশেষতঃ শৃগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

বিষহরী বর্ত্তি ঃ—জয়পালবীজের মজ্জা কাগজী লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা লালাতে ঘষিয়া অঞ্জন দিলে **সর্পবিষ** নষ্ট হয়।

কুলিকাদি বটিকা :—কেলেকড়ার মূল, ছাতিম মূলের ছাল ও কুড়, প্রত্যেকে ১ তোলা এবং দারমুজ ১ মাষা, আকন্দমূলের রসে মাড়িয়া সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে বিষে **মৃতকল্প** ব্যক্তিও পুনর্জীবন লাভ করে।

শিরীষ পুষ্পের রস সহ সজিনাবীজ সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ **সর্পদষ্ট** ব্যক্তিকে সেবন করাইলে বা নস্য ও অঞ্জন দিলে বিষ নষ্ট হয়।

বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, গজপিপুল, আক্‌নাদি, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও গোলমরিচ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে **সর্ব্বপ্রকার কীটের** বিষ নষ্ট হয়।

মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃতের সেবন, অভ্যঙ্গ এবং অঞ্জনে সর্প, কীট ইত্যাদি **সর্ব্বপ্রকার** জঙ্গম বিষ বিনষ্ট হয়।

প্রকররোগ চিকিৎসা

"যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।
গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে ॥
সংবৎসরশতে পূর্ণে যাতি সংবৎসরঃ ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মানমিষ্যতে ॥"

—ইতি চরকে বিমানস্থানে।

অর্থাৎ,—"যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদ এক এক পাদ করিয়া ক্রমে হীন হইতে থাকে। ভূতের গুণও এইরূপ এক এক পাদ করিয়া ক্ষীণ হয়। ইহাতেই লোকে লয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। একশত বৎসর পরে এক বৎসর করিয়া আয়ু কমিয়া যাইতেছে। এইরূপেই দেহিগণের আয়ুঃকালের পরিমাণ হইয়া থাকে।"

রক্তপ্রদরে রক্তবন্ধ করিবার জন্যঃ—

(১) বাসকছাল /৵০ পোয়া ও জল /৪ সের একসঙ্গে পাক করিয়া /১ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই /১ সের কাথ সহ /১ এক সের দুধ সিদ্ধ করিতে করিতে ও দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, সেই দুগ্ধ /৷০ পোয়া করিয়া দুই দিনে ৪ বারে পান করিতে হইবে। রোগিণীর বল থাকিলে উহা একদিনেই খাইবে। এবং অগ্নিমান্দ্য থাকিলে অৰ্দ্ধ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া খাইবে। ইহাতে রক্তস্রাব শীঘ্র বন্ধ হয়।

(২) রোগিণী কফপ্রধান হইলে, অশোক ছালের কাথ সেব্য।

(৩) দশ সের যজ্ঞডুমুরের পত্র কুটিয়া এক মণ জলে সিদ্ধ করিয়া দশ সের জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই দশ সের কাথকে পুনরায় পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে নামাইতে হইবে। এই অবলেহ ৷৷০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৪) যষ্টিমধু চূর্ণ ১ তোলা ও চিনি ১ তোলা একত্রে শীতল জল সহ দিনে দুইবার সেবন করিলে প্রবল রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

(৫) গোরক্ষচাকুলের মূল ১ তোলা মধু, দুধ ও চিনি সহ দিনে দুইবার সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৬) প্রবাল ভস্ম ২ রতি হইতে এক আনা মাত্রায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু সহ সেবন করিলে দুর্জ্জয় রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

(৭) কুশমূল ৷৷০ তোলা মাত্রায় চালধোয়া জল সহ সপ্তাহকাল সেবন করিলে দুর্জ্জয় রক্তপ্রদর নিবারিত হয়।

(৮) ১/২ রতি মাত্রায় বংশপত্র হরিতালভস্ম কুকুরশোঁকা পাতার রস ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়। ইহা আয়াপানের রস বা দুৰ্ব্বার রস সহ ব্যবহারেও সুফল পাওয়া যায়।

(৯) গোদন্ত হরিতালভস্ম ২ রতি মাত্রায় গাঁদাফুলের পাতার

বা দুর্ব্বার বা বাবলা পাতার রস সহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়।

(১০) পিণ্ড হরিতালভস্ম ২ রতি মাত্রায় দুর্ব্বার রস ও মধু সহ সেবন করিলে বিশেষরূপে স্ত্রী পুষ্প বিনষ্ট হয়।

(১১) শোধিত রসাঞ্জন ২ রতি মাত্রায় কাঁটানটের মূলের রস সহ সপ্তাহকাল সেবন করিলে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়।

(১২) "শোণিত রোধক" নামক ঔষধ আয়াপান পাতার বা দুর্ব্বার বা গাঁদাফুলের পাতার বা বাবলা পাতার বা কুকশিমা পাতার রস ও মধু সহ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়, দিনে ৩ বার সেবন করিলে দুর্জ্জয় রক্তপ্রদর শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

শোণিত রোধক প্রস্তুতিবিধিঃ—অভ্রভস্ম, লৌহ-ভস্ম, রসাঞ্জন, রসসিন্দুর, হিঙ্গুল, রক্তচন্দন, লাক্ষা, যষ্টিমধু, খুনখারাপ, প্রবালভস্ম, ফট্‌কিরী, শ্বেতধুনা ও গেরিমাটি, এইসকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্রে চূর্ণ করিয়া বাবলা পাতার রসে, যজ্ঞডুমুরের রসে, বাসক পাতার রসে, আয়াপানের রসে, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর কাথে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রার বাটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে।

১ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় হরিণের রক্ত মধু ও চিনি সহ পান করিলে দুর্জ্জয় পৈত্তিক রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

দধি ৬ তোলা, সচল লবণ ৵৹ আনা, জীরা ।৹ আনা, যষ্টি-মধু ।৹ আনা, নীলোৎপল ।৹ আনা ও মধু ॥৹ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে বাতিক রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

চিনি, যষ্টিমধু, শুঁঠ, তৈল ও দধি সমভাগে লইয়া একত্র মন্থন করিয়া সেবন করিলে বাতজ প্রদর নষ্ট হয়।

রসসিন্দুর ২ রতি ও বাসক পাতার রস ২ তোলা একত্রে সেবন

করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রদর নিবারিত হয়।

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিরতা, বাসকছাল, মুতা, বেলশুঁঠ, রক্ত-চন্দন ও আকন্দ পুষ্প, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বেদনান্বিত রক্তপ্রদর ও শ্বেতপ্রদর নিবারিত হয়।

চন্দনাদি চূর্ণ ও পুষ্যানুগ চূর্ণ চালুনী ধোয়া জল ও মধু সহ সেবন করিলে দুর্জ্জয় রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়।

রক্তস্রাবের সঙ্গে অতিশয় বেদনা থাকিলে প্রদরারি লৌহ, প্রদরান্তক লৌহ, মধুকাদ্যাবলেহ ও পুষ্করলেহ, এইগুলি প্রয়োগ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

রক্তস্রাবের বর্ণ নানা প্রকারের হইলে পত্রাঙ্গাসব এবং অশোকারিষ্ট প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পত্রাঙ্গাসব, অশোকারিষ্ট এবং লক্ষণারিষ্ট, এই তিনটী ঔষধ যে কোন প্রকার স্ত্রীরোগে চোখ বুজিয়া ব্যবহার করা চলে।

শ্বেতপ্রদর চিকিৎসা ঃ—(১) এই রোগে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ পত্রাঙ্গাসব, (২) অশোকারিষ্ট এবং সারিবাদ্যাসব প্রয়োগেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

রক্তস্রাব মিশ্রিত শ্বেতপ্রদরে শিলাজতুবটিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্বেতপ্রদর হইতে শরীর ক্ষয় হইলে, প্রদরান্তক রস ও রত্নপ্রভা বটিকা বেড়েলার কাথ বা কেশুরিয়া পাতার রস অনুপানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সশূল শ্বেত ও রক্ত মিশ্রিত স্রাবে অশোক ঘৃত ও ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত প্রযোজ্য।

শ্বেতপ্রদর সহ হাতপায়ে জ্বালা থাকিলে ও শরীর কৃশ হইলে বৃহচ্ছতাবরী ঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বহুদিন ধরিয়া শ্বেতপ্রদরে ভুগিয়া যোনিতে ক্ষত হইলে, হর-

মারাদি তৈলের পিচু যোনি মধ্যে ধারণ এবং চন্দ্রাংশু রস জীরার কাথ সহ সেবন করিলে শ্বেতপ্রদর ও যোনিক্ষত আরোগ্য হয়। যোনি মধ্যে চুলকনা হইলেও উক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহার করিয়া সুফল লাভ করা যায়।

প্রদরের সহিত যদি অতিসার ও গ্রহণী রোগ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে প্রিয়ঙ্গ্বাদ্য তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নিয়মিত ঋতুস্রাব না হইলে ও তজ্জনিত গর্ভধারণ শক্তি লোপ পাইলে সিতকল্যাণ ঘৃত, নষ্টপুষ্পান্তক রস এবং ফলঘৃত বা ফলকল্যাণক ঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বাধক চিকিৎসা ঃ— নষ্টপুষ্পান্তক রস বাধকের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

একেবারে রক্তস্রাব না হইলে এবং বদন হইলে হিঙ্গ্বাদি তৈল যোনিতে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে স্রাব হয় ও শূল নিবারিত হয়।

যে সমস্ত স্ত্রীলোকের মাসিকধর্ম্ম কালে অতিশয় বেদনা হয়, শরীর কৃশ, স্ত্রীঅঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না এবং মৈথুনকালে যোনিতে খরস্পর্শ বোধ হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত, সোম-ঘৃত, বৃহচ্ছতাবরী ঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত প্রযোজ্য।

যোনিব্যাপৎ চিকিৎসা

"আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ।
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাহরেৎ॥
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনুলেপনম্।
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্॥
অত্যুচ্চশব্দশ্রবণং হসনং বহুভাষণম্।
আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

—ইতি, ভাবপ্রকাশে গর্ভপ্রকরণে।

অর্থাৎ—"রজস্বলা স্ত্রী রজোনিঃসরণ দিবস হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে, পতিকেও দর্শন করিবে না; হস্তে, শরাবে বা পর্ণে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, এবং অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, অত্যুচ্চশব্দ শ্রবণ, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, ভূমি খনন ও প্রবল বাত সেবন, এইগুলি পরিবর্জ্জন করিবে।"

স্ত্রী বন্ধ্যাত্বেঃ— ফলঘৃত, ফলকল্যাণ ঘৃত, এই দুইটী স্ত্রী-বন্ধ্যাত্বের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বলাঘৃত ও অশ্বগন্ধা ঘৃতও এই রোগে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। পুত্র না হইয়া কেবলমাত্র কন্যা সন্তান হইতে থাকিলে, লক্ষণালৌহ ও কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে পুত্র সন্তান হইয়া থাকে।

পুং বন্ধ্যাত্বে (পুরুষের শুক্রকীটের স্বল্পতা হেতু সন্তানোৎপাদন শক্তির হীনতায়)ঃ— সোমঘৃত, নীলোৎপলাদ্য ঘৃত, বৃহচ্ছতাবরী ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, পূর্ণচন্দ্র রস, অনঙ্গকুসুমাকর রস, বসন্তকুসুমাকর রস, মকরধ্বজ রস ও শ্রীমদনানন্দ মোদক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

যোনিরোগ চিকিৎসাঃ— ত্রিফলার কাথ সহ প্রত্যহ দুই বেলা যোনি ধৌত করিলে সর্ব্বপ্রকার যোনিরোগ বিদূরিত হয়, যোনির শিথিলতা নষ্ট হয় ও জরায়ু স্বস্থান প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চবল্কলের কাথ সহ ধৌত করিলে সর্ব্বপ্রকার যোনিরোগ, বিশেষতঃ পিত্তজ যোনিরোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও দন্তীমূল, ইহাদের কাথে যোনি প্রক্ষালন করিলে বা সেচন করিলে বিবিধ প্রকার যোনিরোগ নষ্ট হয়।

তিল তৈল, সৈন্ধব লবণ ও ইন্দুরের মাংস একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার উষ্ণ স্বেদ প্রদান করিলে **যোনি অর্শ** বিনষ্ট হয়।

কয়লার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ও ইন্দুরের বসা মর্দ্দন

করিলে যোনি স্বস্থানস্থিত হয়।

কস্তুরী, জায়ফল ও কর্পূর বা মদন ফল ও কর্পূর মধু সহ একত্রে মর্দ্দন করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনি দৃঢ় হইয়া থাকে।

গর্ভিণীরোগ চিকিৎসা

"সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চ্চনম্।
সদ্‌বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ॥
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥
শঙ্কয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ॥
ইত্যেতদ্‌ভেষজং প্রোক্তমায়ুষঃ পরিপালনম্।
যেষাং ন নিয়তো মৃত্যুস্তস্মিন্ কালে সুদারুণে॥"

—ইতি, চরকে বিমানস্থানে।

অর্থাৎ,—"সদাচরণ, সর্ব্বভূতে দয়া, দান, বলি, দেবার্চ্চন, সদ্‌বৃত্তের অনুষ্ঠান ও আত্মগুপ্তি (মন্ত্রাদি দ্বারা আত্মরক্ষা) আবশ্যক। পুণ্যবান্ জনপদসমূহের উপসেবন (অর্থাৎ দেশ পরিবর্ত্তন), ব্রহ্মচর্য্য সেবন, ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রয় গ্রহণ, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ও জিতাত্মা মহর্ষিগণের আজ্ঞা পালন এবং বৃদ্ধগণপূজিত ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিকদিগের সহবাস করিবে। সেই সুদারুণ জনপদধ্বংসকালে, যাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে এই সকল ঔষধ যথেষ্ট হইবে।"

গর্ভিণীর রক্তস্রাব হইলে নিম্নলিখিত যোগগুলি সহ দুগ্ধ পাক করিয়া যথাক্রমে প্রথম মাস হইতে দশম মাস কালে প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ হইয়া থাকে। যথা,—

(১) যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু, (২) আমরুল,

কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী, (৩) পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল, (৪) অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, যষ্টিমধু ও বামুনহাটী, (৫) বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী ফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল ও কুঁড়ি এবং ঘৃত, (৬) চাকুলে, বেড়েলা, শজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু, (৭) পানিফল, মৃণাল, কিসমিস, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি, (৮) কয়েৎবেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল এবং পলতা (৯) যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা, এবং (১০) শুণ্ঠী।

গর্ভিণীর গর্ভে বেদনা বা শূল হইলে নিম্নলিখিত যোগসকল যথাক্রমে দশম মাস পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে গর্ভশূল নষ্ট হয় এবং গর্ভ স্থির থাকে। যথা,—

(১) শ্বেতচন্দন, শুলফা, চিনি ও ময়নাফল, চাউলধোয়া জল সহ, (২) পদ্ম, পানিফল ও কেশুর, চাউলধোয়া জল সহ, (৩) ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও আমলকী, উষ্ণ জল সহ, (৪) গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল, দুগ্ধ সহ, (৫) নীলোৎপল ও ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু সহ, (৬) টাবালেবুর বীজ প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, দুগ্ধ সহ, (৭) শতমূলী ও পদ্মমূল, দুগ্ধ সহ, (৮) পলাশ পত্র শীতল জল সহ, (৯) এরণ্ডমূল ও কাকোলী শীতল জল সহ, এবং (১০) নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি জল সহ বাটিয়া দুগ্ধ সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকটী যোগ, প্রথমে চাউল ধোয়া জল বা দুগ্ধ ইত্যাদি যে দ্রব্য সহ মিশ্রিত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বাটিয়া দুগ্ধ সহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

একাদশ মাসে বেদনা হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল শীতল জলে বাটিয়া দুগ্ধ সহ এবং দ্বাদশ মাসে চিনি, ভুঁইকুমড়া, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী জলে বাটিয়া জল সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কেশুর, পানিফল, জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যসকল, পদ্ম, নীলোৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া চিনির সহিত প্রয়োগ করিলে গর্ভশূল নষ্ট হয় ও গর্ভ স্থির থাকে।

বায়ু কর্তৃক গর্ভ ও গর্ভিণী শুষ্ক হইতে থাকিলে যষ্টিমধু ও পক্ক গাম্ভারীফল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া চিনি সহ সেবন করানো কর্ত্তব্য। এবং হাঁসের ডিম ও মুরগীর মাংস পথ্য করা কর্ত্তব্য।

আমছাল ও জামছালের ক্বাথে খৈ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

প্রসবের পর প্রসূতীর বস্তি ও মস্তকে যে মক্কল্ল শূল (ভেদাল ব্যথা) হয় তাহাতে ঘৃত বা উষ্ণ জল বা পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ সহ যবক্ষার প্রয়োগ করিলে, সেই মক্কল্ল শূল নিবারিত হয়।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর ও ধনে, ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড় সহ প্রত্যহ সেবন করিলে মক্কল্ল শূল নিবারিত হয়।

চাউলধোয়া জল সহ পায়রার বিষ্ঠা সেবন করাইলে প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব প্রশমিত হয়।

গর্ভচিন্তামণি রস সেবনে গর্ভিণীর জ্বর, দাহ, প্রদর ও সূতিকা রোগ প্রশমিত হয়।

গর্ভবিনোদ রস সেবনে সকলপ্রকার গর্ভিণীরোগ বিনষ্ট হয়।

গর্ভবিলাস তৈল তলপেটে মর্দ্দনে গর্ভিণীর গর্ভশূল নষ্ট হইয়া রক্তস্রাবাদি বন্ধ হয় এবং পতনোন্মুখ গর্ভ স্থির হয়।

সুখপ্রসব যোগ—সাপের খোলস ঘুটে দগ্ধ করিয়া চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বাটিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করে। যথা,—

আকনাদি মূল, নিসিন্দা মূল, বাসক মূল, অপামার্গ মূল, শালপানি, পরুষ ফল, ইষলাঙ্গলা, তিল তৈল মিশ্রিত পুঁইশাকের মূল।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সেবনে গর্ভিণী সুখে প্রসব করে। যথা,—

(১) ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু চূর্ণ একত্রে জল সহ বাটিয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করতঃ সেব্য।

(২) নাগদানা মূল ও চিতামূল, প্রত্যেক সিকি তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত একত্রে জলে পেষণ করতঃ সেব্য।

(৩) কাঁজির সহিত ॥• তোলা মাত্রায় গৃহধূম মিশ্রিত করিয়া, ও

(৪) কাঁজিসহ হিং ও সৈন্ধব লবণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে—

এবং পরে বিষ্ণুতৈল নাভির নীচে, যোনিদ্বারে ও মাজাকোমরে মালিশ করিলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করে।

মৃতগর্ভে (গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে) :— গর্ভিণীর মস্তকে মনসাসিজের আঠা সিঞ্চন করিলে গর্ভস্থ মৃত শিশু ও গর্ভিণী সুখে প্রসব করে। মৃতগর্ভে উপরিউক্ত নাগদানা ও চিতামূলের যোগটীও উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

প্রসবের পর ফুল না পড়িলে—(১) কেশবেষ্টিত অঙ্গুলীর দ্বারা কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে, (২) বিষলাঙ্গলার মূল বাটা হস্তপদে লেপন করিলে, (৩) পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ মদ্য বা কাঁজিসহ সেবন করিলে ফুল পতিত হয়।

পিপ্পল্যাদিগণ ঃ—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপুল, শুঁঠ, চিতা, চৈ, রেণুক, এলাইচ, বনযমানি, সর্ষপ, হিং, বামুনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, ঘোড়ানিম, মূর্ব্বা, আতইচ, কটকী ও বিড়ঙ্গ, এইগুলিকে পিপ্পল্যাদিগণ বলে।

প্রসবের পর প্রসবদ্বারে বেদনা করিলে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ

ও সচল লবণ, সমভাগে একত্রে ॥• তোলা মাত্রায় মদ্যসহ সেবন করিলে প্রসবদ্বারের বেদনা নিবারিত হয়।

সূতিকারোগ চিকিৎসা

"অজ্ঞানাদ্ বা প্রমাদাদ্ বা লোভাদ্ বা দৈবতশ্চ বা।
সা চেৎ কুর্য্যান্নিষিদ্ধানি গর্ভো দোষাংস্তদাপ্নুয়াৎ॥
এতস্যা রোদনাদ্ গর্ভো ভবেদ্ বিকৃতলোচনঃ।
নখচ্ছেদেন কুনখী কুষ্ঠী ত্বভ্যঙ্গতো ভবেৎ॥
অনুলেপাৎ তথা স্নানাদ্ দুঃখশীলোঽঞ্জনাদদৃক্।
স্বাপশীলো দিবাস্বাপাচ্চঞ্চলঃ স্যাৎ প্রধাবনাৎ॥
অত্যুচ্চশব্দশ্রবণাদ্ বধিরঃ খলু জায়তে।
তাল্বদন্তৌষ্ঠজিহ্বাসু শ্যাবো হসনতো ভবেৎ॥
প্রলাপী ভূরিকথনাদুন্মত্তস্তু পরিশ্রমাৎ।
স্খলতে ভূমিখননাদুন্মত্তো বাতসেবনাৎ॥"

—ইতি ভাবপ্রকাশে গর্ভপ্রকরণে।

অর্থাৎ,—"অজ্ঞানবশতঃই হউক বা প্রমাদবশতঃ হউক অথবা লোভবশতঃই হউক কিম্বা দৈববশতঃই হউক, রজস্বলা স্ত্রী যদি অশ্রুপাতাদি নিষিদ্ধ কার্য্য সকল আচরণ করে, তাহা হইলে গর্ভ এইসকল দোষ প্রাপ্ত হয়, যথা,—রজস্বলার রোদনে গর্ভ বিকৃতলোচন হয়, নখচ্ছেদে কুনখী হয়, অভ্যঙ্গে কুষ্ঠী হয়, অনুলেপনে ও স্নানে দুঃখশীল হয়, অঞ্জন ধারণে দৃষ্টিহীন হয়, দিবানিদ্রায় নিদ্রাশীল হয়, প্রধাবনে চঞ্চল হয়, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণে বধির হয়; হাস্যকরণে সন্তানের তালু, দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শ্যাববর্ণ হয়, বহুভাষণে সন্তান প্রলাপী হয়, পরিশ্রমে উন্মত্ত হয়, ভূমিখননে স্খলিত হয় এবং বাতসেবনে উন্মত্ত হয়।"

সূতিকারোগে দশমূল, কাঁটী, গন্ধভাদুলে, জীরা, শুঁঠ, শুলফ, পিপুল, গোলমরিচ ও বালা, এইগুলি বিশেষ উপকারী।

সূতিকাদশমূল, সহচরাদি, অমৃতাদি, হ্রীবেরাদি ও দেবদার্ব্বাদি ক্বাথ সূতিকারোগের পাচন ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কেবলমাত্র পীত ঝিণ্টীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকলপ্রকার সূতিকারোগ আরোগ্য হয়।

জীরকাদি মোদক এবং জীরকাদ্যারিষ্ট অতিসারযুক্ত সূতিকারোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টফল ঔষধ। এইরূপ সূতিকারোগে বৃঃ সৌভাগ্যশুণ্ঠী, পঞ্চজীরক গুগ্‌গুলু ও বজ্রকাঞ্জিকও সুফল প্রদান করে। বৃঃ সূতিকাবল্লভরস, সূতিকারিরস, এই দুইটী রসৌষধিও এই জাতীয় সূতিকায় উৎকৃষ্ট ফল দর্শায়।

আম সূতিকায় প্রসারণীলৌহ উৎকৃষ্ট।

শুষ্ক সূতিকায় মহাভ্রবটী, মহারস শার্দ্দূল, রসশার্দ্দূল, ভল্লোৎকটাদ্য ঘৃত, সূতিকাহরোরস সেবনার্থ এবং ধাতক্যাদি তৈল মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্বর্ণপর্পটী সর্ব্বপ্রকার সূতিকারোগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। রসপর্পটী লৌহপর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী ব্যবহার করিয়াও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়।

শুষ্ক সূতিকায় বলাতৈল, বিষ্ণুতৈল, বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্রতৈল ও ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। গুড়ূচ্যাদি তৈল, মধ্যম গুড়ূচ্যাদি তৈল এবং শতাবরী তৈলও এই জাতীয় সূতিকায় ভাল ফল দেখায়।

সাতারের কবিরাজগণ শুষ্ক সূতিকায় ধনেশাদি তৈল নামক একপ্রকার তৈল ব্যবহার করিয়া সুফল লাভ করিতেন। ধনেশপাখীর মাংস দ্বারা এই তৈল প্রস্তুত করিতে হয়।

স্তন্যদুষ্টি চিকিৎসা ঃ—যদি স্তন্য শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে (১) ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ মদ্যসহ সেবন করিলে, (২) শালিধানের

চাউলচূর্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে, (৩) বনকার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল কাঁজিসহ বাটিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে, এবং (৪) হরিদ্রাদিগণের কাথ ও বচাদিগণের কাথ পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

হরিদ্রাদিগণ ঃ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু, এইগুলিকে হরিদ্রাদিগণ বলে।

বচাদিগণ ঃ—বচ, মুতা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূল ও অনন্তমূল, এইগুলিকে বচাদিগণ বলে।

বায়ুকর্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে প্রসূতি ও সন্তানকে দশমূলের কাথ পান করানো কর্ত্তব্য।

পিত্তকর্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে—প্রসূতি ও সন্তানকে পলতা, গুলঞ্চ, নিমছাল, শতমূল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ পান করানো কর্ত্তব্য।

কফকর্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে—ত্রিফলা, মুতা, কট্‌কী, চিরতা, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি, আতইচ, এইগুলির কাথ প্রসূতিকে ও সন্তানকে পান করানো কর্ত্তব্য। এবং মুগের যুষ ও মাংসরস পথ্য দেওয়াও কর্ত্তব্য।

স্তনে বেদনা হইয়া ফুলিয়া উঠিলে (ঠুনকো হওয়া) ধুতুরাপাতা ও হলুদ একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। মসুরীর ডাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ঠুনকো আরোগ্য হয়। গোরক্ষচাকুলের মূল চর্ব্বন করিলে এবং মুখে ধারণ করিলেও স্তনবিদ্রধি আরোগ্য হয়।

স্তনে যে কোন প্রকার বিদ্রধি হইয়া ঘা হইলে নালুকা দুই ভাগ, যষ্টিমধু ১ ভাগ ও অনন্তমূল ১ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ একত্রে জলে বাটিয়া ও গব্যঘৃত মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিয়া তদুপরি পান বা কলাপাতা স্থাপন করিয়া রাখিলে আরোগ্য হয়।

সন্তান প্রসবের পর যদি স্তন শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে

স্তনে শ্রীপর্ণীতৈল এবং কাশীশাদ্যতৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির মাজাকোমর ও পেট মোটা হইয়া পড়িলে ঘোলসহ ৷৷০ তোলা মাত্রায় মাধবীলতার মূল বাটিয়া সেবন করিলে মাজাকোমর ও পেট সরু হয়।

বালরোগ চিকিৎসা

"অচ্ছায়শ্চৈকশাখশ্চ নিষ্ফলশ্চ যথা দ্রুমঃ।
অনিষ্টগন্ধশ্চৈকশ্চ নিরপত্যস্তথা নরঃ॥
চিত্রদীপঃ সরঃ শুষ্কমধাতুর্ধাতুসন্নিভঃ।
নিপ্রজস্তৃণপুলীতি জ্ঞাতব্যঃ পুরুষাকৃতিঃ॥
অপ্রতিষ্ঠশ্চ নগ্নশ্চ শূন্যশ্চৈকেন্দ্রিয়শ্চ ন।
মন্তব্যো নিষ্ক্রিয়শ্চৈব যস্যাপত্যং ন বিদ্যতে॥
বহুমূর্ত্তির্বহুমুখো বহুব্যূহো বহুক্রিয়ঃ।
বহুচক্ষুর্বহুজ্ঞানো বহ্বাত্মা চ বহুপ্রজঃ॥"

—ইতি চরকে চিকিৎসিতস্থানে।

অর্থাৎ,—"অপত্যহীন পুরুষ ছায়াহীন, একশাখাবিশিষ্ট, নিষ্ফল ও দুর্গন্ধ বৃক্ষের ন্যায় শোচনীয়। নিঃসন্তান পুরুষকে চিত্রস্থ দীপের ন্যায়, শুষ্ক সরোবরের ন্যায় ও ধাতুবৎ দৃশ্যমান অধাতব পদার্থের ন্যায় এবং পুরুষাকৃতি তৃণময় পুত্তলীর ন্যায় মনে করা যায়। যে পুরুষের অপত্য নাই, তাহাকে প্রতিষ্ঠাবিহীন, উলঙ্গ, শূন্য, একেন্দ্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে করিতে হয়। বহুসন্তান পুরুষকে বহুমূর্ত্তি, বহুমুখ, বহুব্যূহ, বহু-ক্রিয়, বহুচক্ষুঃ, বহুজ্ঞান ও বহ্বাত্মা বলিয়া মনে করা যায়।"

শিশুর পুষ্টির জন্য স্বর্ণভস্ম, কুড়চূর্ণ, বচচূর্ণ, মধু ও ঘৃত, এইগুলি সমভাগে মিলিত ২ রতি মাত্রায় সেবন করানো কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মীশাকের রস, ঘৃত, মধু ও স্বর্ণভস্ম, একত্রে সেবন করাইলে শিশুর পুষ্টি হয়।

শঙ্খপুষ্পীচূর্ণ, বচচূর্ণ, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম অথবা কট্‌ফলচূর্ণ, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম, একত্রে সেবন করাইলে শিশুর পুষ্টি হয়।

জাত শিশু দুগ্ধ পান না করিলে, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ একত্রে ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

শিশুর পক্ষে স্তন্যের অভাব হইলে স্বল্প পঞ্চমূল বা শালপানি ২ তোলা, জল /১ সের ও দুগ্ধ /।০ পোয়া একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধা-বশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ শিশুকে পান করানো কর্ত্তব্য।

বালকের নাভি উত্থিত হইলে (উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিলে) সরিষার তৈলের প্রদীপে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তপ্ত করিয়া নাভির উপর স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

শিশুর নাভিপকে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর কল্কে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নাভিতে লাগাইলে বা ঐসকল দ্রব্যের চূর্ণ নাভির উপর ছড়াইলে নাভিপক আরোগ্য হয়।

শিশুর পেট কামড়াইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ, পুনর্নবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথ সিকি মাত্রায় পান করানো কর্ত্তব্য।

সাধারণ গ্রহজুষ্টের চিকিৎসা :—মাষাণি, মুণ্ডিরী ও বালা, ইহাদের কাথে শিশুকে স্নান করাইলে; ছাতিমছাল, কুড়, হরিদ্রা ও চন্দন একসঙ্গে বাটিয়া শিশুর গাত্রে মাখাইলে, শিশুর গ্রহ-শান্তি হয়।

ভাবপ্রকাশোক্ত অষ্টমঙ্গলঘৃত শিশুকে প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে গ্রহশান্তি হয়।

অষ্টমঙ্গলঘৃত :—বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, অনন্তমূল, শ্বেত-সর্ষপ, সৈন্ধব ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা যথাবিধানে ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়।

শিশুদের জ্বরে ঃ—ভদ্রমুস্তাদি কাথ প্রযোজ্য।

জ্বরাতিসারে ধাতক্যাদি কাথ, **কাসে** কর্কটাদিচূর্ণ, **জ্বর-কাস-অতিসারে** বালচতুর্ভদ্রিকা চূর্ণ, **রক্তাতিসারে** কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক প্রযোজ্য।

রসৌষধির মধ্যে : **জ্বরে**—বালকরস ও কুমারকল্যাণ রস; **প্লীহা ও যকৃতে**—নাভিশঙ্খ, লোকনাথ রস ও গুড়পিপ্পলী সেবনার্থ এবং প্লীহা-যকৃতের উপরে প্রলেপার্থ হিঙ্গ্বাদিলেপ: **আমাশয়ে**—মহাগন্ধক ও সর্ব্বতোভদ্ররস; **অগ্নিমান্দ্যে**—ভুবনেশ্বর রস; **শোথ-সংযুক্ত উদরাময়ে**—রসপর্পটী; **ক্রিমিতে**—ক্রিমিধূলীজল-প্লব রস, ক্রিমিমুদ্গর রস, বিড়ঙ্গাদিলৌহ; **উদরাময় ও পেট-ফাঁপায়** শ্বেতপর্পটী; **শূলে**—মকরধ্বজ ও মকরমুষ্টি; **বমনে**—বিক্রমযোগ; **অপুষ্টিতে**—স্বর্ণপর্পটী ও রসাঞ্জলক হিতকর।

শিশুদের সর্ব্বপ্রকার উদরাময়ে জীরাবাটা ২ রতি ও হিং ½ রতি সহ **রসপর্পটী** সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জ্বরশোথাদি জটিলতাযুক্ত হইলে **স্বর্ণপর্পটী** ব্যবহার্য্য।

শিশুদের **তড়কারোগে**—প্রাণবল্লভ রস ও রসরাজ রস হিতকর।

ঘুমড়িকাসি বা হুপিং কাসে ঃ—বাসকারিষ্ট, বাসা-দ্রাক্ষারিষ্ট, বাসাবলেহ, নিদিগ্ধিকাবলেহ এবং অতিমাত্রায় হুপিংকাসে বসন্ততিলক রস হিতকর।

শিশুর পক্ষাঘাতে ঃ—সিদ্ধমকরধ্বজ, সমীরপন্নগ রস, হরিতালভস্ম সেবনার্থ এবং মহামাষ তৈল, ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল ও কুব্জপ্রসারণী তৈল মালিশার্থ ব্যবহার্য্য।

শিশুর হাম ও বসন্তে ঃ—সর্ব্বতোভদ্ররস ব্যবহার্য্য।

শিশুর দন্তোদগমের পর উদরাময়ে ঃ—মহা-

গন্ধক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, মকরধ্বজ, মকরবজ্র ও রসপর্পটী হিতকর।

শিশুর দেহপুষ্টির জন্য ঃ—অশ্বগন্ধাঘৃত, স্বর্ণভস্ম, স্বর্ণপর্পটী, রসপর্পটী, স্বল্প পূর্ণচন্দ্ররস ও প্রবালপঞ্চক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শিশুর বয়স ৮ বৎসরের কম হইলে তাহাকে বিষঘটিত ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

শয্যামূত্রের জন্য তেলাকুচা পাতার রসের সহিত স্বর্ণসিন্দুর ব্যবহার্য্য।

ক্লৈব্য চিকিৎসা

"কৃতৈককৃত্যাঃ সিদ্ধার্থা যে চান্যোন্যানুবর্ত্তিনঃ।
কলাসু বাহ্যা যে তুল্যাঃ সত্ত্বেন বয়সা চ যে॥
কুলমাহাত্ম্যদাক্ষিণ্যশীলশৌচসমন্বিতাঃ।
যে কামনিত্যা যে হৃষ্টা যে বিশোকা গতব্যথাঃ॥
যে তুল্যশীলা যে ভক্তা যে প্রিয়া যে প্রিয়ংবদাঃ।
তৈর্নরঃ সহ বিশ্রব্ধঃ সুবয়স্যৈর্বৃষায়তে॥"

—ইতি চরকে চিকিৎসিতস্থানে।

অর্থাৎ,—"পরস্পর একই কর্ম্মের কর্ম্মী, পরস্পর সিদ্ধমনোরথ, পরস্পরের অনুবর্ত্তী; নৃত্যগীতাদি কলা, সত্ত্ব ও বয়সে পরস্পর তুল্য, সৎকুলোদ্ভব, দাক্ষিণ্য-পরায়ণ, সুশীল, শুচিস্বভাব, বিলাসপরায়ণ, হৃষ্ট, শোকহীন, ব্যথাহীন, তুল্যশীল, পরস্পর ভক্ত ও প্রিয় এবং প্রিয়ংবদ বয়স্যদিগের সহিত বিশ্রব্ধভাবে কালযাপন করিলে পুরুষ বৃষতা লাভ করে।"

সিদ্ধ বাজীকরণ যোগ ঃ—(১) ছাগলের অণ্ডকোষ-দ্বয় পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণের সহিত গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে—

(২) ছাগলের অণ্ডকোষ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে তিলের

শাঁস ভাবনা দিয়া সেবন করিলে—

(৩) মাষকলাইএর বটক প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে—

(৪) বিউলীর (কড়াই-এর) ডাল রসোন আদা সহযোগে বাটিয়া ও সরিষার তৈলে ভাসাইয়া বটক প্রস্তুত করতঃ উক্ত বটক এবং হিং, মৌরী ও আদাবাটা সহযোগে বিউলীর ডাল প্রস্তুত করিয়া তৎসহ অন্নভোজন করিলে—

(৫) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ক্ষীরপাক করিয়া সেবন করিলে,—

শতমূল, কচি শিমুল মূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আলকুশীবীজ ও কোকিলাক্ষ বীজ।

(৬) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ মধু, দুধ ও চিনি সহ সেবন করিলে—

আমলকী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুঁচমূল, শতমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, পীতবেড়েলামূল, কোকিলাক্ষ বীজ।

(৭) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির রস মধু, দুধ ও চিনি সহ সেবন করিলে—

শতমূল, যজ্ঞডুমুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আমলকী, প্রাচীন শিমুলবৃক্ষের মূলের ছাল।

(৮) সদ্য মাংস ও মৎস্য, বিশেষতঃ পুঁটিমৎস্য, ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে, বাজীবৎ সামর্থ্য জন্মে।

দশমূলারিষ্ট, অশ্বগন্ধারিষ্ট ও মৃতসঞ্জীবনীসুরা, আসব-অরিষ্ট ঔষধের মধ্যে এই তিনটী; চূর্ণের মধ্যে মারসিংহ চূর্ণ; গুড়ের মধ্যে গুড়কুষ্মাণ্ড; মোদকের মধ্যে বৃঃ শতাবরী মোদক, কামেশ্বর মোদক, রতিবল্লভ মোদক ও মদনানন্দ মোদক এবং উদ্ভিজ্জ ঔষধের মধ্যে বানরী-বটিকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বল, বীর্য ও রতিশক্তি বর্দ্ধক।

রসৌষধির মধ্যে মন্মথাভ্ররস, স্বল্প পূর্ণচন্দ্ররস, মহেশ্বর রস, মকরধ্বজ রস, কামধেনু রস; ঘৃতের মধ্যে বৃঃ অশ্বগন্ধা ঘৃত, বৃঃ শতাবরী ঘৃত ও কামদেব ঘৃত; তৈলের মধ্যে শ্রীগোপাল তৈল, মহারাজ প্রসারণী তৈল ও পল্লবসার তৈল, এইগুলি শ্রেষ্ঠ বাজীকর ঔষধ।

বীর্যস্তম্ভনে—করভাদিগুড়িকা সর্বশ্রেষ্ঠ।

করভাদিগুড়িকা—আকড়কড়া, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জৈত্রী ও রক্তচন্দন, এইগুলি প্রত্যেক ২ তোলা; হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেক ॥০ তোলা এবং আফিং ৮ তোলা, সমস্তগুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান দুগ্ধ। শয়নকালে সেব্য।

শত্রুবল্লভ রস নামক ঔষধটিও উৎকৃষ্ট বীর্য্যস্তম্ভক।

রসসিন্দুর মধুসহ মর্দ্দন করিয়া লিঙ্গমণিতে লেপন করিয়া মৈথুন করিলে সত্বর বীর্য্যস্খলন হয় না।

ধ্বজভঙ্গে ঃ—অমৃতপ্রাশ ঘৃত, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, অনঙ্গকুসুমাকর রস, পুষ্পধন্বা রস, স্বর্ণসমীরপন্নগ রস, মল্লসিন্দুর, রসতালক, এইগুলি উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

অশ্বগন্ধা তৈল, মহাচন্দনাদিতৈল ও শ্রীগোপাল তৈল ধ্বজভঙ্গে মর্দ্দনার্থ ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

স্বর্ণসমীরপন্নগ ঃ—চিনা সোনার পাত ১ ভাগ, পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, শেঁখো ৪ ভাগ, মনঃশিলা ৪ ভাগ এবং হরিতাল ৪ ভাগ। প্রথমে খলে পারদ ও সোনা মর্দ্দন করতঃ মিশ্রিত করিয়া গন্ধক সহযোগে কজ্জলী করিতে হইবে। তৎপর অন্য দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ২ দিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। তৎপর মৃদু, মৃদু অগ্নিতে ২ দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে ভিতরের দ্রব্য বাহির করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ½ রতি

হইতে ১ রতি। অনুপান আদার রস।

মল্লসিন্দুর ঃ—পারদ ১ ভাগ, রসকর্পূর ১ ভাগ, গন্ধক ৫॥০ ভাগ এবং শেঁখো ৪॥০ ভাগ, একত্রে ২ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ও ২ দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে শিশির গলদেশস্থ ঔষধ বাহির করিয়া পাথরের খলে মাড়িয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ½ রতি হইতে ১ রতি। অনুপান আদার রস।

রসতালক ঃ—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, দারমুজ ৪ তোলা ও হরিতাল ৪ তোলা, একত্রে কজ্জলী করিয়া বালুকাযন্ত্রে ১২ ঘণ্টা পাক করিয়া শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ¼ রতি।

রসায়ন চিকিৎসা

"সত্যবাদিনমক্রোধং নিবৃত্তং মদ্যমৈথুনাৎ॥
অহিংসকমনায়াসং প্রশান্তং প্রিয়বাদিনম্।
জপশৌচপরং ধীরং দাননিত্যং তপস্বিনম্॥
দেবগোব্রাহ্মণাচার্য্যগুরুবৃদ্ধার্চ্চনে রতম্।
আনৃশংস্যপরং নিত্যং নিত্যং কারুণ্যবেদিনম্॥
সমজাগরণস্বপ্নং নিত্যং ক্ষীরঘৃতাশিনম্।
দেশকালপ্রমাণজ্ঞং যুক্তিজ্ঞমনহঙ্কৃতম্॥
শস্তাচারমসংকীর্ণমধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
উপাসিতারং বৃদ্ধানামাস্তিকানাং জিতাত্মনাম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রপরং বিদ্যাদ্বরং নিত্যরসায়নম্॥"

—ইতি চরকে চিকিৎসিতস্থানে।

অর্থাৎ,—"সত্যবাদী, অক্রোধ, মদ্য-মৈথুন বিরত, অহিংসক, অপরিশ্রান্ত, প্রশান্ত, প্রিয়বাদী, জপশৌচ-পরায়ণ, ধীর, দাতা, তপস্বী; দেব, গো, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের সেবায় নিরত; অহিংসা

পরায়ণ, সতত কারুণ্যবেদী, যথাকালে জাগরণশীল ও নিদ্রাশীল, দুগ্ধ-ঘৃতাশী, দেশকাল-প্রমাণজ্ঞ, যুক্তিজ্ঞ, অনহঙ্কৃত, সদাচার, অসংকীর্ণ (একধর্মপরায়ণ), অধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয় (আধ্যাত্মিক বিষয়ে যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল প্রবৃত্ত), আস্তিক, জিতেন্দ্রিয় ও বৃদ্ধগণের উপাসিত এবং ধর্মশাস্ত্র-পরায়ণ পুরুষকে নিত্য রসায়ন জানিবে; অর্থাৎ, এইরূপ পুরুষের রসায়ন ব্যতিরেকেও রসায়নের কার্য্য হয়।”

অকাল বার্দ্ধক্য ও ব্যাধিনাশক কতিপয় সিদ্ধযোগ

(১) **নিগুণ্ডী কল্প**—নিসিন্দার মূল চূর্ণ /১ সের ও মধু /২ সের, একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতাপ্লুত হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করতঃ চতুর্দ্দিকে মাটীর প্রলেপ দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। শুষ্ক হইবার পর উক্ত হাঁড়ী এক মাস ধান্য-রাশির মধ্যে রাখিতে হইবে। মাসান্তে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। এই ঔষধ ।৹ তোলা মাত্রায় তক্রসহ সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয় ও গোমূত্রসহ সেবন করিলে বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

(২) **ভৃঙ্গরাজযোগ**:—ভৃঙ্গরাজপত্র চূর্ণ ১ ভাগ, খোসা-রহিত তিল চূর্ণ ½ ভাগ ও আমলকীচূর্ণ ½ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ।৹ তোলা মাত্রায় চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে, (৩) হস্তিকর্ণপলাশের মূল চূর্ণ ।৹ তোলা মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন করিলে, (৪) অশ্বগন্ধাচূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, (৫) থুলকুড়ির রস মধু সহ সেবন করিলে, (৬) যষ্টিমধুচূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, (৭) গুলঞ্চের রস মধু সহ সেবন করিলে, (৮) শঙ্খপুষ্পীর কল্ক মধু সহ সেবন করিলে (৯) কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া প্রত্যহ ২ তোলা মাত্রায় ভৃঙ্গরাজের রস পান করিলে, (১০) গুড়, মধু, শুঁঠ, পিপুল

এবং সৈন্ধব লবণের যে কোন একটীর সহিত প্রতিদিন ২টী করিয়া পাটমাই হরীতকী সেবন করিলে, এবং (১১) আহার পরিপাকান্তে ১টী হরীতকী, আহারের পূর্ব্বে ২টী বহেড়া এবং আহারের অন্তে ৪টী আমলকী ঘৃত ও মধু সহ, সেবন করিলে নীরোগ দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়।

নিম্নলিখিত ভেষজগুলি দুগ্ধ সহ ৬ মাস সেবন করিলে শরীর নীরোগ হইয়া থাকে।

(১) রাখালশশার মূল চূর্ণ, (২) ব্রাহ্মীশাকের রস, (৩) থুল-কুড়ির রস, (৪) কাকোলীর চূর্ণ, (৫) শতমূলীর রস, (৬) ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা চূর্ণ, (৭) জীবন্তীর রস, (৮) পুনর্নবার রস বা মূল চূর্ণ, (৯) গোরক্ষ চাকুলের মূল চূর্ণ, (১০) শালপানির মূল চূর্ণ বা পত্রের রস, (১১) বচ-চূর্ণ, (১২) আমলকী চূর্ণ, (১৩) কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ, (১৪) মেদাচূর্ণ, (১৫) মহামেদা চূর্ণ,

বর্দ্ধমান পিপ্পলী একটী উৎকৃ রষ্টসায়ন।

ত্রিফলা কল্ক লোহার পাতে লেপন করিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিতে হইবে। পরে উক্ত কল্ক ১ তোলা মাত্রায় ১ মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত মধু ও শীতল জল সহ সেবনে নীরোগ দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়।

ত্রিফলা চূর্ণ যষ্টিমধু চূর্ণ সহ বা বংশলোচন চূর্ণ সহ বা পিপুল চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু যোগে সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন হইয়া থাকে।

অমৃতভল্লাতক ঘৃত ও মহাভল্লাতক গুড়, এই দুইটী ঔষধও উৎকৃষ্ট রসায়ন।

গোরক্ষচাকুলের মূলের ছাল দুগ্ধসহ বাটিয়া মধু ও ঘৃতসহ অগ্নিবলানুসারে ।০ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় সম্বৎসরকাল সেবন করিলে যাবতীয় জরাব্যাধি দূরীভূত হয়।

আমলকীর রস ও চূর্ণ এবং পিপুল চূর্ণ ঘৃত, মধু, ও চিনি সহ

মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শরীর নীরোগ হইয়া থাকে।

চরকোক্ত আমলকী ঘৃত, হরীতকী রসায়ন, ব্রাহ্মরসায়ন এবং চ্যবনপ্রাশ, এইগুলি উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

ধাতব রসায়ন

(১) "অয়ঃসমানং নহি কিঞ্চিদস্তি রসায়নং শ্রেষ্ঠতরং নরাণাম্," লৌহই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রসায়ন। এই লৌহকে কান্তলৌহ এবং তীক্ষ্ণ লৌহ বুঝিতে হইবে। এইরূপ লৌহকে পারদ ও গন্ধক সহযোগে ভস্মীভূত করিতে হইবে। পিণ্ডলৌহ ও মুণ্ডলৌহ সেবনে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। লৌহভস্ম বারিতর হইলে শ্রেষ্ঠ ফলদায়ক হয়। বারিতর লৌহ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করে।

(২) রসায়নযোগে লৌহের পরে স্বর্ণের স্থান। স্বর্ণের বিশেষত্ব এই যে, ইহা জীবদেহাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার বীজাণুর নাশক। একমাত্র স্বর্ণভস্ম প্রয়োগে যক্ষ্মাবীজাণু নির্ম্মূল হইয়া থাকে। টায়ফয়েড, কলেরা, কালাজ্বর, সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিজনিত রোগ এবং ক্ষতক্ষীণজনিত ক্ষয়রোগের, সর্ব্বপ্রকার বীজাণুর নাশক স্বর্ণভস্ম। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বায়ুনাশক। সেই জন্য বাতব্যাধি অধিকারে ইহার সর্ব্বাধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বায়ুকে প্রকৃতিস্থ করিতে এবং ওজঃশক্তি বৃদ্ধি করিতে স্বর্ণের ন্যায় অন্য কোন ঔষধ নাই। এই জন্য স্বর্ণঘটিত ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, রসরাজ রস, কৃষ্ণ-চতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস, বৃঃ চন্দ্রামৃত রস, বসন্তকুসুমাকর রস, অষ্টাবক্র রস, বসন্তমালতী রস, স্বর্ণ মালতী রস, মকরধ্বজ রস, বৃঃ পূর্ণচন্দ্র রস, বৃঃ বাতচিন্তামণি, চিন্তামণি রস, চতুর্ভুজ রস প্রভৃতি ঔষধগুলি শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

(৩) স্বর্ণের পরে রাসায়নিক ক্ষেত্রে অভ্রের স্থান। ক্ষতজনিত ক্ষয়রোগ নিবারণ করিয়া শরীরের বলাধান করিতে অভ্রের শক্তি অদ্ভুত। তবে এই অভ্র কৃষ্ণাভ্র বা বজ্রাভ্র হওয়া উচিত। অভ্র সেবনের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। ইহা সেবনের এক বৎসর পরে শরীরে

অপূর্ব্ব রসায়ন কল প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(৪) রসায়ন ঔষধের মধ্যে অভ্রের পর বঙ্গভস্ম। এই বঙ্গভস্ম পারদ, গন্ধক ও হরিতালযোগে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। বঙ্গের পর দস্তা ও তাহার পর সীসকভস্ম রসায়ন গুণযুক্ত ঔষধ।

(৫) রসায়ন ঔষধের মধ্যে শিলাজতুর স্থান সর্ব্বনিম্নে। শিলাজতু রসায়ন ঔষধ হইলেও ইহা কর্ষকগুণযুক্ত বলিয়াই নিকৃষ্ট।

রত্নবর্গের মধ্যে মুক্তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন গুণযুক্ত। হীরকও উৎকৃষ্ট রসায়ন, কিন্তু ইহারও কর্ষকগুণ থাকায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্রে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া তাম্রনির্ম্মিত মুষায় বদ্ধ করিয়া ও তাহার উপর মাটীর লেপ দিয়া পুটপাক করিতে হইবে। এই ঔষধ ১ রতি মাত্রায় ঘৃত ও শুঁঠচূর্ণ সহ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিলে জরা নাশ হয়।

পারদ, গন্ধক, মধু, ঘৃত, শিলাজতু ও অম্লবেতস, এইগুলি সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে তিন মাস মধ্যে জরাব্যাধি নিবারিত হয়।

শিলাজতু, মধু, বিড়ঙ্গ, ঘৃত, লৌহভস্ম, হরীতকী, পারদ ও স্বর্ণমাক্ষিক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শশাঙ্কের ন্যায় এক পক্ষকাল মধ্যে দুর্ব্বল দেহ-ধাতুর পূরণ হয়।

আমলকী ও মধু সহ উপযুক্ত মাত্রায় স্বর্ণভস্ম সেবন উৎকৃষ্ট রসায়ন।

স্বর্ণভস্ম, পিপুল, বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, মধু, ঘৃত ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে জরাজীর্ণ ও কান্তিশূন্য দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমধাতু হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে।

কান্তলৌহ, অভ্র, শিলাজতু, মিঠাবিষ, জারিত পারদ ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধু

ও ঘৃত সহ সেবন করিলে জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু নিবারিত হয়।

ত্রিফলা চূর্ণ ও মধু সহ কান্তলৌহভস্ম সেবনে রসায়ন হইয়া থাকে। ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও মধু সহ কান্তলৌহভস্ম সেবনেও উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়।

কান্তাভ্রক রসায়ন ও কমলাবিলাস রস নামক ঔষধ দুইটীও ধাতু-ঘটিত রসায়ন ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

"সত্যবাদিনমক্রোধমধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
শান্তং সদ্‌বৃত্তনিরতং বিদ্যান্নিত্যরসায়নম্॥"

অর্থাৎ,—"যে ব্যক্তি সত্যভাষী, ক্রোধরহিত, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত ও সদাচাররত, তাঁহাকে নিত্য রসায়নসেবী জানিবে।"

"শাস্ত্রানুসারিণী চর্য্যা চিত্তজ্ঞা পার্শ্ববর্ত্তিনঃ।
বুদ্ধিরস্খলিতার্থেষু পরিপূর্ণং রসায়নম্॥"

অর্থাৎ,—"রসায়ন পরিপূর্ণ হইলে চেষ্টা শাস্ত্রানুসারিণী হয়, পার্শ্ববর্ত্তি ব্যক্তির চিত্তজ্ঞানে সামর্থ্য জন্মে এবং বিষয়বুদ্ধি অস্খলিত হইয়া থাকে।"

ইতি, "দুষ্টফল-চিকিৎসা" সমাপ্ত।

এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।